চারু-দর্শন।

ধর্ম্ম বিষয়ক উপন্যাস। ধার্ম্মিকের চিত্র, অধার্ম্মিকের দৃষ্টান্ত, ধর্ম্মধ্বজীর কুকীর্ত্তি ও ধর্ম্মের উপদেশ জ্বলন্তভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট।

আয়ুর্ব্বেদীয় যৌথ কারখানা

ঔষধ পরীক্ষক।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর কবিরাজ

আসক লেন, ঢাকা।

তৎ-কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

১৩২০

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানার প্রাচীন গ্রাহকদের জন্য ৸০ বার আনা মাত্র।

PRINTED BY MD. IBRAHIM—At the Moslem Hitaishi Press, Dacca.

সমালোচনা।

কলিকাতা হাইকোর্টের অনারেবল্ জষ্টিশ শুার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর মহোদয়ের অভিমত। যথা—

"চারুদর্শন" পুস্তক খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। গল্পটীতে প্রচুর রচনানৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। চিত্রিত চরিত্রগুলি স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত হইলেও সর্ব্বত্রই স্পষ্টরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নানা স্থানে কথোপকথনচ্ছলে দর্শনাদি নানা শাস্ত্রের কথা বিশদ-ভাবে বিবৃত হইয়াছে। স্থান ও ঘটনাগুলি সরল ও সতেজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে একদা জ্ঞান ও আনন্দ লাভ হয়। তবে এই পুস্তকের ভাষায় স্থানে স্থানে গ্রাম্যতা দোষ আছে। যথা—২২পৃষ্ঠা। "কাপড় পরে" না লিখিয়া "কাপড় পড়ে" লিখিত হইয়াছে; এবং দুই একটী স্থানে ভাষান্তরের শব্দ অশুদ্ধরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা— "দস্তাবেজ" না লিখিয়া "দস্তাবিদ" লেখা হইয়াছে। (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। আর গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠার নিম্নভাগে যেন টীকা স্বরূপ ঔষধাদির বিজ্ঞাপন সন্নিবেশিত আছে। তাহা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও মতভেদ হইতে পারে। কিন্তু এই সকল সামান্য দোষ, এ পুস্তকের প্রভূত গুণের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে 'একোহি দোষো গুণ-সন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥" (অল্পদোষ গুণরাশি মাঝে ঢেকে যায়, শশাঙ্ক কলঙ্ক যথা কৌমুদী মাঝাবে) এই কথা খাটে। সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি একটুকু কূট-কটাক্ষও আছে। তবে দোষ গুণ একত্র করিয়া বিচার করিলে "চারুদর্শন" একখানি উপাদেয় ও শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ বলিতে হইবে। ইতি—১২। ৯। ২৪।

যিনি পূর্ব্বজন্মে বারদীর ব্রহ্মচারী বাবার গুরু ছিলেন, এবং যিনি "সিদ্ধ-জীবনী' প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের প্রণেতা, সেই তাপস কাশীবাসী মহাত্মা শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহোদয়ের অভিমত। যথা—

"চারুদর্শন" নামক পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। নাটক-নভেল দ্বারা সমাজের অপকার ভিন্ন কোন উপকার হইতে পারে, এধারণা আমার এতদিন ছিল না। উহা পাঠ করা একটী লজ্জাজনক বিষয়। গুরুজন নিকটে আসিলে ছেলেরা হাতের নাটক-নভেল খানিকে গোপন করিতে যত্ন করিয়া থাকে। গ্রন্থকার চারুদর্শন লিখিয়া, উপন্যাস জগতের সেই কলঙ্ক-

মোচন করিয়াছেন। তাঁহার রচনা চাতুর্য্যে চারুদর্শনকে পবিত্র ও আদরের নভেল করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার গল্প, ভাষা এবং ভাব প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্ম বিষয়ে অনুপ্রাণিত। বঙ্গের ঘরে ঘরে এই পুস্তকের আদর ও প্রচার দেখিলে সুখী হইব। গ্রন্থকার হিন্দু-সমাজকে প্রকৃত ধর্ম্মের অনুসারী করিতে বহু যত্ন করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গভাষাতে কোন নাটক-নভেল ছিল না। আমাদের সময়ে এই দুইটী জিনিস বঙ্গভাষাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; এবং এই দুইটীই বাঙ্গালীর চরিত্র গঠন করিতেছে। তাহার ফলে বঙ্গবাসী অভিনয়-সর্ব্বস্ব ও বাক্-সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। তৎসঙ্গে সঙ্গে নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। অনেকেই এই নবীকৃত-ধর্ম্মভাব গুলিকেই প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম মনে করিয়া বঞ্চিত হইয়া থাকে। সমাজের এই অবস্থা দর্শনে এক সময়ে মনে করিয়াছিলাম, কৃত্রিম ধর্ম্মভাবের অসারতা সমাজকে বুঝাইবার অন্য উপায় নাই। নাটক-নভেল রচয়িতারা যদি এই বিশুদ্ধ ভাবটীকে আপন আপন পুস্তকমধ্যে ঢালিয়া দিত, তবে পাঠকেরা চিনি-মাখান-কুইনাইনের বটিকার ন্যায় ধর্ম্মের অবস্থাটীকেও গ্রহণের অধিকারী হইতে পারিত।

চারুদর্শনের রচয়িতা আমার সেই চিন্তিত কার্য্য করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্ম-মত, গৌরাঙ্গমত, কিশোরীভজন মত এবং বাবুদের গৃহীত দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ (বা সগুণ বা নির্গুণ মত) ও সোঽহং মত প্রভৃতিকে অন্ধকার হইতে আলোতে টানিয়া আনিতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই সঙ্গে সেবাশ্রম ও সভা করিয়া ধর্ম্ম করাটাকে আরও আলোতে আনিতে পারিলে ভাল হইত। গ্রন্থকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে এখনকার ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে করিতে অতিসুন্দর কথা বলিয়াছেন,—"বর্ত্তমানে যত পাপের কথা শুনা যায়, তাহার অধিকাংশের মূলেই ধর্ম্ম বর্ত্তমান। তাই লিখিতেছি, পৃথিবীতে অধঃপাতে যাওয়ার যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মের মত সহজ উপায় আর নাই। উপরে ধর্ম্মের ঢাকনী দিতে শিখিলে বহু পাপ ও বহু লাভ চলিতে পারে।"

তদবসানে গৌরাঙ্গ-ভক্তদিগের ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বা মুক্তিলাভ যেরূপে সম্ভব হয়, তাহার ব্যাখ্যা জীবনদাস বাবাজীর মুখ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন। তদুপলক্ষে আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটুকু পরিচয় না দিয়া পারিতেছি না।

"তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকাতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কথাটী ঘন ঘন পাইয়া, এক সময়ে ব্রাহ্ম ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, যেখানে উপাস্য-উপাসক ভাব বিদ্যমান, তথায় আবার "একমেবাদ্বিতীয়ম্" কথা হয় কি প্রকারে? উত্তরে বুঝিলাম, তাঁহারা দুর্গা, কালী, শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি বহু দেবতার উপাসনা ছাড়িয়া যে একমাত্র পরমেশ্বর ভজেন, ইহাই অদ্বৈত।

এখনকার শিক্ষিতেরা কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ লইয়া তৃপ্ত নহেন। তাঁহারা বোঝেন, "আমি"কে লোপ করিয়া অদ্বৈত-বাদ সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ যে অবস্থাতে উপাসকের অস্তিত্ব রহে না, কেবল একমাত্র উপাস্যই অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অদ্বৈত-বাদ। আমি মনে করি, ইহা ভাবুকের অদ্বৈত-বাদ হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের অদ্বৈত-বাদ অন্যরূপ। ভাবুক কল্পনার বলে এক জন উপাস্যকে খাড়া করিয়া, নিজের অস্তিত্ব ডুবাইতে পারিলেই ভাবের বাজারে, অদ্বৈত-বাদ সাধন হয়। দার্শনিক তাহা মানিবেন কেন? দার্শনিক বলেন, যে অদ্বৈত-বাদে (নির্ব্বাণ মুক্তিতে) সাধকের আত্মনাশ হয়, তাহা তিনি চাহিবেন কেন? ফলতঃ দ্বিতীয় কিছু থাকিবে না। আত্মা (আমি) একক মাত্র থাকিব, ইহার নাম অদ্বৈত হওয়া। কলিকালের অদ্বৈত-বাদ কথাতে আত্ম-বিস্মৃতি বা আত্ম-নাশ বুঝিতে হয়। এই ভাবটী গ্রন্থকার কৌশলে দেখাইবার জন্য ৬৭। ৬৮ পৃষ্ঠাতে জীবনদাস বাবাজী দ্বারা বলাইয়াছেন, "এই মনঃ স্থিরের ফলে ভক্ত ক্রমে নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। সেই ভুলের সময় সচ্চিদানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তখন দুইজন মিলিয়া এক হইবে। ইহার নাম, রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মিলন, শিব-শক্তির মিলন বা প্রকৃতি-পুরুষের মিলন; তখন সাধ্য ও সাধকের বিভিন্নতা আর থাকিতে পারে না। ঈদৃশ অবস্থার নাম অদ্বৈত বাদ।" এখনকার সমাজে ইহার উপরকার অদ্বৈত-বাদ (যাহা শঙ্করাচার্য্যাদির ব্যাখ্যাত) তাহার স্থান নাই।

[গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন,—অসীম সমুদ্রের মধ্যে সামান্য চড়াভূমি যেমন সময়ে ভাসে ও সময়ে ডুবে, ভক্তেরও সেইরূপ দ্বিবিধ অবস্থা। যখন ভাসে, তখন ভক্তহৃদয়ে ক্ষুদ্র আমি, দাস আমি ও তৃণাদপি নীচ আমি এইরূপ অনুভূতি থাকে, এবং আমি ব্যতীত সমস্তের মধ্যে ভগবৎসত্তারও অনুভূতি থাকে।

কেবল একমাত্র আমিত্বরূপ বস্তুটীর মধ্যে সেই ভগবৎসত্তার অনুভূতি থাকে না। যখন ডুবে, তখন সেই আমিত্বরূপ বস্তুটির মধ্যেও ভগবৎ সত্তার অনুভূতি আসিয়া পড়ে। তখন ভক্তহৃদয়ে অহংকৃষ্ণ, অহংবিষ্ণু, অহং সর্ব্বঃ ও অহং কারণ-কারণম্ ইত্যাদি ভগবদ্ভাব আইসে। যেমন মহাপ্রভুর সময়ে ভক্তভাব ও সময়ে ভগবদ্ভাব হইত। যাহা হউক, সমস্ত সাধকেরই শেষ পরিণতি, সচ্চিদানন্দে। সেই সচ্চিদানন্দকে উক্ত সমালোচক মহাত্মা আত্মবিনাশ বলিতে চাহেন না। তিনি, ইহাকে আত্মস্থিতি বা আত্মবিকাশ বলিতে চাহেন,—এই মাত্র ভাষাগত প্রভেদ। কিন্তু তত্ত্ব এক। কাঁচা আমি বা সীমাবদ্ধ আমি অথবা মায়াবদ্ধ আমিকে অহং কর্তৃত্ব বলিয়া এই গ্রন্থে লিখিত আছে; এবং পাকা আমি বা অসীম আমিকে ভগবান্ বলিয়া এই গ্রন্থে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার উপরে উঠিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা গ্রন্থকারের নাই।]

ঢাকা কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক এবং সারস্বত-সমাজের সম্পাদক রায়সাহেব শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ গোস্বামী এম, এ মহোদয়ের অভিমত। যথা—

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ কবিশেখর কবিরাজ কর্তৃক প্রণীত "চারুদর্শন" একখানি ধর্ম্ম-বিষয়ক উপন্যাস। উপন্যাস বলিলে যে শ্রেণীর পুস্তক বুঝায়, আলোচ্যমান পুস্তকখানি সে শ্রেণীর নহে। সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এই পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তি-লাভ করিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না; ইহার কারণও আছে। শাস্ত্রে যেরূপ অধিকারিভেদে উপদেশের বিষয়-ভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ পুস্তক বিশেষের পাঠে, সকল শ্রেণীর পাঠকের অধিকার থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিতে যাঁহাদের অভিরতি, যাঁহারা বিষয়-সুখ অকিঞ্চিৎকর মনে করেন; এবং যাঁহারা ধীর ও স্থির-ধী, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন; এবং অনেক সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। পুস্তকের প্রণয়ন কর্ত্তা একজন পরম বৈষ্ণব। তিনি স্বীয় ধর্ম্মের গৌরব ও বিশুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য এবং ধর্ম্মের নামে যে সকল জঘন্য ও ঘৃণিত মত-বাদ প্রচলিত হইয়া এই ধর্ম্মকে জন-সমূহের নিকট হেয় ও অনাদরণীয় করিয়াছে, সেই সকল মত-বাদরূপ আবর্জ্জনা হইতে এই পবিত্র ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য কবিরাজ মহাশয় এই পুস্তক লিখিতে প্রয়াস ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ এই ত্রিবিধ প্রস্থান-ভেদ বর্ণন করিয়া, ভক্তি-যোগই প্রকৃষ্ট প্রস্থান মার্গ, ইহা নির্দ্দেশ করাও গ্রন্থকারের অন্যতর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য ইঙ্গিতে বুঝাইবার জন্য, পুস্তকের নায়িকার নামানুসারে এই পুস্তকের "চারুদর্শন'' আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। নানা ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ-পাত এই পুস্তকে আছে। আমার মনে হয়, এই কটাক্ষ-পাত না থাকিলেই ভাল হইত। তবে ধর্ম্মবিষয়ে অন্ধবিশ্বাস ও উন্মত্ততারূপ ভাবের বিদ্যমানতা অনেকে স্পৃহণীয় মনে করেন। ইতি বিস্তরেণালম্। ইতি। ২।৭।২৪

ঢাকা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সামসুলউলমা শ্রীযুক্ত মৌলবী আবুনছর অহিদ এম, এ, মহোদয়ের অভিমত। যথা—

মহাশয়, আপনার প্রণীত চারুদর্শন পুস্তক পাঠ করিয়া, অতীব সুখী হইলাম। ইহাতে অনেক শিক্ষার বিষয় আছে। ইতি—১৮।৯।২৪

পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বপ্রধান উকীল, দেশ-নায়ক শ্রীযুক্তবাবু আনন্দচন্দ্র রায় মহোদয়ের অভিমত। যথা—

কবিরাজ মহাশয়! আপনার পত্র রবিবার সন্ধ্যার পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আপনার প্রণীত "চারুদর্শন" পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। একটী সাধারণ গল্প উপলক্ষ করিয়া, যে সকল গভীর তত্ত্ব ও দোষ-গুণের বিষয় লিখিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজে যে সকল কুপ্রথা ও কদাচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা সত্য বটে। চিন্তাশীল ব্যক্তি-গণের ইহা পাঠে সুখী ও উপকৃত হওয়ার কথা। তবে নব্যেরা ইহা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, জানি না। এই বিষয়ের আলোচনা তাহাদেরই বিশেষ কর্ত্তব্য। আমি নানাকার্য্যে ও উদ্বেগে ব্যতিব্যস্ত আছি। ইতি—৪।৮।২৪

বারদীর ব্রহ্মচারী বাবার আদিম শিষ্য ও "ধর্ম্মসার" গ্রন্থ প্রণেতা এবং ঢাকা জজ কোর্টের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত। যথা—

"চারুদর্শনের" বিশেষত্ব এই যে, পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করা পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারা যায় না। ইহাতে, চিত্তাকর্ষক প্রস্তাবচ্ছলে জ্ঞান, যোগ,

কর্ম্ম ও ভক্তির সুন্দর সামঞ্জস্য লিখিত হইয়াছে। এমন সুন্দর ধর্ম্ম-বিষয়ক উপন্যাস গ্রন্থ, বঙ্গভাষায় আছে বলিয়া আমি জানি না। গৃহে গৃহে লক্ষ্মী-পূজার বর্ণন করতঃ সরল-প্রাণা হিন্দু-ললনার অন্তঃপুরে ধর্ম্মারম্ভের ও ভক্তি ধর্ম্মের ক্রম-বিকাশ প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ভক্তি-ভাবে বিগলিত হইয়া শব্দ-যোজনা করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ আমার মত শুষ্ক-কাষ্ঠের মধ্যেও অনেক রসের সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। এমন কি, পাঠ করিবার কালে আমি নিজস্ব ভুলিয়া গ্রন্থের বর্ণিত সুখ-দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে আত্মহারা হইয়াছিলাম। এই গ্রন্থে আত্মোন্নতির পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের উন্নতির আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে কত অধর্ম্ম চলিতেছে, তাহার কঠোর প্রতিবাদও আছে। গ্রন্থের ভাষা, ভাব, প্রস্তাব ও উপদেশকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। গ্রন্থকার একে যশস্বী ও বিদ্বান্ কবিরাজ; তদুপরি ভক্তির এমন মধুর প্রস্রবণ। কাজেই সোণায় সোহাগার মত মিলন ঘটিয়াছে। ইতি—১২। ৮। ২৪

ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল, ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সরকার এম, এ মহোদয়ের অভিমত। যথা—

আমি আপনার "চারুদর্শন" নামক উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া, পরম আনন্দিত হইলাম। ইহাতে যেরূপ নীতিপূর্ণ উচ্চ ভাব আছে, এবং স্থানে স্থানে যেরূপ শব্দবিন্যাসের চমৎকারিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমি বিমোহিত হইয়াছি। বিশেষতঃ ইহাতে নিম্নশ্রেণীর লোকদের যেরূপ জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে আরও সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইদানীং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আচরণ করিতে গিয়া, যেরূপ ঘৃণিত কর্ম্মে ব্রতী হইতেছে, তদ্বিষয় অনেকেই অবগত আছেন। সেই কুৎসিত বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া গ্রন্থকার যেরূপ তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। আমার ইচ্ছা এই যে, ইহার প্রতিবাদ আরও তীব্র হওয়া উচিত ছিল। আমি বিশ্বাস করি, ঐ কু-প্রথা বিদূরিত হইবার সময় আসিয়াছে। দেশ-হিতৈষী ধার্ম্মিকগণ এক-বাক্যে সেই কিশোরী-ভজনের কুপ্রথা নিবারণার্থ চেষ্টিত হউন্। সেই কু-প্রথার

আকর্ষণে গ্রাম্য সরল সুখকর সংসারে বহু পাপ ও বহু অশান্তি আনিতেছে! সমূলে উহার উচ্ছেদ হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। আমি গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ দিতেছি যে, ঐ কু-প্রথা নিবারণার্থ তিনি বহু চেষ্টিত হইয়াছেন। আবার গ্রন্থকারকে ধন্যবাদের সহিত জানাইতেছি যে, তিনি অতীব বিশদরূপে বৈষ্ণব-গ্রন্থ-প্রণেতার উপদেশগুলি জ্বলন্ত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া, সমাজে নূতন আলোক প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, গ্রন্থকার অতীব প্রতিভাশালী ও যোগ্য ব্যক্তি; তাঁহার লিখনী হইতে আরও এইরূপ সুন্দর পুস্তক প্রকাশিত হইয়া দেশের উপকার সংসাধিত হইবে। ইতি—২০।৬।২৪

"ঋদ্ধি," "চরিত্র-গঠন" ও "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-প্রণেতা, প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস মহোদয়ের অভিমত। যথা—

পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়, আমি সম্প্রতি কলিকাতায় গিয়াছিলাম। তথায় "জাতিভেদ-রহস্য" প্রণেতা শ্রীযুক্ত তুষ্টলাল বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের নিকট হইতে আপনার রচিত "চারুদর্শন" নামক উপন্যাস গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া, বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে, কেবল আনন্দ পাইলাম, তাহাই নহে, যথেষ্ট উপকৃতও হইলাম। এই জন্য, আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন্। ধর্ম্মোপদেশগুলি প্রায়ই নীরস সূত্রাকারে গ্রথিত পাওয়া যায়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা ধর্ম্মপুরুষের কঙ্কাল-মূর্ত্তিবৎ ভয়োৎপাদকই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি উপন্যাসের মধ্য দিয়া নীরসকে সরস ও ভীষণকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছেন। প্রবীণ লেখকের তুলিকায়, নবীন সমাজের চিত্রও কম ফুটিয়া উঠে নাই। ফল কথা, উপন্যাস খানি বড়ই সুপাঠ্য হইয়াছে। প্রত্যেকেরই আমিত্ব হিসাবে ধর্ম্মমত বা বিশ্বাসের স্বাতন্ত্র্য থাকে; কিন্তু আপনার অনেকগুলি মতের সহিত আমার মতে ঐক্য পাইয়াছে। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত-ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, চরিত্রহীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিশেষের কুকীর্ত্তির কাহিনী প্রকাশ করিয়া, সমাজের মঙ্গল করিয়াছেন। আপনার সহিত চাক্ষুষ আলাপের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। কিন্তু আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবিরাজ পূর্ণবাবুর সহিত আলাপে পরম-প্রীতিলাভ করিয়াছি; এবং নানাস্থানে আপনার অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান, সংস্কৃত-ভাষা ও সাহিত্যে অধিকারের বিষয় অবগত হইয়া, যুগপৎ আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেছি। * * *

আয়ুষ্মন্! ইদং হি ত্বৎকৃতং "চারুদর্শনং" নাম উপাখ্যানং পঠিত্বা অহমতীবানন্দিতোঽভবম্। সতামসতাঞ্চ চরিত্রস্ফুটনদক্ষা তে লিখনী। ন কেষামপি সম্প্রদায়ানাং দোষান্ গুণান্ বা পরিজহাতি। ধর্ম্মধ্বজিভিঃ পাষণ্ডৈঃ ধর্ম্মব্যাজেনাহুষ্ঠিত-কুকর্ম্মণাঞ্চ তীব্র-তিক্ত-সমালোচনেন ইদং দর্শনং দুর্বৃত্তানাং মোহমুদ্গরমিব, উপাখ্যান ভাগস্তু সরসতয়া চ ইদং রসিকানাং হাস্যালপন মিব অন্য-কর্ম্ম-নাশকরঞ্চ। সমাজ-সংস্কারায় পুনরপি তে লিখনী চারুদর্শন-সহোদরং প্রসূতা মিত্যাশাস্মহে।

৯।৯।২৪। শ্রীমহেশ চন্দ্র বিদ্যারত্নঃ শুভাঢ্যা, ঢাকা।

আমি "চারু দর্শন" পাঠ করিয়া এত আনন্দিত হইয়াছি যে, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। আধুনিক বঙ্গ-ভাষায় যে এত আনন্দ ঢালিয়া দিতে পারে, ইহা কল্পনারও অতীত। দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, গ্রন্থকার শ্রীপাদ হরিদাসের ন্যায় আশক্ত হউন্। এই গ্রন্থে "কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে" এই মহাভারতীয় প্রশ্ন চতুষ্টয়ের নূতন উত্তর পাঠে মহাসন্তুষ্ট হইয়াছি। বিশেষতঃ "কঃ পন্থা" এই প্রশ্নের উত্তরটী আরও সুন্দর, আরও শিক্ষাপ্রদ এবং আরও মীমাংসাকারক। এইরূপ অপূর্ব্ব প্রশংসার বিষয়, বহু স্থানে বিন্যস্ত আছে। উপসংহারে বলিতেছি যে, কমলদাসের আখড়ার চিত্রটী পড়িয়া, আমার ৪০ বৎসরের পূর্ব্বকার একটী হাস্যকর ঘটনা মনে পড়িল। একদা, কিশোরী-ভজনের কুকীর্ত্তির মধ্যে পড়িয়া, আমিও হাকিম বাবুর মত হইয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর উপবাসের দিনে, ঢাকা নগরীতে (অবশ্য নাম বলিব না) ১০।১৫টী যুবতী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সামিষান্ন ভোজন করিবার জন্য আক্রান্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সহসা মেলাস্থ কোন লোকের দয়ায় আমার সেই বহুকালের ব্রতটী রক্ষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ধরা-চূড়া ও মালা প্রভৃতি পড়িয়া রাসের ভাবে আমাকে নৃত্যাদি করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। এই সমস্ত কুকীর্ত্তি সমূলে উৎপাটিত করিতে হইলে এই গ্রন্থ খানিকে নাটকাকারে অভিনয় করান উচিত। প্রত্যেক সংবাদ-পত্রে এতৎ সম্বন্ধে আলোচনা ও ধিক্কার দিলেও দেশের কতক পরিবর্ত্তন হইতে পারে। ১।৯।২৪

শ্রীহরি মোহন গোস্বামী, (শিরোমণি, পাঠক)। পোঃ আরিয়ল, (ঢাকা)।

মধুসূদন প্রেস, যুগীনগর ঢাকা।
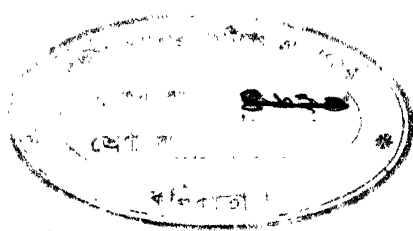
কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক।

(কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বাতাজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধাদির মহৌষধ)

প্রত্যহ রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে কোন রোগই আসিতে পারে না। সুস্থতা ও স্ফুর্ত্তির প্রধান কারণ—কোষ্ঠ-পরিষ্কার। বর্ত্তমান কালে কোষ্ঠবদ্ধ জন্য রোগগুলির আধিক্যে প্রতিগৃহ জর্জ্জরিত। এই যে চিন্তাশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাতাজীর্ণ, অর্শঃ, অম্লপিত্ত, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও বহুমূত্র প্রভৃতি আসিয়া অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল মৃত্যু ঘটাইতেছে, ইহার অধিকাংশের মূল কারণ—কোষ্ঠবদ্ধ। এই যে লিভারের দোষ প্রতিগৃহে থাকিয়া মাতা ও পুত্রের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিতেছে, ইহার মূল কারণ—কোষ্ঠবদ্ধ। কবিরাজী, ডাক্তারী ও হেকিমী মতে যত প্রকার মৃদু কোষ্ঠ-পরিষ্কারক ঔষধ আছে, তন্মধ্যে উক্ত মোদকের মত বাহাদুরী প্রায়ই দেখা যায় না। (ক) উক্ত মোদক সেবনে দাস্ত বা তরল মল নিঃসৃত হয় না। অথচ পেটের সঞ্চিত সমস্ত মলকে পরিপাক করিয়া নিরুদ্বেগে সহজে ২।১ বারে নির্গত করে। উক্ত মল নির্গত হইবার পূর্ব্বে বা পরে কোন উদ্বেগ না হওয়ায়, মনে এক অপূর্ব্ব স্ফুর্ত্তির সঞ্চার করিয়া দেয়। রেচক ঔষধ মাত্রই পেটে গেলে গুড়্ গুড়্ শব্দ, পেট নাড়া চাড়া বা কোনরূপ উদ্বেগ না করিয়া ছাড়ে না, এবং জুলাপের দিন অগ্নিমান্দ্য ও লঘুপথ্য না ঘটাইয়া ছাড়ে না। কিন্তু উক্ত মোদকে সেই দোষ অণুমাত্রও নাই। এমন কি, পেটে যে কোনরূপ রেচক ঔষধ আছে, তাহার অনুমান করাও কঠিন হয় ; এবং জুলাপের দিন আহারাদিরও কোন ব্যতিক্রম করিতে হয় না। এই দুইটী গুণ এই ঔষধের অসাধারণ বাহাদুরী। (খ) এই ঔষধটী সন্ধ্যায় বা রাত্রিতে খাইয়া তার ১ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা পর রীতিমত আহার করা চলে। ঔষধ সেবনের পর কোন উদ্বেগ না হওয়ায় নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। প্রত্যহ প্রাতে যথাসময়ে উঠিবামাত্র মলের বেগ উপস্থিত হয়। প্রথম বার কোষ্ঠ-পরিষ্কারের অর্দ্ধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা পর দ্বিতীয় বারে সঞ্চিত আমযুক্ত মল নির্গত হয়। তৎপর আর কোন উদ্বেগ না থাকায় রীতিমত স্ফূর্ত্তি ও ক্ষুধা জন্মে। সুতরাং মধ্যাহ্নকালীন আহারের কোন ব্যতিক্রম করিতে হয় না। (গ) ইহা সেবনে অন্যান্য রেচক ঔষধের ন্যায় কোন অজীর্ণ জন্মিবার সম্ভাবনা

মোদকে কোন বিষাক্ত বা বিস্বাদ দ্রব্য নাই। সুতরাং গর্ভবতী স্ত্রী, দুগ্ধপোষ্য শিশু বা শয্যাগত রোগীর পক্ষে কোন আপত্তির সম্ভাবনা নাই। (৬) একদিন একমাত্রা খাইলে দ্বিতীয় দিন ইহার উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং অন্যান্য প্যাটেন্ট ঔষধের ন্যায় ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। দুই আনার পয়সা ব্যয় করিয়া এক মাত্রা খাইলেই গুণ প্রকাশিত হইবে। কথিত মত ফল না পাইলে জানাইবামাত্র মূল্য ফেরৎ পাইবেন।

কোষ্ঠশুদ্ধি-মোদক কোন্২ রোগের মহৌষধ।

১। ইহা কোষ্ঠবন্ধের মহৌষধ ; অথচ পরিপাক শক্তি বৰ্দ্ধক। এইরূপ দ্বিবিধ গুণ এক ঔষধে প্রায়ই দেখা যায় না। এইজন্যই ইহার এত বিশেষত্ব।

২। ইহা পেট ফাঁপা, পেট বেদনা ও বাতাজীর্ণ (Dyspepsia) রোগের মহৌষধ। তাই চিন্তাশীল সমাজের বন্ধু। দেশীয় গৌরব রক্ষার প্রধান সহায়।

৩। ইহা ক্রিমির মহৌষধ। অজীর্ণ জন্য বদ্ধ-মল হইতেই ক্রিমির সৃষ্টি ও পুষ্টি হয় বলিয়া বড় ক্রিমি ও ছোট ক্রিমির বিনাশে ইহা অব্যর্থ।

৪। ইহা আফিং-সেবীর কোষ্ঠবন্ধের মহৌষধ। ডুষ বা পিচ্‌কারীর সাহায্য আর লইতে হইবে না। এত দিনে আফিঙ্গের দুর্গুণ নাশের ঔষধ আসিল।

৫। ইহা অম্লপিত্তের মহৌষধ ; এবং পিত্তশূল বেদনার মহৌষধ। বহু দিনের অসাধ্য রোগ ও অসাধ্য লক্ষণকে অল্প দিনে অনায়াসে আরোগ্য করে।

৬। ইহা অর্শ রোগের মহৌষধ। প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার ঘটাইয়া অর্শের আম ও রক্তের স্রাব বন্ধ করে ; এবং বহির্ব্বলি ও অন্তর্ব্বলি ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া ফেলে।

৭। ইহা দেহের গুরুত্ব বোধ, গাত্র বেদনা, আমবাত ও বাতব্যাধিতে কোষ্ঠ-পরিষ্কার ঘটাইয়া উপকার করে।

কোষ্ঠশুদ্ধি-মোদকের অন্য গুণ।

প্রত্যহ রীতিমত কোষ্ঠ-পরিষ্কার ও ক্ষুধাকে অক্ষুন্ন রাখিতে পারিলে কোন্ কোন্ রোগ সারে, এবং কি কি উপকার ঘটে, তাহার তালিকা লিখিতে হইলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়। সুতরাং তাহা না লিখিয়া নিম্নোক্ত কয়েকটী কথা মাত্র লিখিত হইল। (ক) রোগ আসিবার পূর্ব্বে সাবধানতা লইবার নিয়ম বর্ত্তমান ফ্যাসনে দেখি না। কিন্তু এই গ্রীষ্ম-প্রধান ভারতবর্ষে পিত্ত ও বায়ু বিকারেরই আধিক্য বলিয়া অধিকাংশ রোগ আসিবার পূর্ব্বে কোষ্ঠের ব্যতিক্রম ঘটায়। তখন কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখিতে পারিলে বহু ভাবী রোগ হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। তাই লিখি, এই ঔষধে এক টাকায় একশত টাকা লাভ হইবে। (খ) জ্বরের উপক্রম,

সর্দ্দির উপক্রম, শরীর বেদনা বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দেখিলে এক মাত্রা সেবনেই উপকার পাইবেন। সুতরাং প্রতি গৃহে উহা রাখা উচিত। (গ) স্ত্রীলোকদের ঋতু-বিভ্রাট, বাধক-বেদনা, প্রদর, বায়ু, জ্বালা ও শরীর-বেদনায় কোষ্ঠ-পরিষ্কার ঘটাইয়া অনেকটা উপকার করে। (ঘ) পুরুষের বহুমূত্র, শুক্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, ও রক্তদুষ্টি জন্য শরীর বেদনায় ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কার ঘটাইয়া উপকারের সহায়তা করে। সুতরাং তত্তৎ রোগ-নাশক ঔষধের সেবন কালে ইহাকে ভুলিবেন না। (ঙ) বর্ত্তমান কালে নানা-কারণে বায়ুর আধিক্য বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের অভাব নাই। উক্ত মোদকের গুণে উদর পরিষ্কৃত হইয়া মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়। সুতরাং সুগন্ধী তৈল বা বায়ুর ঔষধ ব্যবহার কালে ইহাকে ভুলিবেন না। (চ) শৈশব-কালে অনেক সন্তানের কৃশতা থাকে। এই মোদকের সাহায্যে আবশ্যক মত ২।১ মাস কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিলে দেহ হৃষ্ট-পুষ্ট হইবে, এবং ওজন বাড়বে। কদাপি সহজে অজীর্ণ, উদরাময় বা জ্বর জন্মিতে পারিবে না। (ছ) যাহাদের ধাতু-দৌর্ব্বল্য আছে, তাহাদের কোষ্ঠ-পরিষ্কার ও ক্ষুধা রীতিমত না থাকায় প্রতিদিন ক্ষীণতা আসে। শরীরকে ওজন করিয়া ২।১ মাস ইহা খাইলে আহার বাড়াইয়া নিশ্চয় দেহের ওজন বৃদ্ধি করিবে। পুষ্টিকর ঔষধ সেবন কালে ইহা খাইলে আরও ভাল হয়। (জ) যকৃতে পিত্ত বদ্ধ থাকিয়া যে সমস্ত রোগ জন্মে, তাহার পক্ষে ইহা অব্যর্থ। যথা—প্লীহা, যকৃৎ, পুরাতন জ্বর, রক্তামাশয়, কামলা, শোথ, উদরী, রক্তদুষ্টি, ক্ষত, চুলকানি, হস্ততলের জ্বালা, পদতলের জ্বালা ও শরীর জ্বালা প্রভৃতি। (ঝ) এই ঔষধ গৃহে সর্ব্বদা রাখিয়া যথাসময়ে পরিবার মধ্যে ব্যবহার করাইলে বাৎসরিক চিকিৎসার ব্যয় বহু পরিমাণে কমিবে; এবং পারিবারিক সুস্থতা কাহার নাম, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। সুতরাং পদে পদে হোমিওপ্যাথি ঔষধ আর খাইতে হইবে না। (ঞ) যাহাদের আমের দোষ বেশী, এবং বায়ুর রুক্ষতা বেশী, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির উক্ত মোদক সেবনে নাভি মূলে বেদনা হয়, এবং কোষ্ঠ তত পরিষ্কার হইতে চাহে না। তৎস্থলে নিম্ন-লিখিত নিয়মগুলি পালিতে হইবে। (১) এই মোদক সেবনের অব্যবহিত পর নিম্নোক্ত অনুপান খাইবেন। দুই কাচ্চা চিনিকে এক পোয়া জলে সর্ব্বৎ করতঃ তৎসহ আদার রস দুই কাচ্চা মিশাইয়া খাইতে হইবে। (২) বেদনার সময় গরম জল দ্বারা বোতল পূর্ণ করতঃ নাভিতে সেক দিবেন। (৩) বায়ুর রুক্ষতা কমাইবার জন্য সর্ষপ তৈল সর্ব্বাঙ্গে স্বচ্ছলমত মাখিয়া অবগাহন স্নান করিবেন। গুরুপাক গরম দ্রব্য ছাড়িয়া সুক্তানি ও মাঠা প্রভৃতি ঠাণ্ডা দ্রব্য খাইবেন। (৪) ত্রিফলা ভিজান জল এক পোয়া সহ চিনি দুই কাচ্চা মিশাইয়া প্রাতে ও বৈকালে খাইবেন। (৫) সেই রোগীকে দিনের বেলায় কবিরাজী বায়ুর তৈল, বটী বা

স্বর্ণ-সিন্দুর দিলে সর্ব্বোত্তম। (৬) ইহা নাসা জ্বর ও সটক জ্বরের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের মহৌষধ। (৭) আমাদের আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানার রোগীদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে,আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সেবন কালে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য এই নিরাপদ মোদক অবশ্য খাইবেন। কারণ তাতে উভয়ের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়।

ব্যবহার বিধি।

পূর্ণবয়স্ক সাধারণ ব্যক্তিকে প্রত্যহ ৮০ বার আনা পরিমাণে উক্ত ঔষধ খাইতে হইবে। যাহাদের একান্ত প্রবল কোষ্ঠ-কাঠিন্য, তাহাদের পক্ষে এবং আহিফেন-সেবীদের পক্ষে মাত্রা এক তোলা। ১০ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স্কের জন্য মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। ৪ বৎসর হইতে ৯ বৎসর বয়স্কের জন্য মাত্রা ।০ চারি আনা। এক বৎসর হইতে ৩ বৎসর বয়স্কের জন্য ৵০ দুই আনা। জন্মিবার পর হইতে ১১ মাস পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুর জন্য মাত্রা ৩ রতি বা ৬ রতি। গর্ভিণী স্ত্রীলোকদের জন্য মাত্রা ॥০ অর্দ্ধ তোলা। প্রকৃতি ভেদে উক্ত মাত্রার হ্রাস বা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। তাহা না হইলে লিখিতানুরূপ ক্রিয়া পাওয়া অসম্ভব। বেশী মাত্রায় ঔষধ খাইলে বেশী দাস্ত হয়। কম মাত্রায় ঔষধ খাইলে তত কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না। সুতরাং প্রকৃত মাত্রা নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক। উক্ত মোদক রাত্রিতে খাইয়া তার ১ ঘণ্টা বা ২ ঘণ্টা পর আহার করিবেন। আহারান্তে বিশ্রাম ও নিদ্রা যাওয়া উচিত। ঔষধটী চিবাইয়া বা শীতল জলে গুলিয়া খাইতে হইবে। দীর্ঘকালীন রোগের জন্য দীর্ঘকাল প্রত্যহ ঔষধ খাইবেন। কিন্তু ৪ চারি দিন পর পর একদিন ঔষধ খাওয়া বন্ধ রাখা উচিত। সাধারণ রোগে ২।৪ দিন পর পর এই ঔষধ খাইতে পারেন। মোট কথা, অনর্থক ঔষধ খাওয়া উচিত নহে। যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, তৎপ্রতি তীব্র লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা ও মাত্রার ব্যবস্থা করা চাই। সুতরাং যে দিন বিনা ঔষধেই কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকার সম্ভাবনা থাকে, সেই দিন ঔষধ খাইবেন না। পূর্ব্বদিন অতিরিক্ত দাস্ত হইলে পরদিন ঔষধ খাওয়া উচিত নহে।

পথ্যাপথ্য।

উষ্ণবীর্য্য ও গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া নিষেধ। সুতরাং ভাজা দ্রব্য, কৃত্রিম হালুই দ্রব্য, শাক, বেশী ঝাল, রাত্রি জাগরণ, উপবাস ও অনিয়ম নিষেধ। শুক্র রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। শারীরিক শ্রম বা পর্য্যটন করা অত্যাবশ্যক। বিস্তৃত নিয়ম জানিতে হইলে, রোগের বিস্তৃত অবস্থা জানাইবেন। উত্তরার্থ টিকেট চাই। স্থায়ী ফল পাইতে হইলে কিছু বেশী দিন নিয়ম রক্ষা করা উচিত।

মূল্য। (ক) প্রতি তোলার মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র। (খ) মধ্যম কৌটায় ১০ দশ তোলা ঔষধ থাকে। সেই কৌটার মূল্য ১৵০ আঠার আনা মাত্র। বড় কৌটায় ২০ তোলা ঔষধ থাকে, তার মূল্য দুই টাকা মাত্র। (গ) নগদ মূল্যে দোকানদারগণ বা এজেন্টগণ বেশী ঔষধ নিলে যথেষ্ট কমিশন দেওয়া যায়। কর্ম্ম প্রার্থী আসুন। লাভ যথেষ্ট পাইবেন। (ঘ) উক্ত মোদকের প্রস্তুতির তারিখ কৌটার উপরে লিখিত থাকে। ৪ মাস পর্য্যন্ত ঔষধ ভাল থাকে। তৎপর শক্তি কমিতে আরম্ভ হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই ঔষধের জন্য কোন বিজ্ঞাপন নাই। অথচ অতীব অল্প সময়ের মধ্যে মুখে মুখে এত অসম্ভবরূপে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছে যে, আমি উহার সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সুতরাং ইহাকে আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানার সম্পত্তি করিয়া দিলাম। শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর কবিরাজ ম্যানেজার, আসক লেন, ঢাকা। এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃ, ডাকে ঔষধ পাইবেন। আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানার জারণ কর্ম্মচারী—

শ্রীসতীশচন্দ্র সুশীল চিকিৎসার্ণব কবিরাজ
১১নং আসক লেন, ঢাকা।

প্রশংসা পত্র।

কোষ্ঠশুদ্ধি-মোদকের বহু বহু বিস্তৃত প্রশংসা-পত্র থাকা সত্ত্বেও নিম্নে কয়েকটী বিস্তৃত পত্রের সংক্ষিপ্ত অংশ মুদ্রিত হইল। (১) "কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক, প্রকৃতই মহৌষধ।" শ্রীতমসারঞ্জন দত্ত, সব্ ডিপুটী কলেক্টার, ঢাকা। (২) আমার কন্যার পিত্তশূল রোগে চমৎকার ফল হইয়াছে। শ্রীকামিনীকুমার দত্ত, চতুর্থ মুন্সেফ, ঢাকা। (৩) "কথিত মত ফল দেখিয়াছি।" শ্রীমধুসূদন রায়, তৃতীয় মুন্সেফ, ঢাকা। (৪) আমাদের পরিবার মধ্যে বহু বার উহা ব্যবহারে সুফল পাইয়াছি। শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বসু, ব্লাকম্যান, ঢাকা। (৫) আমার ২০ বৎসর যাবৎ অর্শ রোগ। গত ৫ বৎসর যাবৎ পেট ফাঁপা, অজীর্ণ, অল্প অল্প দাস্ত, বুক বেদনা, হৃৎকম্প ও রক্তশূন্যতার জন্য কোন চিকিৎসা বাকী রাখি নাই। একে আমি নিজে কবিরাজ, তদুপরি বিক্রমপুরের বিখ্যাত কবিরাজদের ব্যবস্থা। তাতেও ভাল ফল পাই নাই। ইত্যবস্থায় "কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক" ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাইয়া চমৎকৃত হইয়াছি। নিশ্চয় ইহা দৈব প্রদত্ত। শ্রীকালীকান্ত কবিরাজ, জিন্দাবাহার গলি, মৃত্যুঞ্জয় ঔষধালয়, ঢাকা। (৬) ইহা যথার্থই মহৌষধ। শ্রীপরেশনাথ

ঘোষ, তাঁতিবাজার, ঢাকা। (৭) বহু বার বহু উপকার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শ্রীকামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জজ কোর্টের উকিল, ঢাকা। (৮) ২০ বৎসরের অর্শ-জনিত বাতাজীর্ণের জন্য যত প্রকার ঔষধ খাইয়াছি; তন্মধ্যে প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা দিতে পারি, এমন ঔষধ পাই নাই। কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি মোদকে সেই অভাব দূর করিয়াছে। এমন কি, তার প্রভাবে সুখে বাঁচিতে পারিব বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকুমার সূত্রধর, ঢাকা—মিউনিসিপালিটীর ক্যাসিয়ার। (৯) কোষ্ঠ পরিষ্কারের পক্ষে এমন সুখকর সুন্দর ঔষধ আর আমি পাই নাই। শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী জমিদার, বালিয়াটী, ঢাকা। (১০) এই মোদকের উপকারিতায় প্রকৃতই চমৎকৃত হইয়াছি। শ্রীমতিলাল চক্রবর্ত্তী, সিদলী রাজমন্ত্রী, আসাম। (১১) বেশ ফল পাইয়াছি। শ্রীউপেন্দ্র নাথ বসু চৌধুরী, গভর্ণমেণ্ট উকিল, ধুবড়ী। (১২) "ধর দেব উপহার গেঁথেছি যতনে, কোথা পাব দিতে আমি রতন সম্ভার। তবে আছে অশ্রুজল মুক্তফল, দ্যুতিমান্ আখি জল, বিন্দু বিন্দু ক'রে সবে গাঁথিয়াছি হার। সযতনে ধর দেব ধর উপহার।" শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ, গোপালনগর, বাঁকুড়া। (১৩) ইহাতে বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার এম্ এ, ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপাল। (১৪) পঞ্চসারের কোন গোস্বামীর পিত্তশূলের আরোগ্য দর্শনে আমি উহা নিয়া বেশ ফল পাইতেছি। শ্রীঅমৃতলাল সেন, নারিন্দা, ঢাকা। (১৫) বিশেষ ফল পাইয়া ৮ কৌটা পাঠাইবার জন্য লিখিলাম। এমন ঔষধের বহু বিক্রীয় করিয়া দিতে পারিব, নিশ্চয় আশা করি। শ্রীপার্ব্বতী চরণ দেব নাথ পদরত্ন কবিরাজ, পিলজঙ্গ, যশোহর। (১৬) ঘড়ীতে এলার্ম্ম দিলে যেমন নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাগায়, তেমন উক্ত মোদক রাত্রি ১০টায় খাইলে প্রত্যুষে জাগিতে হয়। শ্রীহরেন্দ্রবিহারী দত্ত, ঢাকা। (১৭) এই মোদকের জন্য দৈনিক বহু লোক ও বহু পত্র আসে; কিন্তু সকলেই এক বাক্যে উপকারের কথা ঘোষণা করে। কদাপি বিরুদ্ধ কথা শুনি না। এইরূপ প্যাটেণ্ট জগতে আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। আমি সর্ব্বদা যাতায়াত করি বলিয়া উহা জানি।

শ্রীলালমোহন কবিরাজ, জিন্দাবাহার, মৃত্যুঞ্জয় ঔষধালয়, ঢাকা।

ইহা অব্যর্থ দৈব মহৌষধ—ঢাকা, মোসলেম হিতৈষী প্রেস, মাহুৎটুলী। এখানে ইংরেজী, বাঙ্গলা, আরবী, পার্শি ও উর্দ্দু সকল প্রকার ছাপার কার্য্য হয়। ২২।৬।২৪।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি ঠিক্ শাস্ত্র-সম্মত ভাবে প্রস্তুত ; অথচ মূল্যও একান্ত সুলভ যথা—স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ৪৲ তোলা, বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত ১০৲ সের, চ্যবনপ্রাশ ৩৲ সের, চন্দনাদি তৈল ৬৲ সের, চতুর্ম্মুখ ৭টী ৷৷০ শ্রীমদনানন্দ মোদক ৫৲ সের, বৃহদ্বঙ্গেশ্বর ৭টী ৸০, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস ৭টী ৷৷৵০, দ্রাক্ষারিষ্ট ২৲ সের, চন্দনাসব ২৲ সের, অশোক ঘৃত ৬৲ সের, অশোকারিষ্ট ২৲ সের, পঞ্চতিক্ত ঘৃত ৪৲ সের, মধ্যমনারায়ণ তৈল ৬৲ সের, মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ১৲ সের, মহামাষ তৈল ২০৲ সের, কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক ১০ তোলার মূল্য ১৵০, ইত্যাদি। ক্যাটালগে বিস্তার দেখুন। বিরাট ব্যাপার। শুভ ১৩১৭ সনে এই কারখানা স্থাপনের পর হইতে প্রত্যহ বহু অর্ডার পাইতেছি। বর্ত্তমান ১৩২৪ সনে বিদেশ হইতে ১৯৩৭২টী অর্ডার পাইয়াছি।

গৃহস্থ-চিকিৎসা।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের ঋতু সম্বন্ধে বর্ণনা, রোগ ও চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। অধিকন্তু স্বপ্নদোষ, শুক্র-তারল্য, বহুমূত্র ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের দেশ-ব্যাপী আক্রমণের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য সহ রসায়ন, বাজীকরণ, ধ্বজভঙ্গ ও বীর্য্য-স্তম্ভাধিকার লিখিয়া দেশোদ্ধারের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট যাবতীয় রোগের লক্ষণ ও কবিরাজী চিকিৎসাকে ডাক্তারির সহিত তুলনা করতঃ লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রতিরোগের অপথ্য, সুপথ্য, নিয়ম ও উপদেশ সুবিস্তীর্ণ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এতদিনে দূরবর্ত্তী চিকিৎসার্থীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল আমাদের রোগীদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন এই পুস্তকের প্রতি অক্ষর মানিয়া চলেন। উক্ত দুই খণ্ড পুস্তকের বিশেষ সুলভ মূল্য ভিঃ পিঃ মাশুল সহ ১৵০ স্থলে ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র স্থির হইল। প্রতি সংবাদ পত্রে শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়া প্রতিগৃহে উহা রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আমরাও সেই অনুরোধ আবার করিতেছি। অনুগ্রহে বঞ্চিত না হই। ইহার লভ্যাংশ দ্বারা কোন সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে।

নিং—শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর কবিরাজ, আসক লেন, ঢাকা।

চারু-দর্শন।

ধর্ম্ম বিষয়ক উপন্যাস। ইহা সরল বঙ্গভাষায় রচিত হইয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে ধার্ম্মিকের চিত্র, অধার্ম্মিকের দৃষ্টান্ত. ধর্ম্ম-ধ্বজীর কুকীর্ত্তি ও ধর্ম্মের উপদেশ জ্বলন্তভাবে প্রতি পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট হইয়াছে। বর্ত্তমান ইংরাজী-প্লাবিত যুগে যদি প্রকৃত ভক্তির আদর্শ দেখিতে চাহেন, তবে ইহাকে পাঠ করা উচিত। চতুর্দ্দিক্ হইতে বহু প্রশংসা পত্র আসিতেছে। ডিমাই ৮ পেজী ফর্ম্মার ২৪ ফর্ম্মায় অর্থাৎ ১৯২ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার মূল্য ১।৹ দেড় টাকা মাত্র। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানার প্রাচীন গ্রাহকদের জন্য ৷৹ বার আনা মাত্র। উক্ত ঠিকানা মতে পত্র দিলে ভিঃ পিঃ ডাকে চারুদর্শন পাঠান হয়।

হরিদাস-চরিতামৃতং।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর কবিরাজেন গ্রথিতং।

কলির অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ ছয় প্রভুর পুণ্য জীবন কাহিনীকে সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া রাখিয়াছেন: আপাততঃ "হরিদাস-চরিতামৃতং" গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মূল্য ॥৹ মাত্র। "অদ্বৈত-চরিতামৃতং" অর্দ্ধেক ছাপা হইয়াছে। উহার মূল্য চারি আনা।

"হরিদাস-চরিতামৃতং" গ্রন্থে তদীয় সমস্ত পবিত্র জীবনী বর্ণন উপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও ভক্তবৃন্দের অপূর্ব্ব-লীলা ও ভক্তিধর্ম্ম সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার প্রাণ-মুগ্ধকর ভাবাবেশে পাঠকের হৃদয় আপ্লুত হয়। গ্রন্থখানা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও লিখকের গুণে বহু বঙ্গভাষা হইতেও সরল ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ সংস্কৃত-শিক্ষার্থীর পক্ষে এবং মুখস্থ রাখিবার পক্ষে এমন সুযোগ আর নাই। এই গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষা কিরূপ সরল ও কিরূপ ভাব-পূর্ণ, তাহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থের সর্ব্ব প্রথমে লিখিত কয়েকটী শ্লোক নমুনা স্বরূপ উল্লিখিত হইল—

বৈকুণ্ঠো গো-স্বরূপঃ স্যাৎ হরিদাসস্তু বৎসবৎ।
অদ্বৈতো গোপ-দোগ্ধা স্যাৎ গৌরাঙ্গো দুগ্ধ মেবচ॥
শ্রীবাসো দুগ্ধ-পাত্রং স্যাৎ গদাধরস্তু রক্ষকঃ।
নিত্যানন্দস্তু তদ্দাতা তৎপাতা কলি-মানবঃ॥
গাবং বৎসং তথা গোপং দুগ্ধং পাত্রঞ্চ রক্ষকং।
দাতারং পায়কং ভক্ত্যা গ্রন্থাদৌ চ নমাম্যহং॥

ম্যানেজার, "আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানা"
আসকলেন, ঢাকা।
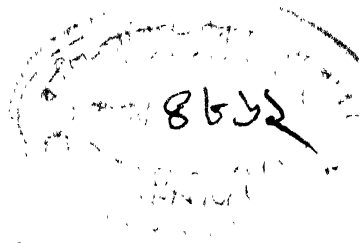
চারু-দর্শন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(বিবাহ ভঙ্গের তারিখ ১২৭২। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ।
শিবশঙ্করের চিন্তা, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। মাষ্টার বাবুর শিক্ষকতা। চারুলতার শিক্ষা।)

আজ মজুমদার বাড়ীতে মহা হুলুস্থুল। আজ বিবাহ। ইষ্ট, কুটুম্ব, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়,স্বজন, ঘটক, কুলীন, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, আহূত ও অনাহূত বহুলোক উপস্থিত। বিবাহের সমস্ত ব্যয় জামাতা দিবেন। আর চিন্তা কি? লুচি ও মিষ্টান্নের গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। কাক কুল ডাকিতেছে। বাদ্য বাজিতেছে। স্ত্রীলোকেরা গান ধরিয়াছে। গোধূলী লগ্নে বিবাহ। পাত্রের কোষ নৌকাও উপস্থিত। কন্যা সাজান হইতেছে। বিবাহের সময়ও আগত প্রায়।—আর বাকী কি? বাকী মাত্র পাত্রের আগমন। তাই পাত্র নৌকা হইতে রওনা হইলেন। চলনের বাদ্য ও লোকের কোলাহলে সে গ্রামটী আজ টলমল। কে কার পূর্ব্বে জামতা দেখিবে, তার ঠিক্ রহিল না। সকলেই সেই দিকে ধাবমান। সভার লোকগণ বিবাহ সভা ছাড়িয়া রাস্তার দিকে অগ্রসর হইল। বাটীর স্ত্রীলোকগণ আহ্লাদে দৌড়িতে দৌড়িতে দালানের ছাদে উঠিলেন। এ দৌড়ে কে হারিল ও কে

যস্মিন্ সত্যং যতঃ সত্যং যৎ সত্যং সত্যতশ্চ যৎ।
যচ্চ সত্যময়ং নিত্যং তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥
হে সত্যস্বরূপ ভগবন্! তোমাহইতেই আসিয়াছি; ইহকৃত কর্ম্মফল

জিতিল, তাহা জানিতে চাহেন কেন? তাহা আমি প্রাণান্তেও বলিব না। তবে কেহই বাকী রহিল না, ইহা নিশ্চয় কথা। বাকী থাকিবার মধ্যে রহিল দুইজন, সেই সজ্জিতা পাত্রী ও ধাই মা। তাহারা দুইজনে উঠিলেই ষোলকলা পূর্ণ হইত। কিন্তু হইল না। যাহা হউক, পাত্র অগ্রসর হইতে হইতে পরিশেষে সভাস্থ হইল। ক্রমে পাত্রী আনার ধূম পড়িয়া গেল। কিন্তু কন্যার আসনে কন্যা পাওয়া গেল না। একে একে সমস্ত ঘর ও সমস্ত ছাদ তালাস হইল, তথাপি কন্যা পাওয়া গেল না। পরিশেষে পায়খানা, পুষ্করিণীর ঘাট, বাগিচা বাড়ী, সমস্ত তালাস হইল, তথাপি কন্যা নাই যে নাই ই ঠিক! কাজেই চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। আনন্দের হাটে নিরানন্দের কোলাহল উঠিল।

বাড়ীর কর্ত্তা দুঃখে ও লজ্জায় অধীর হইয়া, ঠাকুর মন্দিরের প্রাঙ্গনে পড়িয়া গেলেন। পরে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। পরিশেষে মনে হইল যে এই শুষ্ক প্রণামের শক্তি কম। তাই মনে মনে ঠাকুরের ভোগ মানস করিলেন। পরে সেই ভোগের দ্রব্য কম মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে বেশী বেশী পরিমাণ ভোগ মানিতে লাগিলেন। পরিশেষে নারায়ণ চক্রের প্রত্যক্ষ শক্তি কম মনে করিয়া, জীবন্ত দেবতা মা কালীর নামে পাঠা মানস করিলেন। কিন্তু এক পাঠার শক্তি কম মনে করিয়া জোড় পাঠা মানিলেন। তাহারও শক্তি বেশী নহে মনে করিয়া পরে মহিষ মানিলেন। তথাপি কোন ফল হইল না। তাই মনে মনে শনির পূজা মানিলেন। মস্‌কিল আসানের সিন্নি মানিলেন। নাটাইচণ্ডীর পূজা মানস করিলেন, এবং রামা ভুঁইমালাদ্বারা নখ-দর্পণ গণিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং সেখ চামারু মিঞা দ্বারা ব্রহ্মদস্যু আনাইয়া জানিতে ইচ্ছুক হইলেন।

বাড়ীর কর্ত্তার নাম শিবশঙ্কর মজুমদার। ব্যবসা সাধারণ তালুকদারী। কিন্তু নিজ তেজস্বিতা-বলে ও বুদ্ধি-কৌশলে গ্রামে বিশেষ পদস্থ। গ্রামের সম্পদে, বিপদে, মিলনে, কলহে, দলিলে ও দস্তাবিতে ইনি সর্ব্বপ্রধান। ধর্ম্ম-জগতেও ইনি

লইয়া আবার তোমার নিকটই যাইতে হইবে। অল্প কাল মাত্র এই পরীক্ষা-ক্ষেত্র সংসারে অবস্থিতি। তাই সবিনয়ে প্রার্থনা করি, সর্ব্বদেশের সর্ব্বধর্ম্মের সারস্বরূপ সত্য হইতে যেন বিচ্যুত না হই।

কম নহেন। প্রাতঃস্নান, তর্পণ ও ত্রিসন্ধ্যা ইহাঁর আজন্ম-সিদ্ধ। বার মাসে বার পূজা করেন। পঞ্জিকায় যতগুলি উপবাসের বিধান আছে, এবং পার্ব্বণের যত গুলি নিয়ম আছে, তাহার কোনটীই বড় অতিক্রম করিতেন না। এত করিয়াও তিনি ক্ষান্ত হইতেন না। তাঁহার মন পবিত্রতার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিত। কেহ নিকটে আসিয়া কথা বলিলেই, তিনি থুথু পড়ার আশঙ্কায় স্নান করিতেন! বাড়ীর লোকদিগকে এই পবিত্রতার জন্য অস্থির করিয়া উঠাইয়াছিলেন। মাসে ৭।৮ দিন এ জন্য তাঁহার আহার হইত না। সময়ে সময়ে এই বায়ুর চিকিৎসারও দরকার হইত। এত দেবভক্তি ও পবিত্রতা থাকিলেও অর্থোপার্জ্জনের সময় কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম ও হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। যে প্রকারে হউক, প্রত্যহ নূতন অর্থ কিছু হাতে না আসিলে তাঁহার নিদ্রা হইত না। তবে সেই অর্থে দেবতার অংশ থাকিত; আজ দারোগা বাবুর সঙ্গে ঘুরিয়া কিছু পাইলেন, অমনি শনির সেবা আরম্ভ হইল! আজ স্ত্রী ভাগান মোকদ্দমায় আসামী পক্ষের তদ্বিরে জয় লাভ করিয়া কিছু পাইলেন, অমনি কালী মায়ের দ্বারে পাঁঠা বলি পড়িল। আজ কোন বিবাদ-ভঞ্জনের মধ্যস্থ হইয়া গোপনে কোন পক্ষ হইতে কিছু পাইলেন, অমনি মস্‌কিল আসানের নামে কিছু পয়সা উঠাইয়া রাখিলেন। আজ গ্রাম্য দলাদলীর কোন পক্ষ গ্রহণ করিয়া জয়লাভ করিলেন, অমনি তার বাটী হইতে ঠাকুর পূজার চাউল ও কলা প্রভৃতি যখন যাহা সম্ভব, তাহা প্রত্যহ আনিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্ভিন্ন মাসে মাসে চোরাই মাল গোপনে খরিদ করিয়াও মনে মনে সমস্ত রাত্রি ইষ্ট নাম জপ করিতেন। তা ছাড়া নিজ প্রজাদের বাড়ী হইতে মধ্যে মধ্যে বাঁশ, কাষ্ঠ, বেত, তরকারী ও কলা প্রভৃতি দ্রব্য বলপূর্ব্বক আনিয়া দেব কার্য্যে লাগাইতেন। মোট কথা, তিনি অর্থ প্রাপ্তির জন্যে যেমন অপকার্য্য করিতেন, তৎশান্তির জন্য তেমন সৎকার্য্যও করিতেন। কোন দিকেই তার ত্রুটি ছিল না। তিনি রোগ আনিতেও জানিতেন, ঔষধ খাইতেও জানিতেন, তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই ছিল না।

শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ কবিশেখর কবিরাজ মহাশয়, আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার কল্পে, ঢাকা জেলার মধ্যস্থলে "আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানা" নামে একটী প্রকাণ্ড কবিরাজী ডিস্‌পেন্সারী স্থাপন করিয়াছেন।। সত্যের

পাঠক! সর্ব্বাগ্রে বিবাহ বৃত্তান্ত শুনিতে গিয়া ভাল করেন নাই। কারণ বিবাহ যৌবনের খেলা। শৈশবের বৃত্তান্ত প্রথমতঃ শ্রবণ করা উচিত ছিল। প্রথম শুক্ত, তৎপর ঝাল, তৎপর টক্, তৎপর দধি, দুগ্ধ ও মিষ্টান্নাদি, এই ত ক্রম। তবে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রীর শৈশব বৃত্তান্ত শুনিবেন না কেন? আপনি তাহা শুনিতে বাধ্য। তাই শৈশবাধ্যায় লিখিতেছি, শুনুন—পাত্রীর নাম চারুলতা দেবী। ইনি শিবশঙ্কর মজুমদারের কন্যা। ইনি রূপে গুণে ও লাবণ্যে অনেকেরই অপত্য স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ ইনি ধাইমার একমাত্র অবলম্বন। ধাইমা ইহাকে না দেখিলে পাগলের মত হইত। একদিন ধাইমা ৫।৬টী বালিকাকে একত্র দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বল'ত এই সংসারে ভাল কি? ইহার উত্তরে কেহ বলিল—সন্দেশ। কেহ বলিল—মা। কেহ বলিল—খেলা। চারু বলিল—মাষ্টারবাবু। চারুর এই কথা লইয়া শিশুগণ চারুকে প্রায়ই ক্ষেপাইত। কিন্তু ক্ষেপাইলে কি হইবে? সে যে বিষয়ে একবার মন দিত, তাহা হইতে তাঁহাকে কিছুতেই নিবারণ করা যাইত না। বিরুদ্ধ পথে চলিলে এত উদ্বেগ, এত ক্রন্দন, এত জেদ বাড়িয়া যাইত যে, পরিণামে তার মূর্চ্ছা আসিয়া পড়িত। কাজেই বাড়ীর ঈঙ্গিতে পাড়ার কেহই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। এই একরোখা বা এক গুঁয়েমাটা চারুলতার জীবনের মেরুদণ্ড। তজ্জন্য চারুকে ক্ষেপা মেয়ে বলিয়া সকলে ডাকিত। কিন্তু এই ক্ষেপামীর অন্তস্তল বিবেচনা করিলে, প্রশংসার কারণ বাহির হইয়া পড়িত। একদা সেই ক্ষেপামীর কথা কোন করাঙ্ক-জ্যোতিষীর কর্ণগত করান হয়; তাতে তিনি চারুর হাতের রেখা দেখিয়া, বহু প্রশংসা করিয়া বলেন যে, মনুষ্য জীবনের বিশেষত্বই একাগ্রতা। এই একাগ্রতারূপ গুণ বালকের শরীরে থাকিলে, জেদ্ রূপে পরিণত হইয়া বিরুদ্ধ শক্তিকে দূরীভূত করিয়া দেয়। থুথু মুখের মধ্যে থাকিলে যেমন অমৃত নামে অভিহিত হয়, এবং মুখ হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র গেলে যেমন ঘৃন্কার-জনক থুথু নামে পরিচিত হয়, সেইরূপ একাগ্রতা

সেবা করিয়াই ইহার আয়। এই আয়ের অধিকাংশই কোন সৎকর্ম্মে ব্যয়িত হইবে। সুতরাং অসত্যের বা অধর্ম্মের কোন সম্ভাবনা নাই। রোগীদের মহোপকার সাধনার্থ কতিপয় সুযোগ্য কবিরাজের সম্মিলনে

মনের ভিতর থাকিলে মনুষ্যত্ব, অহংসত্বা, কৃতিত্ব, কর্ম্ম-নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য ও ভাগ্যবত্তার পরিচয় দেয়। উহা বাহিরে আসিলে জেদ, অহঙ্কার, দাম্ভিকতা ও ক্ষেপামী প্রভৃতি নাম ধারণ করে। চারু শৈশব-বুদ্ধি বলিয়া উক্ত একাগ্রতাকে হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারে না। তাই দোষের কারণ দেখিতেছেন। কালে উহা হৃদয়ের অন্তঃস্তরে থাকিয়া মহা গুণের আধার হইয়া উঠিবে। জ্যোতিষীর এই ভাবিষ্যৎ বাক্যের ফলে পিতা ও মাতা ইহাকে নূতন প্রকারের স্নেহ ও খাতির করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ সে অন্যান্য লোকের ন্যায় অন্যায় বিষয় লইয়া জেদ করিত না! কাজেই খাতির অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই খাতিরের ফলে অন্যান্য শিশুর মধ্যে চারুর পূর্ণ স্বাধীনতা জন্মিল। চারুর মাতুল নবকুমার রায় পূর্ব্ব হইতেই চারুর বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই মধ্যে মধ্যে চারুকে দেখিবার জন্য এই বাড়ীতে আসিতে বাধ্য হইতেন। অদ্য জ্যোতিষীর মুখে চারুর প্রশংসা শুনিয়া, বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সন্তুষ্টির ফলে চারুর স্বাধীনতা আরও বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহার ফলে চারু কাহারও কথা না মানিয়া, স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। এই স্বাধীনতার ফলটী তাহার পক্ষে বড়ই শুভকর হইয়াছিল। সে অন্যান্য বালকের সঙ্গে খেলা ছাড়িয়া দিল। তাঁর খেলার সহচর মাষ্টার বাবু হইলেন। পুস্তক পড়া, তাঁহার পুতুল খেলা হইল। দোয়াত, কলম, কাগজ, পেন্সিল ও শ্লেট নাড়াচাড়া তার দৌড়াদৌড়ি। ছবি আঁকা তার দুষ্টামি। কালী প্রস্তুত করা তার কাঁদা ঘাটা। কলম কাটা কার্য্যটী তার খেলার তরকারী কাটা। খাতা শেলাই করা কর্ম্মটী তার শেলাই কর্ম্ম। তালপাতা, কলাপাতা ও শ্লেট ধোয়া তার গৃহ-লেপন। লেখাপড়ার কথাই তার কথা। এই জন্য বাড়ীর ও পাড়ার শিশুগণ তার নিকট তত ঘেসিত না। চারুও তাদের সঙ্গ ছাড়িয়া মাষ্টার বাবুর সঙ্গই ভালবাসিতে লাগিল।

সেই মাষ্টারবাবুর নাম—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার রায়। তিনি বি-এ ফেল হইয়া

ইহা সংস্থাপিত। ইহার ঔষধ যেমন অকৃত্রিম, তেমন মহাসুলভ। ভারতবর্ষ মধ্যে ইহা সর্ব্বপ্রধান। শুভ ১৩১৭ সনে ইহা স্থাপিত হইবার পর হইতে প্রত্যহ বহু আশীর্ব্বাদ আসিয়া প্রতিষ্ঠাতার জীবনকে ধন্য করি-

এই মাইনর স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়াছেন; চারুর পিতার অনুগ্রহে এই বাড়ীতে আহার ও থাকিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সেই বন্দোবস্তের মাশুলস্বরূপে এই বাড়ীর ছেলে মেয়েদিগকে প্রাতে ও বৈকালে পড়াইতেন। তিন মাস হইল, তিনি আসিয়াছেন। এর মধ্যেই তিনি সকলের আপন হইয়া গিয়াছেন। বাড়ীর কর্ত্তা ও কর্ত্রী নিজ সন্তানের মত স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কাজেই তিনি আর এই বাড়ীর কেবল মাষ্টার নহেন। এই পরিবারে তিনি একজন, জনের মত জন। এই জনের মত জনটী চারুর পক্ষে কত ভাল-জন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চারুর পাঠেচ্ছা, দৃঢ় অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও প্রবল-মেধা শক্তি-দর্শনে চারুর প্রতি মাষ্টারের বিশেষ দৃষ্টি জন্মে। ক্রমে সেই দৃষ্টি বাড়িতে বাড়িতে হিমালয় বিচ্যুত-গঙ্গা-স্রোতের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিল। তদুপরি চারুর ঐকান্তিক আনুগত্য ও ভালবাসার আকর্ষণে মাষ্টার মহা বিব্রত হইয়াছিলেন। জগতে কেহ কাহাকে ভালবাসা বা মন্দবাসা ইচ্ছা করিয়া দিতে পারে না। মৃদঙ্গ যেমন আঘাতানুসারে শব্দ করিতে বাধ্য, মানুষও সেই প্রকার ভাবানুযায়ী ভালবাসা দিতে বাধ্য। এই জন্যই এক কবি বলিয়াছেন—"পরের স্বভাব যেন মার্জ্জিত দর্পণ, যেমন দেখাবে যারে দেখিবে তেমন।" লোকের প্রদত্ত ভালবাসা কেন আসে? কেন যায়? তাহা বুঝিবার শক্তি লোকের নাই। তাই সূত্রাবদ্ধ পুত্তলিকা যেমন সূত্রের আকর্ষণানুসারে নড়া চড়া করে, মনুষ্যও সেইরূপ ভাবের আকর্ষণে বাধ্য। তাই মাষ্টারবাবু চারুর জ্ঞান-পিপাসা মিটাইবার জন্য বিব্রত বা আত্মহারা। চারুর প্রার্থনা-কাতর সদা চক্ষের মধ্যে যে কত জ্ঞান-পিপাসার প্রার্থনার বীজ লুক্কায়িত থাকিত, তাহার ব্যাখ্যা চারুও করিতে পারিত না, মাষ্টার বাবুও পারিতেন না। তবে উভয়ের মহাভাবে উভয়ে মহা আকৃষ্ট, এই মাত্র বুঝিতেন। মাষ্টারের ইচ্ছা, নিজ বুক চিড়িয়া যদি চারুর বুকে বিদ্যাগুলি গুলিয়া দেওয়া যাইত, তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত। চারুর ইচ্ছা, মাষ্টারবাবুর সমস্ত জ্ঞানগুলি ২।৪ দিনের মধ্যে পাইতে হইবে। বাড়ীর লোকেরা কেহ এই গূঢ়ভাব হৃদয়ঙ্গম

তেছে। দিনের দিন যেরূপ কার্য্য বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তাহাতে অনুমান হয়,—কালে প্রতি জেলার উপর ইহার এক একটী শাখা খুলিতে হইবে। রোগের বিস্তৃত অবস্থা জানাইলে, ব্যবস্থা-সঙ্গত ঔষধ ভিঃ পিঃ ডাকে

করিতে পারিত না। তাঁহারা এই মাত্র বুঝিত, চারু যথন মাষ্টারবাবুর সঙ্গ ছাড়া হয় না, তথন চারুর বেশ লেখা পড়া হইবে।

চারুর সর্ব্ববিষয়েই অসাধারণত্ব ছিল। যত বড় কঠিন কথা হউক্ না কেন, চারু ২।১ বার ব্যাথ্যা শুনিলেই বুঝিয়া লইত। এবং ৪।৫ বার আবৃত্তি করিলেই মুখস্থ করিতে পারিত। কাজেই প্রাতে দুই বার ও বৈকালে দুই বার এই চারি বার করিয়া চারুকে নূতন পড়া দিতে হইত। এই পড়া আয়ত্ত করিয়াও চারুর প্রচুর সময় থাকিত। ইত্যবসরে চারু নিত্য নূতন নূতন উপদেশাত্মক গল্প শুনিয়া লইত। এই সমস্ত গল্পের ফলে চারুর অল্প বয়সে বহু অভিজ্ঞতা দাঁড়াইতে লাগিল। চারুর নিকট ধাইমা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত, এবং চারুর অনুকরণ করিত বলিয়া চারুর সঙ্গে সঙ্গে ধাইমার জ্ঞানের ও ভক্তির অনেক উন্নতি হইয়াছিল। যাহা হউক মাষ্টারবাবু বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে থাকিতেন। স্কুল ছুটী হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই চারু রাস্তার দিকে পুনঃ পুনঃ চুপি দিতে থাকিত। মাষ্টারবাবুও তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত পদে বাসায় আসিয়া হাজির হইতেন। তথন কত শ্লোক কত গান ও কত গল্প হইত, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। চারুর মনে আনন্দ আসিলে, সে শৈশবোচিত চপলতা বশতঃ প্রায়ই হাসিয়া হাসিয়া নাচিতে থাকিত। সেই নৃত্যে ও সেই হাস্যে চারুর নিজস্ব থাকিত না। কে যেন তাকে নাচাইতেছে, কে যেন তাকে হাসাইতেছে। এই দৃশ্য এত মধুর, এত অকৃত্রিম, এত আহ্লাদপ্রদ, এত বৈরাগ্যকর, তাহা বুঝান কঠিন। বোধ হয় পুত্রশোকীরও তথন আনন্দ না আসিয়া পারিত না। এই দৃশ্যে প্রাণের জটিলতা, কুটিলতা, পাপ, তাপ, শোক ও দুঃখ না যাইয়াই পারে না। শৈশবের মধ্যে যে এমন স্বর্গীয় খেলা থাকিতে পারে, তাহা মাষ্টারবাবু জানিতেন না। তাই তার এত আনন্দ। এই আনন্দ উপভোগের পর, মাষ্টারবাবুর উদাসীনতা দিনের দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই ধরাধামে যে, ঐশ্বরিক নূতন শক্তি অহরহ যাতায়াত করে, তাহা বুঝিয়া লইলেন। যে প্রার্থনায়, যে পূজায়, যে

সাদরে পাঠাইয়া থাকেন। নিম্নোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। "ঔষধ-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর কবিরাজ ম্যানেজার, আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারথানা, আসক লেন—ঢাকা"। পত্র লিখিবার কালে গ্রাহকের

কীর্ত্তনে, ও যে নৃত্যে সেই নূতন শক্তির সমাগম না হয়, তাহা যে ব্যর্থ, তাহাও তিনি শৈশবের ঐ নৃত্যে প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই নূতন শক্তির নামই যে ভগবৎশক্তি, এবং সেই শক্তি আনয়ন করাই যে জীবের শিবত্ব, তাহাও তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন। কাজেই চারু শিষ্য হইয়াও গুরুর কাজ করিতে লাগিল। চারুর ঢল ঢল, সাদা, সরলতা-পূর্ণ মুখ দেখিলেই মাষ্টারের মনে সরলতার মাহাত্ম্য মনে পড়িত। এই সরলতা যে ভগবানের আসন, তাহাও মনে উঠিত। এই আসন থাকিলেই ঐশ্বরিক নূতনত্ব আসিয়া, নৃত্য ও ক্রন্দনাদি ভক্তির লক্ষণ আনিয়া জীবকে ধন্য করে, তাহাও তিনি বুঝিয়া লইতেন। বিদ্যা-বুদ্ধির প্রবীনতা যে, সেই সরলতার বিনাশক এবং অসরলতার বিনাশই যে সাধন-ভজনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাও তিনি বুঝিয়া লইতেন। তান্ত্রিক সমাজে যে কুমারীর-ভোজনের বিধান আছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইতেন। সুতরাং মাষ্টারের মত ধর্ম্ম-প্রাণ লোকের পক্ষে চারুদর্শনটী ষড়্‌দর্শন অপেক্ষাও বেশী লাভের জিনিস ছিল। কিন্তু লাভের হইলে কি হইবে? চারুর মত সর্ব্বজন সমক্ষে নৃত্য করা মাষ্টারের শক্তিতে কুলাইত না। তাই তিনি সংকীর্ত্তনের দল সৃষ্টি করিয়া চারুর মত মধুর নৃত্য শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আরম্ভ করিলে কি হইবে? চারুর যেমন কোন বিষয়ে কোন আকর্ষণ, শঙ্কা, লজ্জা বা ভীতি নাই, এমন ভাব আসাত মাষ্টারবাবুর পক্ষে সহজ নহে। তাই মাষ্টার মনে মনে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেন। কেবল মনে হইত—"যার কাম তারে সাজে, অন্যের বেলায় লাঠী বাজে"। সুতরাং মাষ্টারবাবু ও চারুলতা উভয়েই উভয়ের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিলেও এই ব্যাপারে মাষ্টার বাবুর পরাভূতি ঘটিয়া, চারুলতার জয় আরম্ভ হইল। সে মাষ্টারের কথার স্বর, উপবেশনের ক্রম, হাটিবার ভঙ্গি, হাসিবার প্রকার ও সঙ্গীতের ধরাণ প্রভৃতি সকলই শিখিয়া লইলেন। আহারের সময় বাড়ী যাইয়া পরিজনের নিকট সেই অনুকরণের অভিনয় দেখাইত। সকলেই হাসিতে হাসিতে অস্থির হইয়া উঠিত। সকলেই এক বাক্যে বলিত—এই

নাম, গ্রাম, পোষ্ট ও জিলা পরিষ্কার অক্ষরে লিখিবেন। ভিঃ পিঃ কদাচ ফেরৎ দিবেন না। ভাঙ্গা হইলেও রাখিবেন। রাখিয়া ক্ষতির পরিমাণ জানাইবেন। ক্ষতি অবশ্য পূর্ণ করিব। এই কারখানার মূল্য-পুস্তক

মেয়েটী লোক হাসাইবার যন্ত্র; বাস্তবিক হাস্য-রসাত্মক বাক্য ও ক্রিয়াই তাহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল। এই জন্য বাড়ীর ও পাড়ার সকলেই আদর করিত। সেই আদরে চারুর সময় নষ্ট করিবার অবসর ছিল না। কারণ তিনি অদ্যাপি গানের ভক্তি-সূচক লক্ষণ নিজ দেহে সম্পূর্ণ আনিতে পারেন নাই। গান গাইতে গাইতে সেইরূপ ব্যাকুলতা, ক্রন্দন, কম্প, ঘর্ম্ম ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি আসে না কেন? তজ্জন্য চারু নিজকে নির্ব্বোধ ও দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই অনুকরণ-রূপ কার্য্যটী না করিলে চলিবে না বলিয়া, মনে মনে দৃঢ় স্থির করিল। তাই দিবা রাত্রি চারুর চিন্তা চলিতে লাগিল। মাষ্টারবাবুর যে গানটী গাইবার ধরান শিখিবার জন্য চারুর এত বেশী ব্যাকুলতা, সেই গানটী নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

গান (কাফি—ঝাঁপতাল)।

তুমি এক ভরসা মম মায়ার আঁধারে।
এ দেহ এ মন প্রাণ সপেছি তোমারে।
রাখ বা না রাখ প্রভু সে ইচ্ছা তোমার
বড় সাধ হ'য়েছে মনে দেখিতে তোমারে। ১।
তব তরে সকাতরে দিবা নিশি ঘোরে,
আমার মনও তব তরে এসেছে এক দৌড়ে। ২।
চাই না তোমার ধন মান চাই না সংসার পরিজন,
চাই না মায়াময় জীবন (কেবল), চাহি হে তোমারে। ৩।
যথা আমি যাই না কো, তুমি সাথে সাথে থে'কো
অন্তরে বাহিরে যেন হেরি হে তোমারে। ৪।
কবে আমার সে দিন হবে, প্রেমাশ্রুতে বুক ভাসিবে,
কবে সকল ভুল হইবে, কবে বসিবে অন্তরে। ৫।

(ক্যাটালগ) বিনামূল্যে বিতরিত হয়। তাহাতে বিস্তৃত ভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লিখিত আছে। ইহার লিখিত প্রতি অক্ষর সত্য মনে করিবেন। আমরা বিজ্ঞাপন-বীর নহি। ঔষধের বিশুদ্ধত্ব ব্যবহারেই

চারুর মনে যে এই চিন্তা আছে, মাষ্টার তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু চারুর পিতা নিজকে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া, অপরের ধর্ম্মকে নিন্দা করিতেন। ইত্যবস্থায় কর্ত্তার অমতে কন্যাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়ার প্রবৃত্তি আসিতে পারে না। তাই তিনি চারুর নিকট ধর্ম্ম সংক্রান্ত কথা বলিতে কতকটা অনিচ্ছুক। কিন্তু অনিচ্ছুক হইলে কি হইবে? ধর্ম্ম-প্রবল মাষ্টারের অনুকরণ করাই যখন চারুর জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য, তখন ধর্ম্ম-কথা বাদ দিয়া চলিলে, চারু তাহা শুনিবে কেন? তাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহু ধর্ম্ম-কথা ও বহু উপদেশ দিতে মাষ্টার বাধ্য হইয়াছিলেন। তবু তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ধর্ম্ম বিষয়ক গুরু হইতে চাহেন না। এই হইল, মাষ্টারবাবুর ভাব। মাষ্টারবাবুর এই ভাবকে চারু, কোন ভাবের মধ্যে নিয়া ফেলে, তাহা শ্রবণ করুন। একদা চারু মাষ্টার-বাবুকে সযত্নে নির্জ্জনে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

চারু। আমি আপনার গান শুনিয়া যত পরিতৃপ্ত হই, এত পরিতৃপ্তি জগতে কোন বিষয়ে আছে, তাহা আমি স্বীকার করি না। সেই সমস্ত গান আমিও গাইয়া থাকি; কিন্তু আপনার মত ব্যাকুলতা, ক্রন্দন, কম্পন, ঘর্ম্ম ও রোমাঞ্চ প্রভৃতি ঠিক্ আসে না কেন? চারুর এই প্রশ্নে মাষ্টার ঠেকিলেন। কারণ পিতার অজ্ঞাতে ধর্ম্ম-গুরু হওয়া মাষ্টারবাবুর ইচ্ছা ছিল না। তাই চারুকে নিবৃত্ত করিবার প্রত্যাশায় বলিলেন, দেখ চারু! যত্ন করিলেই বিদ্যা ও বুদ্ধি জন্মিতে পারে; কিন্তু ভক্তি সেইরূপ কেবল যত্ন-সাধ্য নহে। জন্ম-জন্মান্তরের বহু পুণ্য-ফল ব্যতীত উহার প্রাপ্তি অসম্ভব।

চারু। আমার পুণ্য-ফল নাই, কিরূপে জানিলেন? পুণ্য-ফল ব্যতীত কি আপনার মত ভক্তিমান্ গুরুর প্রাপ্তি সম্ভবে?

মাষ্টার। শিক্ষা কার্য্যে তোমার যেরূপ অসাধারণ একাগ্রতা দেখি, এবং গুরুর প্রতি যে অসাধারণ ভক্তি দেখি, তাতে অনুমান করি, নিশ্চয় তোমার পূর্ব্ব জন্মের খাটুনী আছে। তবে তুমি শিশু, সম্মুখে তোমার জন্য সংসার প্রতীক্ষা

প্রমাণিত হইবে। পত্র লিখিলে উক্ত মূল্য-পুস্তক সাদরে পাঠান হয়। এই কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য শুনুন—"আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি অকৃত্রিম হইলে কিরূপ হয়, এবং তাহার মূল্য কত কম করা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত।"

করিতেছে, তাহাকে শান্ত না করা পর্য্যন্ত মন একনিষ্ঠ হইতে পারে না। তাই তোমার পক্ষে ভক্তির চিহ্ন, অশ্রু, কম্প, পুলক ও ঘর্ম্মাদি আসিবার সময় হয় নাই।

চাঃ। সংসার সেবা করিয়া কি ভক্তি লাভ করা যায় না? আর আমার কপালে যে সংসার সেবা নিশ্চয়ই আছে, তাহারই বা প্রমাণ কি?

মাঃ। ঐ সমস্ত ধর্ম্ম-তত্ত্ব শিক্ষা দিবার অধিকার আমার নাই। এই সমস্ত কথা লইয়া আমার সঙ্গে তোমার আলাপ করাও ভাল নহে। তোমার পিতার নিকট এই সমস্ত আলাপ করিবা। তিনি কৌলিক গুরু আনিয়া যাহা যাহা করাইতে বা বুঝাইতে হয়, তাহা তাহা করিবেন।

চাঃ। আমি পিতা, মাতা, গুরু, পুরোহিত ও বন্ধু-বান্ধবের মাহাত্ম্য বুঝি না। আমার প্রাণ কেবল আপনার ভাব ও আপনার কার্য্যের অনুকরণ করিতে চায়। আহারে, বিহারে, শয়নে ও স্বপনে সে চিন্তা আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। এই যে সময় সময় আমার মূর্চ্ছা জন্মে, তাহার আদি কারণও এই। আপনাকে আর সময় নষ্ট করিতে দিব না। আপনার ইষ্ট মন্ত্র আমাকে অদ্য এখনই দিতে হইবে। প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার মত পূজা করিতে ও ভক্তির গান গাইতে আমার বড়ই বাসনা হইতেছে।

মাঃ। আচ্ছা, এত ব্যাকুল হইও না। একটী দিন ভাল দেখিয়া মন্ত্র দিব।

চাঃ। না, তা হবে না। এখনই চাই। ঐ দেখুন, আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেছে। আর বিলম্ব করিবেন না। দোহাই আপনার।

চারুর ঈদৃশ তীব্র আকাঙ্ক্ষা দর্শনে তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কাজেই তৎক্ষণাৎ ইষ্ট মন্ত্র কাণে দিলেন। সেই দিন হইতেই চারু প্রত্যূষে উঠিয়া সন্ধ্যা, পূজা ও সঙ্গীত অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এইটাই যেন তাঁহার বড় পুতুল খেলার মধ্যে পরিণত হইল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর চলিতে লাগিল। তৎ সঙ্গে সঙ্গে জগতের পরিবর্ত্তনসহ চারুর দেহের পূর্ণতা আসিতে লাগিল। কিন্তু মনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

ঔষধগুলির মূল্য এত মহাসুলভ করিবার প্রধান কারণ শুনুন…

ইষ্টদেবতার পূজা ও ইষ্টনাম জপ তখনই প্রকৃত সার্থক হয়, যখন জগতের সমস্ত প্রাণীকে ইষ্টদেবতা বোধে সম্মান ও সেবা করিতে পারা যায়।

চক্ষুর কোন কুটিলতা আসিল না ; বস্ত্র পরিধানের কোন ব্যতিক্রম হইল না। কথা বলিবার কালে মাটীর দিকে দৃষ্টি আসিল না। হাসিবার কালে গ্রীবা ফিরাইবার কারণ ঘটিল না। হাটিবার কালে শরীর বক্র হইল না। শৈশব আনন্দের কোন আবরণ আসিল না। গায়ের কাপড় পুনঃ পুনঃ টানাটানির আবশ্যকতা আসিল না। যেন বর্ষার জল বাড়িল, কিন্তু স্রোতঃ আসিল না। যেন রোগ বাড়িল, কিন্তু অশান্তি বাড়িল না। যেন ধন বাড়িল, মত্ততা বাড়িল না। তদ্দর্শনে চারুর মাতা বলিলেন—ক্ষেপা মেয়ের ক্ষেপামী কবে সারিবে. ঈশ্বর জানেন।

এ দিকে শিবশঙ্কর মজুমদার চারুবালার বিবাহের জন্য পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছেন। পাত্র একে কুলীন। তদুপরি জমিদার। তদুপরি আবার বিবাহের সমস্ত ব্যয় দিবেন। তদুপরি বিবাহের এক দিন পূর্ব্বেই দশ হাজার টাকার অলঙ্কার চারুর গায়ে পড়াইয়া দিবেন। কাজেই শিবশঙ্করের গাত্রে আনন্দ আটে না। কেবল ইহাই লাভ তাহা নহে। আসল লাভের কথা—ম্যানেজারীপ্রাপ্তি। এই বিবাহ সম্পন্ন হইলে ভবানীর সমস্ত জমিদারীর ম্যানেজারী পাইবার আশাও পাইয়াছেন। কাজেই লাভের উপর লাভ। শিবশঙ্করের মতে এত লাভ যে ব্যক্তি ছাড়িতে পারে, তার মনুষ্যত্বই নাই।

অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকিলে যে শিবশঙ্করের হিতাহিত জ্ঞান থাকিত না, ইহা বাড়ীর সকলেই জানিতেন। কাজেই চারুর মাতা ও ধাইমা চারুর মাতুল নবকুমার রায়কে উক্ত পাত্রের দোষ ও গুণ জানিবার জন্য গোপনে পাঠাইয়া দেন। সেই অনুসন্ধানের ফলে ভাবী জামাতা ভবানীর এত দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে যে, ভদ্র সমাজে এত দোষ অন্যস্থানে একত্র দেখা অসম্ভব। তাই নবকুমার শিবশঙ্করের ভয়ে গোপনে ধাইমাকে জানাইবার জন্য গত রাত্রি ১০ টার সময় গুপ্ত দরজায় আঘাত দিয়াছিল, এবং ধাইমা সেই শব্দের নিকট যাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অস্পষ্টস্বরে গোপনে বলাবলি করিয়াছিল। সেই গোপনের সংবাদ চারু ও মাষ্টারবাবু জানিতে চাহিলেও ধাইমা জানিতে দেয় নাই। বরঞ্চ গুপ্ত দরজার

সেই সার্থকতার প্রত্যাশায় প্রাণিমাত্রে ইষ্ট-দেবতা বোধ করতঃ, আমরা লোকের উপকাররূপ মহামন্ত্রে যথাসাধ্য দীক্ষিত হইয়াছি। তজ্জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় সমস্ত ঔষধগুলি ঠিক্ শাস্ত্রানুসারে প্রস্তুত করিয়াছি ;

সংবাদ গোপন রাখিবার জন্যই বলিয়াছিল। যাহা হউক, ধাইমা চারুর মাতাকে নির্জ্জনে পাইয়া গত রাত্রির নবকুমারের প্রদত্ত গুপ্ত সংবাদ বলিতে ইচ্ছুক হইল। কিন্তু বলি বলি করে, অথচ বলিতে পারে না। তার এত সাধের ধন, চারুর কপালে শেষে এই ছিল, এই কথা স্মরণে তার জিহ্বার জল শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এক এক বার জিহ্বা নাড়িয়া জল আনিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আবার শুকায়। পরিশেষে এই উপলক্ষে এক গ্লাস জল খাইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—(১) জামাতার আরও ৫ বিবাহের পাঁচ বউ ঘরে আছে। (২) কুলীন জাতের স্বভাব ত জানেন। আর কত বউ আসে, ঠিক্ কি? আমাদের গ্রামে রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ছিল। তাহার বিবাহ করাই ব্যবসায় ছিল। তার ৮২টী বিবাহ ছিল। কাজেই খাতা বাহির না করিলে বিবাহের স্মরণ করা যাইত না। টাকা লগ্নী করার মত খাতা রাখার অভ্যাস বংশ পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিয়াছিল। তার পুত্র অমলা। তার বয়স ২০ বৎসর। ইহার মধ্যে ৫ বিবাহ। বলা বাহুল্য—বাপের বাড়ী ব্যতীত বধুদের শশুর বাড়ী দেখিবার উপায় ছিল না। সেই ৫ বধুর মধ্যে যে জনের সঙ্গে অমলার ৩ বৎসর দেখা সাক্ষাৎ নাই, সেই বধূর সন্তান হইয়া পরে অন্নপ্রাশনের দিন স্থির হইল। কাজেই এত দিনে জামাতার আবশ্যকতা দাঁড়াইল। নিমন্ত্রণ আসিল। অমলা যাইতে চাহিল না। বাড়ীর লোক কত অনুরোধ করিল। তথাপি না যে না কথাই ঠিক্। এমন সময় তার পিতা রামকুমার আসিয়া বলিল—দেখ অমলা, তোমার জন্মিবার ৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র তোমার মাকে দেখিয়াছিলাম। তাতেই তোমার জন্ম। তোমার অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে যাইতে যখন আমি বাধা দেই নাই, তখন তুমি বাধা দিবে কেন? তুমি কি কুলাঙ্গার? এই কথার ফলে অমলা শ্বশুর বাড়ীতে গেল। (৩) আবার বলি—জামাতার জাতের ঠিক্ নাই। সে নাকি ব্রাহ্ম সমাজে দীক্ষিত। রোজ কত গো-মাংস ও মুর্গি তার পেটে যায়, তার ঠিক নাই। এই জন্য তার শুদ্ধাচারিণী মাতা চিন্তায় চিন্তায় মর্ত্তে বসেছে। (৪) ইহার

অথচ আশাতিরিক্ত একান্ত সুলভ মূল্যে সর্ব্বসাধারণের দ্বারে দ্বারে দিতেছি; এবং ইহার অধিকাংশ আয় লোক-হিতকর কোন সৎকর্ম্মে দানার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সুতরাং জনসাধারণের অনুগ্রহই আমাদের

উপর আবার পরের বউ লইয়া টানাটানি। কত মোকদ্দমা, কত কুসঙ্গ, কত কুকীর্ত্তি, তার অবধি নাই। চার দিকে তার দুর্নাম ব্যতীত সুনাম নাই। (৫) কর্ত্তার ৩ পিসী ও ২ ভগ্নীকে কুলীন করিয়া এত লাঞ্ছনা পাইল, তবু অভ্যাস ফিরে না গো অভ্যাস ফিরে না। ধন্য কর্ত্তার বুদ্ধি। এই বুদ্ধির কপালে ছাই।

এই কথা শেষ হইবার পূর্ব্ব হইতেই চারুর মাতা কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কথা শেষ হইবার অব্যবাহিত পর, সেই নবকুমার অদ্য দিবা দুই প্রহরে প্রকাশ্য ভাবে আসিয়া উপস্থিত। কারণ শিবশঙ্কর অদ্য কোন মোকদ্দমার উপলক্ষে সাক্ষ্য দিতে সহরে গিয়াছেন। নবকুমারকে দেখিবা মাত্র উভয়ের ক্রন্দন দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। পরিশেষে নবকুমার প্রতিজ্ঞা করিলেন—যে প্রকারে হউক, এই বিবাহ ভঙ্গ করিতেই হইবে। এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া, চারুর মাতা ও ধাইমার অশ্রুপূর্ণ মুখে হাসির রেখা দেখা গেল। যেন শ্রাবণের মেঘ-পূর্ণ আকাশে সূর্য্যের জ্যোতিঃ বাহির হইল।

নবকুমার সহজ লোক ছিলেন না। সে বড় কাজের লোক। তিনি কোন ধর্ম্ম মানিতেন না বটে। কিন্তু দেশ হইতে অন্যায় বন্ধ হইয়া যাহাতে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হয়, তজ্জন্য তিনি আজীবন চেষ্টিত ছিলেন। কৃত্রিম ধার্ম্মিকের ধর্ম্মকে তিনি দেখিতে পারিতেন না। এই জন্য তিনি একটী সভা করিয়া সভার উদ্‌যোগে একটী পুস্তক ছাপাইয়া লইয়াছেন। শিবশঙ্করের অর্থ-পিপাসাযুক্ত ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া ও কৌলীন্য প্রথাকে লক্ষ্য করিয়া, বহু নিন্দা লিখিত হইয়াছে। তাই শিবশঙ্করের সঙ্গে নবকুমারের বিশেষ মনোবাদের সৃষ্টি ঘটিয়াছিল। আজ এই বিবাহ উপলক্ষে তাহা বৰ্দ্ধিত হইতে চলিল।

চারুর চরিত্র ও অধ্যবসায় দর্শনে মাতুল পূর্ব্ব হইতেই আকৃষ্ট। তাই তিনি এত অপমান সহিয়াও মধ্যে মধ্যে চারুকে দেখিতে আসিতেন। অদ্য এই বিষম শঙ্কটকালে তাকে দেখিবার জন্য চারুর গৃহে গেলেন। গিয়া দেখেন, চারু শ্লোক লিখিতেছে। মহাভারতে যে বকরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির যাহা

ইহকালীয় ও পরকালীয় ইষ্ট কবচ। অতএব বলিতে চাই—আমরা জন সাধারণের, এবং জন-সাধারণ আমাদের। আরও বলিতে চাই—বিজ্ঞাপনরূপ জয়ডঙ্কার আড়ম্বরের দিনে বিজ্ঞাপনের খরচ না করিয়াই

বলিযাছিলেন, সেই উত্তর ব্যতীত অন্য উত্তর সংস্কৃত শ্লোকে মাষ্টারবাবু রচনা করিয়াছেন। সেই শ্লোক লইয়াই চারুর লেখা চলিতেছে। যথা—

কা চ বার্ত্তা কি মাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।
মমৈতাং শ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব।

বঙ্গার্থ—বকরূপী ধর্ম্ম, পঞ্চ পাণ্ডবকে একে একে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—নিম্নোক্ত ৪টী প্রশ্নের উত্তর দিয়া জল পান কর। (১) বার্ত্তা অর্থাৎ পৃথিবীতে সংবাদ কি? (২) আশ্চর্য্য কি? (৩) পথ কি? (৪) সুখী কে?

বার্ত্তা।——সুখার্থং চেষ্টতে লোকো দুঃখার্থং ন চ চেষ্টতে।
তথাপি দুঃখ-বাহুল্যং বার্ত্তেয়ং বসুধা-তলে।

বঙ্গার্থ—ইহ সংসারে সকলে সুখের অন্বেষণার্থই বিব্রত। কেহই দুঃখ চাহে না। তথাপি এই পৃথিবীতলে দুঃখের বহুলতাই পরিদৃষ্ট হয়। অতএব পার্থিব ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাই সর্ব্বপ্রধান বার্ত্তার মধ্যে গণ্য।

আশ্চর্য্যং।——কর্তৃত্বং মানবে নাস্তি জগৎ-কর্ত্তরি তৎ স্থিতং।
তথাপি মানবো নিত্যং নিজ-কর্তৃত্ব মাচরেৎ।
মহাসত্যং পরিত্যজ্য মিথ্যাগর্ভে নিমজ্জতে।
তথাপি হসতে লোকঃ কিমাশ্চর্য্য মতঃপরং।

বঙ্গার্থ— ভগবানের ইচ্ছা না থাকিলে মানবের কর্তৃত্বানুসারে জন্ম, মৃত্যু, যশঃ, বিদ্যা, ধন ও মান প্রভৃতি কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পাবে না। সুতরাং সমস্ত কার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা ভগবান। আমরা সূত্রাবদ্ধ পুত্তলিকার মত তার আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য। ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, তাঁহার ইচ্ছাকে অতিক্রম করিবার কোন পথ নাই। তথাপি সেই মহাসত্য পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক জনগণ নিজ কর্তৃত্ব রূপ মিথ্যার গহ্বরে থাকিতেছে; অথচ তদুপরি আবার হাসিতেছে। এইটীকে আশ্চর্য্য ঘটনা বলিতে হইবে।

যেন নিজ উদ্দেশ্যের পরীক্ষা দিতে পারি। এই কারখানার অপর একটী বিশেষত্ব শুনুন—"গৃহস্থ চিকিৎসা" নামে দুই খণ্ড পুস্তক সরল বঙ্গভাষায় রচিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে গৃহস্থ স্বয়ং ব্যবস্থা করতঃ

পন্থা।——ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরোলোকঃ শ্রেষ্ঠাৎ শ্রেষ্ঠতরো হরিঃ।
তস্মাদীশ্বর-সর্ব্বাংশং কোঽপি দ্রষ্টুং নচ ক্ষমঃ।
একৈকাংশং সমাশ্রিত্য একৈকাঃ সম্প্রদায়িনঃ।
যচ্চিত্তং যত্র সংলগ্নং তৎ পন্থা তস্য নিশ্চিতঃ।

বঙ্গার্থ—লোকের আকৃতি, প্রকৃতি, বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়ই সীমাবদ্ধ। কেবল ঈশ্বরই অসীম ও শ্রেষ্ঠতম। অতএব সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে অসীম ঈশ্বরের ষোল আনা অংশ ধারণায় আসা অসম্ভব। সুতরাং ঈশ্বরের এক এক অংশ লইয়া এক একটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে সম্প্রদায়টীতে যার মন ডুবিয়া যায়, তার পক্ষে সেই সম্প্রদায়ের নির্ব্বাচিত পথই প্রকৃত পথ। অন্য পথ তাহার পক্ষে কুপথ। কারণ যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।

কশ্চ মোদতে।—নিজাদৃষ্ট-সমায়াতং সুখং দুঃখং জয়াজয়ং।
বহুং য এব মন্যেত স এব মোদতে জনঃ॥
অন্যস্য সুখ-সৌভাগ্যং দৃষ্ট্বা ন কাঙ্ক্ষতে চ যঃ।
নিজ-দুর্ভাগ্য মালিঙ্গ্য নন্দতে যঃ স মোদতে॥

বঙ্গার্থ—মনুষ্যের মধ্যে সুখ, দুঃখ, জয় ও অজয় যাহা যাহা দেখা যায়,তৎসমস্তই নিজ নিজ অদৃষ্টানুসারে সংঘটিত হয়। সুতরাং তাহার হাত এড়ান অসম্ভব। যিনি সেই অসম্ভব ব্যাপারে হাত না দিয়া সমাগত দুঃখকে ভালবাসিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সুখী। অন্যের সৌভাগ্যকে যিনি চাহেন না, অথচ নিজের দুর্ভাগ্যকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিতে যিনি ভালবাসেন, তিনিই প্রকৃত সুখী।

মাতুল দেখিলেন—চারু শ্লোক লিখিতেছে। বাস্তবিক তাহা নহে। সে শ্লোকগুলিকে নিজের প্রাণে বসাইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রাণে বসাইতে বসাইতে তিনি মূর্ত্তিমতী কবিতা হইবেন, তাঁহার জন্যই চিন্তা। চারু মনে করিতেছেন—(১) আমার মনে আজীবন একটা জেদ আছে; আমি সেই জেদের উপর জেদ

ডাকে পত্র লিখিয়া ঔষধ নিতে পারিবেন, এবং পথ্যাপথ্যাদি জানিতে পারিবেন। উহাতে কি কি বিষয় জানা যাইবে, তাহা শ্রবণ করুন—এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরুষের শুক্র ও

চালাইয়া প্রাণে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিব ; এবং ভগবান্ যখন যে অবস্থায় রাখেন, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিব। সুতরাং আমার কোন ইচ্ছা থাকিবে না। মাষ্টারবাবু, ধাইমা, মা, বাবা, মাতুল, মাসী ও পিসী যখন যাহা বলিবেন, সেই মতেই চলিতে হইবে। ভগবান্কে সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ ; কিন্তু তাঁর আদেশ দুর্লভ নহে। উক্ত গুরুজনের মধ্যেই ভগবানের আদেশ থাকে। সুতরাং সম্প্রতি উহা পালন করিতে হইবে। পরে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইলে তার সাক্ষাৎ আদেশ মত চলিব। এই বাঙ্গলা কথা কয়েকটীকে চারু মুখস্থ করিয়া কাপড়ের আঁচলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কারণ অসার সংসারের সার শাস্ত্র। শাস্ত্রের সার এই কথা। এই কথার সার্থকতা হইল—প্রাণে আনা। তাই শাস্ত্র হইতে উঠাইয়া আঁচলে বাঁধিলেন। আঁচলে বাঁধিবার তাৎপর্য্য এই—পুস্তকটী প্রাণ হইতে অনেক দূরে থাকে ; আঁচলটী প্রাণের অতীব নিকটে থাকে। এই আঁচল হইতে প্রাণে আনিবে, এই তার ইচ্ছা। মাষ্টারবাবু স্কুল হইতে আসিবামাত্র সেই লেখার কথা ও আঁচলে বাঁধিবার তাৎপর্য্য সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। তাহাতে মাষ্টারবাবু একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া চারুকে ধন্যবাদ দিলেন। সেই ধন্যবাদ পাইয়া চারু তৎকার্য্যে আরও মনোনিবেশ করিলেন।

চারুর শিক্ষা ও ধর্ম্মজ্ঞান কত বেশী উপরে উঠিয়াছিল, তাহা লিখিবার জন্য গ্রন্থকারের বড়ই উৎকট বাসনা ছিল ; কিন্তু পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির ভয়ে তাহা লিখিতে সাহস হইল না। কারণ পাঠক বিবাহভঙ্গের সংবাদ শুনিয়া অবশ্য কারণ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। তাই আর বিলম্ব না করিয়া সেই কারণ এত শীঘ্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

চারুলতা এই বিবাহের কথা ও ভাবী জামাতার দুর্গুণের কথা সর্ব্বপ্রথম যখন শুনেন, তখন তাহার দেহে হঠাৎ কম্প উপস্থিত হয়। সেই কম্পের কারণ তালাস করিতে করিতে পরিশেষে অহং-কর্ত্তৃত্বরূপ দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া আনেন। যথাসময়ে জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় ; এবং ওকালতী শ্রবণ করা হয়।

স্ত্রীলোকের ঋতু সম্বন্ধে বর্ণনা. রোগ ও চিকিৎসা লিখিত হইয়াছে। অধিকন্তু স্বপ্নদোষ, শুক্র-তারল্য, বহুমূত্র ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের দেশ-ব্যাপী আক্রমণের কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য সহ রসায়ন, বাজীকরণ,

পরিশেষে রায় বাহির হয়। সেই রায়ে একশত কাণমলারূপ দণ্ডের আদেশ লিখিত হয়; এবং সেই দস্যুর নিকট হইতে একটী মোচলিকা পত্র রেজেষ্টারী করিয়া লওয়া হয়। তাহাতে লিখিত থাকে,—"জগৎকর্ত্তার উপর আর কর্ত্তৃত্ব করিতে যাইব না। ভগবান্ যখন যে হুকুম করেন, তখন তাহা মান্য করিয়া চলিব। যাবৎ বাঁচিব, তাবৎ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিব। কদাপি অন্যথা করিব না।" যাহা হউক, চারুলতার এখন আর নিজের কোন মতামত নাই; এবং ভালমন্দের বিচার নাই। কিন্তু মাতুল ও ধাইমার অন্তঃকরণ ভালমন্দ বিচারের জন্য দিবারাত্র দগ্ধ-বিদগ্ধ। তাই বিবাহভঙ্গের প্রতিজ্ঞার কথা. দিবারাত্র পুত্রশোকের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ে জাগিতে লাগিল। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই মাতুল নবকুমার সেই গ্রামের কোন বাড়ীতে থাকিয়া ধাইমার সঙ্গে গোপনে গোপনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই বিবাহভঙ্গের সুবিধা ঘটাইতে পারিলেন না। বিবা-হের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন ভাবী-জামাতা ভবানীকে দেখিবার জন্য সকলে ছাদের উপরে উঠে. তখন ধাইমা চারুকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিল—তোমার মাতুল নবকুমার বাবুর স্ত্রী নৌকাযোগে বাড়ীর ভিতরের ঘাটে, নদীর ধারে আসিয়াছেন। চল, আমরা তাঁহাকে হাতে ধরিয়া সাদরে বাড়ীতে লইয়া আসি। চারু এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র আহ্লাদে মাতুলানীকে আনিবার জন্য সেই নদীর ঘাটে দৌড়াইয়া গেলেন। ক্রমে সেই নৌকায় উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুদ্বেগে মাতুল নবকুমার ও ধাইমা নৌকায় উঠিয়া নৌকা ছাড়িবার জন্য মাঝীদিগকে সত্বর পুনঃ পুনঃ হুকুম দিলেন। তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িল ও ছুটিল।

সত্যের ঢোল আকাশে বাজে। এই বিবাহে যে বাড়ীর কাহারও মত নাই; শিবশঙ্করের ম্যানেজারী প্রাপ্তির প্রত্যাশাই যে এই বিবাহের কারণ, তাহা জানিতে কাহারও বাকী রহিল না। চারুর মাতুল ও ধাইমা উভয়ে মিলিয়া চারুকে নৌকায় ছলপূর্ব্বক উঠাইয়াছে; তাহাও প্রকাশ পাইল। নৌকা যে ভবানীপ্রসাদের হাতে শীঘ্রই ধরা পড়িবে; তাহাও সকলে বুঝিল। যাহা হউক, বিবাহভঙ্গের বার্ত্তা

ধ্বজভঙ্গ ও বীর্য্যস্তম্ভাধিকার লিখিয়া দেশোদ্ধারের উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় খণ্ডে অবশিষ্ট যাবতীয় রোগের লক্ষণ ও কবিরাজী চিকিৎ-সাকে ডাক্তারির সহিত তুলনা করতঃ লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ

শুনিয়া সকলেরই দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের মত এত দুঃখ আর কাহারও হয় নাই। তিনি দুঃখে, লজ্জায় ও ক্রোধে গর্জ্জিয়া তৎক্ষণাৎ দৌড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই দৌড়িল। ভবানীপ্রসাদ সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমরা বিবাহের সমস্ত আয়োজন সত্বর নৌকায় উঠাও। নৌকায়ই বিবাহ হইবে। ভবানীর মনের অভিপ্রায় এই—পাত্রীর ক্ষুদ্র নৌকা অবশ্য ধরা পড়িবে। সময় গেলে বিবাহ হয় কি না, সন্দেহ। বিশেষতঃ আজ বিবাহ হইলে লজ্জাও পাইতে হইবে না; এবং ব্যয়ও অনর্থক যাইবে না। ভবানীর আদেশ মত বিবাহের কুলা, সোহাগ প্রদীপ, মঙ্গল ঘট ও আসন প্রভৃতি সেই কোষ নৌকায় আনিল। "জয় অদ্বৈতবাদের জয়" এই শব্দে জয়ধ্বনি উঠিল। কারণ ভবানী সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর এই বিবাহার্থ আসিয়াছেন। নৌকা ছাড়িল, পুরস্কারের পর পুরস্কারের প্রলোভন চলিল। মাঝীরা সেই নৌকা ধরিবার জন্য প্রাণপণ করিতে লাগিল। তথাপিও ভবানীর আশঙ্কা দূর হইল না দেখিয়া, সকলেই মাঝিদিগকে তাড়াইতে লাগিল। তথাপি ভবানী স্বয়ং স্বীয় যষ্টি দ্বারা জল টানিতে লাগিল। তদ্দর্শনে কর্ত্তার মনের দিকে তাকাইয়া অনেকেই কর্ত্তার অনুকরণ করিতে লাগিল! কিন্তু কর্ত্তার নির্ব্বোধ যষ্টি সময়ে জল পাইতেছে; আর সময়ে জলের লাগাল পাইতেছে না। কর্ত্তার মুখের ভাবে বুঝা যায়, কর্ত্তা যেন যষ্টির উপর ভারি চটিয়াছেন। কিন্তু চটিলে কি হইবে? যষ্টি ছাড়া যে জল টানিবার আর কোন উপায়ই সেখানে ছিল না। যাহা হউক, ভবানীর অদৃষ্ট কতক প্রসন্ন। কারণ ক্ষুদ্র নৌকাখানা নদীর ঘোর তরঙ্গে বড় অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বিশেষতঃ বৃষ্টিসহ ঘোর বাতাসও উপস্থিত। সুতরাং ক্ষুদ্র নৌকাখানা ধর ধর হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই "জয় অতৈবাদের জয়" বলিয়া পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি উঠিতে লাগিল। মাতুল নবকুমার রায় ও ধাইমা চারুলতাকে জড়াইয়া ধরিয়া জলে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিতেছেন। এমন সময় ভবানী ভাবিতেছেন—সন্ধ্যাও উত্তীর্ণ। সময় গেলে সময় পাওয়া

প্রতিরোগের অপথ্য, সুপথ্য, নিয়ম ও উপদেশ সুবিস্তীর্ণ ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এতদিনে দূরবর্ত্তী চিকিৎসার্থীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। আমাদের রোগীদিগকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন

যায় না। তবে বিবাহ আরম্ভ হউক। এই কথা ভাবিতে না ভাবিতে, ছোট নৌকাখানা স্রোতে পড়িয়া কোষ নৌকার নিকট স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই কর্ত্তার মন আরও প্রসন্ন হইল। কাজেই "জয় অদ্বৈতবাদের জয়" বলিয়া আবার জয়ধ্বনি উঠিল। হুকুম হইল। বাদ্য বাজিল। বাজি ছুড়িল। হুলুধ্বনি উঠিল। বরসাজে পাত্র দাঁড়াইল। মন্ত্র পাঠ হইল। তীরে দাঁড়াইয়া অসংখ্য লোক সেই অন্ধকারে বাদ্য ও হুলুধ্বনি শুনিল এবং বাজি দেখিল। দেখিতে দেখিতে ছোট নৌকাখানা ডুবিয়া গেল। উহার মাঝীরা সাঁতরাইয়া কোষ নৌকায় উঠিল। পাত্রীর তালাস হইতে লাগিল; কিন্তু এত আঁধারে ও এত তরঙ্গে পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না! কর্ত্তার আদেশে নদীর মধ্যস্থলের এক চড়া ভূমিতে নৌকা লাগিল। অনুসন্ধান চলিল। ৫০০৲ পাঁচশত টাকা পুরস্কারের ঘোষণা হইল। ক্রমে সেই টাকার পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। তথাপি পাত্রী পাওয়া গেল না। কাজেই অদ্বৈতবাদের জয়ধ্বনি আর উঠিল না।

কর্ত্তা নবীন চক্রবর্ত্তীকে অতিপ্রিয় বয়স্য ভাবিতেন। তাই এই দুঃখে নবীনের নিকট যাইয়া দুঃখ জানাইতে লাগিলেন। নবীন আশা দিতেছেন। কিন্তু কর্ত্তার মন শান্ত হইল না। তিনি নবীনকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া কাণাকাণি করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ কাণাকাণির ফলে স্থির হইল যে, এই রাত্রির মধ্যে পাত্রী না পাইলে বিবাহ প্রমাণ করা যাইবে না। অতএব নবীন শাড়ী পড়িয়া ঘুমটা টানিয়া বধূ সাজিয়া থাকিবে। আর চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিতে হইবে যে, বিবাহ হইয়াছে, এবং পাত্রী ও পাওয়া গিয়াছে। এ দিকে গোপনে গোপনেই বধূর তালাস করিতে হইবে। বধূ পাওয়া গেলে গোপনে নবীন অব্যাহতি পাইবে। এই পরামর্শ মতে শেষ রাত্রে সেইরূপ বধূ পাওয়া গেল। নৌকায় লোকগণ সন্তুষ্ট হইল। পরদিন প্রাতে পুরোহিত, বাদ্যকর ও মাঝী প্রভৃতিকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হইল। বাসি বিবাহ সেই চড়ায়ই সম্পন্ন হইল। শিবশঙ্করের বাড়ীতে বিবাহ সম্পাদনের সংবাদ ও চারুর প্রাপ্তি সংবাদ গেল।

এই পুস্তকের প্রতি অক্ষর মানিয়া চলেন। উক্ত দুই খণ্ড পুস্তকের মূল্য ভিঃ পিঃ মাশুলসহ ১৷৵০ মাত্র। প্রতি সংবাদপত্রে শতমুখে ইহার প্রশংসা করিয়া প্রতিগৃহে উহা রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

মজুমদারের গ্রামে জমিদারের সুখ্যাতি বাড়িয়া গেল। আর এ দিকে গোপনে গোপনে চারুর তালাস হইতে লাগিল। তথাপি চারুলতার প্রাপ্তি ঘটিল না। কাজেই আবার কাণাকাণি চলিল। তাহার ফলে স্থির হইল যে, বেশী দিন চড়ায় থাকিলে লোকে সন্দেহ করিতে পারে। তাই বাড়ীতে অদ্যই যাইতে হইবে। তবে বধূর দ্বিতীয় বিবাহ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া, বধূকে গোপনে রাখিতে হইবে। কাহাকেও দেখান হইবে না। যেমন পরামর্শ, তেমনই কার্য্য হইল। বাটীতে সেই অপূর্ব্ব বধূকে নিয়া নির্জ্জন ঘরে রাখা হইল। নূতন বধূকে দেখিবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু কাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। তবে নবীন চক্রবর্ত্তীর মাতার ভাগ্যে দর্শন ঘটিয়াছিল। সেই দর্শনে "রাম রাম" শব্দ উত্থিত হইয়াছিল।

কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক—প্রত্যহ রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে কোন রোগই আসিতে পারে না। সুস্থতা ও স্ফূর্ত্তির প্রধান কারণ—কোষ্ঠ-পরিষ্কার। (১) ইহা কোষ্ঠ-বদ্ধের মহৌষধ; অথচ পরিপাক-শক্তির বর্দ্ধক। এইরূপ দ্বিবিধ গুণ এক ঔষধে প্রায়ই দেখা যায় না। (২) ইহা পেট ফাঁপা, পেট বেদনা ও বাতাজীর্ণ (dyspepsia) রোগের মহৌষধ। (৩) ইহা ক্রিমির মহৌষধ। (৪) ইহা আফিং-সেবীর কোষ্ঠবদ্ধের মহৌষধ। ডুষ বা পিচকারীর সাহায্য আর লইতে হইবে না। এত দিনে আফিঙ্গের দুর্গুণ নাশের ঔষধ আসিল। (৫) ইহা অম্লপিত্তের মহৌষধ; এবং পিত্তশূল বেদনার মহৌষধ। (৬) ইহা অর্শরোগের মহৌষধ। প্রত্যহ কোষ্ঠ-পরিষ্কার ঘটাইয়া অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ করে; এবং বহির্ব্বলি ও অন্তর্ব্বলি ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া ফেলে। (৭) ইহা পাণ্ডু, কামলা, শোথ, উদরী, গাত্র-বেদনা, পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ নাশক। (৮) বাতরোগ, পিত্তরোগ, রক্তদোষ, মেহ ও ধাতু-দৌর্ব্বল্য নাশক ঔষধের প্রধান সহায়।

সেবন বিধি—প্রত্যহ ৷৹ বা ১ তোলা ঔষধকে রাত্রির আহারের ১ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে চিবাইয়া বা জলে গুলিয়া খাইবেন। ইহাতে তরল দাস্ত বা কোন গ্লানি হয় না; অথচ পেটের সঞ্চিত সমস্ত মল প্রাতে নিরুদ্বেগে ২।১ বারে নির্গত হয়। তাই আহারের কোন ব্যতিক্রম করিতে হয় না। এমন বাহাদুরী ও এমন সুস্বাদু নির্দ্দোষ ঔষধ দুর্লভ। প্রতি তোলার মূল্য ৵৹ আনা। এক কৌটায় ১০ তোলা ঔষধ থাকে, তাহার মূল্য ১৵৹ আনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী ১২৭২।৪ আষাঢ় দিনে ধাইমার টাকা চুরি করে। দৈব ও পুরুষকারের বর্ণনা। শ্রীযুক্ত জীবনদাসের কীর্ত্তন। জমীদার ভবানীর দ্বিতীয় বিবাহের তারিখ—১২৭২।১০ আষাঢ়।)

যে স্থানে নৌকা ডুবিয়াছে, তাহার ৫ মাইল পূর্ব্বে নদীর দক্ষিণ পারে কৃষ্ণপুর নামে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ঐ গ্রামের প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র আকড়া আছে। ঐ আকড়াটী ক্ষুদ্র হইলেও উহার বৈষ্ণবী কিন্তু ক্ষুদ্র নহে। সে বড় কাজের লোক। বিনা কাজে সে এক মুহূর্ত্তও বসিয়া থাকিবার লোক নহে। আর বিনা লাভে মুখের থুথু টুকু পর্য্যন্তও ফেলে না। তাহার বেশ বুদ্ধি আছে। বেশ দেহের বলও আছে। সে একদিন নিজ বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করিল,— মনে ভক্তি আনিবার জন্যই'ত মালা জপের সৃষ্টি। তবে মনে মনে জপিলে হয় না? মালা জপিতে বসিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করি কেন? এই প্রশ্নের পর হইতেই মালা জপ বন্ধ হইল। আবার একদিন প্রশ্ন হইল— বৈষ্ণবীরা অনর্থক সাদা কাপড় পড়ে। মন সাদা না হইলে শত কাপড়েও ফল হয় না। কাজেই সে সাধের পাছা পেড়ে কাপড় ধরিল। আবার একদিন প্রশ্ন হইল—অনর্থক তিলক দিয়া শরীরটা রঙ্গাইলে লাভ কি? মন যদি কৃষ্ণ প্রেমের প্রেমিক না হইল, তবে শরীরটা লইয়া টানাটানিতে লাভ কি? বিশেষতঃ স্বচ্ছন্দ তৈলদ্বারা দুই বেলা স্নান না করিলে যখন আমার মাথা ঘোরে, এবং গা বমি বমি করে, তখন তিলক'ত আর বারে বারে দেওয়া যায় না। এই

আমরাও সেই অনুরোধ আবার করিতেছি। অনুগ্রহে বঞ্চিত না হই। ইহার লভ্যাংশদ্বারা কোন সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে।

স্বর্ণ-সিন্দূর (মকরধ্বজ) ৪৲ তোলা। ইহা স্বর্ণ ও হিঙ্গুলোত্থ রস-

সিদ্ধান্তের বলে সে তিলক ছাড়িল। বৈষ্ণবী বিনা লাভে পা ফেলিবার লোক নহে। কাজেই মালা জপ ছাড়িয়া. পেড়ে কাপড় ধরিয়া ও তিলক মুছিয়া সে এক বিষম অসুবিধায় পড়িল। সে দেখিল, এখন আর বৈষ্ণবী বলিয়া দাবী করা চলে না। গ্রামের লোকেরা আর তাহাকে ভিক্ষা দিতে চাহে না। নানা জন নানাপ্রকার দোষারোপ করে। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ তাহার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া দিল। সুতরাং আয়ের ঘরে পদে পদে বিষম অসুবিধা ঘটিতে লাগিল! এই জন্য বৈষ্ণবী আবার তিলক ধবিল। আবার মালা জপ আরম্ভ করিল। সাধের পেড়ে কাপড় ছাড়িয়া আবার সাদা কাপড় আরম্ভ করিল। এই সকলই সম্পন্ন হইল বটে। কিন্তু মাত্রা বড় চড়িয়া গেল। বৈষ্ণবীর তিলক চারি দণ্ডের রাস্তা হইতে দেখা যাইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণবী এক মুহূর্ত্তও বসিয়া থাকিবার লোক নহে। সে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রত্যহ গোময় ছড়া দেয় ও নিজের ঘর-দরজা লেপে। গরু ছাগল বাহির করে ও নিজেই দোহন করে। আর নিজেই পাড়ায় গিয়া বিক্রয় করে। তা ছাড়া পুষ্করিণীতে বড়শী ফেলিয়া মাছ ধরে। পাড়ায় গিয়া ভিক্ষা করে। তা ছাড়া তাবিজ কবচ দিয়া সোয়া পাঁচ আনা ও সোয়া দশ আনা পায়। ভূতের ঝাড়া, কুবাতাসের মন্ত্রও জানে। টোট্‌কা ঔষধও জানে। কাজেই বেশ দুই পয়সা রোজগার হয়। তাহা ছাড়া ৮।১০ পাখী জমিও আছে। বাবাজীদ্বারা তার চাষ আবাদ চালাইয়া লয়। এই ক্ষেত্রের জন্য বাবাজীকে দিবসে শ্বাস ছাড়িবারও তত অবসর দিত না। তাতে বৎসরের ধান. দাইল, তিল ও সর্ষপ খরিদ করিয়া খাইতে হইত না। বরঞ্চ অধিকাংশ বিক্রয় করা চলিত। বাড়ীর পালানে শিম, লাউ. বেগুণ. কুম্‌ড়া, ঝিঙ্গা ও শসা প্রভৃতির গাছও প্রচুর ছিল। প্রতিবাজারেই বৈরাগীকে বাজারে পাঠাইয়া তাহা বিক্রয় করান হইত। তদ্ভিন্ন আরও লাভ ছিল। এক বাটীতে অসুখ আছে, বৈষ্ণবী এক ফাঁকে রাঁধিয়া আসিল। এক বাড়ীতে বিবাহ। বৈষ্ণবী তাহাদের মুড়ি ও চিড়া ভাজিয়া দিল। তবে লাভ ছাড়া কোন কাজেই সে পা

ঘটিত ঠিক্ শাস্ত্রানুসারে প্রস্তুত। বরিশালের জারিত বিক্রেতাদের ঔষধ অশাস্ত্রীয়। সুতরাং উহা পরিত্যজ্য। স্বর্ণ-সিন্দূর বায়ুনাশক অনুপান সহ সেবনে যেমন বায়ুরোগকে নাশ করে, তেমন পিত্তনাশক ও কফনাশক

দিত না। এতদ্ভিন্ন আরও লাভ ছিল, সে লাভে কুলাঙ্গনা-কুলের কূলে কালিমা ঘটিত। তদ্ব্যতীত আরও লাভ ছিল, সে লাভে রসিকতা ভিন্ন অন্য কিছুই আসিত না। সে রসিকতা বাজে রসিকের সঙ্গে নহে বা অনর্থক রসিকের সঙ্গে নহে অথবা উপরসিকের সঙ্গে নহে। কিশোরী ভজনের রসিক সাধু ও সাধ্বীদের সঙ্গে। সেই তামাসার কথা বিস্তৃত ভাবে পরে জানাইব।

নৌকা ডুবির পর ভাসিতে ভাসিতে ধাইমা যে ঘাটে উঠিয়াছে, সেই ঘাটে অতি প্রত্যূষে জল আনিবার জন্য সেই বৈষ্ণবীও উপস্থিত। কাজেই চা'র চক্ষে প্রথম দেখাদেখি হইল। বৈষ্ণবী দেখিল—তাহার কোমর-ভরা ঝাইলে বাঁধা সাদা টাকা। কাজেই বৈষ্ণবীর চক্ষুরূপ চকোর সেই শ্বেতবর্ণ টাকারূপ চন্দ্রের সুধা পান করিতে লাগিল। সুতরাং তাহার আদর হইল। সেই আদরে বৈষ্ণবীর গৃহে ধাইমা চলিয়া গেল। কয়েকদিন থাকিয়া নিজেও বৈষ্ণবী হইল। ধাইমার ইচ্ছা, বৈষ্ণবী হইলে সদালোচনা চলিবে, এবং চারুলতারও তালাস চলিবে। নিজের ইচ্ছায় ধাইমা বৈষ্ণবী হইল দেখিয়া, কৃষ্ণদাসী আরও সন্তুষ্ট হইল। সে মনে করিল—এতদিনে টাকাগুলি হস্তগত করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, টাকাগুলি এক মূহূর্ত্তের জন্যও কাছ ছাড়া করে না। স্নান করিবার সময়ও কোমরে বাঁধা থাকে। এই জন্য কৃষ্ণদাসী মহা অসুবিধায় পড়িল। কয়েকদিন রাত্রে তাহার নিকট শুইতে লাগিল। তাহাতেও সুবিধা হইল না। অর্থ চিন্তায় বৈষ্ণবীর আহার ও নিদ্রা কমিয়া গেল। এবং মনে মনে হরির লুট ও মহোৎসব মানস করিল। বহু চিন্তার পর একটী সুবিধা হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। কৃষ্ণদাসী ধাইমার সঙ্গে থাকিতে থাকিতে জানিতে পারিল যে, ধাইমা কীর্ত্তন শুনিলেই দশাপ্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান হয়। সুতরাং কীর্ত্তনের দল ডাকা হইল। ঘোরতর কীর্ত্তনও আরম্ভ হইল। ধাইমাও দশায় অজ্ঞান হইল। কৃষ্ণদাসীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়া গেল। সেই অজ্ঞান অবস্থায় কৃষ্ণদাসী

অনুপানসহ সেবনে পিত্তরোগ ও কফরোগকে বিনষ্ট করে। ইহার এক রত্তি ঔষধকে মধুসহ উত্তমরূপে মাড়িয়া লইতে হইবে। নতুবা কোন ফল পাইবেন না। যাহাতে মাথা ভার, মস্তক বেদনা ও গাত্রের গুরুতা বোধ

টাকার ঝাইল খুলিয়া স্থানান্তরে লুকাইয়া রাখিল। জ্ঞান হইবার পর ধাইমা যখন দেখিল, কোমরে টাকা নাই। তখন বৈষ্ণবী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এবং কীর্ত্তনের লোকদিগকে চোর বলিয়া গালি দিতে লাগিল। বৈষ্ণবগণও ছাড়িবার পাত্র নহে। সুতরাং ভয়ঙ্কর কলহ বাধিয়া গেল।

ধাইমা ঈদৃশ আকস্মিক চুরি ও কলহ দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া গেল। তবে মাষ্টার বাবু ও চারুলতার শিক্ষার সময় সর্ব্বদা নিকটে থাকিত বলিয়া এবং চারুর অনুকরণ করিতে চাহিত বলিয়া, ধাইমা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিষয় পরিজ্ঞাত ছিল। সুতরাং এই বিপদে তত অধীর হইল না। চারুলতা বিবাহ বিভ্রাটে পড়িয়া যেমন ধীর ও স্থির ছিলেন, তদনুরূপ হইবার জন্য মনকে বুঝাইতে লাগিল। দৈব ও পুরুষকারের (দৃষ্টশক্তি ও অদৃষ্ট শক্তি অথবা লৌকিক শক্তি ও ঐশী শক্তির) মীমাংসায় চারুলতা যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুরূপভাবে নিজকে প্রস্তুত করতঃ কৃষ্ণদাসীকে বলিতে লাগিল ;—ভগবানের ইচ্ছা অতিক্রম করিবার কোন পথ নাই। ঐ ঝাইলের টাকা ভগবানের ইচ্ছায় চুরি গিয়াছে। অনর্থক তাহা লইয়া কলহ করিয়া লাভ কি ?

কৃষ্ণদাসী। যে ভগবান্ চোরের সহায়, এমন ভগবান্ আমি মানি না। অলস, অকর্ম্মণ্য ও অবোধ লোকই অদৃষ্টবাদী হইয়া সর্ব্ববিষয়ে ভগবান্‌কে কর্ত্তা মনে করে। তাহাতে সে সংসারের কোন উন্নতি করিতে পারে না।

ধাইমা। তবে কি ভগবানের মত তোমার স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব আছে ?

কৃষ্ণদাসী। অবশ্য আছে। ভগবান্ লোকের সৃষ্টি করিয়া লোককে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন। সম্মুখের থালার ভাতকে কাক ও বিড়াল তাড়াইয়া যদি না খাই, এবং নিজের মুখের ভাতকে যদি নিজে চিবাইয়া না গিলি, তবে কি ভগবান্ আসিয়া সে কাজ করিবেন ? তাই আমি পুরুষকারের পক্ষপাতী। নতুবা বৈষ্ণবী হইয়া এত টাকা সংগ্রহ ও এত সুবিধা করিতে পারিতাম না। তাই আমি দৈব, অদৃষ্ট বা ভগবান্‌কে মানি না।

আছে, এমন বায়ুকে কফাশ্রিত বায়ু বলে। তৎস্থলের অনুপান—পানের রস, আদার রস, তুলসী পাতার রস বা বড় এলাচীর চূর্ণ। যাহাতে মাথা ও শরীর পাত্‌লা বোধ হয়, এবং গাত্র-দাহ থাকে, অথচ বায়ু চড়া

ধাইমা। যদি তাহা না মান, তবে বল'ত, তুমি এত পরিশ্রম করিয়া এবং এত কৌশল শিখিয়া রাজরাণী হইতে পারিলে না কেন? তোমার স্বামী, পুত্র ও স্বামীর কুল রক্ষা করিতে পারিলে না কেন? অন্ধের মত গৃহে গৃহে যাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি লইতে হইল কেন?

কৃষ্ণ। অবশ্য কতকগুলি কার্য্যে লোকের হাত নাই সত্য, কিন্তু প্রত্যেক কার্য্যে দৈববাদী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। দেখি'ত, আজ আমি ভিক্ষায় যাব না, এবং কিছু খাব না। এতে ঈশ্বর কি করিতে পারেন?

ধাই। ভগবান্ বিনা উপলক্ষে আকাশ হইতে টাকা বা খাদ্য ফেলিয়া দেন না। তাই পুরুষকার দরকার। সেই পুরুষকারের মধ্যে নিস্ফলতাও তিনি দিতে পারেন, এবং সফলতাও তিনি দিতে পারেন। জীবের কেবল পুরুষকারে অধিকার।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

অর্থ—কেবল কর্ম্ম বিষয়েই জীবের অধিকার আছে। কিন্তু ফলাফলে জীবের অধিকার নাই। অতএব সাধ্যানুরূপ কর্ম্ম করিতে কদাপি অলস হইবে না।

কৃষ্ণদাসী। তবু ভাল। এতক্ষণে পুরুষকার বিষয়ে লোকের অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিলা।

ধাই। হাঁ, সেই অধিকার ঠিক্। কিন্তু সেই অধিকারের উপর যে দৈবের অধিকার নাই, তাহা ত' বলি নাই। এখন নিশ্চয়রূপে বলিতেছি—সেই লোকের অধিকারের উপর দৈবের অধিকার আছে। ভগবান্ যখন যাহা দ্বারা যে কার্য্য করিতে চাহেন, সর্ব্বপ্রথমে সেই লোককে তদনুরূপ প্রবৃত্তি দেন; এবং তদনুরূপ পুরুষকারে নিযুক্ত করেন; সেই দৈবের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লোকের প্রবৃত্তি জন্মে না, এবং ক্ষমতায় কুলায় না। তবে সেই কারণ-তত্ত্বকে মায়া-বশে লোক বুঝিতে পারে না। সে মনে করে,—আমি করিলাম, আমি বলিলাম, আমি খাইলাম, আমি বাঁচাইলাম ও আমি মারিলাম ইত্যাদি। বাস্তবিক

থাকে, উহাকে পিত্তাশ্রিত বায়ু বলে। তৎস্থলের অনুপান—ত্রিফলা ভিজান জল, পটোল পাতার রস, চাউল ধোওয়া জল বা মিশ্রীর সর্ব্বৎ। নব-জ্বরে বা জ্বর-বিকারে আদার রস সহ সেব্য। মৃগনাভি সিকি রতি

কর্ত্তৃত্ব ভগবানের হাতে। মনুষ্য উপলক্ষ মাত্র। গুরুদেব আলস্য ও অকর্ম্মণ্যতা ছাড়াইবার অভিপ্রায়ে প্রথম-প্রবর্ত্তক শিষ্যকে বলেন, জীবের কেবল কর্ম্মে অধিকার। ইহা পাঠশালার উপদেশ। এখানে কেবল বিধি-নিষেধের আধিপত্য। সেই ছাত্র যদি ক্রমে উন্নতি করিয়া কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় বা সাধন জগতে সিদ্ধিলাভ করে, তবে সেই শিষ্যকে সেই গুরুদেব কি বলেন, শোন,—ভগবান্ যদি তোমার মধ্যে এত দৃঢ়তা ও এত অধ্যবসায় না দিতেন, তবে তোমার সিদ্ধিলাভ ঘটিত না। এখন দেখ—গুরুদেব দুইপ্রকার উপদেশ দাতা।

কৃষ্ণদাসী। প্রত্যেক কার্য্যে যে ভগবানের কর্ত্তৃত্ব আছে, তার প্রমাণ কি?

ধাই। ইহার প্রমাণ পাইতে হইলে নিজ কার্য্যগুলিকে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে চিন্তা করা আবশ্যক, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জাগতিক কার্য্যের সমালোচনা করা আবশ্যক। (ক) মনে কর, আমাদের মনের উপর আমাদের হাত নাই কেন? আমরা মনকে ভাল পথে চলিতে বলি; কিন্তু মন তাহা করে না কেন? (খ) বহুকারণে একস্থানে বেশী ভিক্ষা পাওয়া উচিত হইলেও তৎস্থলে সময়ে বঞ্চিত হইতে হয়। আবার যে স্থানে পাওয়ার আশা নাই, তৎস্থলেও বেশী প্রাপ্তি ঘটে। এত বৈষম্যের কারণ কি? বিনা কারণে কি কার্য্য ঘটে? (গ) এইজন্য কবি গানে বলিয়াছেন—"আজব দুনিয়ার একি দেখি আজব কারখানা। ফল খে'য়ে বলে গাছ মানি না। ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার, তখন ইচ্ছার উপর, যে ইচ্ছা আছে সন্দেহ কি আছে তার; লোক এমন অবোধ ভাই, হাতে ফল বলে নাই, অহঙ্কার ক'রে তাই, বলে ঈশ্বর মানি না মানি না"।

কৃষ্ণদাসী। আচ্ছা, আজ আমি খাব না। দেখিত, ঈশ্বর কিরূপে খাওয়ান?

ধাই। ভগবানের ক্রিয়া বুঝিতে হইলে বাস্তবিক এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চিন্তা করাই উচিত। এইরূপ না করিলে প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

সহ সেবনে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে লুপ্ত নাড়ী উঠে। অনুপান ভেদে সমস্ত রোগে ইহার ব্যবহার চলে। "গৃহস্থ-চিকিৎসা" নিয়া বিস্তৃত দেখুন। এই ঔষধটীকে কলিকাতায় ১৬। ২৪। ৩২। ৬৪৲ টাকা তোলা হিসাবে

তুমি উপবাস করিয়া নিশ্চয়ই দেখিবে না। কেবল মুখে মুখে তর্ক করিয়া দেখিতে চাও। তাই বুঝিবার এত অসুবিধা ঘটে। মুখের উপদেশটী মৃত। ঘটনার উপদেশটী জীবিত। যাহা হউক, তুমি ভগবানের সহিত জেদ্ করিয়া না খাইলে, কিরূপে ভগবান্ খাওয়ান, তাহা একাদি নম্বর ক্রমে দেখাইতেছি—(১) প্রথমতঃ তোমার বিবেক পুনঃ পুনঃ আসিয়া পুনঃ পুনঃ তোমাকে খাইতে বলিবে। তোমার শত নিষেধেও সে নিবৃত্ত হইবে না। (২) ক্রমে ক্ষুধা আসিয়া তোমার দেহকে ছট্‌ফট্ করাইবে। তৎপর ঘর্ম্ম ও চীৎকার আসিয়া পরিশেষে মূর্চ্ছা আসিবে। (৩) চীৎকার ও মূর্চ্ছার সংবাদ শুনিয়া প্রতিবাসীরা দৌড়িয়া আসিবেন, এবং মূর্চ্ছার কারণ অনুসন্ধান করিবেন। সেই অনুসন্ধানে অনাহার জানিয়া তোমার অজ্ঞাতে আহার সংগ্রহ করিবেন এবং তোমাকে খাওয়াইবেন। (৪) তোমার জ্ঞান হইলে তাঁহারা তোমাকে অনাহারের জন্য তাঁরা শাসন করিবেন, এবং ভবিষ্যতে এইরূপ অনাহার যাতে না জন্মে, তদুচিত পরামর্শ দিবেন। উক্ত ১।২।৩।৪ প্রকার রূপ ধরিয়া ভগবান্ তোমাকে খাওয়াইবেন। তবু কি দৈব-কর্ত্তৃত্বের প্রমাণের বাকী থাকিবে?

কৃষ্ণদাসা। তবে লোক ভুল করে কেন? ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারে না কেন?

ধাইমা। ইহার নামই মায়া, ইহার নামই পশুত্ব, ইহার নামই দুর্ভাগ্য, ইহার নামই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ, ইহার নামই নরক। ইহা হইতেই অহং-কর্ত্তৃত্ব জন্মে; ইহা হইতেই দুঃখের সৃষ্টি হয়। সংসার ইহারই নামান্তর। তবে এই ভুলকে ভগবান্ কেন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উত্তর তিনি ব্যতীত কেহ দিতে পারে না। তবে ইহা না দিলে সকলেই মুক্ত-পুরুষ হইয়া ভগবানের নিকট থাকিত। কেহই সংসারে আসিত না। কাজেই লীলা খেলা চলিত না। দেবর্ষি নারদ ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মনুষ্য এত বুদ্ধিমান্ হইয়াও নির্ব্বোধের মত বা মাতালের মত তোমার সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব

বিক্রয় করে। আমরা কত মহা সুলভ করিয়াছি, তাহা জানাইবার জন্য প্রত্যেক ঔষধের নিম্নে কলিকাতার মূল্য লিখিত হইল। ষড়্‌গুণ-বলি-জারিত মকরধ্বজ ৮৲ তোলা। এই রসায়ন ঔষধটী মকরধ্বজ হইতে আরও

বুঝিতে না পারিয়া তুচ্ছ অহং-কর্ত্তৃত্বে মুগ্ধ হয়। এইরূপ অসম্ভব কার্য্যকে তাঁহারা কোন্ বুদ্ধির বলে সমর্থন করেন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন— নারদ! এই কথা তোমাকে কিছুতেই আমি বুঝাইতে পারিব না। কারণ তুমি মায়াতীত। সত্য তত্ত্ব ব্যতীত তোমার হৃদয়ে মিথ্যা-তত্ত্ব উদিত হইতে পারে না। রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া যিনি জানিয়াছেন, তাহার নিকট সর্প-ভ্রান্তি আনিয়া দেওয়া যেমন যায় না; যেমন মাতাল না করাইয়া লইলে জলকে মদ্য বলিয়া খাওয়ান যায়না, তেমন তোমাকে ভ্রান্তি-তত্ত্ব বুঝান অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার জন্যই মায়ার সৃষ্টি করিয়াছি। যে আমার শরণাগত হয়, তাহার নিকট হইতে আমি মায়া উঠাইয়া লই। আমার মায়া আমি না নিলে, তাহাকে কেহ তাড়াইয়া দিতে পারে না। লোক যত বুদ্ধিমান্ হউক না কেন, যত অসাধ্য সাধন করুক্ না কেন, এই মায়ার হাত এড়াইবার পথ নাই। ইহার প্রভাবে লোক বুঝিয়াও বোঝেনা, দেখিয়াও দেখেনা, শুনিয়াও শোনেনা। আমার যতপ্রকার বাহাদুরী আছে, তন্মধ্যে মায়া-সৃষ্টির মত বাহাদুরীর সৃষ্টি আর নাই।

কৃষ্ণদাসী। এই দৈব কর্ত্তৃত্বকে সকলে বুঝিতে পারেনা কেন? না বুঝিবার পক্ষে কি কি কারণ আছে? তাহা বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা হয়। আমার গুরু কমলদাস মহান্ত কেবল কিশোরী ভজনের ব্যাপারেই মত্ত। আমরাও তজ্জন্য স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া, অর্থ প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত। এত ব্যস্ততার মধ্যে এই তত্ত্ব কেবা শোনায়, এবং কেবা শোনে; দুইয়েরই অভাব। যখন কথা উঠিয়াছে, তখন বিস্তৃতভাবে বল, শুনি।

ধাইমা। জীব মাতৃগর্ভ হইতে পড়িবা মাত্রই জ্ঞানী হয়না। জন্ম হইতে জ্ঞান আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। জীব প্রথমতঃ নিজ কর্ত্তৃত্ব ব্যতীত পরোক্ষ কর্ত্তৃত্ব বা দৈব শক্তিকে অনুভব করিতে পারে না। তাই কথায় কথায় নিজের বাহাদুরী দেখায়। পরে জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে দৈবকর্ত্তৃত্ব স্বীকার

বেশী উপকারী। অনুপানাদি তদ্রূপ। কলিকাতায় ৬৪৲ ও ২৪৲ টাকা তোলা। সিদ্ধ মকরধ্বজ—৩২৲ টাকা তোলা। রসায়ন অধিকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। ইহা বল, বীর্য ও অগ্নি দানে অদ্বিতীয়। কলিকাতায়

করে। তৎপর যতই বহুদর্শন বাড়িতে থাকে, ততই দৈব কর্ত্তৃত্বের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে। পুত্রকে ইচ্ছামত বিদ্যা ও বুদ্ধি দিতে না পারিয়া, তৎস্থলে দৈব কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করে। এইরূপ যে যে স্থানে নিজের ইচ্ছা ব্যাহত হয়, সেই সেই স্থানে পরোক্ষ শক্তিকে মান্য করিতে থাকে। কিন্তু সাধন-ভজন বিষয়ে নিজ কর্ত্তৃত্ব রাখিবার জন্য গুরুদেবের তীব্র আদেশ থাকে। বাস্তবিক আমাদের মত অবিশ্বাসী ভক্তের জন্য তাদৃশ শাসন থাকা উচিত। নতুবা শ্রম-সাধ্য জপ-ক্রিয়ায় মতি-গতি থাকিতে পারে না। তাদৃশ মতি গতি আমাদের মত প্রথম প্রবর্ত্তক সাধকের পক্ষে থাকা একান্ত উচিত। নতুবা ভগবানের দয়া প্রাণে প্রাণে অনুভব করার সুবিধা হয় না। ভগবান্ হইতে ভক্তের এই স্বতন্ত্রতা রক্ষাকরা রূপ সাধনাকে দ্বৈতবাদ বলে। স্বতন্ত্রতা রক্ষিত না হইলে অদ্বৈতবাদের মধ্যে গণ্য হইতে হয়। প্রথম প্রবর্ত্তকের পক্ষে অদ্বৈতবাদটী নাস্তিকতা রূপ কুফল আনিয়া দেয়। এই কুফলের দৃষ্টান্ত ভবানীপ্রসাদ মজুমদার। সে অদ্বৈতবাদের বলে স্বেচ্ছাচারী হইয়াছে। তাই সর্ব্বত্র ভগবৎকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও প্রার্থনার কালে, নাম জপের কালে, ভক্তের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা উচিত। তৎপর সর্ব্বদা হরিনাম জপে মত্ত থাকা উচিত। এই জপের ফলে ভগবৎকর্ত্তৃত্ব বুঝিবার পক্ষে বহু সুবিধা ঘটে। ঈদৃশ দ্বৈতবাদের ভক্তকে অর্দ্ধবিশ্বাসী; এবং অদ্বৈতবাদের সাধককে পূর্ণ বিশ্বাসী বলা যাইতে পারে। অর্দ্ধবিশ্বাসীর জন্যই শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই বিধি অতিক্রম করিলে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে বহু বিলম্ব ঘটে বলিয়া পৃথিবীর সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় নিজ বোধানুসারে নিষেধ-বিধির শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। বাস্তবিক কোন ভাব ধরিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে বিরুদ্ধভাব ও বিরুদ্ধদ্রব্য বর্জ্জন করা অত্যাবশ্যক। এইরূপ নিষেধ-বিধি মানিতে মানিতে পরিশেষে ভগবৎ কর্ত্তৃত্বের আধিপত্য এত বাড়িয়া পড়ে যে, শয়নে, স্বপনে, উত্থানে, জাগরণে প্রতিমুহূর্ত্তে তার দয়া ব্যতীত আর কিছুই ভাবে না বা দেখে না।

৮০৲ টাকা তোলা। চ্যবনপ্রাশ ৩৲ টাকা সের। (কড্‌লিভার অয়েল হইতে চতুর্গুণ বেশী উপকারী; ইহা কফাধিক দুর্ব্বলতার মহৌষধ) এই রসায়ন সেবনে প্রতিশ্যায়, কাস, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মা, রক্তপাত, মূত্রদোষ,

তখন তার ঢুলুঢুলু অশ্রুপূর্ণ গদ্‌গদ ভাব দেখিবার জন্য লোক উন্মত্তের মত দৌড়িয়া আসে। ঈদৃশ ভক্তের নামই তীর্থ। তখন সেই ভক্ত সাধন ভজনের মধ্যেও ভগবানের হাত দেখেন। কাজেই তাহার পক্ষে অদ্বৈতবাদ ছুটিয়া সন্ধ্যা, পূজা, নিয়ম, নিষ্ঠা, জাতি, কুল, মান, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ ও নরক, কিছুই থাকে না। কেবল থাকে, ভগবদানন্দ। এই অবস্থার নামই অদ্বৈতবাদ। ঈদৃশ সাধকের দেহে প্রায়ই কোন ক্রিয়া থাকে না। কারণ অহং বুদ্ধি হইতে অভাব বোধ হয়, এবং অভাব হইতে দেহের ক্রিয়া জন্মে। তবে যৎসামান্য ক্রিয়া, যাহা দেখা যায়, তাহাও অক্রিয়ার মধ্যে গণ্য। যেমন দগ্ধ বস্ত্র। ঈদৃশ অবস্থার সাধুদিগকে পূর্ণ বিশ্বাসী বলে। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর। শিশু সর্ব্বপ্রথম মনে করে যে, আমাকে দুগ্ধ খাওয়াইবার কর্ত্তা ঝিনুক; অব্যবহিত পরে মনে করে—কর্ত্তা ঝিনুক নহে। কর্ত্তৃত্ব মাতার। কারণ ঝিনুকের একাংশে মাতার হাত না থাকিলে ঝিনুক মুখে আসে না। পরে বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে মনে করে—কর্ত্তা গোয়ালা। কারণ গোয়ালা দুগ্ধ না দিলে মাতা দুধ খাওয়াইতে পারে না। তৎপর মনে করে—বাবা। কারণ বাবা না বলিলে দুগ্ধ দেয় না। সর্ব্বশেষ মনে করে—টাকা। কারণ টাকা না দিলে দুগ্ধ আনে না। কিন্তু যেমন পুনঃ পুনঃ ঠেকিয়া পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করতঃ পরিশেষে প্রকৃত কারণ-তত্ত্বে উপস্থিত হয়, বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকগণও সেইরূপ ঠেকিয়া ঠেকিয়া পরিশেষে সর্ব্বত্র ভগবৎ-কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয়।

এইরূপ বহু তত্ত্ব-কথা হইল। কিন্তু "পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ"। সেই তত্ত্ব-কথায় কৃষ্ণদাসীর কোন বুঝ আসিল না, বা কোন ফল হইল না। সে টাকা আত্মসাৎ করার জন্যই মায়া বিস্তার করিয়া ধাইমাকে নিজগৃহে রাখিয়াছিল। সেই টাকা যখন আত্মসাৎ হইয়াছে, তখন আর ধাইমার উৎপাত অনর্থক বহন করিবে কেন? তাই সেই ঝগড়া ধাইমার উপরে

প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য দূর করিয়া শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়। চ্যবন মুনি বৃদ্ধকালে ইহা সেবনে পুনর্ব্বার যৌবন পাইয়াছিলেন। শিশুদের কফাধিক্য ও দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য ইহা

আনিয়া ফেলিল। ধাইমা তিষ্টিতে না পারিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। অন্যত্র যাইবার তারিখ। ১২৭২। ৪ আষাঢ়, রাত্রি ১২ ঘটীকার সময়।

কৃষ্ণদাসী ধাইমার নিকট কেবল টাকা চুরির জন্য অপরাধ করিল, তাহা নহে। তাহার আরও গুরুতর অপরাধ ঘটিয়াছিল। সে চারুলতার অনুসন্ধান সমস্ত জানিয়াও ধাইমাকে জানিতে দেয় নাই। ধাইমা বিবাহ বিভ্রাটের কথা, নৌকা ডুবির কথা ও চারুর অপ্রাপ্তি জন্য দুঃখ জানাইতে বাকী রাখেন নাই। ধাইমা যে চারুর সন্ধান পাইবার জন্য মহা-বিব্রত তাহার লক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণদাসী প্রত্যক্ষ করিত। এই চারুর অনুসন্ধান করিবার জন্য ধাইমা কৃষ্ণদাসীর পায়ে পড়িয়া প্রত্যহ কাঁদিত। তাতেও তার দয়া হয় নাই। ধাইমাকে প্রথমদিন নিজ আখড়ায় রাখিয়া কৃষ্ণদাসী গুরু কমলদাসের আখড়ায় যায়, তাতে চারুর দর্শন ও আলাপ পাইয়াও ধাইমাকে জানিতে দেয় নাই। কেন দেয় নাই, তাহার কারণ-তত্ত্ব প্রকাণ্ড হইতে মহা প্রকাণ্ড। পাঠক! তাহা পরে জানিতে পারিবেন। যাহাহউক, ধাইমা যে বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যাইত, তাহারা সকলেই ধাইমাকে আদর করিয়া খাওয়াইত; এবং ভক্তির গান শুনিত। ধাইমা যখন গান গাইতে গাইতে কাঁদিয়া ও কাঁপিয়া অজ্ঞান হইত; তখন ধাইমাকে সকলেই আদরে সেবা শুশ্রূষা করিত। মাষ্টারবাবু ও চারুর নিকট ধাইমা বহু বহু গান শিখিয়াছিল। তৎসমস্ত একে একে গাইয়া ফিরিত। তবে যে কয়েকটী গানে তার বিশেষ খ্যাতি হইয়াছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

১। গান—বাউলের সুর, তাল একতালা।

ভুল'না ভুল'না মনাই এমন মধুর নাম।
যাতে পাপ তাপ দূরে যাবে পূর্ণ হবে মনস্কাম॥
কোথা হে করুণা-সিন্ধু, অধম জনের বন্ধু,
তোমাকে প্রণাম;
জন্মে জন্মে তব পদে যেন থাকে মন প্রাণ।১।

একান্ত প্রশস্ত। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, ধনী ও নির্ধন সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বল রোগীকে প্রত্যহ ব্যবহার করিবার জন্য মূল্য আরও কম করিলাম। কলিকাতায় ৭ মাত্রা—২৲! ২৷৷০ টাকা। চ্যবনপ্রাশ সেবন কালে কোষ্ঠ-

বন্দে গোরা নিত্যানন্দ, বন্দে গুণের অদ্বৈতচন্দ্র,
বন্দে ভক্ত প্রাণ ;
শক্তি সঞ্চার কর দীনে জুড়াই তাপিত মনপ্রাণ ।২।
তব নামে মাতা'য়ে দেও, তব নামে নাচা'য়ে দেও,
নাচুক আমার প্রাণ ;
অশ্রু-কম্প পুলক সহ বাহির হয় যেন আমার প্রাণ ।৩।
নাম পাইলে নামী পাব, আর কি যমের ভয় রাখিব,
কারে ডরাব :
ডঙ্কা মেরে চ'লে যাব যথায় আমার প্রাণের প্রাণ ।৪।

২। গান—সুর ঐ তাল ছক্কি।

এই প্রেত-ভূমে তোমার কাছে কারে নিয়ে যাই।
যাদের লাগি সব খোয়ালেম তাদের দেখা আর কি পাই ॥
(এই প্রেতভূমে) (হায় হায়)
জীর্ণ তরি ডু'বে গেল, হাট ভাঙ্গিল সব ফুরা'ল,
আবার একাকী বেড়াই ;
শূন্যাকার চৌদিকে দেখি আমার বল্‌তে কেহ নাই ১।
এই কি সেই প্রেত-দেহ, এই কি সেই নরক গেহ,
এই কি যমের ঠাঁই ;
আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ু ভূত হ'লেম ভাই ।২।
ঘোর আঁধারে একা থাকা, জন্তু প্রাণী নাহি দেখা,
(প্রভু) কভু ভাবি নাই ;
ভয়ে ভয়ে পরাণ কাঁপে মূর্চ্ছা বিনে সাথী নাই ।৩।

পরিষ্কার না হইলে "কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক" রাত্রে খাইবেন। মাত্রা ॥০ বা ১ তোলা। চন্দনাদি তৈল—৬৲ টাকা সের। (কড্‌লিভার অয়েল আর ব্যবহার করিবেন না)। এই তৈল খাইলে চ্যবনপ্রাশের মত উপকার

একবার উঠি একবার বসি, একবার ভাবি একবার কাঁপি,
একবার কাঁদিয়ে ভাসাই ;
কখন বা চেঁচায়ে দৌড়ি, দৌড়ে দৌড়ে আছাড় খাই।৪।
আগে যদি বুঝ্তাম এত, তোমায় কি ভূলিতাম এত,
প্রভু তোমার দোহাই ;
(প্রভু) এবার উঠাও আর কর্ব্বনা তোমার পায়ে নিব ঠাই।৫।
(সব্ ছাড়িয়ে) (জন্মে জন্মে)
জ্ঞান-যোগ-কর্ম্ম-ভক্তি, কোন গুণে নাই মোর শক্তি,
তাই কাঙ্গাল হ'তে চাই।
এস'হে কাঙ্গালের ঠাকুর কাঙ্গাল বানাও ত'রে যাই।৬।
(দয়া ক'রে) (এস এস)

৩। গান (অন্য বাউলের সুর—তাল লোভা)।

আমার হরির নামে কত গুণ আছে গো সজনী।
হরি ব'ল হরি ব'ল কর হরি ধ্বনি।
বিনা ভোগে কর্ম্ম যায় না, কত শাস্ত্রে আছে জানা,
(আমার) হরির নামে কর্ম্ম রয় না, লয়ে দেখ দিন যামিনী।১।
এই নামেতে যে ভাব আসে, সে ভাব নাইগো কারো পাশে,
যোগে যাগে তীর্থাবাসে, কোথায় সে ভাব কহ শুনি।২।
আমার মত্ দুরাচারে, উদ্ধার কেবা কর্ত্তে পারে,
বুক্ ফাটা'য়ে চক্ষু ঝড়ে, অস্থির করে মন প্রাণী।৩।
এমন নাম না আসিলে, উদ্ধার হ'ত কিসের বলে,
কলির জীবের কর্ম্মফলে (গোরা) এনে দিল সোণার খনি।৪।

হইবে। মস্তকে মাখিলে বায়ুরোগ কমিবে। বুকে মাখিলে বায়ু-কফীয় বেদনা সারিবে। সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে দেহ হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে। নাকে টানিলে মাথা গরম, মাথা বেদনা ও বায়ু-কফ কমিবে। কলিকাতার

৪। গান (অন্য বাউলের সুর—তাল ছক্কির ঠেকা)।

আবার্ দেখি নৌকা এল আমার্ সেই ক্ষেতে।
মনা রে আমি পার্লাম নারে তোর্ সাথে।
কত গ্রাম ছাড়া'য়ে গেলাম রে
সাগর দেখেছিলাম চক্ষেতে ।১।
এত যে কপালে ছিল রে
ইচ্ছা হয় নৌকা ডুবাইতে ।২।
(পাড়ার) কেহ কি জাগিয়া আছ হে
ব'ল কিসে আমার ভুল ছোটে ।৩।

যাহা হউক, ধাই মাকে সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে রাখিবার জন্য যত্ন করিত। কিন্তু ধাইমা থাকিতেন না। কারণ চারুর অনুসন্ধান করিবার জন্যই তিনি বৈষ্ণবী হইয়াছেন। কাজেই তিনি এক এক দিন এক এক বাড়ীতে থাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায়ও চারুলতার সংবাদ পাইলেন না। তাই তিনি দুঃখে অধীর হইয়া দেশীয় প্রবাদানুসারে লক্ষীর আসন পাতিলেন, এবং যথাবিধি পূজা ও সন্ধ্যার সময় হরি-সংকীর্ত্তন করতঃ চারুর প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তবে সেই আসন এক বাড়ীতে থাকিত না। যখন যে বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন, তখন সে বাড়ীতে আসন পাতিয়া পূজা করিতেন। ক্রমে চারুর মাতুল নবকুমার রায়ের বাড়ীতে গেলেন। নবকুমার রায়ের অনুসন্ধানেও চারুর প্রাপ্তি ঘটে নাই বলিয়া জানিলেন। তৎপর নবকুমার রায়কে লইয়া শিবশঙ্করের পৈত্রিক বাড়ীতে গেলেন। তথায় যাইয়া কৃত্রিম চারুর কথা ও বিদ্যারত্নের মোকদ্দমার কথা শুনিলেন। ক্রমে জমিদারের অত্যাচারের কথা শুনিলেন; এবং শিব শঙ্করের দেশত্যাগের কথা শুনিলেন। কাজেই উভয়ের মনে উৎকট দুঃখ উপস্থিত হইতে লাগিল। কারণ তাহাদের উভয়ের ষড়যন্ত্রেই ঈদৃশ বিপ্লব উপস্থিত।

/১—৩২৲। ১৬৲। বৃহচ্ছাগলাদ্যঘৃত—১০৲ টাকা সের। (মস্তিস্ক-বর্দ্ধক, বাতঘ্ন ও পুষ্টি-কারক মহৌষধ) ইহা সেবনে অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা, স্মৃতির অল্পতা, কার্য্যে অনুৎসাহ, দুঃস্বপ্ন, স্বপ্নদোষ, স্ত্রীদর্শন-স্পর্শনে শুক্রস্রাব,

এখন মাষ্টার বাবুর কথা শুনুন। চারুর বিবাহের ১ মাস পূর্ব্ব হইতেই মাষ্টার সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। তিনি যথানিয়মে বৈরাগী হইয়াছেন, মাথা মুড়াইয়াছেন। তিলক কাটিয়াছেন। হাতে মালা লইয়াছেন। কৌপীন পড়িয়াছেন। যথাবিধি নূতন নাম হইয়াছে। নাম হইল—"জীবনদাস বাবাজী"। একে তিনি আজন্ম ভক্তিমান সুগায়ক, তদুপরি আজ সংসার বন্ধন ছাড়িয়া বৈরাগী হইয়াছেন। আর কি রক্ষা আছে? গ্রামের লোকগণ দলে দলে তাঁহার গানে মুগ্ধ হইতে লাগিল। স্কুলের শিক্ষকতার সময় তার গান ও ভাব পঞ্চমীর চন্দ্র ছিল। এখন তাহা পূর্ণ চন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। তাই ব্রহ্মাণ্ড যেন স্তম্ভিত। কত লোক শিব পূজা ছাড়িল; কত লোক বলিদানের বিরোধী হইল; কত লোক ব্রাহ্ম সমাজ ছাড়িল, তাহার অবধি রহিল না। দলে দলে লোকগণ শিষ্য হইয়া উঠিল। গ্রামে গ্রামে সংকীর্ত্তনের দলের সৃষ্টি হইল। যেন স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ দেব উপস্থিত। সে গ্রামগুলি যেন নদীয়া হইয়া উঠিল। তাহার কীর্ত্তনের একটী বিশেষত্ব ছিল; সংকীর্ত্তনের পূর্ব্বে প্রথমতঃ স্থানীয় অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখিয়া একটী উপদেশাত্মক বক্তৃতা হইত। তৎপর কি জন্য অদ্য সংকীর্ত্তন হইবে, তদ্বিষয় উল্লেখ করিয়া ভগবানের নিকট একটী "প্রার্থনা পত্র" পাঠ করা হইত। সেই প্রার্থনা পূরণার্থ সংকীর্ত্তন করা হইত। সুতরাং ইহাতে শুনিবার, বুঝিবার ও চিন্তিবার বিষয় থাকিত। দেশ হইতে অধর্ম্ম বা উপধর্ম্ম উঠাইবার যুক্তি থাকিত। ধর্ম্ম সংস্করণের ভাব থাকিত। তাই স্থানীয় সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত দলের সমাগম অনিবার্য্য হইত। সঙ্গীত-প্রিয় বালক, স্ত্রীলোক ও বাজে লোক ত থাকিত ই থাকিত। সুতরাং যে স্থানে এই সংকীর্ত্তন হইত, বেড়াজালে মৎস্য আটকিবার ন্যায় তৎপ্রদেশের প্রায় সমস্ত লোকই একত্রিত হইত।

জীবন দাসের এই সংকীর্ত্তনের সংবাদ শুনিয়া ধাইমা বহুদূর হইতে আসিল। আসিয়া দেখেন,—মাষ্টারবাবু সন্ন্যাসী হইয়া জীবন দাস হইয়াছেন।

ক্লৈব্য, ধ্বজভঙ্গ, যাবতীয় ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, কফাশ্রিত বায়ু, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, হিষ্টরিয়া, অপস্মার, শরীর বেদনা, ঝিন্‌ঝিনি, শুষ্কতা, অবশ, হৃদ্রোগ, হস্ত-কম্প, শিরঃ-কম্প ও দেহস্পন্দনাদি

কাজেই উভয়ের সঙ্গে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ের বৃত্তান্ত উভয়ে শুনিল। বিবাহ ভঙ্গের কথা, নৌকা ডুবির কথা, চারুর অপ্রাপ্তির কথা, একে একে সমস্ত শ্রবণ করা হইল। এই বার্ত্তা শুনিবার অব্যবহিত পর সংবাদ পাওয়া গেল যে, ভবানী প্রসাদ নূতন বধূ পাইয়াছেন। এই সংবাদ পাইবা মাত্র জীবনদাস ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন নিশ্চয় বুঝিলেন—চারুর অশান্তি অনিবার্য্য। তিনি আরও বুঝিলেন—এই অশান্তি নিবারণার্থ আমার শাসন বাক্য দরকার। ইত্যাদি বহুবিষয় চিন্তা করিয়া সংকীর্ত্তনের দল সহ ভবানীপ্রসাদের বাটীর দিকে রওনা হইলেন। মাষ্টার বাবুর প্রশংসা অনেক কাল হইতেই ভবানীপ্রসাদ জানিতেন। হঠাৎ মাষ্টার বাবু বৈরাগী হইয়াছেন শুনিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। তাই জীবন দাসকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। জীবনদাসও অত্যন্ত সন্তোষের সহিত জমিদার বাটীতে আসিতেছেন। পথেই জমিদারের প্রেরিত লোকের সঙ্গে দর্শন ঘটিল। তাই তিনি আনন্দে আসিয়া ঘোরতর সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কীর্ত্তনে ভবানীপ্রসাদের বাটী টলমল হইয়া উঠিল। জীবন দাস কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহির বাড়ী, ভিতর বাড়ী, বাগিচা বাড়ী ও দাসদাসীর বাড়ী প্রভৃতি সকল বাড়ীতেই নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে—চারুলতা অবশ্য আবদ্ধ হইয়া ঘোর অশান্তিতে আছে। আমার এই কীর্ত্তন তার কর্ণে প্রবেশ করিলে, সেই অশান্তি দূরীভূত হইবে। আর আমি নিজে আসিয়াছি জানিয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইবে। যাহা হউক, বহুক্ষণ কীর্ত্তনের পর জীবন দাস ক্লান্ত হইয়া ভবানীপ্রসাদকে বলিলেন।

জীবন দাস। ভবানী বাবু! আপনি যাহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনি যে আমার ছাত্রী, তাহা কি জানেন?

ভবানী। খুব জানি।

যাবতীয় বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া মস্তিষ্ক ও দেহ হৃষ্ট, পুষ্ট ও করে। শাস্ত্রকারগণ ইহার পুষ্টিকারক গুণ লিখিতে গিয়া বহু কবিত্ব করিয়াছেন। বাস্তবিক সর্ব্বাঙ্গ দৌর্ব্বল্য নাশার্থ অন্য ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে

জীবন। তবে কৈ তাকে'ত দেখ্‌লুম না; ভক্তির গান শুনিলে সে এখনও কি, ভাবে গদ্‌গদ হয়?

ভবানী। তার পুনর্ব্বিবাহ উপস্থিত। আগামী পরশ্ব দিবস দ্বিতীয় বিবাহ হইবে। বিবাহান্তে কিছু উপদেশ দিয়া যাইবেন। আপনার মত সচ্চরিত্র সদাশয় গুরু আজ কাল দুর্লভ।

ভবানীপ্রসাদের এই কথা শুনিয়া জীবন দাস একান্ত আশ্বস্ত হইলেন। কারণ তিনি চারুকে বুঝাইতে আসিয়াছেন। বিবাহান্তে চারুকে দেখিতে পাইবেন, এবং উপদেশ দিতে পারিবেন, ভাবিয়া একান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। আর চারুলতা যাহাতে ভবানীকে স্বামীবোধে ভক্তি ও পূজা করেন, তজ্জন্য বিশেষ শাসন বাক্য বলিবেন, বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন। আর যাহাতে অশান্তি আনিতে না পারে, তজ্জন্য শিবশঙ্করের বিধবা ভগ্নীকে নিযুক্ত করিবেন; তাহাও মনে স্থির করিলেন। এই সব স্থির করিয়া দিন গণিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় বিবাহের দিন উপস্থিত হইয়া, পরে বিবাহের সময় নূতন বধূও আনা হইল। বধূর হাত ও পা দেখিয়া জীবন দাসের একান্ত সন্দেহ জন্মিল। পরে স্থির হইল যে, এইটী নিশ্চয়ই চারুলতা নহে। তবে এই কন্যাটী কে? পাঠক, তাহা শুনিতে এত ব্যগ্র হইলে চলিবে না। আমি আপনাদিগকে প্রতিজ্ঞা না করাইয়া এত গোপনীয় কথা বলিতে পারি না। শিবশঙ্করের মত ধাম্মিক যখন ইহার গোপনার্থ ব্যাকুল, আবার ভবানীর মত সাক্ষাৎব্রহ্ম প্রবল জমিদার যখন প্রকাশে অনিচ্ছুক, তখন কোন্ সাহসে সর্ব্বাগ্রে আমি প্রকাশ করি। তাই প্রতিজ্ঞার কথা বলিতেছি। যিনি প্রতিজ্ঞা না করিবেন, তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন। কারণ ঈদৃশ মহাপাপ গোপনের বিষয় নহে। শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তখন অনায়াসেই জানিতে পারিবেন। যাহার এই মুহূর্ত্তেই শোনা দরকার, তার প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, চক্ষু, নাসা,

---

না লিখিলেও তত ক্ষতি হইত না। ইহা স্ত্রী ও পুরুষ সকলেরই উপযোগী। প্যাটেন্ট ঔষধের মিথ্যা ভঙ্গিময়ী বর্ণনায় ভুলিয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের প্রত্যক্ষ ঔষধ ভুলিবেন না। স্কুলের ছাত্রগণের স্বপ্নদোষ, অল্পনিদ্রা

জিহ্বা, ত্বক্ ও মন কাহাকেও জানাইতে পারিবেন না। কেবল মাত্র কর্ণকে জানিতে দিবেন। আমি সেই কর্ণবান্ লোকের নিকট প্রকৃত কথা বলিতেছি— এই কন্যার নাম চারুবালা। স্বামীর নাম বিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন। পিতার নাম ৺শিবশঙ্কর চক্রবর্ত্তী; মেশর নাম হরকুমার হালদার। এই চারুবালা স্বামীর বাড়ী হইতে ১০।১২ দিন যাবৎ মেশর বাটীতে আসিয়াছে। তাই বেশ করিয়া পাড়ায় ও নদীর ঘাটে যাতায়াত করিতেছে। এমন সময় শিবশঙ্কর মজুমদার আসিয়া, বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া জমিদার বাড়ীতে লইয়া গেল। সেই কন্যার সঙ্গেই আজ জমিদারের উক্ত দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হইল।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে,—মজুমদার মহাশয় কোন লাভে এই কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন? তাহার সুবিস্তৃত উত্তর বলিতেছি। পাঠক! ফুল ও দূর্ব্বা হস্তে গ্রহণ করুন। ধার্ম্মিক প্রবর মজুমদার মহাশয়ের কীর্ত্তি ও অভিপ্রায় আজ ব্যাখ্যা করিতেছি। যখন ভবানীর সঙ্গে চারুলতার বিবাহ প্রস্তাব উঠে, তখন বাটীর লোক ও আত্মীয় কুটুম্বগণ সকলেই ভয়ঙ্কর বিরোধী ছিলেন। সেই বিরোধী লোকদের সঙ্গে কলহ করিয়া একা শিবশঙ্করই বিবাহে প্রস্তুত হন। শিবশঙ্করের এত আগ্রহ করিবার কারণ এই যে— জমিদারের সঙ্গে বিবাহ হইলে জামতার ম্যানেজারী পাওয়া একান্ত সম্ভব। ম্যানেজারী পাইলে নানা ভাবে অর্থাগম অনিবার্য্য। হয়'ত কালে সমস্ত জমিদারী হস্তগত হওয়াও অসম্ভব নহে। সুতরাং এই বিবাহের একমাত্র প্রবর্ত্তক শিবশঙ্কর। এহেন সাধের বিবাহে, চারুলতা যখন স্থানান্তরিত হয়, তখন শিবশঙ্কর যত অস্থির হইয়াছিলেন, তাহা পাঠক জানেন। নবীনের সঙ্গে যে ভবানীর বাসি বিবাহ হয়, তাহা শিবশঙ্কর জানিয়াও বাটীর কাহাকেও চারুর অপ্রাপ্তির সংবাদ জানিতে দেন নাই। তখন হইতেই তিনি জমিদারের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া গোপনে গোপনে চারুলতার অনুসন্ধান করেন। বহু অনুসন্ধানেও যখন চারুলতার প্রাপ্তি ঘটিল না, তখন তাহার এতদিনের সমস্ত

ও মেধার অল্পতার জন্য ইহা একান্ত প্রশস্ত। তাঁহাদের পুষ্টিকর নির্দ্দোষ আহার সর্ব্বদা ঘটে না বিধায়, এই "আহার-প্রধান" অনুত্তেজক স্নিগ্ধ ঔষধটী বার মাস প্রাতঃকালে খাইলে ভাল হয়। তাই ইহার মূল্য আরও

কামনা নিস্ফল হইবার উপক্রম হইল। তাই তিনি দিবা রাত্র চিন্তায় চিন্তায় দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। বহু চিন্তার পরে স্থির হইল যে, যে প্রকারেই হউক, জমিদারকে জামাতা করিতেই হইবে। নিজের কন্যা পাইলাম না বটে, কিন্তু অন্য কোন একটী কন্যা সংগ্রহ করিয়া, উহাকে নিজের কন্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেই হইবে। ইহাতে জমিদারেরও কোন আপত্তি হইবার কথা নহে। কারণ তিনি যখন বিবাহ ও বাসি বিবাহ করিয়া বধূ ঘরে আনিয়াছেন বলিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রকাশ করিয়াছেন; আবার নূতন বধূর দ্বিতীয় বিবাহ উপস্থিত বলিয়া যখন চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিয়াছেন; তখন যে আর নূতন বধূ না দেখাইলে তাঁহার মান থাকে না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া বহুস্থানে ঘুরিতে লাগিলেন। তিনি যেন এখন ক্ষুধার্ত্ত চিল বা কাকের মত, অথবা ব্রহ্মদস্যুর মত হইয়া উঠিলেন। যাহা হউক, তাহার বুদ্ধি বল বৃহস্পতি হইতে কম ছিল না। তাই তিনি উক্ত চারুবালাকে আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি ভাবিলেন—কন্যার নাম যখন চারু, আর পিতার নাম যখন শিবশঙ্কর, তখন আর আটকায় কে? বিশেষতঃ কন্যার পিতৃকুল যখন নাই, স্বামীও যখন টোলের পণ্ডিত, তখন আর চিন্তা কি? কন্যার পক্ষেও তত ক্ষতি দেখি না। জমিদার যখন স্বামী হইবেন, আমি যখন পিতা হইব, তখন তার আর ক্ষতি কি? পিতৃহীনা কন্যার পক্ষে আমার মত পিতৃ-লাভ করা কি কম সৌভাগ্যের বিষয়? আমি যখন তাহাকে সস্নেহে সাদরে ভালবাসিতে থাকিব, তখন তার আর কি আপত্তি থাকিতে পারে? এতেও যদি গোলযোগ ঘটে, তবে আমার বুদ্ধি ও জমিদারের অর্থ থাকিতে আর চিন্তা কি? ইত্যাদি বহু চিন্তা করিয়া চারুবালাকে আনিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। আর এই উপলক্ষে কিছু উপার্জ্জনের সুবিধাও বুঝিয়া লইলেন। এক দিন গোপনে জমিদারকে নিয়া সেই কন্যা দেখাইয়া আনিলেন। জমিদারও সেই কন্যা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। শিবশঙ্করের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

সুলভ করিলাম। মস্তকে "চন্দনাদি তৈল" মালিশ করিলে আরও বেশী উপকার পাইবেন। প্রস্রাব কালীন শুক্রক্ষয় থাকিলে চন্দনাসব বা প্রমেহ-গজসিংহ ঘৃতাদি সঙ্গে খাইলে আরও ভাল হয়। আমরা সর্ব্বদা

হইতে চলিল। তিনি প্রথমতঃ পুরস্কারের ৫০০৲ পাঁচশত টাকা আদায় করিলেন। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যারত্নকে বাধা করাইবার জন্য আরও ৫০০৲ পাঁচশত টাকা লইলেন। তৃতীয়তঃ হরকুমারকে বাধ্য করিবার কথা বলিয়া, আরও ৫০০৲ পাঁচশত টাকা বাহির করিলেন। চতুর্থতঃ গ্রামের পদস্থ লোকদিগের কথা উল্লেখ করিয়া, আরও ৫০০৲ পাঁচশত টাকা আদায় করিলেন। সর্ব্বশেষ কন্যার অলঙ্কারের কথা বলিয়া, ১৮ ভরি সোণা চাহিয়া লইলেন। তৎপর আবার কন্যার মাসীকে কাপড় দিবার জন্য ৫ জোড় কাপড় চাহিয়া লইলেন। তাঁহাব ব্রতের খরচ বাবদ কিছু আদায় করিবার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু সাঙ্গোপাঙ্গের চক্ষের অবস্থা দেখিয়া নীবব হইলেন। এই সমস্ত টাকা, স্বর্ণ ও কাপড় হাতে পাইয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে গেলেন। পরে বুক-ভরা শ্বাস ফেলিতে ফেলিতে লোহার সিন্দুক খুলিলেন। একে একে সমস্ত টাকা গুলি গণিতে গণিতে, ৪। ৫ বার গণিয়া ফেলিলেন। নূতন টাকা, পুরাতন টাকা, সন্দেহাত্মক টাকা, সিন্দূরের টাকা ও সাহেব মাথার টাকা, পৃথক করিয়া বাঁধিয়া লিখিয়া রাখিলেন। পরে দিবালোকে স্বহস্তে, স্বচক্ষে, স্বমনে সেই টাকার তোড়া গুলিকে নিজ বিশ্বস্ত লোহার সিন্দুকের ঠিক্ মধ্যস্থলে সাজাইয়া রাখিলেন। তদুপরি সেই সোণার পুটুলী ও কাপড় রাখিলেন। পরে ইতস্ততঃ গ্রীবা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, তালা বন্ধ-রূপ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বহু দেবতার মানস চলিল। •

কৃতক্রীব ছাগদ্বারা ইহা প্রস্তুত করি। বিশেষ দ্রষ্টব্য—রক্তদুষ্টি থাকিলে তৎপ্রতিবিধান না করিয়া পুষ্টিকর ঔষধ কদাচ খাইবেন না। কলিকাতায় ৴১—৫০৲। ১৬৲। শ্রীমদনানন্দ মোদক—৫৲ টাকা সের। (গ্রহণী,

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(ভবানীর অদ্বৈতবাদ গ্রহণের তারিখ ১২৭২। ১লা বৈশাখ।
উহা পরিত্যাগের তারিখ ১২৭৩। ১০ কার্ত্তিক।
জীবন দাসের বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন।
তৎপর সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ বা নাস্তিকতা।)

বায়ু যেমন সঙ্গীর দোষ গুণ স্কন্ধে লইতে বাধ্য, নৌকা যেমন তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে বাধ্য, মনুষ্যও সেইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। তাই দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া, টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া ভবানীর যাদৃশ ভাব জন্মিয়াছিল; হঠাৎ মাতামহের বিপুল জমিদারী পাইয়া তাদৃশ ভাব অক্ষুণ্ণ থাকা অসম্ভব। তাই ভবানীর বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তিনি টোল ছাড়িয়া ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। নামাবলি ছাড়িয়া জামা, চাদর, জুতা ও মুজা ধরিলেন। স্থিরতা ও বিনয় ছাড়িয়া ঔদ্ধত্য ও চাঞ্চল্যকে বাছিয়া লইলেন। ক্রমে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিলেন। ক্রমে বংশ পরম্পরাগত সন্ধ্যা, পূজা, হাব, ভাব, নিয়ম ও নিষ্ঠা সমস্ত ছাড়িলেন। হাতে ব্রাহ্ম সঙ্গীত লইলেন। আহারে কুক্কুটাদির মাংস চালাইলেন। ব্যবহারে ছত্রিশ জাতির একতা স্থাপন করিলেন। মুখে ধর্ম্ম বক্তৃতা অভ্যাস করিলেন। মনে ব্রাহ্ম মহিলাদের প্রশংসা করিলেন। তাহার জ্বালায় হিন্দুয়ানীর গন্ধও গ্রাম ছাড়িবার উপক্রম হইল। এমন কি, প্রজাদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোকের কপালে সিন্দুর দেখিলেই তিনি চটিয়া লাল হইতেন। কেহকে পুষ্প ও বিল্বপত্রাদি সংগ্রহ করিতে দেখিলেই তিনি তর্কে ও তিরস্কারে পরাভব করিয়া দিতেন।

প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ) ইহা বাজীকরণাধিকারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ। বিশেষতঃ মলভেদ, অজীর্ণ, অর্শঃ ও গ্রহণী প্রভৃতি পরিপাক যন্ত্র ঘটিত যাবতীয় রোগের মহৌষধ। ব্রণমেহ, পুরাতন মেহ, বহুমূত্র,

বাটীর স্ত্রীলোকদের গৃহ-বস্তু, সাজ, সজ্জা, চলা, ফিরা, রীতি, নীতি. আচার ও ব্যবহারকে ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন করিবার জন্য দিবা রাত্র জ্বালাতন করিতেন। কিন্তু সংসারে নিজ মাতারও কতক কর্ত্তৃত্ব থাকায় বিষম অসুবিধা ঘটিত। তাই মাতার সহিত ভবানীর মতভেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। পুত্র পাকে পেঁজ রসোনাদি চালাইতে সচেষ্ট। কিন্তু মাতা তার ঘোর বিরোধিনী। পুত্র পৈত্রিক ঠাকুর পূজা উঠাইয়া তথায় প্রতি রবিবারে ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনার মন্দির করিতে চাহেন। কিন্তু মাতা চীৎকার পূর্ব্বক বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া তার প্রতিবাদ করেন। এইরূপে মত ভেদ দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে পরিশেষে কেহ কাহার নামও শুনিতে পারিতেন না। তবে মাতার প্রাণ স্থির থাকিতে পারিত না। তিনি পুত্রের দুর্ম্মতি নিবারণের জন্য দিবা-রাত্র চিন্তা করিতেন। কত দেবতার ভোগ মানিতেন, কত পরামর্শ আটিতেন, তাহার অবধি ছিল না। তিনি গোপনে গোপনে পুত্রের শয়ন-কক্ষের চতুষ্পার্শ্বে টোট্‌কা ঔষধ পুতিয়া রাখিতেন; এবং কোন শাস্ত্রজ্ঞ তার্কিক পণ্ডিতের কথা শুনিলেই বহু অর্থে তাঁহাকে আনিয়া তদ্দ্বারা পুত্রকে বুঝাইতেন। কিন্তু সেই বুঝে পুত্র আরও চটিয়া যাইত। তাহার বিশ্বাস, অশিক্ষিত পাপান্ধ মাতা আমাকে নির্ব্বুদ্ধির পাপান্ধকারে আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্য, আমার বহু অর্থ লুটাইতেছে। এই জন্য একটী মোকদ্দমা রুজু করিতে হইবে।

এই'ত গেল পুত্রের ধর্ম্ম ও অভিপ্রায়। এখন মাতার কথা শুনুন। পুত্র মাতার উপর যেমন কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহেন, ভবানীর মাতা সেই পুত্রের উপর ততোঽধিক আধিপত্য করা আবশ্যক মনে করেন। মাতার মনের ভাব এই—আমার পিতার সম্পত্তি ব্যতীত যখন ভবানীর অন্য উপায় নাই, তখন সে আমার কথা শুনিবে না কেন? তাই তিনি পুত্রকে নিজ ধর্ম্মানুসারে, নিজ বোধানুসারে ও নিজ আচারানুসারে চালাইতে ব্যাকুল। তিনি গ্রাম্য স্ত্রীলোকদের মত ঘোর সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন। তাদৃশ সংস্কারাচ্ছন্না থাকার অন্যতর কারণ

শুক্রতারল্য, ক্লৈব্য, ধ্বজভঙ্গ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। এতদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকদের সূতিকা রোগ, ঋতুদোষ, মৃতবৎসা-দোষ ও বন্ধ্যা-দোষে প্রশস্ত। একমাত্রা সেবনেই ফল বুঝিবেন। লঙ্কার রাবণ মহাদেবের

ছিল—নিজের মৃতবৎসা-দোষ। ভবানী জন্মিবার পূর্ব্বে মাতার ৭।৮টী সন্তান ৫।৭ সাত বৎসরের সময় ক্রমে মরিয়া যায়। তাহাতে নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞাগুলিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। সেই সেই প্রতিজ্ঞার ফলেই, ভবানী জীবিত আছে, এবং উহা রক্ষিত না হইলে ভবানী কিছুতেই বাঁচিতে পারে না, ইহাই মাতার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস দৃঢ় হইবার প্রধান কারণ স্বপ্ন। তিনি এতৎ সম্বন্ধে এক দিন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাই ভবানীকে সেই সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাইবার জন্য দিবা-রাত্র জ্বালাতন করিতেন, এবং নানাপ্রকার কল ও কৌশল অবলম্বন করিতেন। ভবানীর পক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কতদূর অসম্ভব, তাহা পাঠক অবশ্যই বোঝেন। তজ্জন্যই মাতা ও পুত্রের মতভেদ ও কলহ দৈনিক কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। নিম্নে একাদি নম্বর ক্রমে মাতার সেই প্রতিজ্ঞার কয়েকটী বিষয় মাত্র উল্লেখ করিলাম। (১) ভবানী জন্মিবার পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ ভবানীর মাতাকে বলিল,—তোমার সন্তান আর মরিতে দিব না। তোমার মৃতবৎসা-দোষ আমার মন্ত্র-প্রভাবে বিদূরিত হইবে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, ভাবী সন্তান ও তদ্‌বংশধর জীবিত থাকিলে, উহাদিগকে আমার ও মদীয় বংশধরের মন্ত্র-শিষ্য করিয়া দিতে হইবে। মাতা উক্ত আশ্বাস-বাণী শুনিয়া গঙ্গাজল ও তুলসী হাতে লইয়া, সেই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন। উক্ত প্রতিজ্ঞা সুন্দর মত সম্পাদন করাইয়া সেই ব্রাহ্মণ, আ। হাত মাটীর নীচ হইতে চুল, নখ, অস্থি, সিন্দূর ও দূর্ব্বা প্রভৃতি পুত্র-ঘাতক দ্রব্য বাহির করিয়া ফেলেন; এবং বাড়ীর চতুষ্কোণে মন্ত্র-পূত ঔষধ প্রোথিত করেন। (২) ভবানী জন্মিবার পর, কোন বৃদ্ধা চর্ম্মকার ভিখারিণীর নিকট সাড়ে তিন কড়া কড়ি লইয়া, ভবানীকে বিক্রয় করেন। সেই বিক্রয়ের উদ্দেশ্য এই—বৃদ্ধার যখন বহু সন্তান জীবিত, তখন তার ভাগ্যগুণে ভবানী জীবিত থাকিবে। এই বিক্রয়ের সময় নিম্নোক্ত প্রতিজ্ঞা ছিল। (ক) বৃদ্ধার প্রদত্ত, কাণের লোহার তার ও নাকের লোহার তারকে

ঘরে ইহা পাইয়া নিত্য খাইতেন। ধাতুদৌর্ব্বল্যের রোগিগণ অন্য কথা না শুনিয়া, পেটেন্টের মোহে না পড়িয়া, অন্য বুদ্ধি ছাড়িয়া ইহা অত্যাবশ্যক সেবন করুন। বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃতের ক্রিয়া মস্তিষ্করোগের উপর

ভবানী আজীবন খুলিতে পারিবে না। (খ) বৃদ্ধার প্রদত্ত তামার তাবিজটী গলায় রাখিয়া প্রত্যহ ৩ তিন বার, সেই তাবিজ ধোয়া জল আজীবন খাইতে হইবে। (গ) ভবানীকে প্রতিমাসে ২ দুই দিন করিয়া বৃদ্ধার বাড়ীতে খাইতে ও থাকিতে হইবে। (ঘ) বৃদ্ধাকে আজীবন ভরণ পোষণ ও তদ্ পুত্র-কন্যার বিবাহের সমস্ত ব্যয় দিবার প্রতিজ্ঞাও ছিল। (৩) প্রতি বৎসরের চৈত্র পূজায় ভবানীকে আঠার বৎসর পর্য্যন্ত নাচিবার প্রতিজ্ঞা ছিল। (৪) প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন ভবানী স্বয়ং উপবাস করিয়া, নিজহস্তে একটী শূকর ও নৈবেদ্য লইয়া, ছাইচা ভূঁইমালীর বুড়াবুড়ীর পূজায় দিবে। (৫) ভবানী ক্ষৌরী হইতে পারিবে না। প্রতি তিন বৎসর পর পর অচিনা গাছের তলার মেলায় যাইয়া, চুল, দাড়ি ও নখ ফেলিবার মানস ছিল। (৬) ভবানীর গলায়, কোমরে ও হাতে বহু বহু মন্ত্র-পূত কবচ শৈশবে ছিল। তৎসমস্ত ফেলিয়া দিয়া মাত্র ৭টী কবচকে গলায় আজীবন রাখার জন্য মাতার কাতর প্রার্থনা ছিল। (৭) স্ত্রী ও সন্তানসহ ভবানীকে প্রতি সোমবার উপবাস করাইবার মানস ছিল।

এই সমস্ত প্রতিজ্ঞার মধ্যে ১টী প্রতিজ্ঞা রক্ষারও পথ না দেখিয়া ভবানীর মাতা, নিজ অদৃষ্টকে দূষিতে লাগিলেন; এবং ভবানীর মৃত্যু যে অনিবার্য্য, তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া বুঝিয়া লইলেন।

এদিকে একদা কোন অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীর সহিত জমিদারের সাক্ষাৎকার ঘটে। তাহাতে জমিদারবাবু কোমর বাঁধিয়া তাহার সহিত তর্ক আরম্ভ করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, সেই তর্কের কোন অংশেই জমিদার জয় লাভ করিতে পারিলেন না। যখন যে তর্ক উঠাইতেছেন, সন্ন্যাসীর এক এক কথায় তৎক্ষণাৎ ধূলিকণার ন্যায় উহা উড়িয়া যাইতে লাগিল। কাজেই জমিদারবাবু বিষম মর্ম্মাহত হইলেন। তাহার এত সাধের ব্রাহ্ম ধর্ম্ম রক্ষা করিবার পক্ষে কোন উপায়ই দেখিলেন না। সেই তর্ক বিস্তার ভয়ে সম্পূর্ণ উল্লিখিত হইল না। কেবল সন্ন্যাসীর কয়েকটী যুক্তিপূর্ণ বাক্য লিখিত হইল।

প্রধান। এই ঔষধের ক্রিয়া জননেন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যের উপর প্রধান। কিন্তু উভয়েই প্রকাণ্ড পুষ্টিকর বলিয়া দুর্ব্বল বাঙ্গালীর পক্ষে একান্ত প্রশস্ত। এই মোদকে সিদ্ধি (ভাঙ্গ) আছে, বলিয়া একান্ত বায়ু-প্রধান রোগীর

(১) ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপী, তখন তুমি কি সেই ব্রহ্ম ছাড়া? তুমি যদি ব্রহ্ম হও, তবে উপাসনা কর কার? (২) তোমরা ব্রহ্মকে দয়ার সাগর, প্রেমের আকর ও চির মঙ্গলময় প্রভৃতি গুণে ভূষিত কর; তখন বল দেখি নিষ্ঠুরতা, হিংসা, পাপ ও নরক কাহার সৃষ্টি? (৩) যদি সয়তান বা মায়াকে সেই মন্দের সৃষ্টিকর্ত্তা বল: তবে বল'ত—এমন নিকৃষ্ট দেবতাকে ব্রহ্ম কেন সৃষ্টি করিলেন? (৪) যদি বল—মায়াকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই; তবে উহার সৃষ্টিকর্ত্তা কে? যদি বল—মায়া নিজের সৃষ্টি নিজে করিয়া থাকেন; তবে ঈশ্বরাতিরিক্ত সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়। (৫) যদি বল—ঈশ্বর যেমন পাপ ও পুণ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমন মনুষ্যকে বুদ্ধি ও হিতাহিত জ্ঞান দিয়া স্বাধীন করিয়াছেন। মনুষ্য স্বাধীন হইলে ঈশ্বর সর্ব্ব শক্তিমান্ কিসে? তবে ঈশ্বরাতিরিক্ত মানবীয়-শক্তি স্বীকার করিতে হয়। (৬) তোমাদের মতে নিরাকার ব্রহ্মই যখন একমাত্র সত্য, তখন বল'ত শুনি, সাকার মূর্ত্তি কাহার? ব্রহ্ম যদি সাকারে না থাকিতে পারেন, তবে তিনি সর্ব্বব্যাপী কি প্রকারে হন? (৭) তোমরা যখন সর্ব্বব্যাপীর উপাসক, তখন জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, তৎসমস্তই তোমাদের হওয়া উচিত। তবে তোমরা স্বতন্ত্র ব্রহ্ম-মন্দির ও স্বতন্ত্র নিয়ম কর কেন? (৮) তোমরা প্রতি রবিবারই ব্রহ্মদর্শন কর শুনি। ব্রহ্মদর্শী মানব কি ঘোর সংসারাচ্ছন্ন থাকিতে পারে? কাজেই বলি—তোমাদের ভাগ্যে ব্রহ্মদর্শন ঘটে না। কেবল গান ও বক্তৃতা হয় মাত্র। যিনি ব্রহ্মদর্শী, তিনি ত্রিকালজ্ঞ এবং সর্ব্ব-বন্ধন-মুক্ত হয়।

এই সমস্ত কথার ফলে জমিদারবাবু নিজ ব্রাহ্মধর্ম্মে বহু দোষ দেখিতে লাগিলেন। সুতরাং তিনি সেই সন্ন্যাসীর নিকট হইতে নির্দ্দোষ-সোঽহংবাদ বা অদ্বৈতবাদ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। "জয় অদ্বৈতবাদের জয়" এই শব্দে জয়ধ্বনি উঠাইলেন। বেদান্ত মতের যুক্তি-তর্ক-সিদ্ধ ব্রহ্মবাদকে নির্দ্দোষ ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন। সে মতে কোন উপাস্য-উপাসক ভাব নাই।

পক্ষে তত প্রশস্ত নহে। তৎস্থলে "বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত" মহৌষধ। আমাদের বিশ্বাস—এইরূপ ঔষধ ডাক্তারী বা হেকিমী কোন চিকিৎসাতেই নাই। কলিকাতায় /১—৩২৲। বৃহদশ্বগন্ধাঘৃত—২০৲ টাকা সের।

সাধক নিজেই ঈশ্বর। সাধক যাহা করিবেন, তাহাই ঐশ্বরিক কার্য্য। সুতরাং সেই মতে পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, স্বর্গ, নরক, ভাল ও মন্দের বিচার নাই। প্রাণে যাহা চায়, তাহা সম্পন্ন করাই কর্ত্তব্য স্থির হইল। শৃঙ্খলাবদ্ধ মত্তহস্তীর আজ শৃঙ্খল ছুটিল। উঠিতে বসিতে বেড়াইতে খেলাইতে "জয় অদ্বৈতবাদের জয়" এই জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। প্রতিবাসীর কর্ণে এই নূতন ধর্ম্মের জয়ধ্বনি আসিয়া দেশময় বিস্ময়বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল। স্বেচ্ছাচার এই ধর্ম্মের একমাত্র সাধনা। ধন মদে মত্ত উচ্ছৃঙ্খল জমিদারের উচ্ছৃঙ্খলতা সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইতে চলিল। পুরবাসিগণ! সাবধান হও। এই সোহহংবাদ ধর্ম্মের আঘাত আজ তোমাদিগকে সহিতে হইবে। সেই ধর্ম্মের প্রেরণায় আজ ভবানী স্বেচ্ছাচার হইয়াছেন। তাই নৌকায় বিবাহ হইয়াছে ও নবীনের সঙ্গে বাসি-বিবাহ হইয়াছে, এবং বিদ্যারত্নের স্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ হইল। পৃথিবীতে যাহা ঘোর অসম্ভব, তাহা এই ধর্ম্মে সম্ভবপর হইল। ধর্ম্ম বুদ্ধিটী মানব সমাজের মহোপকারী হইলেও কলিকাল মাহাত্ম্যে তার বিপরীত ক্রিয়া অহরহ দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানে যত পাপের কথা শোনা যায়, তাহার অধিকাংশের মূলেই ধর্ম্ম বর্ত্তমান। তাই লিখিতেছি—পৃথিবীতে অধঃপাতে যাওয়ার যতপ্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মের মত সহজ উপায় আর নাই। উপরে ধর্ম্মের ঢাকনী দিতে শিখিলে, বহু পাপ ও বহু লাভ চলিতে পারে। তাই ধর্ম্মের বলে শত শত পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে। তুমি মদ খাইতে চাও, মা কালীর নামে মাতিয়া উঠ; কোন দুর্নাম হইবে না। তুমি ব্যভিচার চাও, কিশোরী ভজনের গান ও প্রশংসা ধর; কোন চিন্তা আসিবে না। তুমি গুপ্ত-প্রেমে মাতিয়াছ; বৈরাগী বৈষ্ণবী হও; চিন্তা কি? তুমি প্রবঞ্চক হইতে চাও, ধর্ম্মের বেশ ভূষা ধারণ কর; তোমাকে আটকায় কে? তুমি স্বেচ্ছাচারী হইতে চাও; ভবানীর মত সোহহংবাদ ধর্ম্ম গ্রহণ কর; হিন্দু সমাজে তোমাকে কিছুই করিতে পারিবে না! হে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ভবানীপ্রসাদ!

মস্তিষ্ক ও জননেন্দ্রিয় উভয়ের উপরই ইহার প্রধান ক্রিয়া। সুতরাং সমস্ত পুষ্টিকারক ঔষধের মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সাহেবদিগকে ইহা পরীক্ষা করিতে বলি। কলিকাতায় /১—১০০৲। ২২৲। স্ত্রী-রোগ। গোপনে

তুমি নিজে মজ দোষ নাই, কিন্তু আর দেশ মজাইও না। তোমার কীর্ত্তি লিখিতে গিয়া গ্রন্থকারও পদে পদে নির্লজ্জ হইতেছে!

একদা ভবানী চিন্তা করিতে লাগিলেন—মাষ্টারবাবুর মত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র লোক কেন নীচ বর্ব্বরের মত নাচিয়া গান করে? জীব নিজেই যখন ঈশ্বর, তখন আর ডাকে কাকে? নিজকে নিজে ডাকিয়া লাভ কি? সগুণ ব্রহ্মের যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, এবং জীব মাত্রই যখন সগুণ-ব্রহ্ম, তখন উপাস্য উপাসক ভাব কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? আমি ইহাদের ভুল সংশোধন করিয়া সত্য-পথ-স্বরূপ যে নির্দ্দোষ সোঽহংবাদ, তাতে অদ্যই তাহাদিগকে দীক্ষিত করাইব। এই উপলক্ষে আমার ধার্ম্মিকতা জগৎকে দেখাইব। তাহা হইলে দেশের লোকগণ আর আমাকে নিন্দা করিতে প্রবৃত্তি বা সাহস পাইবে না। আমি ঘরে ঘরে মহাপুরুষের ন্যায় সমাদর পাইব। মাষ্টারবাবু সশিষ্যে আমার পদানত হইবেন। এই কথা মনে মনে স্থির করিবা মাত্রই "জয় অদ্বৈত বাদের জয়" এই ধ্বনি করতঃ মাষ্টারবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখেন—প্রায় হাজার শিষ্য কর-যোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া, জীবন দাসের উপদেশ শুনিতেছে। তখন ভবানী সকলকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে কোন্ দেবতা আপনাদের উপাস্য? আর তাঁহাদের উপাসনায় লাভ কি? মনুষ্য মাত্রই যখন ব্রহ্ম, তখন আর উপাসনা করেন কাকে? এই প্রশ্ন শুনিবা মাত্র, জীবন দাস স্নান ও পূজার জন্য সভা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। সভা হইতে ১০।১২টী শিষ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হইলেন। তন্মধ্যে শিবানন্দ নামক একটী সন্ন্যাসী, উক্ত জমিদারের নিকট দৌড়িয়া আসিয়া উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যোগবলে এক হাত শূন্যে উঠিতে পারিতেন। তাঁহার একটী ভূত সাধন ছিল, তদ্দ্বারা তিনি লোকাতীত বহু কাজ করিতে পারিতেন। তাই তিনি কাঁচা লবঙ্গের ডাল আনিতে পারিতেন এবং নানাবিধ খাদ্য, নানাবিধ

নীরবে ঋতু-ঘটিত রোগ অল্পাধিক রূপে প্রতিগৃহেই বর্ত্তমান। তাই স্নেহময় সন্তানের অপরিহার্য্য দৌর্ব্বল্যাদি ঘটাইয়া দেশে কলিকাল আরও আনিতেছে। স্ত্রীলোকদের রোগ জনিত ও আহারাদি জনিত দৌর্ব্বল্যাদির

দ্রব্য, যখন যাহা ইচ্ছা, তৎক্ষণাৎ তাহা আনিতে পারিতেন। এই জন্য তাঁহারও বহু শিষ্য ছিল। তিনি এইরূপ অনেক অলৌকিক কার্য্য করিতে পারিয়াও নিজের মনে কোন শান্তি পাইতেন না। সুতরাং তিনি শান্তি-দায়ক ধর্ম্মের জন্য চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাই তিনি আজ জীবন দাসের কীর্ত্তনে, ভক্তিতে ও উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। হঠাৎ ভবানীর মুখে এইরূপ বিরুদ্ধ তর্ক-বাদ শুনিয়া বলিলেন—আপনি'ত মহাশয়, বিষম লম্বা চৌড়া কথা ব'লে ফেল্লেন দেখ্ছি। ভাল জিজ্ঞাসা করি—অন্যের কথা দূরে রাখুন, আপনি নিজে ব্রহ্ম কি না ?

ভবানী। আমি অবশ্য ব্রহ্ম। শত সহস্রবার ব্রহ্ম।

শিবানন্দ। এই জন্যই বোধ হয় নৌকায় বিবাহ, চড়া-ভূমিতে নবীনের সঙ্গে বাসি বিবাহ ও বিস্তারত্নের স্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ প্রভৃতি ঘোর অসম্ভব কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে ?

ভবানী। ব্রহ্ম সময়ে সগুণ, সময়ে নির্গুণ, সময়ে বদ্ধ, সময়ে মুক্ত, সময়ে লৌকিক, ও সময়ে অলৌকিক। প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, ভাল ও মন্দ যাহা যাহা ত্রিভুবনে দেখা যায় বা শুনা যায়, তৎসমস্তই ব্রহ্ম। ইহকাল ও পরকালে তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা, তিনি যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে পারেন। তাঁহার ইচ্ছার কোন কারণ নাই বা অকারণ নাই, অথবা কোন বাধা নাই বা অংশী নাই।

শিবানন্দ। তবে আপনার চিন্তা কি ? তবে আপনার মোকদ্দমায় আপনার পরাজয় ঘটে কেন ? আপনি আপনার নিজ ইচ্ছামত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না কেন ? আপনি ব্রহ্ম কি এতই অপদার্থ ?

ভবানী। আপনি কেন এত কুৎসিত কলঙ্ক ব্রহ্মের উপর আরোপ করেন ? ব্রহ্ম'ত নির্গুণ।

শিবা। তবে আপনার দেহে সগুণ ক্রিয়া দেখি কেন ? এই যে তর্ক করিবার জন্য দৌড়িয়া আসিয়া প্রশ্ন আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা কি সগুণ নহে ?

কারণ অনুসন্ধান করিয়া বংশ ও দেশ রক্ষা করুন। স্বার্থপর পুরুষদের মনে রাখা উচিত—"মাতৃ-রক্ষা" সর্ব্বোপরি। অশোক ঘৃত—৬৲ টাকা সের। (আর ধাত্রীর চিকিৎসায় কুলবধূকে রাখিবেন না।)

আপনি যখন সগুণ-দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থানে অবস্থিত, তখন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে সগুণ-ব্রহ্ম ভগবান, তাঁহার উপাসনা করা আপনার পক্ষে সর্ব্ব প্রথম উচিত। ইহাতে সিদ্ধিলাভ ঘটিলে নির্গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা শোভা পাইবে।

এবার ভবানীর উপযুক্ত উত্তরের অভাব হইল; কিন্তু তথাপি তার তর্ক বন্ধ হইল না। তিনি অসঙ্গত ও অপ্রামাণিক বহু কথা উঠাইয়া শিবানন্দকে পরাজয় কবিবার উপক্রম করিলেন। তাহাতে শিবানন্দ অন্তরে অসন্তুষ্ট হইলেন বটে। কিন্তু বাহিরে তাহার অনুমাত্রও প্রকাশ হইতে দিলেন না। তিনি অতি মৃদু ভাবে বলিলেন—তুমি যে ব্রহ্মের বড়াই কর, সে ব্রহ্মের অধিকারী তুমি আমি নহি। সে অতীব উচ্চাধিকারীর সর্ব্বোচ্চ সাধনার ধন। সেই ব্রহ্ম কোন সময়ে সগুণ, কোন সময়ে নির্গুণ হয়; আবার কখনও বদ্ধ, কখনও মুক্ত হয়। তাহার লীলা খেলার সংখ্যা বা শেষ নাই। কিন্তু তোমার লীলা খেলার সংখ্যা ও শেষ আছে। তুমি মাথা খুটিলেও সগুণ হইতে নির্গুণে যাইতে পার না; এবং বদ্ধ হইতে মুক্তিতে যাইতে পার না। তবে কোন্ সাহসে নিজকে ব্রহ্ম মনে কর? দ্বিতীয় কথা এই—ব্রহ্ম যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা শাস্ত্রে ও সাধু মুখে শোন মাত্র। কিন্তু নিজের অদৃষ্টে তাঁহার অনুভূতি ও ধারণা অবশ্যই ঘটে নাই। এমন কি, জীব-শক্তি ব্যতীত যে একটা ঐশী শক্তি আছে, তাহার উপরও তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পার নাই। সগুণ জীবের মধ্যে আমরা নিতান্ত নিকৃষ্ট জীব। সেই নিকৃষ্টতা মুখে পরিত্যাগ করিতে পারিলেও অন্তরে প্রকৃত পরিত্যাগ অসম্ভব। ষড় রিপুর আক্রমণে আমরা দগ্ধ-বিদগ্ধ। সাংসারিক দুশ্চিন্তায় আমরা বিব্রত। জিহ্বার সেবা ও উপস্থের সেবার জন্য আমরা কুকুরের মত অস্থির। তাই এ সমস্ত মায়াঘটিত দোষ ছাড়াইবার জন্য সর্ব্বাদৌ যত্ন করা উচিত। এই দোষ লইয়া বড় বড় মুনি ঋষিদের সমাজে গেলে বিড়ম্বনা অনিবার্য্য। ইত্যবস্থায় আমরা এত ক্ষুদ্র

(স্ত্রীলোকদের শ্বেত-প্রদর, রক্ত-প্রদর ও বাধক-বেদনার মহৌষধ।)
স্ত্রীলোকদের ঋতুঘটিত রোগ ব্যতীত অন্য রোগ খুব কম জন্মে। এই যে শরীর বেদনা, দুর্ব্বলতা, হিষ্টরিয়া, মাথাঘোড়া, মত্ততা,

হইয়াও হঠাৎ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম হইয়া উঠিলে আমাদের স্বেচ্ছাচারের কুৎসিত কার্য্যে দেশ প্লাবিত হইবে না কেন? ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ বাহ্যদ্রব্যের আকর্ষণে অনুপ্রাণিত হইয়া কোন কার্য্য করেন না। তাঁহারা মায়া-বর্জ্জিত নির্ম্মল আত্মার আদেশ মত কার্য্য করেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যে স্বেচ্ছাচার, উপভোগ, পাপ ও রিপুর আক্রমণ প্রভৃতি দোষ আসিতে পারে না। আত্মার আদেশই তাঁহাদের শাস্ত্র। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের মত ঘোর মায়াচ্ছন্ন জীবের মিলন হইতে পারে না। তাই শাস্ত্রীয় নিষেধ-বিধি মানিয়া চলা আমাদের উচিত। তাঁহারা ও আমরা উভয়ে এক দেশের লোক নহি। তাঁহারা অন্তর্ম্মুখ। আমরা বহির্ম্মুখ।

শাস্ত্রাণাং শাসনং তত্র যত্র লোকো বহির্ম্মুখঃ।
অন্তর্ম্মুখস্য লোকস্য আত্মৈব পরমো গুরুঃ।

অর্থ—যথায় বহির্ম্মুখ লোক থাকে, সেই স্থানেই শাস্ত্রের শাসন চলে। কিন্তু অন্তর্ম্মুখ লোকের পক্ষে শাস্ত্রের শাসন থাটে না। তাঁহাদের পক্ষে আত্মার আদেশ গুরুবৎ পালনীয়।

ইত্যবস্থায় আমরা হঠাৎ ব্রহ্ম হইয়া উঠিলে বাহ্য বিষয়ের বিপুল আকর্ষণে মত্ত হইয়া দেহ ক্ষয় করিতে বসিব। সুন্দরা স্ত্রী দর্শন মাত্র দৌড়িব। সুস্বাদু খাদ্য প্রাপ্তি মাত্র মুখে দিব। লোভের আকর্ষণে স্রোতের তৃণের মত ভাসিয়া বেড়াইব। আমাদের চক্ষু ও কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ যেখানে যেখানে আমাদিগকে লইয়া যাইতে চাহিবে, সূত্রাবদ্ধ পুত্তলিকার মত তথায় তথায় যাইতে আমরা বাধ্য হইব। আমাদের ক্ষুদ্র বিচার-শক্তি তাহাদের গতি রোধ করিতে কদাপি পারিবে না। যেমন হিমালয়-বিচ্যুত গঙ্গার স্রোতকে বালুকার বন্ধনে বদ্ধ করা যায় না, সেইরূপ অবস্থা দাঁড়াইবে। সুতরাং আমাদের পক্ষে এত হঠাৎ এত বড় ব্রহ্ম হওয়া উচিত নহে। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে—

বিবমিষা, অস্থিরতা, জল-পিপাসা, হাতের তলে জ্বালা, পায়ের তলে জ্বালা, সময়ে প্রস্রাবে জ্বালা, সময়ে তলপেটে টন্‌টনানি, সময়ে কোষ্ঠবদ্ধ ও সময়ে দাস্ত প্রভৃতি রোগ ঘরে ঘরে দেখা যায়, এবং এই যে স্ত্রীলোকদের

সংসার-বিষয়াসক্ত মহং ব্রহ্মেতিবাদিনং।
কর্ম্ম-ব্রহ্মোভয়-ভ্রষ্টং তং ত্যজে দন্ত্যজং যথা।

অর্থ—যে ব্যক্তি ঘোর বিষয়াসক্ত ও মায়াবদ্ধ জীব, সে যদি অহং ব্রহ্ম বলিয়া দাবী করে, তবে তাহার সাধনারূপ কর্ম্ম এবং ব্রহ্মভাবাপন্ন জ্ঞান উভয়েই বিনষ্ট হয়। সুতরাং তাহাকে অন্তজ নীচ জাতির ন্যায় পরিত্যাগ করা উচিত।

তাই বলি, তুমি আমি সম্প্রতি খণ্ডীভূত ও সীমাবদ্ধ। কাজেই আমাদের ঈশ্বর খণ্ডীভূত ও সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। সুতরাং প্রেমের আকর, দয়ার সাগর ও চিরমঙ্গলময় সগুণ ঈশ্বরই আমাদের আরাধ্য। তদতিরিক্ত ঈশ্বরকে আমাদের বর্জ্জন করা উচিত। কারণ আমরা অনন্তের অনন্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া, বিধি-নিষেধের অধীনে আছি। তাই হিংসা, পাপ ও নরকের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে আমরা চিনি না। দয়াময়ের দর্শন পাইলে জিজ্ঞাসা করিব এবং চিনিতে চেষ্টা করিব।

যাহা হউক, দলাদলি ও তর্কাতর্কিতে লাভ নাই। শক্তি সংগ্রহ করাই লাভ। সে লাভ যাহাতে হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, যে পথে চলিলে সেই শক্তি সংগ্রহের সুবিধা হইতে পারে, সেই পথেই আমাদের চলা উচিত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তর্কের বলে নিমন্ত্রণ, প্রশংসা ও অর্থ পাইয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের পক্ষে তর্কশাস্ত্রের তর্ক করারূপ কার্য্য অত্যাবশ্যক। আমাদের পক্ষে তর্কে লাভ কি? এদিকে দেখ—ঋষিদের এই চরম জ্ঞানের ফল ব্রহ্ম-বিদ্যাটি যাকে তাকে বিলাইয়া দিবার আদেশ নাই। শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান না হইলে, ব্রহ্মবিদ্যা দিবার বিধান নাই। "শম" শব্দের অর্থ শান্তি। "দম" শব্দের অর্থ—বিকারের কারণ সত্ত্বেও চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করা। "তিতিক্ষা" শব্দের অর্থ—সহিষ্ণুতা। "উপরতি" শব্দের অর্থ—সংসার হইতে মনের বিরতি. "শ্রদ্ধা"—ধর্ম্ম কার্য্যে দৃঢ়তা। "সমাধান"—চিত্তের একাগ্রতা। এই সমস্ত গুণ সাংসারিক লোকের মধ্যে

কাহার ঋতু-রক্ত-স্রাবের আধিক্য, কাহার অল্পতা বা তলপেটে চাকা, কাহার শ্বেতপ্রদর বা বাধক বেদনা, কাহার জরায়ুর ক্ষত বা স্থানচ্যুতি দেখি, এবং এই যে সূতিকা রোগ, মৃতবৎসা-দোষ, সন্তানের অকাল মৃত্যু

প্রায়ই দেখা যায় না। এমন কি, সন্ন্যাসীর মধ্যেও অধিকাংশের এই গুণ নাই। এখন দেখ—ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী কে? তাই বলি ভক্তিরূপ উপাসনা দ্বারা পূর্ব্বে শম-দমাদি শিক্ষা কর। এই স্বল্প পরমায়ুর মধ্যে এত বাড়াবাড়ি কেন? আবার দেখ—তুমি আমি যে জ্ঞানের বড়াই করিয়া বেড়াই, এই ব্রহ্ম কিন্তু সেই জ্ঞানেরও অতীত। আর তুমি আমি আজীবন মাথা কুটিয়াও যে মায়ার হাত এড়াইতে পারিব না, এই ব্রহ্ম কিন্তু সেই মায়ারও অতীত। তবে বল দেখি—কোন্ সাহসে, কোন্ সম্বলে সেই ব্রহ্ম ধরিতে যাই? পাঠশালার ছাত্রদের পক্ষে কি কলেজের পাঠ্য পড়া উচিত। তাই কলির জীবের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত ভক্তি ধর্ম্মকে আমরা একান্ত উপযোগী বলিয়া মনে করি। সুতরাং যদি জীবন ধন্য করিতে চাও, তবে এস, জীবন দাসের শিষ্য হইয়া ভাব রূপিণী শক্তি সংগ্রহ করি। এই শক্তির বলে তুচ্ছ অহং-কর্ত্তৃত্ব ছাড়িয়া মহাকর্ত্তার প্রজা হই। এস—তর্ক হইতে অতর্কে, চিন্তা হইতে অচিন্তায়, দুর্ভাগ্য হইতে সৌভাগ্যে, অধম হইতে উত্তমে, অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাসে, স্বল্পাশ্রয় হইতে মহাশ্রয়ে, দুঃখ হইতে সুখে, পাপ হইতে পুণ্যে, নরক হইতে স্বর্গে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে যাত্রা করি।

অপর একটী কথা শোন—নাস্তিক দুই প্রকার। প্রথম প্রকারের নাস্তিক লোক বলে—ঈশ্বর নাই। অর্থাৎ মানবীয় শক্তি ব্যতীত জগতে অপর কোন শক্তি নাই। দ্বিতীয় প্রকারের নাস্তিক বলে—ঈশ্বর আছেন বটে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। নির্ব্বোধ লোকেরাই তৎসম্বন্ধে অনর্থক আলোচনা করিয়া মূল্যবান্ সময়কে অনর্থক নষ্ট করে। কারণ কপালের লেখা খণ্ডনের যখন কোন পথ নাই; যাহা হইবার, তাহা যখন অবশ্য হইবে; কিছুতেই যখন অন্যথা হয় না, তখন তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা এবং সন্ধ্যা, পূজা, জপ ও ধ্যান প্রভৃতি ঐশ্বরিক কার্য্য করা নির্ব্বোধের লক্ষণ। ইত্যবস্থায়

ও শিশু-রোগ প্রভৃতি দেখা যায়, তাহার একমাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ ঋতু-বিকৃতি জন্য শ্বেত-প্রদর বা রক্ত-প্রদর। এই ঘৃতটী রক্ত প্রদরের পক্ষে অব্যর্থ ধ্রুব মহৌষধ। শ্বেত প্রদরের জন্য, বাধকবেদনার জন্য

অহং-ব্রহ্ম বলিয়া যদি পাপ, পুণ্য, স্বর্গ ও নরকাদিকে সমান জ্ঞান করিয়া স্বেচ্ছাচারী হই, তবে উক্ত নাস্তিকতার সমাগম অনিবার্য্য।

তাই বলি—কলির জীবের পক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ব্যতীত গত্যন্তর নাই। মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য এই—ঘোর বিষয়াচ্ছন্ন কলির জীব যতই বড় হউক না কেন, ধর্ম্ম বিষয়ে পশুর সমান। সে নিজের প্রত্যক্ষ ক্ষুদ্র অহং-শক্তি ব্যতীত পরোক্ষ ভগবৎ-শক্তি অনুভব করিতে ও ধারণা করিতে পারে না। হরিনাম জপের প্রভাবে সেই ভগবৎশক্তি প্রাণে জাগিতে আরম্ভ হইবে। ক্রমে সেই শক্তির সঙ্গে অহং-শক্তির যুদ্ধ হইবে। যেমন দেবাসুরের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলে অহং-শক্তি পরাভূত হইয়া বন্দী হইবে; এবং ক্রমে সেই ঐশীশক্তির অধীনতা স্বীকার করিবে। ক্রমে শান্ত হইয়া দাসত্ব ভালবাসিবে। সেই অবস্থার নাম—তৃণাদপি সুনীচ ভাব। তখন ভক্ত চতুর্দ্দিকের লোককে লোক মনে না করিয়া ভগবানের মূর্ত্তি বলিয়া সেবা করিতে চাহিবে। তখন এই সংসারটী হইতে মায়া উঠিয়া পুণ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেবাশ্রমকে এই জন্যই ভক্তগণ ভালবাসেন। মহাপ্রভু শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই ৫ ভাবের মধ্যে দাস্যভাবকে কলির উপযোগী বুঝিয়া তৃণাদপি ভাব লইয়া হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য সর্ব্ব প্রথম উপদেশ দিয়াছেন। বাস্তবিক এই দাস্য ভাব ব্যতীত কলির জীবের উদ্ধার আরম্ভ হইতে পারে না। দেখুন—কোন প্রকাণ্ড বড় লোকের সঙ্গে ভালবাসা স্থাপনের ইচ্ছা থাকিলে সর্ব্বাগ্রে দাসত্ব স্বীকার করা আবশ্যক হয়। পরে ভালবাসা ঘনীভূত হইলে কর্ত্তার সঙ্গে হাসাহাসির সখ্যতা বা বাৎসল্য প্রভৃতি ভাব জন্মিতে পারে। তাই বলি—যদি যথার্থই ধর্ম্মলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে শরণাগত হও।

জমিদার শিবানন্দের মুখে যে মীমাংসার কথা শুনিলেন, তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কেবল এইমাত্র বুঝিলেন—আমাকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলে। তাই তিনি ক্রোধে ফুলিতে লাগিলেন। পরে শিবানন্দকে

এবং যাবতীয় ঋতুঘটিত স্ত্রীরোগের জন্যও কম বিখ্যাত নহে। এইরূপ বহু বিস্তৃত লক্ষণে প্রযোজ্য স্থায়ী উপকারী ঔষধ ডাক্তারীতে নাই। কাজেই ঐ সমস্ত রোগে ডাক্তারগণ ক্ষত রোগের ন্যায় দেখিয়া টিপিয়া

ব্যভিচারী, নির্গুণ ও গণ্ডমূর্খ বলিয়া তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের কুচরিত্রের কথা উল্লেখ করিয়া শিবানন্দকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। এবং নিজে যে ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, তাহাও সাহঙ্কারে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে শিবানন্দ ভয়ঙ্কর ক্রোধান্বিত হইলেন। তাহার চক্ষু হইতে অগ্নি বাহির হইবার উপক্রম হইল। তিনি বলিলেন—রে পাপাত্মন্! তুই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্ষমতা আর কি বুঝিবি? এখন আমার ক্ষমতা মাত্র দর্শন কর। এই বলিয়া কাঁচা লবঙ্গের ডাল, কাঁচা জায়ফল, লুচি ও সন্দেশ প্রভৃতি বহু বহু খাদ্য দ্রব্য সভাস্থলে আনিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভবানী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিলেন। ভয়ে তার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাহার কম্প দেখিয়া শিবানন্দ সক্রোধে উচ্চ চীৎকারে বলিলেন—রে পাপাত্মন্! এই বুঝি তোর ব্রহ্মের কাজ। এখনও সাবধান হও। নতুবা জমিদারী সহ তোমার এই পাপ দেহ আকাশে উড়াইয়া সূর্য্যলোকে ফেলিব। এই কথা বলিতে বলিতে শিবানন্দ তৎক্ষণাৎ ভবানীর দেহে পদাঘাত করিয়া চলিয়া গেলেন; এবং জীবনদাসের সাক্ষাৎ প্রাপ্তির জন্য তিনি নবদ্বীপে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

জীবন দাস এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। নানা মিষ্ট বাক্যে ভবানীর ভীতি দূর করিয়া দিলেন। তদবধি ভবানীর চিত্ত ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথাপি তর্কের প্রবৃত্তি মন হইতে সম্পূর্ণ উঠিয়া গেল না। জীবন দাসের স্নেহপূর্ণ কোমল ব্যবহার পাইয়া সময় সময় তর্ক করিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু ভয়ে তর্ক করিতেন না। কিছু সময় একত্র বাসের পর আবার সেই ভয় চলিয়া গেল। তাই ভবানী অতি বিনয়ের সহিত জীবন দাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—বাবাজী মহাশয়! যদি ক্রোধ না করেন, তবে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিয়া মন পরিষ্কার করিয়া লই।

জীবন। প্রকৃত বৈষ্ণবের ক্রোধ অসম্ভব। অক্রোধ না হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম হয় না।

ধুইয়া স্থানিক ঔষধে কোন মতে কতক সারাইয়া স্থান পরিবর্ত্তনের পথ দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হন। তথায় রোগ বাড়িলে আবার ডাক্তার। এইরূপ আবার আরোগ্য, আবার ডাক্তার ক্রমাগত চলিতে থাকে। এই বিপদে

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

ভবানী। আপনার'ত চতুর্দ্দিকে বেশ ধর্ম্মের সম্মান শুনি। আপনি কি শূন্যে উঠিতে পারেন? আপনি কি কাষ্ঠ পাদুকা পায়ে দিয়া নদী পার হইতে পারেন? আপনি কি লোহাকে সোণা করিতে পারেন?

জীবন। ও সব সাংসারিক কাজ। আমরা উহার দিকে মন দেই না। মন যাহাতে সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা হয়, আমরা তাহাই চাই।

ভবানী। তবে কি সংসার না ছাড়িলে আপনার মতে ধর্ম্ম হয় না?

জীবন। হবেনা কেন? সকলেই কি সংসার ছাড়িতে পারে? যাহাদের সংসারে আকর্ষণ আছে, তাহারা সাংসারিক কার্য্য করিয়াও ভগবানের নাম লইতে পারেন। নাম লইতে লইতে যখন ভগবৎ প্রেমের আকর্ষণ বাড়িয়া পড়ে, তখন আর সংসার ভাল বোধ হয় না। তখন কেবল ভগবৎ-প্রেমে ডুবিয়া থাকিতেই ইচ্ছা হয়।

ভবানী। এই যে দলে দলে লোকগুলি আপনার সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে অধীর হইতেছেন, উহাদের কি সাংসারিক আকর্ষণ নাই?

জীবন। থাকবে না কেন? ইহা সাময়িক আকর্ষণ। কীর্ত্তনের এইটীই একটী মহৎ শক্তি। সাংসারিক লোক যতই সংসারের মায়া-মোহে ডুবিয়া থাকুক না কেন, কীর্ত্তনে তৎসময়ের জন্য মায়া কাটিয়া ভগবদানন্দ উপভোগ করাইয়া ছাড়ে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে মায়াবদ্ধ জীবকে ধর্ম্মের অনধিকারী বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীবকে নাম সংকীর্ত্তনের বলে অধিকারী করিয়া তুলিয়াছেন।

ভবানী। কীর্ত্তনে নাচিতে নাচিতে মাথায় রক্ত উঠিয়া লোকেরা পাগলের মত হয়। ইহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে আর চিন্তা কি?

এই কথা বলিতে বলিতে ভবানীপ্রসাদ তর্কের মহা ঝড় উপস্থিত করিলেন।

"অশোক ঘৃত" এক সেরে ৫০০৲ টাকার উপকার দান করে। /১— ৩২৲। ১২। অশোকারিষ্ট—২৲ টাকা সের। স্ত্রী-রোগে পরিপাক যন্ত্র ঘটিত রোগ প্রায়ই দেখা যায়। তৎস্থলে "অশোক ঘৃত" সহজে

তর্কের প্রারম্ভে যে বিনয় ছিল, তাহা দাম্ভিকতায় পরিণত হইল। তিনি আবার স্বরূপ ধারণ করিলেন। বাড়ীর লোকগণ প্রমাদ গণিল। সভার দর্শকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল। জীবন দাস কিন্তু ধীর স্থির চিত্তে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। একে জীবনদাস আজন্ম ভক্তি-মত্ত সুগায়ক; তাতে আবার আজ তিনি কীর্ত্তনের মহাশক্তি দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন; কাজেই কীর্ত্তন এত মধুর হইতে মধুরতর হইয়া উঠিল যে, সমস্ত দর্শক মণ্ডলী ধীর ও স্থির হইয়া উঠিল। কাহারও দেহে স্পন্দন নাই। সকলেই যেন চিত্র-পুত্তলিকা। বৃক্ষোপরি পক্ষিকুলও যেন নীরব হইল। বাতাসও যেন ক্ষণকালের জন্য জগৎ ছাড়িয়া পলাইল। অন্তঃপুর হইতে ঘন ঘন হুলুধ্বনি আসিতে লাগিল। ভবানীপ্রসাদ বারণ করিতে গিয়া নিজেও যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল ললাট ও কপোল বাহিয়া ঘর্ম্ম-বিন্দু ঝড়িতে লাগিল। প্রাণ যেন উদাস হইয়া গেল। দেহ যেন পরবশ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। ভবানী বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারিল না। তিনি মনকে বুঝাইলেন। কিন্তু মন তাহার কথায় শৃন্বাপি ন শ্রুয়তে। পরিশেষে তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কীর্ত্তনের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। কীর্ত্তনের দল তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ভবানীর মনে একবার উদয় হইতেছে যে, সে যেন ইহ সংসারে আর নাই। আবার মনে হইতেছে—সে যেন মহাপাপে পাপী। আবার মনে হইতেছে, এমন আনন্দ যেন চিরকাল থাকে। আবার মনে হইতেছে—সাংসারিক জীবের আনন্দ কোথায়? মোট কথা, এইরূপ বহু আলোচনার পর তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। আর চতুর্দ্দিকে ঘোরতর সংকীর্ত্তন আরও বাড়িয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পর পর এক একবার মূর্চ্ছা কিঞ্চিৎ ভাঙ্গিতেছে; আবার মূর্চ্ছা আসিতেছে। যেন আষাঢ়ের মেঘ। ক্ষণে বাড়িতেছে, ক্ষণে কমিতেছে, ক্ষণে ছাড়িতেছে। যখন মূর্চ্ছা কমিতেছে তখন তাহার মনে হইতেছে—এ কীর্ত্তন ও এ সুখ যেন জীবনে আর ভাঙ্গে না। যখন মূর্চ্ছা ছাড়িতেছে, তখন মনে

জীর্ণ হয় না। সেই অবস্থায় এই অরিষ্ট প্রযোজ্য। ইহার ক্রিয়া "অশোক ঘৃত" হইতে তত কম নহে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে অথবা পিত্ত-দুষ্টি ও রক্ত-দুষ্টি থাকিলে "মহাশারিবাদ্যাসব" প্রাতে খাইবেন।

হইতেছে—আমি কি মহাপাপী নারকী। আমি সাক্ষাৎ দেবতা চিনিতে না পারিয়া তর্ক করিয়াছি। যখন মূর্চ্ছা বাড়িতেছে, তখন মনে হইতেছে—আমি যেন দয়াময়ের শান্তিময় ক্রোড়ে শুইয়াছি। এইরূপ আনন্দ লাভের পর হঠাৎ মূর্চ্ছা সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঙ্গিবা মাত্র উঠিয়া সেই দলের সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে নাচিতে লাগিলেন। তার এত অভিমান ও এত লজ্জা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। নরকের কীট যেন দেবতা হইতে চলিল। বাটীর স্ত্রীলোকগণ নিকটে আসিয়া হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর পূজকগণ শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আসিয়া জোড় হস্তে দেখিতে লাগিল। ভবানীর প্রেতালয় আজ সঙ্গগুণে তীর্থস্থান হইয়া উঠিল।

এই কীর্ত্তন সমাপ্ত হইবার পর, ভবানীর সারা রাত্রি নিদ্রা হইল না। মনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা কথা যাতায়াত করিতে লাগিল। ভবানী মনে করিল—শিবানন্দ যে রূপ অলৌকিক সাধন শক্তি দেখাইলেন, এবং জীবনদাস যে রূপ কীর্ত্তনের শক্তি দেখাইলেন. তাহাতে আমার ব্রহ্মজ্ঞান (অদ্বৈত বাদ) রক্ষা করা অসম্ভব। তবে নীচ বর্ব্বর বৈরাগী বৈষ্ণবীর দলে কি আমার যাওয়া উচিত? তবে কি আমার মান সম্ভ্রম থাকে? তবে কি এত উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ ভাবের কোন মাহাত্ম্য থাকে? আমার জমিদারী হইতে কত ব্যাভিচারিণী বৈষ্ণবীদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত বৈরাগী ও বৈষ্ণবীর তিলক মোছাইয়া কৌপীন ছাড়াইয়া বেশ্যা পাড়ায় ভর্ত্তি করাইয়াছি, তাহারও ইয়ত্তা নাই। কত মহাজনের কত কাপড়ীয়ার ও কত পাঠকতা-শ্রোতার শঠতাপূর্ণ হরি-ভক্তির মালার ঝোলা ছিঁড়িয়াছি এবং তিলক মোছাইয়াছি, তাহারও ইয়ত্তা নাই। ইত্যবস্থায় সেই পাপাত্মাদের দলে কিরূপে যাই? বিশেষ আপত্তি এই—এই ধর্ম্মটী কোন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে সুখকর হইতে পারে না। কারণ ইহাতে কোন বিদ্যা ও বুদ্ধির খেলা নাই। তৃণের মত নীচ হওয়াই এই ধর্ম্মের প্রধান উপদেশ। অতএব যাহারা প্রকৃত নীচ,

---

অজীর্ণ ও পেটফাঁপা থাকিলে ভাস্কর লবণ ও শুভ্র পর্পটী সঙ্গে খাইবেন। বুক জ্বালা, অম্লোদগার ও পিত্তশূল থাকিলে ধাত্রীলৌহ সঙ্গে খাইবেন। দাস্ত বেশী থাকিলে শ্রীমদনানন্দ মোদক বা মহারাজ নৃপ-

তাহাদেরই এই দলে আধিপত্য, সুতরাং তাহাদেরই যাওয়া উচিত। যাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, মান, যশঃ, অর্থ ও সামর্থ্য আছে, তাহারা সাধ করিয়া নীচ হইবার জন্য নীচ লোকের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে নাচিতে গাইতে যাইবে কেন? আমি ক্রমাগত কয়েকটী বৈরাগ্য বৈষ্ণবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, তোমরা নিজকে নীচ বলিয়া সর্ব্বদা বল। কিন্তু কোন্ কুকার্য্য করিয়া নীচ হইয়াছ, তাহা বল না কেন? তদুত্তরে তাহারা কিছুই বলে না। এই প্রশ্ন জীবনদাসকে জিজ্ঞাসা করি না কেন? এই সমস্ত চিন্তার ফলে, পরদিন প্রত্যূষে ভবানী জীবনদাসকে বলিল—বাবাজী মহাশয়! আপনি অদ্য সঙ্কীর্ত্তনের পূর্ব্বে যে বক্তৃতা করিবেন, তাহাতে যেন আপনার সেই "তৃণাদপি" শ্লোকের ব্যাখ্যা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের কথা থাকে। বক্তৃতার পর যে প্রার্থনা করিবেন, তাহাতে যেন আমার অদ্বৈত-বাদ নাশের প্রার্থনা থাকে। তৎশ্রবণে জীবন দাস স্বীকৃত হইলেন। যথা সময়ে সভা বসিল। বহু লোক আসিল। বক্তৃতা আরম্ভ হইল।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা॥
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

শিশুকাল হইতেই জীব জ্ঞানে, মানে, ধনে ও গুণে বড় হইতে চায়। শিক্ষা করিতে করিতে যতই উপরের দিকে উঠে, ততই শিক্ষয়িতব্য বিষয়ের সংখ্যা বাড়িয়া উঠে। কাজেই মানবের জীবিত কালের মধ্যে শিক্ষার সমাপ্তি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে না। তাই অলৌকিক ক্ষমতা পাইবার জন্য কেহ কেহ নায়িকা-সাধন রূপে বা সকামরূপে ঈশ্বরের আরাধনা করেন। সেই সাধনায় সিদ্ধি ঘটিলে, অলৌকিক প্রভূত শক্তি পাওয়া যায়। সেই শক্তিগুলিকে অষ্টসিদ্ধি বলে। যথা—

"অণিমা-লঘিমা-প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা"॥

(১) নিজ শরীরকে স্বেচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম করিবার নাম অনিমা। (২) স্বীয় শরীরকে লঘু করিবার ক্ষমতাকে লঘিমা কহে। (৩) সর্ব্বত্র গমন করিবার

বল্লভ সঙ্গে চাই। "স্বদেশী" ভুলিবেন না। কলিকাতায় ।/১—৮৲।
ক্ষীরকল্যাণ ঘৃত—৬৲ টাকা সের। জীর্ণজ্বরগ্রস্ত কৃশাঙ্গ দুর্ব্বল স্ত্রীলোক-দের ঋতু-বন্ধ, ঋতুর অল্পতা, ঋতু-দোষ, শ্বেত প্রদর ও বাধক বেদনা

ক্ষমতার নাম প্রাপ্তি। (৪) শরীরকে বড় করিবার ক্ষমতার নাম প্রাকাম্য। (৫) স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় শরীর পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার নাম মহিমা। (৬) সকলের উপর কর্ত্তৃত্বের ক্ষমতার নাম ঈশিত্ব। (৭) সকলকে বশ করিবার ক্ষমতার নাম বশিত্ব। (৮) কামকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বাড়াইবার কমাইবার বা ছাড়াইবার ক্ষমতার নাম—কামাবসায়িতা।

এই অষ্ট-সিদ্ধি পাইলে জীবের সাংসারিক সম্পূর্ণ অভাব বিদূরিত হয়। সেই সিদ্ধ পুরুষ যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন। তাঁহার কোন ইচ্ছাই ব্যাহত হয় না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে অসংখ্য খাদ্য, অসংখ্য শয্যা, অসংখ্য যুবতী, অসংখ্য অর্থ ও অসংখ্য লোক সেবার্থ সমাগত হয়। যেখানে যে ভাবে ইচ্ছা, সেখানে সেভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে যাতায়াত করিতে পারে। সমস্ত জগৎ তাহার আজ্ঞাধীন হইয়া উঠে। তাহার অসংখ্য ক্ষমতা দেখিয়া, রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী চমৎকৃত হন। ইহার নামই ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব। এই সিদ্ধ পুরুষ এত সুখের অধিকারী হইয়াও প্রাণে শান্তি আনিতে পারেন না। কারণ ভোগে বা ঐশ্বর্য্যে শান্তি আসা অসম্ভব। ভোগ ব্যাপারটী শান্তির জন্য সৃষ্ট হয় নাই। উহার বহু দোষ। অল্পে দুঃখ, অতিরিক্তে দুঃখ ও বৈষম্যে দুঃখ। উচিত মত হইলেও দুঃখ। কারণ ভোগ ব্যাপারটী অজ্ঞতা মূলক একপ্রকার বন্ধন বিশেষ। কেবল এই নশ্বর দেহ রক্ষার জন্য ও অজ্ঞতার বাসনা চরিতার্থের জন্য ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন। উহা দেহবন্ধনের মত একপ্রকার বন্ধন। সঞ্চয় ও অপচয় রূপ কার্য্যকে পুনঃ পুনঃ সম্পাদন করা ইহার স্বভাব। দেহের ভিতরে খাদ্যের সঞ্চয় করা এবং সেই সঞ্চিত খাদ্য মলরূপে নির্গত করাইয়া অপচয় করা, এই দুই কার্য্যে এবং অন্যান্য ভোগের কার্য্যের সঙ্গে শান্তির কোন সংশ্রব নাই। সঞ্চয় না হইলেও দুঃখ, অপচয় না হইলেও দুঃখ। তবে সঞ্চয়ের অব্যবহিত পর মুহূর্ত্তে ও অপচয়ের অব্যবহিত পর মুহূর্ত্তে, যতটুকু সুখ হয়, সেই সুখটী অনুভব করিবার জন্য ২।৪ বৎসর

প্রভৃতিতে বহু ব্যবহৃত দেশ বিখ্যাত মহৌষধ। শাস্ত্রে এই ঘৃতটি উন্মাদ অধিকারে লিখিয়াছেন। কিন্তু উহা বায়ু-প্রধান স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মস্তিষ্ক-পোষক ও বলকারক বিখ্যাত ঔষধ। ঋতুবন্ধ থাকিলে

২।৪ মাস, ২।৪ দিন, ২।৪ ঘণ্টা সময়ও পাওয়া যায় না। কারণ প্রতিদণ্ডেই সঞ্চয়-অপচয়রূপ চক্রকে ঘুরাইবার আবশ্যকতা আছে। কাজেই ভোগে শান্তি আসিতে পারে না। দরিদ্র লোক সেই দিল্লীর লাড্ডুতে বঞ্চিত থাকিয়া মনে করে—বেশী বেশী ভোগের মধ্যে না জানি কত সুখ। বাস্তবিক সামান্য মোটা খাদ্যে উদর জ্বালাকে কতক নিবৃত্তি করা রূপ সুখই প্রকৃত সুখ। যদি ভোগে কিছু সুখ থাকে, তবে সেই সুখ, দরিদ্রের মধ্যেই আছে। ধনীর মধ্যে নাই। কারণ তাহারা বেশী খাইতে গিয়া উদরাময়ে আক্রান্ত হন। বেশী পোষাক পড়িতে গিয়া বিলাসিতার মধ্যে গিয়া পড়েন। বেশী ভৃত্য পাইয়া স্থুল, অলস ও অকর্ম্মণ্য হন। বেশী সচ্ছলতার মধ্যে গিয়া সর্ব্বপ্রকার—অস্বচ্ছলতা ভোগ করেন। তাঁহাদের আহার, কাম রিপুকে বাড়ায় তাঁহাদের পোষাক ব্যভিচার বাড়ায়। তাঁহাদেব ভৃত্য নিজ অকর্ম্মণ্যতা বাড়ায়। তাঁহাদের স্বচ্ছলতা মোকদ্দমা বাড়ায়। তাঁহাদের বিদ্যা বিবাদের কারণ হয়। তাঁহাদের ধন মত্ততার কারণ হয়। তাই দরিদ্রের সংখ্যা বেশী করিয়া ভগবান্ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা হউক, সর্ব্বদা ভোগরত বলিয়া ভোগ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার জন্য ক্রমে প্রবল ইচ্ছা জন্মে। যেমন প্রত্যহ নিমন্ত্রণ খাইতে খাইতে পরিশেষে নিমন্ত্রণের উপর একটা বিদ্বেষ জন্মে। যেমন সর্ব্বদা আম্রফল খাইতে খাইতে আমের উপর একটা বিদ্বেষ জন্মে; তেমন সমস্ত ভোগ্য জিনিষের উপর ভোগ করিতে করিতে পরিশেষে একটা বিদ্বেষ ভাব উপস্থিত হয়। তাই ভোগাতীত বিষয়ের জন্য অনুসন্ধান চলিতে থাকে। তাহার ফলে ভোগের পরিবর্জ্জন আরম্ভ হয়। পরিশেষে ভোগের ইচ্ছা এত খর্ব্ব হইয়া আসে যে, দিনান্তে যাহা না হইলে নয়, এমনটী মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়ে বড় হইবার কামনা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর ও ক্রমে ক্ষীণতম হইতে থাকে। পরিশেষে তৃণ হইতেও নীচ হইতে ইচ্ছা হয়। এই'ত গেল অষ্টসিদ্ধি-প্রাপ্ত সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা। এখন কলির জীবের অবস্থা শ্রবণ করুন।

"নষ্ট-পুষ্পান্তক রস" সঙ্গে খাইলে ভাল হয়। মাতৃগণ! তোমাদের সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য মূল্য কম করিয়া দিলাম। আশীর্ব্বাদ চাই। কলিকাতায় ⁄১—৩২৲। সোম ঘৃত—৬৲ টাকা সের। প্রায় প্রতি

জ্ঞানের যখন শেষ নাই, বুদ্ধির যখন ইয়ত্তা নাই, শাস্ত্রের যখন অবধি নাই, পরামর্শের যখন অন্ত নাই, পণ্ডিতের যখন অভাব নাই, তখন অল্পজ্ঞানী কলির জীবের পক্ষে অদ্বৈতবাদ ধরিলে, ঠিক্ জমিদার বাবুর মত দুর্দ্দশা পাইতে হইবে। যাহা হউক, যে অহং-কর্ত্তৃত্বরূপ ক্ষুদ্র শক্তির বলে বড় হইবার ইচ্ছা জন্মে, ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা থাকিলে, সেই অহং কর্ত্তৃত্বকে পদাঘাত করতঃ শান্ত করিতে হইবে। পরে তাহাকে বিশ্ব-কর্ত্তার আদেশ মানিবার জন্য বাধ্য করিতে হইবে।। তৎপর বিশ্বকর্ত্তার ক্ষমতা, দয়া ও ভালবাসাকে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে। তাহাতে অহং-কর্ত্তৃত্ব নিজের নীচতা বুঝিতে পারিবে, এবং বিশ্বকর্ত্তার বিশালতা ও মহিমায় অভিভূত হইয়া দাসত্ব লইতে চাহিবে। দাসত্ব লইলে চতুর্দ্দিকে অনন্তের অনন্তত্ব বুঝিতে পারিবে। তখন নিরাকার রূপে, সাকার রূপে, প্রতিবাসী রূপে, পরিজন রূপে ভগবান্ আমার উপকারার্থে চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছে, বলিয়া প্রাণে অনুভূতি আসিবে। কাজেই স্ত্রী, পুত্র, শত্রু, মিত্র, পশু, পক্ষী, ভাল ও মন্দ সমস্তকে ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে উঠিবে। তখন ভক্ত দেখিবেন, চতুর্দ্দিকে অনন্ত মূর্ত্তি ধরিয়া এক আমারই শিক্ষা দান ও উপকার সাধন করিতেছেন। শত্রু বলিয়া, বিপদ বলিয়া ও অমঙ্গল বলিয়া যাহা দেখিতেছি ও মনে করিতেছি, তাহা আমার ভ্রান্তি মাত্র। উহাদিগকে কেবল আমার উপকারার্থ ও তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার্থ ভগবান্ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। এইরূপ অনন্তের অনন্ত মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে দর্শন করিয়া, প্রতিমূহুর্ত্তে শিক্ষা পাইবেন; আহার পাইবেন ও আদর পাইবেন। কাজেই নিজকে তৃণাপেক্ষা নীচ মনে করিয়া ধন্য হইবেন। যেমন অসীম সমুদ্র মধ্যে জাগ্রত সামান্য চড়া-ভূমি নিজকে ছোট বলিয়া মনে না করিয়া থাকিতে পারে না; সেই প্রকার চতুর্দ্দিকে ভগবানের সত্ত্বা দেখিয়া ভক্ত নিজকে ছোট ও ভাগ্যবান্ মনে না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার এত সাধের, এত আদরের, এত উপকারের তৃণাদপি ভাবকে লইয়া তিনি সাত রাজার ধন মাণিক বোধে আহ্লাদে ডগমগ হন।

স্ত্রীলোকদেরই শ্বেতপ্রদর আছে। এই জন্য শরীর বেদনা, বায়ুর প্রকোপ, হস্ত তলের জ্বালা, পদতলের জ্বালা, দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠ-বদ্ধ বা অপাক প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। ইহাতে শ্বেতপ্রদর, সোমরোগ, জরায়ুর

এই তৃণাদপি ভাব আসিলে, তরুর মত সহিষ্ণুতা আসে। বৃক্ষ যেমন দণ্ডায়মান হইয়া শীত, গ্রীষ্ম, হিম, রৌদ্র, ঝড় ও বৃষ্টি প্রভৃতিকে নিরাপত্তিতে সহ্য করে, তেমন ভক্ত বাধা, বিপদ, নিন্দা, গ্লানি, অপমান, অভাব, রৌদ্র, বৃষ্টি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি যাবতীয় কষ্টকর ব্যাপারকে নিরাপত্তিতে সহ্য করেন। এই তৃণাদপি ভাব আসিলে নিজে অমানী হইতে কোন আপত্তি থাকে না; এবং ছোট বড় সকলকে সম্মান দিতেও কোন আপত্তি আসে না। এখন শ্লোকের অর্থ শুনুন—তরুর মত সহনশীল হইয়া, নিজে অমানী হইয়া, পরকে উচ্চ সম্মান দিয়া, এবং নিজকে তৃণের মত অধম নীচ বোধ করিয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিবে। এইরূপ হইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারিলে, দীন দয়াময় হরি না আসিয়া পারেন না। তিনি একে পতিতপাবন ও দয়াসিন্ধু, তদুপরি নিজের প্রতিশ্রুতি; এই উভয় কারণে তিনি আসিতে বাধ্য। তিনি আসিলে কোন গোলযোগ বা চিন্তা থাকে না। বাড়ীর কর্ত্তা বাড়ীতে আসিলে যেরূপ হয়, সেই রূপ। তখন পাষণ্ড নাস্তিক, প্রবঞ্চক, ব্যভিচারী, অভিমানী, ধনী, মানী জ্ঞানী ও গুণী সকলেই ভাবে মত্ত হইয়া পড়ে। তখন নীচ জাতির কাঙ্গালকে আর কাঙ্গাল বলিতে ইচ্ছা হয় না। তখন রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী সেই কাঙ্গালের পদধূলির প্রার্থী হন। তখন চর্ম্মকারের গাত্রের ও মলিন বস্ত্রের দুর্গন্ধকে পারিজাত পুষ্পের ন্যায় বোধ হয়। তখন ভাব সাগরের তরঙ্গের বলে পার্থিব তুচ্ছ বিভেদ-বুদ্ধি দূরীভূত হয়।

আমরা সেই তৃণাদপি সুনীচ বুদ্ধি আনিতে পারি না। সুতরাং আমাদের কীর্ত্তনে সেই ঐশী শক্তির সমাগম হয় না। আমরা আমোদের জন্য ও বাহাদুরীর জন্য কীর্ত্তন করি। দেব দুর্লভ হরিনাম লইয়া ঈদৃশ বাচালতা করিলে শত জন্মেও উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। তাই শাস্ত্রে লিখিয়াছেন—

"অন্য-স্থান-কৃতং পাপং হরের্নাম্নি প্রণশ্যতি।
হরের্নাম্নি কৃতং পাপং বজ্রলিপির্ভবিষ্যতি"।

বিকৃতি জনিত রোগ, বন্ধ্যা-দোষ, মৃতবৎসা-দোষ ও ঋতু ঘটিত যাবতীয় রোগ দূর করিয়া স্ত্রীলোকদের শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। জগতের মাতা বলিয়া সম্মান করতঃ এই ঘৃত প্রত্যহ খাইতে দিবেন।

অর্থ—অন্য স্থানে পাপ করিলে হরিনামের বলে তাহার বিনাশ হয়; কিন্তু সেই হরিনামের নিকট অপরাধ করিলে শত জন্মেও তার নিস্তার নাই। অতএব বজ্র রেখার ন্যায় সেই পাপ অক্ষুণ্ণ থাকে। এই জন্য বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে—

"এই নামে উদ্ধার পাইবে কত জন।
এই নামে নরকে যাইবে কত জন॥

এই জন্য শাস্ত্রে ১০ প্রকার নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া হরিনাম লইবার উপদেশ আছে। যথা—(১) মহতের নিন্দা। (২) বিষ্ণু হইতে শিবের বা অন্য দেবতার গুণ ও নামাদি ভিন্ন করিয়া মনে করা। (৩) গুরুতে তুচ্ছ বুদ্ধি আনা বা অবজ্ঞা। (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা। (৫) হরিনামের যে যে মাহাত্ম্য শাস্ত্রে লিখিত আছে, তাহা প্রকৃত নহে; কেবল অলীক প্রশংসা বাদ মাত্র; এইরূপ বুদ্ধির প্রশ্রয় দেওয়া। (৬) অভিধানের লিখিত অর্থানুসারে;—হরি, কৃষ্ণ, গোপাল ও রাধাশ্যাম প্রভৃতি নামকে মান্য করা। (৭) হরি নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি: অর্থাৎ ভক্তের ভান করিয়া পাপ-কার্য্য করা অথবা চুরি, ডাকাতি ও ব্যভিচার করিবার সুবিধার জন্য হরিকে ডাকা। (৮) অন্য শুভ ক্রিয়ার সঙ্গে নামের তুলনা করা। (৯) শ্রদ্ধা-বিহীন, বিমুখ এবং শ্রবণে রুচি রহিত ব্যক্তিকে হরি নামের উপদেশ দেওয়া। (১০) নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নামে অপ্রবৃত্তি।

এই ভক্তি সাধন ব্যাপারে যজ্ঞের মত ঘৃতাদি দ্রব্যের আবশ্যকতা নাই; অদ্বৈতবাদীর মত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার দরকার নাই; যোগের মত দৈহিক বলের আবশ্যকতা নাই; দানাদির মত ধন ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই; বৈদিক বিধানের মত অধিকারিভেদ ও কাল-ভেদ নাই; দুর্গোৎসবাদির মত যন্ত্রণা নাই; পুরোহিতের দক্ষিণা নাই; নাই বলিতে কিছুই নাই। তবে কেবল আবশ্যকতা আছে "তৃণাদপি সুনীচ ভাবের"। সেই ভাব টুকুও যদি না

এই জন্য মূল্য অত্যন্ত কম করিয়া দিলাম। কলিকাতায় /১—১৬৲।
কুমারকল্পদ্রুম ঘৃত—১২৲ টাকা সের। স্ত্রীলোকদের ঋতু-বিকৃতি জন্য গর্ভস্রাব, মৃতবৎসা-দোষ ও বন্ধ্যা-দোষ প্রভৃতি যাবতীয় স্ত্রী-রোগ দূর

আনিতে পারি, তবে কিরূপে উদ্ধার সম্ভবে? সহস্র বৎসর তপস্যা, বাতাহার, অনাহার ও গিরি গুহায় বাস করিয়া যে সম্পত্তি পাইতে হয়, সেই সম্পত্তির জন্য যদি কলির জীব তৃণাদপি সুনীচ ভাব টুকু পর্য্যন্ত না দিতে পারে, তবে মহাপ্রভুর দোষ কি? তিনি কলির জীবের জন্য যতদূর সহজ পথ আবিষ্কার করিতে হয় বাকী রাখেন নাই। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি-গোচরাঃ"।

অর্থ—স্ত্রী-জাতি, শূদ্র-জাতি ও পতিত-ব্রাহ্মণ-কুল, ইহারা বেদের বা মুখ্য ধর্ম্মের অধিকারী নহে। এই অনধিকারী লোকদিগকে মহাপ্রভু ডাকিয়া আনিয়া হরি-নাম-ধর্ম্ম ও শক্তি-সঞ্চার দিয়া মুখ্য ধর্ম্মের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। যাইবার কালে পুনঃ পুনঃ সাদরে বলিয়াছেন যে, আমার বাঁশরীতে যেমন যমুনা উজান বহিত, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত ও প্রস্তর বিগলিত হইত; আমার নামেরও সেইপ্রকার শক্তি আছে, নিশ্চয় জানিও। আমি স্বয়ং তোমাদের বাড়ীতে গেলে যেরূপ আদর ও সম্মান পাইবার যোগ্য, আমার নামকেও সেইরূপ সম্মান করিও। কদাপি নামকে অক্ষর বলিয়া তুচ্ছ করিও না। আমার যত শক্তি, আমার নামেও তৎসমস্ত বর্ত্তমান। তোমরা তৃণাদপি সুনীচ ভাবের ক্রন্দনের আসনের উপর সেই দেব-দুর্লভ নাম সঙ্কীর্ত্তন স্থাপন করতঃ অভাব জানাইও; নিশ্চয় সমস্ত পূর্ণ হইবে। আমরা সেই অভয়বানীর প্রকৃত তাৎপর্য্য ভুলিয়া গিয়াছি। তাই আমাদের কীর্ত্তনে চীৎকার আছে, প্রাণের মত্ততা নাই। তাল-লয়ের বাহাদুরী আছে, ভাবের বাহাদুরী নাই। বাদ্য আছে, রসালতা নাই। নৃত্য আছে, মধুরতা নাই। ক্রন্দন আছে, কম্প বা পুলকাদি নাই। কোলাকোলী আছে, জাতি-ভেদ-নাশের ব্যাকুলতা নাই। উচ্চ হরিধ্বনি আছে, হৃৎকম্প নাই। হুলুধ্বনি আছে, প্রাণ নাই। বাহ্য আছে, ভিতর নাই। কার্য্য আছে, কর্ত্তা নাই। যজ্ঞ আছে, পুরোহিত নাই। তাই সঙ্কীর্ত্তনের সভায় তামাক টানা,

---

করিয়া শরীর হৃষ্ট ও পুষ্ট করিবার জন্য পৃথিবীতে মন্ত্র, ভক্তি ও ঔষধাদি যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহার ক্রিয়া অব্যর্থ ধ্রুব সত্য। মনুষ্য যত কৃতী হউন না কেন, যোগ-শক্তির

গাঁজা টানা, হাস্য, কৌতুক, বাচালতা, চপলতা ও কুৎসিত আলাপ কোন কোন স্থানে দেখা যায়। তাই অনেকে বলিয়া থাকেন,—

"বৈষ্ণব হইতে মনে বড় ছিল সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ে গেল বাদ"।

ঘৃতকে চিনির সহিত যোগ না করিলে যেমন ঘৃতের আস্বাদ বর্দ্ধিত হয় না, সেইরূপ হরি নামকে ভাব শক্তির রসে ডুবাইয়া না লইলে প্রাণে আনন্দ খেলে না। তাই বলি তৃণাদপি সুনীচ ভাবটী হরি নামের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এই জন্যই প্রবাদ আছে—

এই নাম নাম না আর নাম আছে।
এই নামে নিয়ে যাবে সেই নামের কাছে।

এস—এই ভাবের গুণে দাস্য ভাব গ্রহণ করি। দাস্য ভাবের গুণে জগৎকর্ত্তার সেবাইত হই। এই সেবার বলে ভগবানের ভালবাসা লাভ করি। এই ভালবাসার বলে ক্রমে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব স্থাপন করিতে শিখি। তাহার ফলে নশ্বর বিষয়ানন্দ ভুলিয়া অবিনশ্বর ভগবদানন্দে হাবু ডুবু খেলি, এবং দুর্লভ মানব জন্ম সুখময় করি।

আমাদের রাজার তিনটী স্বরূপ আছে; নাম, মূর্ত্তি ও গুণ। এই তিনের মধ্যে নামের বহুপ্রচার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। তৎপর মূর্ত্তি ও তৎপর গুণ। যিনি নাম ও প্রতিমূর্ত্তি মাত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি কেবল বাহ্যজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন। ভিতরে যাওয়া তার ভাগ্যে ঘটে নাই। ভিতরে না গেলে প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। গুণই প্রকৃত স্বরূপ। রাজার অসীম গুণ জানিলে প্রজার প্রাণের আকর্ষণ, ভালবাসা ও ভক্তি আপনি উপস্থিত হয়। তখন আর তাহাদিগকে টানিয়া আনিতে হয় না। তখন রাজা বলিলে কতকগুলি উচ্চ গুণ বুঝি। প্রজা বলিতে ভক্তি বুঝি।

সেইরূপ ঈশ্বরের নাম ও রূপের পূজাকে বাহ্য পূজা বলে। কারণ নাম-

নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ যোগী চক্ষুষ্মান্, কৃতী চতুর অন্ধ। কাজেই ডাক্তারী ঔষধ শত ভাল হইলেও অন্ধত্ব-দোষ অপরিহার্য্য। কলিকাতায় /১—৪০\। সূতিকারোগ,—প্রসবের ১৮

জপটি জিহ্বার কার্য্য। নাম শ্রবণটি কর্ণের কার্য্য। রূপ দর্শনটি চক্ষুর কার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র ও অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা পদ্ধতি যে তন্ত্রে লিখিত আছে, তাহাতে বাহ্য পূজাকে অধমাধম ও অভ্যন্তর বা মানস পূজাকে উত্তমোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাহ্য পূজায় সিদ্ধি লাভ করিয়া মানস পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। মানসিক পূজা করিতে হইলে ভগবানের গুণকে হৃদয়ে বসাইয়া মনন দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ভগবানের অসীম শক্তির নিকট ক্ষুদ্র অহং-শক্তিকে লইয়া ক্রন্দন করিতে হইবে, বা তৃণাদপি সুনীচ ভাব জানাইতে হইবে। ইহার নাম মানস পূজা। এই মানস পূজার কতকাংশ লইয়া হরি সঙ্কীর্ত্তন করাইবার মানসে মহাপ্রভু তৃণাদপি শ্লোক আনিয়াছিলেন। এই মানস পূজার বলে অহং-কর্ত্তৃত্বকে ভগবানের আজ্ঞাধীন করিতে হইবে। তখন ভগবানের আদেশ পালন ব্যতীত ভক্ত দেহে অন্য কোন কার্য্য থাকিবে না। ক্রমে ক্রমে সেই ভাব যখন পরিপুষ্ট হইয়া পড়িবে, তখন অন্তরে বাহিরে ভগবানের সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কিছু প্রত্যক্ষ করিবে না। তখন ত্রিভুবন মধ্যে ভক্ত ও ভগবান ব্যতীত আর কিছুই থাকিবে না।

এই মানস পূজার বলে সঙ্কীর্ত্তন বা নাম জপ ছাড়িয়া নির্জ্জনে ধ্যান যোগ শিখিবে। তৎপ্রসাদে মনকে সাংসারিক চিন্তা হইতে উঠাইয়া ভগবৎ শক্তির মধ্যে স্থির করিতে হইবে। যিনি যেরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হউন না কেন, এই মনঃস্থির করাই সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই মনঃস্থির না হইলে সাধন-ভজন যত কর না কেন, সমস্তই অসিদ্ধ বা অসম্পূর্ণ। যেমন ফল না হইলে বৃক্ষের জন্ম অনর্থক। যেমন টাকা প্রাপ্তি না ঘটিলে দোকানদারীর পরিশ্রম নিরর্থক; সেইরূপ মনঃস্থির করিতে না পারিলে সাধন-ভজন অসিদ্ধ বা অসম্পূর্ণ। এই মনঃস্থিরের ফলে ভক্ত ক্রমে ভগবানের উপর এত আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে ভুলিয়া যায়। সেই ভুলের সময় সচ্চিদানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তখন দুইজন মিলিয়া এক

মাস মধ্যে প্রসূতির দেহে যে যে রোগ জন্মে, তাহার নাম—সূতিকা রোগ। ইহাতে পেট বেদনা, গাত্র বেদনা, জ্বর, উদরাময়, রক্তামাশয়, কোষ্ঠবদ্ধ, পেট ফাঁপা, অম্লপিত্ত, শিরোঘূর্ণন, মস্তক বেদনা, অগ্নিমান্দ্য,

হইবে। ইহার নামই রাধা-কৃষ্ণের যুগল মিলন, শিব-শক্তির মিলন বা প্রকৃতি-পুরুষের মিলন। তখন সাধ্য ও সাধকের বিভিন্নতা আর থাকিতে পারে না। ঈদৃশ অবস্থার নাম অদ্বৈত বাদ। তখন নিম্নোক্তরূপ নিষ্ক্রিয় অবস্থা আসে।

কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহ্নামি ত্যজামি কিং।
আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা।

উক্ত অদ্বৈতবাদের মহাজ্ঞানকে অতি উচ্চ বলিয়া ভক্তগণ প্রার্থনীয় অবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা ভগবানের সঙ্গে একাকার না হইয়া আপেক্ষিক নিম্নস্তরে অর্থাৎ উপাস্য উপাসকরূপ দ্বৈতবাদের মধ্যে থাকিতে চাহেন। তাঁহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে খেলা করাকে চূড়ান্ত বা সর্ব্বশেষ সাধনা মনে করেন। তাঁহারা বলেন—চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়া ভাল। তাহারা আরও বলেন—

বরং বৃন্দাবনারণ্যে শৃগালত্বং ভজাম্যহং।
নতু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥

অর্থ—বৃন্দাবনের অরণ্যে যদি ব্রজ গোপ-গোপীরূপে জন্মিতে না পারি, তবে তথায় শৃগাল হওয়া ভাল, তথাপি নির্ব্বাণ মুক্তিকে প্রার্থনা করি না।

উক্ত পথদ্বয়ের ভাল ও মন্দ নির্ব্বাচন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। অনন্ত আকাশে অনন্ত স্থান বর্ত্তমান আছে। যাহার যতটুকু উড়িবার শক্তি বা প্রবৃত্তি, সে ততটুকুর মধ্যে সন্তুষ্ট হউক, ক্ষতি নাই। কিন্তু নিজ স্থানের সমর্থন করিতে গিয়া অন্য স্থানের নিন্দা না হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।

অনেকে নাম জপ ও শ্রীমূর্ত্তির পূজাকে বাহ্য পূজা বলিতে চাহেন না। মনে মনে নাম জপ ও শ্রীকৃষ্ণের দৈনিক কার্য্যের জল্পনা কল্পনাকে মানসিক পূজা বলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপ-গোপীর দেহকে নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই জন্যই লিখিত আছে—

অরুচি, রক্তশূন্যতা, দৌর্ব্বল্য, শোথ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ জন্মে। সূতিকা রোগ মাত্রই দুঃসাধ্য। প্রসূতির দেহে এই রোগ থাকিলে তাহার দুগ্ধ বিকৃত হয়। সেই দুগ্ধ খাইলে শিশুর নানারোগ জন্মে।

দেহ-বুদ্ধ্যা তু দাসোঽহং জীব-বুদ্ধ্যা তদংশকঃ।
আত্ম-বুদ্ধ্যা ত্বমেবাহ মিতি মে নিশ্চলা মতিঃ।

অর্থ—ভক্তগণ নিজ দেহকে নশ্বর এবং ভগবানের দেহকে নিত্য বলিয়া মনে করেন। এই দেহ-বুদ্ধি বশতঃ দাস্য ভাবের উৎপত্তি হয়। যোগিগণ নিজকে জীব বলিয়া বোধ করেন। কাজেই ঈশ্বরের অংশ বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের মতে সাধক জীবাত্মা স্বরূপ, এবং সাধ্য পরমাত্মা স্বরূপ। অদ্বৈত-বাদী নিজকে আত্মা বলিয়া মনে করেন, এবং ত্রিভুবনে দ্বিতীয়ত্বের স্বীকার করেন না। সুতরাং "সোঽহং" জ্ঞান বা "একমেবাদ্বিতীয়ং" জ্ঞান তাঁহাদের স্বভাবিক। এই জন্যই শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে—"জ্ঞান-যোগ-ভক্তি তিন সাধনের বশে, ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্ ত্রিবিধ প্রকাশে"।

ভক্ত গণের দৃঢ় ধারণা যে, ভক্ত কদাপি ভগবান্ হইতে পারেন না। এইরূপ ধারণা অস্বাভাবিক। সাধক যদি সম্পূর্ণ সাধ্যরূপে পরিণত না হয়, তবে তাহার সাধনায় সম্পূর্ণ সিদ্ধি ঘটে নাই, বুঝিতে হইবে। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে—কুমড়ীয়া পোকা, আর্সুলা পোকাকে ধরিয়া যখন টানিয়া নেয়, তখন মহাভয়ে আর্সুলা, কুমড়ীয়া পোকার রূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার অবিকল রূপ ও অবিকল আকৃতি প্রাপ্ত হয়। সাধ্য ও সাধকের এইরূপ একাকার আনয়ন করাকে পূর্ণ সিদ্ধি বলে। নিম্নোক্ত ছয়টী ভগবানের গুণ প্রাপ্তি ঘটিলে ভক্ত ভগবান্‌রূপে পরিণত হয়।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ।

এইজন্য মহাপ্রভু ভক্ত-ভাবকে রক্ষা করিবার জন্য শত চেষ্টিত থাকিলেও সময় সময় ভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও ভাব না আসিয়া ছাড়ে নাই।

মহাভারতে লিখিত আছে—উগ্রতপা নারায়ণ নামক ঋষি শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন। আবার লিখিত আছে—

যত প্রকার স্ত্রী-মৃত্যু দেখা যায়, তাহার অধিকাংশের কারণ সূতিকা রোগ। ইহার চিকিৎসা দুইপ্রকার। প্রথমতঃ রোগের উত্তম অবস্থাকে কমাইয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ রোগ নির্দ্দোষ করার জন্য দেহে পূর্ণ বল

কৃষ্ণো ভোগী শুক স্ত্যাগী জনকো রাজকার্য্যকৃৎ।
এতেষাং তত্ত্ব মেকন্তু স্বভাবস্তু পৃথক্ পৃথক্॥

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ ভোগে রত ছিলেন, শুকদেব ঘোর সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন এবং জনক ঋষি রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই তিন জনের তত্ত্বজ্ঞান একরূপ ছিল। কিন্তু স্বভাব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল।

বৈষ্ণবগণ তর্ক ও বিচারকে ভক্তির কণ্টক বলিয়া মনে করেন। বাস্তবিক তর্কের যখন শেষ নাই, তখন বেশী তর্কের মধ্যে যাওয়া উচিত নহে। তবে যে তর্ক, যে বিচার, যে মীমাংসা না করিলে সন্দেহ দূর করা যায় না, এমন কার্য্য করা অত্যাবশ্যক। নতুবা মনের আকর্ষণ জন্মিতে পারে না। তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে—

আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরোধিনা।
য স্তর্কেনানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ।

অর্থ—যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের অবিরোধী তর্কদ্বারা ঋষির আদিষ্ট ধর্ম্মোপদেশকে অনুসন্ধান করে, সে ধর্ম্ম বুঝিতে পারে। অন্তে পারে না। বাস্তবিক মনুষ্য মাত্রের সকলেরই একটা স্বাভাবিক জ্ঞান আছে। সেই জ্ঞানকে নিঃসন্দেহ করিতে হইলে যত্ন আবশ্যক। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

উল্কাহস্তো যথা দেহী দ্রব্য মালোক্য তাং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয় মালোকা পশ্চাজ্ জ্ঞানং পরিত্যজেৎ।

অর্থ—অন্ধকারের মধ্যে কোন জিনিষকে পাইতে হইলে যেমন প্রদীপ আনয়ন আবশ্যক; এবং সেই জিনিষকে পাইলে যেমন প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দেয়, সেইরূপ তর্কাদি দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া জন্মের মত তর্কাদিকে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

শাস্ত্রের জটিলতা ভেদ করিয়া নিজের উপযোগী উপদেশ সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে। আমরা স্ত্রী-পুত্রাদির মমতায় যেমন আবদ্ধ, শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে না পারিয়া তেমন আবদ্ধ আছি। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

আনিয়া দেওয়া। অনেকে দ্বিতীয় চিকিৎসার দিকে লক্ষ্য করেন না। তাহাতে নিম্নোক্ত দোষ ঘটে। (১) যেমন দুর্ব্বল লতার ফল সবল হয় না, তেমন ইহার সন্তানের জীবনী শক্তি সবল হইতে পারে না। (২) দুর্ব্বল

"ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়ে দজ্ঞানাং কর্ম্ম-সঙ্গিনাং।"

অর্থ—প্রথম প্রবর্ত্তকের নিকট উচ্চাধিকারের তত্ত্ব বলিবে না। কারণ তাহাতে উভয়ের অনিষ্ট ও শাস্ত্রের অসম্মান ঘটে। তাই বাহ্যপূজার অধিকারীর কর্ণে মানস পূজার প্রশংসা শুনাইলে, বাহ্য পূজার উপর আকর্ষণ কমিয়া অনর্থ উৎপাদন করে। যেমন মাতা শিশুকে ভূত-প্রেতের মিথ্যা ভয় দেখাইয়া দুগ্ধ পান করায়, সেইরূপ শাস্ত্রকারকে নিম্নাধিকারীর হিতার্থ বহু মিথ্যা কথা বলিতে হইয়াছে। আমরা কেহ কেহ আপেক্ষিক উচ্চাধিকারী হইয়াও সেই মিথ্যা কথাকে ত্রিকাল-সত্য মনে করতঃ ভুলে পড়িতেছি। তাই আজীবন বংশপরম্পরা ক্রমে বাহ্য পূজারূপ একপাঠ্য লইয়া কাটাইতেছি পাঠ্য পরিবর্ত্তন বা ক্লাস পরিবর্ত্তন ১৪ পুরুষের মধ্যেও ঘটে না। এই জন্য বাহ্য পূজার বিধান অনেক ধর্ম্মে নাই। তাঁহারা বলেন—ধর্ম্মতত্ত্বটী বাহিরের বিষয় নহে। উহা প্রাণের বিষয়।

এইরূপে বক্তৃতার শেষ হইল। কাজেই প্রার্থনার সময় উপস্থিত হইল। তাই জীবনদাস প্রার্থনা-পত্র লিখিলেন। পরে দণ্ডায়মান হইয়া সেই প্রার্থনা-পড়িতে লাগিলেন,—"হে পতিত-পাবন কাঙ্গালের ঠাকুর! আমরা তোমার অবোধ সন্তান। ভাল ও মন্দ আমরা কিছুই বুঝি না। একমাত্র তোমার পবিত্র নাম কীর্ত্তনের জন্য সমবেত হইয়াছি। যদি আমাদের প্রার্থনাকে রক্ষা করা উচিত মনে কর, তবে জমিদার শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবৈধ অদ্বৈত জ্ঞানকে দূর করিয়া স্বেচ্ছাচার হইতে রক্ষা কর। আমরা সকলে কাতর প্রাণে উর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি। দোহাই তোমার! দোহাই তোমার!! দোহাই তোমার!!! এই প্রার্থনা-পত্র পড়িবার পর জীবনদাস, সভাস্থিত ২।৩ হাজার লোককে একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান হইতে বলিলেন। তৎসঙ্গে সমস্বরে প্রার্থনা-পত্র পড়িতে অনুরোধ করিলেন। তৎশ্রবণে সকলে একবাক্যে উর্দ্ধহস্তে দণ্ডায়মান হইয়া,

---

দেহে পাচকাগ্নির বল রীতিমত জন্মিতে পারে না। তাই অনেকের দেহে পুরাতন গ্রহণী রোগ দেখা যায়। ইত্যবস্থায় গর্ভ সঞ্চার হইলে উদরাময়ের প্রবলাক্রমণ অনিবার্য্য। তাতে অপুষ্ট সন্তান ও অসময়ে

প্রার্থনা-পত্র পড়িতে উদ্‌যোগী হইলেন। অন্তঃপুর হইতে ঘনঘন হুলুধ্বনি আসিতে লাগিল! ঠাকুর-পূজকগণ শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজাইতে লাগিল। তৎসঙ্গে সঙ্গে জীবনদাস এক এক শব্দ চীৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে সেই শব্দ-ব্রহ্ম, এত লোকের মুখ হইতে সমস্বরে বাহির হইয়া জলদ-গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সেই শব্দ সকলের হৃৎপিণ্ডে আঘাত করিতে লাগিল। একে একে সমস্ত শব্দ এই রূপে পাঠ করা হইল। সেই পাঠকের মধ্যে স্বয়ং জমিদার ভবানীও একজন ছিলেন। তিনি পাঠ সমাপ্তির পর বিনীত হইয়া একে একে সমস্ত গুরুজনের পদধূলি লইতে লাগিলেন। পরিশেষে এই বিনয় এত মত্ততার মধ্যে আসিয়া পড়িল যে, সভাস্থিত ছোট ও বড় সকলের পদধূলি প্রাপ্তির জন্য দৌড়াদৌড়ি ঘটাইতে লাগিল। তাঁহার এত অভিমান যেন আবার দেহ ছাড়িয়া পলাইল। ইত্যবস্থায় কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তনে ভবানীর পূর্ব্ববৎ দশায় অজ্ঞানতা ঘটিল।

ভবানীর এই নেশা ছাড়িতে ২।৩ দিন কাটিয়া গেল। নেশা ছাড়িবার পর জমিদার মনের সঙ্গে অনেক তর্কাতর্কি করিলেন। তথাপি কোন স্থায়ী ফল ঘটিল না। কপালে একান্ত দুর্ভোগ থাকিলে যেমন ঔষধের সুক্রিয়া হইয়াও স্থায়িত্ব ঘটে না, ভবানীর কপালেও সেই দশা ঘটিল। তিনি বৈরাগী বৈষ্ণবীদের কুকীর্ত্তি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ সাঙ্গোপাঙ্গদের মুখে শুনিলেন,— যে বৈরাগী-বৈষ্ণবীদিগকে বেশ্যা পাড়ায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারা জমিদারের মূর্চ্ছার কথা লইয়া হাস্যাহাসি আরম্ভ করিয়াছে। ২।৪ জন এই কথা লইয়া গানও রচনা করিয়াছে। কেহ কেহ একটী সং বাহির করিয়াছে। কেহ "আমার নাম জমিদার ভবানী" এই কথা বলিয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। তাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম লইতে ঘোর আপত্তি উপস্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন—অদ্বৈতবাদ ধর্ম্ম সর্ব্ব সমক্ষে ছাড়িয়াছি, বেশ করিয়াছি। আর কোন ধর্ম্মে যাইব না। এমন কি, কোন ধর্ম্মে যাওয়া ত দূরের কথা, কোন

প্রসব ঘটে। দৈবাৎ যথা সময়ে প্রসব হইলেও সূতিকার প্রবল আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা প্রায়ই হয় না। দৈবাৎ রক্ষিত হইলে প্রতি প্রসবের কালে দুর্ভোগ বা জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে। (ক) প্রাতে

ধর্ম্মের কথা মুখেও আনিব না। বাড়ীতে আর কোন ধার্ম্মিককে উঠিতেও দিব না। ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া জ্বলিতে কম জ্বলিলাম না। এখন হইতে বেশ নিশ্চিন্তে সাংসারিক কার্য্যে মন দিব। বাস্তবিক ধর্ম্মকে প্রথম প্রতিষ্ঠা করিবার কালে অনেক কষ্ট সহিতে হয়; এবং বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাহারা দিতে হয়। যেমন অমৃত ফলের গাছ বুনিয়া রক্ষা করিতে ২।৪ বৎসর কষ্ট সহিতে হয়। সেই গাছে যখন ফল হইতে থাকে, তখন সেই কষ্ট সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। জমিদার ভবানী ধর্ম্মের এক এক গাছ বুনিয়া কতকদিন পালিয়াই কাটিয়া ফেলিয়া আবার নূতন গাছ বুনিতেন। কাজেই দুঃখ ভোগ ব্যতীত সুখ-প্রাপ্তি তার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাই বলিলেন— ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া জ্বলিতে কম জ্বলিলাম না। যাহা হউক, তিনি বলিলেন— আর ধর্ম্ম লইব না। আর চিন্তা সহিতে পারি না। এখন হইতে নিশ্চিন্তে ঘুমাইব, নিশ্চিন্তে খাইব, নিশ্চিন্তে বেড়াইব। কিসের চিন্তা? কিসের জল্পনা? কিসের কল্পনা? কিসের উপদেশ? কিসের গুরু? কিসের তর্ক? কিসের মীমাংসা? চিন্তা নাই, চিন্তা নাই, চিন্তা নাই।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল ৬৲ টাকা সের। আর কেশের জন্য বাজে সুগন্ধী তৈল মাখিবেন না। কেশ বৃদ্ধির পক্ষে জগতে যতপ্রকার তৈল চলিতেছে, তন্মধ্যে এই শাস্ত্রোক্ত তৈলটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহা মাথায় রীতিমত মালিশ করিলে চুলপাকা, টাকপড়া ও মাথায় রুখী উঠা প্রভৃতি যাবতীয় কেশরোগ বিনষ্ট করিয়া মস্তিস্ক স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু প্রমেহ, অজীর্ণ, রক্তদুষ্টি ও ধাতুদৌর্ব্বল্য প্রভৃতি দেহক্ষয়কারী রোগ থাকিলে তাহার আরোগ্যের জন্য যত্ন চাই। কলিকাতায় /১—৪০৲। ১৬৲।
ইহার শাস্ত্রীয় গুণ প্রত্যক্ষ। "কেশপাতে শিরোদুষ্টে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে। শিরঃকর্ণাক্ষিরোগেষু নস্যেঽভ্যঙ্গে চ যোজয়েৎ। কুঞ্চিতাগ্রানতিস্নিগ্ধান্ কচান্ কুর্য্যাৎ বহূংস্তথা। খালিত্যমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ তৈলমেতৎ ব্যপোহতি। অর্থ—"মহাভৃঙ্গরাজ তৈল কেশপাত নিবারণ করে। মন্যাস্তম্ভ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ ও চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে ইহার নস্য ও অভ্যঙ্গ (মর্দ্দন) দ্বারা বিশেষ উপকার হয়। ইহার মর্দ্দনে কুঞ্চিত অগ্রবিশিষ্ট, অতিস্নিগ্ধ (কোমল) বহুপরিমাণে কচ অর্থাৎ কেশের উদ্গম হয়, এবং ইহা ইন্দ্রলুপ্ত (টাক), খালিত্য (টাক) দূরীভূত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

(ধীবর বাড়ীতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব। চারুলতার সঙ্গীত ও শক্তিসঞ্চার। লক্ষ্মীর আসন স্থাপন। কমলদাস মহান্তের কুকীর্ত্তি। চারুলতার ওষ্ঠচ্ছেদন ২৬।২।১২৭২। তজ্জন্য মোকদ্দমা। কিশোরীভজনারম্ভ)।

নৌকা ডুবির পর জলস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চারুলতা একটী জেলে ডিঙ্গি দেখিবামাত্র চীৎকার দিল। সেই শব্দে শ্রীগুরুচরণ ধীবর চমকিয়া উঠিল। সে মৎস্য ধরিবার জন্য জাল ফেলিবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ নদীগর্ভ হইতে দৈববানীর মত শব্দ কর্ণগত হওয়ায় ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঁপিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল স্রোতের আকর্ষণে চারুলতা নৌকার নিকট আসিল এবং নৌকায় উঠিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিল। তদ্দর্শনে গুরুচরণ চারুলতার সেই হাত ধরিয়া টানিয়া নৌকায় উঠাইল। উঠাইয়া দেখে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মূল্যবান্ সোণার উজ্জ্বল অলঙ্কার; এবং তাহার সৌন্দর্য্য, জ্যোতি, ও দৈহিক গন্ধ লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর মত। তাই সে আবার চমকিত হইল। জেলে ডিঙ্গিতে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পারাপারের কথা সে বহুবার শুনিয়াছিল। তাই তিলার্দ্ধ তথায় অপেক্ষা না করিয়া নিজ বাড়ীর দিকে নৌকা ছুটাইয়া দিল। নৌকা নিজ ঘাটে পৌছিবা মাত্র তন্মুহূর্ত্তে লক্ষ্মী-প্রাপ্তির সংবাদ গেল। তৎক্ষণাৎ ধীবর পত্নী দৌড়িয়া আসিয়া লক্ষ্মী দর্শন করতঃ চমৎকৃত হইল। তৎক্ষণাৎ নিজ অদৃষ্টের প্রশংসা মনে মনে জল্পিত হইল। তৎক্ষণাৎ সাদরে লক্ষ্মীকে নিজ গৃহে নেওয়া হইল। নৌকায় থাকিবার কালে চারুর ৩।৪ বার

"হেমাঙ্গসুন্দর" এক বটীকে ৮ ফোঁটা মধু সহ মিলাইয়া সেবন করিবে। (খ) তার এক ঘণ্টা পর "সূতিকা দশমূল" পাচন এক পুরিয়াকে ।৷০ জলে জাল দিয়া ৵০ থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেই আরক খাইবে।

বমি হইয়া উদরস্থ সমস্ত জল নির্গত হওয়ায়, চারু অনেকটা সুস্থ হইয়াছিলেন। ধীবরপত্নীগণ চারুর অপূর্ব্ব রূপ, লাবণ্য, সুগন্ধ ও এত অলঙ্কার দর্শনে সেই লক্ষ্মীরূপ সিদ্ধান্তকে নির্ভুল বলিয়া মনে করিল। কারণ এত লাবণ্য, এত সুগন্ধ ও এত অলঙ্কার স্বয়ং লক্ষ্মী ব্যতীত অন্যের দেহে থাকা অসম্ভব। তাহারা ৩।৪ বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছে যে, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী জেলে ডিঙ্গিতে পার হন। গত বৎসর পার হইবার কালে বলিয়া গিয়াছেন, কেরাসিন তৈলের দুর্গন্ধে এদেশ ছাড়িলাম। ইহার পূর্ব্ব বৎসর শুনিয়াছে যে, যে জেলে ডিঙ্গিতে লক্ষ্মী পার হইয়াছিলেন, তাহার বহু ধন-দৌলত হইয়াছিল। ইত্যাদি বহু প্রবাদ শুনিবার ফলে চারুকে স্বয়ং লক্ষ্মী বোধে ধীবর-পত্নীগণ হুলুধ্বনি দিয়া ধূপ ও প্রদীপ আনিয়া দিল; এবং পরে ভিজা কাপড় ছাড়াইয়া নূতন কাপড় পড়াইয়া একটী মাঁচার উপর আসন পাতিয়া তদুপরি চারুলতাকে উপবেশন করাইল। উপবেশন করাইবার পর বাড়ীর সকলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিল; এবং এক এক মুষ্টি ধূপ অগ্নিতে দিতে লাগিল। সেই ধূপের প্রভাবে গৃহটী ধূমময় হইয়া গেল। তাহার ফলে চারুর শীত অনেকটা নিবারিত হইয়া, স্বাভাবিক কথা বাহির হইল। বাবা মা! তোমাদের এত দয়া ও যত্ন না পাইলে আমাকে এই মর্ত্ত্য ধাম ছাড়িতে হইত।

এই শব্দ শুনিবা মাত্র অনেকে অনেক প্রকার অর্থ করিয়া বসিল। কেহ বলিল—মর্ত্ত্য ধাম ছাড়িবার সময় হইয়াছে। কেহ বলিল—বিনা যত্নে ও বিনা ভক্তিতে দেবতা মর্ত্ত্যে থাকে না। কেহ বলিল—যাইবার কালে কেহ টেরও পাইবে না। কেহ বলিল—গুরুচরণের কপাল না ফিরাইয়া যাইবে না। কেহ বলিল—এত গোল করিও না, ধূপ দাও; যাহা আসল কাজ। এইরূপ নানা মন্তব্য লইয়া কানাকানি করতঃ ধীবরগণ হরিধ্বনি দিতে লাগিল। এবং শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া আরও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বাড়ীর প্রধান কর্ত্তা সেই গুরুচরণ ধীবর ব্যাখ্যা করিল—ধূপ না দিলে স্বর্গের লক্ষ্মী হঠাৎ স্বর্গে

(গ) বৈকালে "সৌভাগ্য শুণ্ঠী মোদক" এক তোলা খাইবে। (ঘ) সন্ধ্যার সময় "মকরধ্বজ" এক পুরিয়াকে মধু সহ উত্তমরূপে মাড়িয়া বড় এলাচীর চূর্ণ /০ আনা সহ সেবন করিবে। (ঙ) রাত্রিতে শুইবার

অন্তর্ধান হইতেন। যাইবার সময় কেহ টেরও পাইত না। ভক্তির বলেই স্বর্গের দেবতা মর্ত্ত্যধামে থাকিতে বাধ্য হয়! এই ব্যাখ্যার ফলে বাড়ীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে লাগিল। গুরুচরণের জেঠা অশীতি বর্ষ বয়স্ক এক বৃদ্ধা বহুদিন যাবৎ—হাঁপানি রোগে ভুগিতেছে। অদ্য ৩ তিন দিন যাবৎ এত বেশী আক্রমণ হইয়াছে যে, প্রতিমূহুর্ত্তে সকলে তার মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে। উক্ত বৃদ্ধ লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পায় হত্যা দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় সকলে ধরাধরি করিয়া চারুলতার পায়ের নিকট উহাকে আনিয়া ফেলিল। এই টানাটানির ফলে বৃদ্ধের শ্বাস যন্ত্রণা আরও বাড়িয়া গেল। এই যন্ত্রণা দেখিয়া চারুলতার চক্ষে জল আসিবার উপক্রম হইল। তাই তিনি বৃদ্ধের বক্ষঃস্থলে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক ভগবানের নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই প্রর্থনার ফলে বৃদ্ধের শ্বাস কষ্ট বিদূরিত হইল। সুতরাং লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া, সকলে নিজ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিয়া পরস্পর নিজ নিজ বুদ্ধির প্রকাশ্য বাহাদুরী জানাইতে লাগিল। ইত্যবসরে চারুবালা নিজ গলার একটী সুবর্ণের হার গুরুচরণের স্ত্রীর গলায় পড়াইয়া দিলেন। সুবর্ণের হার পাইয়া সেই গলা গলিতে গলিতে মাটীতে পড়িয়া গেল। সম্মুখে গুরুচরণ হাজির ছিল। তাহার সম্মুখে একে একে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিতে লাগিল। গুরুচরণ হতজ্ঞানের মত নির্ব্বাক চিত্ত পুত্তলিকা হইয়া গেল। তাহার শাশুড়ী সেই অলঙ্কার গুলি গণিতে যাইয়া বারে বারে ভুল করিতে লাগিল। তাই না গণিয়া একখানা কাপড়ে বাঁধিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু বাঁধ আসিয়াও যেন আসিতে চায় না; অথবা এক কাপড়ে এত অলঙ্কার আটে না বলিয়া একটী বড় টুকরী আনিতে গেল। টুকরী আনিতে গিয়া ঘন ঘন বুকভরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল; এবং ক্রমাগত কয়েক বার আছাড় পড়িতে লাগিল। বহু কষ্টে সেই টুকরী আনা কার্য্য সম্পন্ন হইল। পরে উহাতে অলঙ্কার গুলি

পূর্ব্বে "সূতিকারি বটী" গরম জল সহ সেব্য। শিরোঘূর্ণন বেশী থাকিলে ধনেশাদি তৈল বা সূতিকারি তৈল মস্তকে মালিশ করিবে। প্রবল উদরাময় থাকিলে সন্ধ্যার পর "শ্রীমদনানন্দ মোদক" অর্দ্ধ তোলা

উঠাইতে আরম্ভ করিয়া পুনঃ পুনঃ চারুর মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে কাণাকাণি, ফুস্‌ফুসি, দৌড়াদৌড়ি, বলাবলি, ডাকাডাকি ও দেখাদেখি চলিতে লাগিল। পরে তারাতারি, বাড়াবাড়ি, তর্কাতর্কি, হুড়াহুড়ি, জড়াজড়ি গড়াগড়ি, টানাটানি ও দার্ঘশ্বাস ফেলাফেলি বাড়িতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি আড়াই প্রহর হইবার উপক্রম হইল। তথাপি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী অন্তর্দ্ধান হইলেন না দেখিয়া গুরুচরণ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশার্থ পরামর্শের জন্য শ্রীগুরুর নিকট দৌড়িয়া ছুটিলেন। গুরুদেবের নাম-শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাবতার কৃষ্ণকমল দাস মহান্ত। শ্রীল শ্রীযুক্ত লিখিবার তাৎপর্য্য এই—এই দলের কেহই তাহাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাবতার না বলিয়া কেবল কমলদাস বলে না। কাজেই গ্রন্থকারও বলিল না। যাহা হউক, উক্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত হুকুম দিলেন—রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকে এই স্থানে পৌছাইয়া দিবা। তাহার জন্য তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না। যাহা যাহা করিতে হয়, এই খানেই তার বন্দোবস্ত করিব। এই আদেশ পাইবা মাত্র গুরুচরণ এক দৌড় দিলেন।

গুরুচরণ ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বাড়ীটি লোকে লোকারণ্য। অথচ কোন সাড়া শব্দ নাই। চারু প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে অদ্যও ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রাতঃস্নান করিয়া সন্ধ্যা ও পূজা সমাপনান্তে গান গাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। চারু একে ভক্তিমতী কন্যা। তদুপরি এই আকস্মিক বিপদ। কাজেই তার প্রাণ আজ আরও মাতিয়াছে। দেহের সমস্ত গ্রন্থি যেন খুলিয়া গিয়াছে। শরীরের অস্থি মজ্জা যেন নবনীত হইতে চলিয়াছে। রক্ত যেন অশ্রু রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাণ যেন ইহ জন্মের মত বিদায় লইতেছে। ধীর স্থির দেহ যন্ত্র হইতে অশ্রু ও ঘর্ম্মসহ গানরূপ অমৃত উথলিয়া পড়িতেছে। ওই দেহে যেন ভাব আটে না। কলসে কলসে উথলিয়াও যেন ফুরায় না। এ যেন এক অফুরন্ত ভাব। এই অমৃত যেন ধরা-ধামকে গালাইবার উপক্রম করিতেছে। তাই শ্রোতৃবর্গের যেন প্রাণ আহ্লাদে মাতিতে মাতিতে স্বাভাবিক জ্ঞান হারাইয়া

খাইতে দিবে। রোগ নির্দ্দোষার্থ বা দেহে পূর্ণ বল সম্পাদনার্থ দীর্ঘ কাল শ্রীমদনানন্দ মোদক খাইলেই যথেষ্ট। তবে আহারের নিয়ম চাই। শীত-প্রধান দেশের প্রধান রোগ—কফরোগ ,বা মূত্রদোষ। গ্রীষ্ম-প্রধান

ফেলিয়াছে। আফিঙ্গের নেশা আরম্ভ হইলে যেমন, অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধ জাগ্রত ভাব দাঁড়ায়, সকলেরই যেন সেই অবস্থা। কে কোন স্থানে পড়িয়া আছে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। এক শিশু অন্য মাতার বুকের দুগ্ধ খাইতেছে। এক লোক অন্য লোকের বুকে পড়িয়া গানামৃত পান করিতেছে। সেই অপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চারের নেশায় গুরুচরণও বদ্ধ হইল। কাজেই অলঙ্ঘনীয় গুরুবাক্য আজ লঙ্ঘন হইতে চলিল। কেহ পুত্রের জ্বর-প্লীহা সারাইবার জন্য আসিয়াছিল। কেহ লক্ষ্মীর জ্যোতিঃ দেখিতে আসিয়াছিল। কেহ লোক সমাগমের কারণ জানিতে আসিয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান ইচ্ছামত যে যখন আসিতেছে, সকলেই সেই শক্তি-সঞ্চারের কাছে আটকিয়া পড়িতেছে। কাহারও মুখে কথা নাই। কাহারও অঙ্গে চাঞ্চল্য নাই, প্রায় অর্দ্ধাধিক লোক ধূলায় ধূসরিত। যেন সকলেই আফিং—খোর।

এইরূপ গান মাত্র দেড় ঘণ্টা ব্যাপী হইলেও সকলের ভাব ছুটিতে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা লাগিয়াছিল। ভাব ছুটিবার পর গুরুচরণ আসিয়া চারুবালাকে বলিল—মা ঠাকুরান্! আপনার সেবার বন্দোবস্ত আমার শ্রীস শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাবতার গুরুদেব করিয়াছেন। সুতরাং এখনই তথায় আপনাকে লইয়া যাইতে হইবে। আমাদের বিলম্ব দেখিয়া তিনি আবার ডুলিসহ লোকজন পাঠাইয়াছেন। ঐ দেখুন—দ্বারে দণ্ডায়মান। এই কথা শুনিবা মাত্র চারুলতা রওনা হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কারণ তিনি শ্লোক চতুষ্টয় শিক্ষা কালে নিজ কর্ত্তৃত্বকে বিসর্জ্জন দিয়া ভগবৎ-কর্ত্তৃত্বের মধ্যে থাকিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং এই জগতের কোন ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিবার সম্ভাবনা ছিল না। নিজ অদৃষ্টায়ত্ত দুঃখ বা বিপদকে আপন বোধে আদর করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং গুরুচরণের কথামত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যে হঠাৎ লক্ষ্মীর অন্তর্ধান ব্যাপারটী সকলের পক্ষেই মর্ম্মান্তিক কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকন্তু গুরুচরণ ধীবরের জেঠা ও স্ত্রীর পক্ষে

দেশের প্রধান রোগ—পিত্তদোষ বা রক্তদোষ। ভারতের উপায় কি ? পঞ্চতিক্ত ঘৃত—৪৲ টাকা সের। (ইহা পিত্ত-বিকৃতি ও রক্ত-বিকৃতির মহৌষধ) ইহাতে রক্ত পরিষ্কার করিয়া পাঁচড়া, দাউদ, চুলকানি,

অসম্ভব দুঃখ হইতে লাগিল। অথচ এদিকে গুরুবাক্য। তাই তাহারা মাটীতে পড়িয়া লোটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ব্যথিত হইয়া চারুলতা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অব্যবহিত পরেই তাহাদের দুঃখ দূর করিবার উপায় স্থির হইল। সেই উপায়টি যেন আকাশ-বানীরূপে চারুর কর্ণে প্রবেশ করিয়া প্রাণে উপস্থিত হইল। তিনি যে মঞ্চের যে স্থানে উপবিষ্টা ছিলেন, তথায় নিজের সেই ভিজা পট্টবস্ত্র খানা আসনরূপে স্থাপন করিলেন। তদুপরি পুষ্প ও তুলসী-চন্দনাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত ও সজ্জিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ আসনের চতুর্দ্দিকে ধূপ দীপাদি জ্বালাইয়া দিলেন। পরে সকলকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—তোমরা এই আসনকে লক্ষ্মীর আসন মনে করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিও। তোমাদের সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইবে। আমার যত শক্তি, তৎসমস্ত এই আসনে রহিল। প্রাতে, দুপ্রহরে ও সন্ধ্যায় এই তিন বেলা ধূপ, দীপ ও যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ নৈবেদ্য দিও, এবং স্নানান্তে পবিত্র ভাবে এক ঘটী জল আনিয়া আসনের নিকট রাখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিও। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় হরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। পূজার জল আনিবার কালে বা নমস্কার করিবার কালে নিম্নোক্ত গানটী গাইও, অথবা স্মরণ করিও।

গান। বাউলের সুর—তাল লোফা।

কে যাবি কে যাবি (লো) তোরা আয় গো ত্বরা আয়,
সাধের নৌকা বয়ে যায় ॥
দিয়ে হুলু ধ্বনি, আয়লো ধ্বনী,
ঐ দেখ সময় বয়ে যায় ॥
বিশ্বাসের তরি খানা কড়ি নাহি চায় ;
যারে তারে পার ক'রে দেয় (যদি) সময় না ফুরায় ।১।
রোগী শোকী দুঃখী তাপীর কোন বিচার নাই ;
এক মনে যে জন আসে তারে যতনে উঠায় ।২।

বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও উপদংশাদি যাবতীয় চর্ম্মরোগ, ক্রিমি ও অর্শঃ নষ্ট করিয়া বল ও অগ্নি জন্মায়। যেমন মধ্যে মধ্যে বস্ত্রাদি পরিষ্কার দরকার, তেমন বিনা প্রয়োজনে বা অল্প প্রয়োজনে রক্ত-পরিষ্কারক ঔষধ খাওয়া

ধনী মানী গুণী জ্ঞানী নিতে নাহি চায় :
সে যে বেছে বেছে কাঙ্গাল চাহে যেচে মেয় নৌকায়।৩।
এ বিশ্বাসে জাতি ভেদ নাই ধর্ম্ম ভেদ নাই ;
যে জন যথায় যাইতে চাহে (তারে) নিয়ে যায় তথায়।৪।
লক্ষ্মীর আসনের সুফল যদি প্রাণে চায়,
(তবে) সকল বাধা পায় ঠেলিয়ে (ওগো) উঠ ঐ নৌকায়।৫।
লক্ষ্মী মায়ের আশীর্ব্বাদে সোণার সংসার হয় :
আর কি সোণা গাছে ধরে সকল দিকে জয়।৬।
(ইহকালে পরকালে)
হরি সঙ্কীর্ত্তন শুনে লক্ষ্মীর প্রাণ জুড়ায় ;
সর্ব্ব পণ্যের সার হরি নাম (ঐ দেথ) বিশ্বাসের নৌকায়।৭।

এই লক্ষ্মীর আসনের বরে তোমাদের সোণার সংসার হইবে ; এবং তোমাদের সকল বাসনা পূর্ণ হইবে কিন্তু বিশ্বাস দিতে না পারিলে কোন ফলই হইবে না। নিম্নোক্ত নিয়মগুলি প্রতিপালনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিও।

(১) বিশুদ্ধ পবিত্র বায়ু লক্ষ্মীর প্রধান নৈবেদ্য। বাড়ীতে বা বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কোন আবর্জ্জনা থাকিয়া, সে বায়ুকে দূষিত বা দুর্গন্ধযুক্ত না করে ; তজ্জন্য পরিষ্কার রাখা ও প্রত্যহ সদ্য গোময় লইয়া ছড়া দেওয়া দরকার।

(২) দুর্ব্বলতা সকল পাপের আকর। তাই তিনি উহা দেখিতে পারেন না। সুতরাং অসময়ে আহার, উপবাস, শুক্রক্ষয় ও দুশ্চিন্তা প্রভৃতি দৌর্ব্বল্যজনক বিষয় ছাড়িয়া শক্তি সংগ্রহ করিবা। কারণ দুর্ব্বলের পূজাকে উনি তত সহজে গ্রহণ করিতে চাহেন না।

(৩) যদি পার, তবে সন্ধ্যাকালীন হরি সঙ্কীর্ত্তনের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর আসনের নিকট নিম্নোক্ত শক্তি-প্রার্থনার গানটী গাইও।

দরকার। কণ্ডু ও দদ্রু প্রভৃতি কোনরূপ চর্ম্মরোগ হইলেই বুঝিতে হইবে —সৃষ্টিকর্ত্তা রক্ত-পরিষ্কারের জন্য বলিতেছেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, রোগ আসিবার পূর্ব্বে ভাবী রোগের আগমন জানিয়া যিনি প্রতিবিধান

গান। বাউলের অপর সুর—তাল লোভা।

তোমার পূজার তরে মাগো (কেবল) দেহে শক্তি চাই।
শক্তি-হারা হ'লে নাকি তোমার পূজা হয় না মাই।
দুর্ব্বলের ধ্যান-ধারণা, কেবল কথার আলোচনা,
কাজে কিছুই নাই;
তথাপি যে আস মাগো তোমার দয়ার সীমা নাই ।১।
দেহের বল থাকিলে পরে, মনের বল আসিয়া পড়ে,
দুজন একই ভাই;
গোলায় ধান থাকিলে পরে, দাইলের তরে ভাব্না নাই ।২।
কোথায় ভীষ্ম-প্রসবিনী, কোথায় বা লক্ষ্মণ-জননী,
(সীতা) সাবিত্রী কোথায়;
শিখা'য়ে দেও মায়ের পূজা, মোরা তাপিত প্রাণ জুড়াই ।৩।
শাস্ত্র মুখে শুনি আমি, সৌভাগ্যের মূল তুমি,
তাইতে এলাম মাই,
সোণার সংসার ক'রে দেওগো, মনের সাধে খাই বেড়াই ।৪।

এই আদেশ দিতে দিতে চারু ডুলিতে উঠিলেন। উপস্থিত সমস্ত লোক অবাক্ হইয়া যোড়হস্তে সজল নয়নে চারুর দিকে চাহিয়া রহিল। উক্ত ডুলি চক্ষুর অগোচর হইবার পর সকলে আসনের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রেমধ্বনি দানান্তে প্রণাম করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সেই ধীবর বালাগণ নিজ নিজ কক্ষে নিজ নিজ কলসী লইয়া স্নানার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল। আর সেই গান সমস্বরে গাইতে গাইতে, নদীর দিকে যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে চতুষ্পার্শের কুলাঙ্গনাগণ কলসী কক্ষে লইয়া ক্রমাগত যোগ দিতে লাগিল। দূর হইতে ললনাকুলের স্বাধীন সঙ্গীত শুনিয়া* ও তাহাদের সারিবদ্ধ ধীর মন্থর গতি দেখিয়া নৌকা গুলি নিকটে আসিতে লাগিল। যেন সত্য সত্যই

করিতে না পারেন, তিনি চিকিৎসক নহেন, তিনি তস্কর। চর্ম্মরোগে কেবল বাহ্যিক মলমের উপর নির্ভর না করিয়া সেবনার্থ ঔষধ দেওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা। বাহ্যিক ঔষধ দিতেও

বিশ্বাসের নৌকা আসিতেছে। ক্রমে জল আনিয়া যথাবিধি পূজা সমাপন করিল। এই গান ও পূজা সেই দিন হইতেই বিদ্যুৎ বেগে প্রচার হইতে চলিল।

এদিকে চারুলতা বহুদুর আসিয়া ঘোরতর সংকীর্ত্তনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। লোক মুখে শুনিলেন—ইহা অবতারের কীর্ত্তন। ক্রমে নিকটে আসিবা মাত্র ডুলি রাখিতে বলিলেন। কথা মত ডুলি রাখা হইল। পরে অনুসন্ধানের ফলে লোক মুখে শুনিলেন,—শিবশঙ্কর মজুমদারেরর বাড়ীর মাষ্টার বাবু কৃষ্ণকুমার রায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনদাস নাম ধারণ পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছেন। ঐ সঙ্কীর্ত্তন সেই জীবনদাসের। কাজেই চারু এই বিপদে সেই জীবন-দাসের পদধূলী লইবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইলেন। কিন্তু ব্যাকুল হইলে কি হইবে? মহান্ত বাবার আদেশ ব্যতীত এই দর্শন অসম্ভব। চারুকে পৌছাইবার জন্য যে কয়েকটী লোক ডুলির সঙ্গে যাইতেছিল, তন্মধ্যে গুরুচরণ ধীবর ও কৃষ্ণপুরের কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী সর্ব্ব প্রধান। তাহারা দুই জনে একবাক্যে বিলম্ব করার ঘোর বিরোধী হইল। গুরুচরণের আপত্তির কারণ এই, গুরুর আদেশ পালন করিতে অযথা বহু বিলম্ব হইয়াছে। আর বিলম্ব করা অসম্ভব। কৃষ্ণদাসীর আন্তরিক আপত্তির কারণ এই, কোন্ সময়ে কোন্ বিপদ্ ঘটে, ঠিক্ নাই। শত্রুঞ্চ গৃহমাগতং। অথবা শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি। অথবা শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কাল-হরণং। অথবা বিলম্বে কার্য্যহানিঃ স্যাৎ। অথবা উদ্‌যোগিনং পুরুষ-সিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ। অথবা বিপদে বিস্ময়ে হর্ষে ত্রস্ততা নচ দুষ্যতি।

যাহা হউক, উভয়ের মুখে আপত্তি শুনিয়া চারু মনে করিলেন যে, মহান্ত বাবার সঙ্গে সত্বর সাক্ষাৎ করিয়া ও অনুমতি লইয়া সত্বর আসিবেন। কারণ চারু দেখিলেন—চরদের পক্ষে মহান্ত বাবার আদেশে বিলম্ব করা অসম্ভব। এদিকে এত গোল ঠেলিয়া* ভিতরে যাওয়াও তার কার্য্য নহে। সুতরাং ডুলির উপর দণ্ডায়মান হইয়া কোন রূপে মাষ্টার বাবুর শ্রীমুখ দর্শন করিয়া

সাবধানতা আবশ্যক। কারণ অনেক বিষাক্ত মালিশে রক্ত-দুষ্টি ঘটায়। ঔষধ-কৃত রক্তদুষ্টির সংখ্যাই বর্ত্তমানে বেশী। কুলটা স্ত্রীর মত বিষাক্ত ঔষধে সাক্ষাৎ উপকার দেখাইয়া পরোক্ষে অপকার ঘটায়। ডাক্তারী

মাত্র সত্বর তুলি চালাইতে পরামর্শ দিলেন। চারুর ইচ্ছা এই যে, যত সত্বর আসিতে পারেন, তাহা করিবেন।

যে আখড়ায় চারু স[illegible]তা, উহা নানা বিষয়ে ফরিদপুর মধ্যে সুবিখ্যাত। এখানে বহু বিগ্রহ আছেন। রাধাকৃষ্ণ, সখীগণ, রাখালগণ ও ধেনু-বৎসগণের মূর্ত্তি আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাদির মূর্ত্তি আছে। এখানে প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিসন্ধ্যায় অতি আড়ম্বরের সহিত ভোগ আরতি ও কীর্ত্তনাদি হয়। তখন লোকের সমাগমে সমস্ত আখড়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন প্রতি মাসে প্রায় ১০।১২ রাত্রি কিশোরী ভজনের মেলা হয়। তখন প্রায় সমস্ত রাত্রি ভরিয়া এত লোকের সমাগম হয় যে, বাড়ীর চতুর্দ্দিকের কোন স্থানে তিল রাখারও স্থান থাকে না। তখন সঙ্কীর্ত্তনের শব্দে সেই স্থানটী আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কিশোরী ভজনের দলের লোকেরা সেই আখড়ার ফটোগ্রাফ্ উঠাইয়া নিজ নিজ বাড়ীতে রাখিয়া ত্রিসন্ধ্যা নমস্কার করে। আর কথা প্রসঙ্গে সেই আখড়ার কথা বা মহান্তের কথা উঠিলেই জিহ্বায় কামড় দেয়। এবং নাক কান মলিয়া মাটীতে পড়িয়া প্রণাম করে। কাজেই এই আখড়াটি সহজ নহে। ইহার বহির্দ্দেশে একটী হোটেল আছে। শাক্ত সম্প্রদায়ের পাঠা খাইবার জন্য যেমন কসাই কালী আছে, তেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ খাইবার জন্য এই আখড়াটি সুবিখ্যাত। কাজেই এই আখড়ায় লোক কম নহে। এতদ্ব্যতীত আখড়ার মধ্যখণ্ডে ২০।২৫ জন বাবাজীও থাকেন। ইহাদের অবশ্য ২।১টী করিয়া মাতাজীও আছেন। ইহারা কর্ত্তা বাবাজীর শিষ্য ও একান্ন ভুক্ত। বলা বাহুল্য, ইহাদের ভিক্ষালব্ধ ও শ্রমলব্ধ অর্থেই কর্ত্তা বাবাজী সম্বর্দ্ধিত সুতরাং এ আখড়াটীতে লোক কম নহে। আবার যখন ঝুলন, জন্মাষ্টমী ও রাস প্রভৃতি পার্ব্বণ উপস্থিত হয়, তখনত লোকে লোকে লোকারণ্য। এই লোকারণ্যের মধ্যেও নিবীরারণ্য কম ছিল না। প্রতি বাবাজীরই এক এক খণ্ড অন্দর আছে। তবে কর্ত্তা বাবাজীর অন্দর অবশ্য খুব বড় ও

মতের কুইনাইন, স্যাণ্টোনিন্ ও কেলমেল প্রভৃতি বিষাক্ত তীব্র ঔষধে দেশের রক্ত ও পিত্ত নষ্ট হইতেছে। এই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে শীত-প্রধান দেশের আহার-ব্যবহারাদি আসায় বেশী কাপড়, বেশী গরম খাদ্য,

খুব সুন্দর। তাহাতে অবশ্য ফুলের বৃন্দারণ্য আছে। যুগল মিলনের জন্য অবশ্য তমাল বৃক্ষ আছে। বাঁশরী বাজাইবার জন্য অবশ্য অর্জ্জুন বৃক্ষ আছে। বস্ত্রহরণ দেখাইবার জন্য অবশ্যই কদম্ব বৃক্ষ আছে। শ্রীকৃষ্ণের জলক্রীড়া দেখাইবার জন্য অবশ্য যমুনা আছে। চন্দ্রাবলীর মন রাখিবার জন্য অবশ্য গুপ্ত কুঞ্জ আছে। মান ভঞ্জনের জন্য অবশ্য কেলীকদম্ব আছে। হঠাৎ অদৃশ্য হইবার জন্য অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের মত সহজ উপায় আছে।

কর্ত্তা বাবাজীর নাম—শ্রীল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাবতার কমলদাস মহান্ত। ইনি অত্যন্ত খর্ব্ব এবং অত্যন্ত স্থূলাঙ্গ। বর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কাজেই দূর হইতে রাব গুড়ের মটকী বলিয়া ভ্রম হইত। তবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ তিলকে সমুজ্জ্বল। তাই রক্ষা। নতুবা তাহাকে চেনা দুষ্কর হইত। ইহার বাহ্য দৃশ্য যাহাই থাকুক, অভ্যন্তর কিন্তু কিশোরী-প্রেমে জর্জ্জড়িত। তাই কিশোরীগণ মধুমক্ষিকার ন্যায় সর্ব্বদা নিকটস্থা। মক্ষিকাশূন্য মধুচক্র দেখা সম্ভব, কিন্তু কিশোরীশূন্য কমলদাস দর্শন অসম্ভব। এ হেন কমলদাস আজ মান ভঞ্জনের গৃহে বসিয়া তৈল মাখাইতেছেন। আর চারুর দর্শনার্থে লোক পাঠাইয়াছেন। তাহার মনের ভাব এই—যদি যুবতী সত্যই পরমা সুন্দরী হয়, তবে তাহার সঙ্গে আজ জলক্রীড়া করিতে হইবে। এমন সময় চারুলতাকে লইয়া বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ উপস্থিত হইল। চারু দেখিলেন, একটী স্থূলাঙ্গ বাবাজী পা মেলিয়া গুড়্ গুড়ী টানিতেছেন। আর ১০।১২টী বৈষ্ণবী তাহার সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখিতেছে। তৈল মাখিবার ভঙ্গিতে চারু বুঝিলেন যে, বাবাজীর অবশ্য বাত রোগ আছে। আর এ তৈল অবশ্য বাতের তৈল। তিনি আরও বুঝিলেন যে, এই বাবাজী অবশ্যই এখানকার শিরোমণি। তাই চারু বাবাজীকে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া কৃতজ্ঞতা ভরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আর তৎসঙ্গে সঙ্গে চারু মাটীতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। কিন্তু বাবাজীর কানে "বাবা" সম্বোধনটী ঢুকিয়াও ঢুকিল না। কৃতজ্ঞতার ক্রন্দনটা দেখিয়াও দেখিল না। ঐ প্রণামের অবসরে বাবাজীর

বেশী বাবুগিরী ও দুই প্রহরে কাছারী থাকায় এবং সর্ব্বাঙ্গে তৈল না মাখিয়া সাবান দেওয়ায় রক্ত গরম হইয়া দূষিত হয়। তাই পিত্তাধিক্যের চিহ্নস্বরূপ অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ, অম্লপিত্ত, অনুৎসাহ, হস্ত-পদের তলদেশে

চক্ষু খঞ্জনের মত বা ঘুর্ণি বায়ুর মত ঘুরিতে ঘুরিতে আকাশ পাতাল দেখিয়া লইল। বিদ্যা-সুন্দরের অধার্ম্মিক মেলেনী সুন্দরের মুখে "মাসী" সম্বোধন শুনিয়া লোভ সম্বরণ করিয়াছিল। কিন্তু ধার্ম্মিক কমলদাস "বাবা" সম্বোধন পাইয়াও নিবৃত্ত হইলেন না। তাহার কামাসক্ত মন চক্ষুকে লইয়া দৌড়া-দৌড়ি করিতে লাগিল। ক্রমে তাহার রূপ-লাবণ্য ও নব যৌবন দেখিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাহার কপাল ও কপোল বাহিয়া ঘর্ম্ম বিন্দু ঝড়িতে লাগিল। বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। থাকিয়া থাকিয়া রোমাঞ্চ ও কম্প হইতে লাগিল। তাহার মনে হইল—মর জগতের লোক কি এত সুন্দর হইতে পারে? ইনি অবশ্যই সাক্ষাৎ রাধা। তাই শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়িল। পরিশেষে নিজেই কৃষ্ণ হইয়া হাত ধরিবার উপক্রম করিল। কিন্তু হাতের সাহসে কুলাইল না। পরে প্রাণেশ্বরী রাধা বলিয়া ডাক দিতে জিহ্বাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু জিহ্বাও সাহস পাইল না। পরে মহান্ত বাবাজীর পূর্ব্বেই চারুর কথা বাহির হইল। ইত্যবসরে চারু আবার বলিল—বাবা! আপনার লোকের অনুগ্রহে আমার জীবন রক্ষা পাইয়াছে নতুবা রক্ষার কোন পথই ছিল না। এই কথা বলিয়া চারুলতা বালিকার মত আবার কাঁদিতে লাগিল।

কমল। জীবের প্রতি দয়া না থাকিলে বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্বই রক্ষিত হয় না।

"নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন।
ইহা হ'তে সাধন নাই শোন সোনাতন"।

চারু। এইরূপ পুণ্যবান্ মহাপুরুষ আছেন বলিয়া অদ্যাপি পৃথিবী আছে।

ক। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই এই পুণ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রশংসা করিতে হইলে তাঁহাকেই করা উচিত। আমরা তাঁহার দাসানুদাস, কীটাণুর কীটাণুকীট, দলিত-বিষ্ঠাতিবিষ্ঠা, তদ্‌বিষ্ঠারও অধমাধম। "মনে হয় এই দেহ নদীয়া বানাই, সোণার গৌরাঙ্গ আমার তাহাতে নাচাই"।

অপরিষ্কার ও চর্ম্মের বিকৃতি, বর্ণের মলিনতা, চক্ষুর পাতাভা, মূত্রের পীতাভা, শুক্রের তারল্য, অল্প উত্তেজনায় রেতঃপাত, শুক্রমেহ, দুর্ব্বলতা ও স্ত্রীলোকদের ঋতু-বিকৃতি আসে। ইত্যবস্থায় স্ত্রী ও পুরুষ

চা। ভগবান্ বাঞ্ছা-কল্পতরু। তাই এ বিপদে আপনাদের মত সৎসঙ্গ ঘটিয়াছে।

ক। সৎব্যক্তির চক্ষে সকলই সৎ। "স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে অন্য মূর্ত্তি। যাহা যাহা নেত্র পড়ে, হয় ইষ্ট-স্ফুর্ত্তি"।

চা। আপনাদের সঙ্গে সদালাপ কিছু পরে করিতে চাই। এখন আমার সঙ্গে ২।১টী লোক দিন। আমি অবতার দেখিয়া আসি।

ক। তজ্জন্য তুমি চিন্তা করিও না। যখন সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন যাহাতে তোমার উপকার হয়, তাহাই করিয়া দিব।

"বালা বা যদি বা বৃদ্ধা যুবতী বা গৃহাগতা।
তস্যাঃ পূজা বিধাতব্যা সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ"॥

চা। তবে লোক দিন্।

ক। এত ব্যস্ততা কেন? একটী পরম কথা অর্থাৎ রূপ কথা শোন। তাতে ত্রস্ততার কত দোষ, তাহা জানিতে পারিবে। এক যে রাজা, তার ০০০

চা। "এত কথা শুনিবার সময় এখন না। আর বিলম্ব না হয়, এখনই লোক দিন"। চারুর এই আগ্রহে কমলদাস বুঝিল—যুবতী কীর্ত্তন শুনিবার জন্য ব্যাকুল। তাই ১৪।১৫ জন বৈষ্ণব বৈষ্ণবীকে ডাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। আর স্বয়ং সেই কীর্ত্তনের মধ্যে অবতারের মত নাচিতে লাগিল। আর অবতারের মত হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়িও দিতে লাগিল। তথাপি চারু নিবৃত্ত হইলেন না। চারু বলিলেন—

চা। না, আমি ও সব চাই না। আমি এখনই অবতার দেখিতে চাই।

ক। অবতার দেখিবার জন্য এত ব্যাকুলতা কেন? ছিঃ! পর পুরুষের উপর এত আকর্ষণ কি ভাল?

চা। অবতার যে আমার গুরু; গুরু-দর্শন কি শিষ্যের অন্যায়?

ক। তুমি শাস্ত্র জান না। তাই বলিতেছি, শোন। জগতে সকল পুরুষই

সকলের পক্ষেই বার মাস এই খাদ্য-প্রধান ঔষধ (অন্য শক্তি-প্রধান নহে) খাইলে ক্ষতি নাই। দেহ রাজ্যের রাজা—শুক্র, মন্ত্রী—রক্ত। রক্ত-দুষ্টি থাকিলে তৎপ্রতিবিধান না করিয়া কদাচ পুষ্টিকর ঔষধ খাইবে

কৃষ্ণরূপ ও গুরু। আর সমস্ত স্ত্রীলোকই রাধা স্বরূপ ও শিষ্যা। সুতরাং আমি কি তোমার গুরু নহি? তুমি কি আমার শিষ্যা নও?

চা। এত বিশ্বব্যাপী ভাব, আমার ভাগ্যে অসম্ভব। যাঁহার উপদেশে আমি আজীবন উপকৃত, সেই জীবনদাসই আমার এই জীবনের গুরু। শত বাক্যেও ইহার অন্যথা হইবে না, নিশ্চয় জানিবেন।

ক। এই যে গুহ্যাতিগুহ্য রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব তোমাকে বিলাইয়া দিলাম, ইহাতেও কি আমি তোমার গুরু হইলাম না? যদি হইয়া থাকি, তবে আমার আদেশ পালন করা তোমার উচিত কি না?

চা। আমি এত কথার উত্তর দিতে চাই না। আমার মন অবতার দেখিবার জন্য বিষম ব্যাকুল। তাতে আপনার আপত্তি কি?

ক। আপত্তি কি? খুব আপত্তি। শত সহস্রবার আপত্তি। জীবে দয়া করার জন্যই যখন আমাদের জীবন, তখন জীবকে ভুল করিতে দিব কেন? তা কিছুতেই হবে না।

চা। আমি বেশী কথা চাই না। আপনি ছাড়্‌বেন কিনা, তাই বলুন্।

ক। তোমায় না ছাড়্‌লে, তুমি কি কর্‌তে পার?

চা। কি ছাড়্‌বেন না? কেন ছাড়্‌বেন না? আমি কি চুরি করিয়াছি যে, বলপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখিবেন? ভাল না, এখনও ছাড়ুন্। সাবধান্! এখনও ছাড়ুন্।

চারুর জেদ দেখিয়া কমলদাস স্থানান্তরে গিয়া বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের সঙ্গে কাণাকাণি করিতে লাগিল। তদন্তে কমলদাস আসিয়া বলিল—শ্রীমতীর মান উপস্থিত। কৃষ্ণপুরের সেই কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী বলিল—শ্রীমতীর মান ভাঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণকে পায়ে পড়িতে হইয়াছিল। তৎশ্রবণে কমলদাস বলিল—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব বিষয়েই দক্ষ। তদুত্তরে এক বৈষ্ণবী বলিল—দক্ষ না হইলে উপায় কি? কোন বৈষ্ণবী বলিল—শ্রীকৃষ্ণের প্রেম পাইবার পূর্ব্বে অনেকেরই প্রথমতঃ আপত্তি

না। ইহার বহু ব্যবহারার্থ আরও মহাসুলভ করিলাম। অর্দ্ধসের গব্য ঘৃতের মূল্য ১।০ স্থলে ৸০ বাড়াইয়া পঞ্চতিক্ত ঘৃত /॥০ ক্রয় করতঃ ৬৪ দিন খাইলে প্রতিদিনের ঔষধ জন্য তিন পোয়া পয়সা ব্যয়

হয়। শেষে সে আপত্তি বা থাকে কোথায়? কেহ বলিল—বহুজন্মের সৌভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম ঘটে। কেহ বলিল—এই কলিকালে সত্যধর্ম্মে আর মতি কয়-জনের? এই সমস্ত কথার ফলে চারু এতক্ষণে সম্পূর্ণ বুঝিলেন, এই স্থানটী বড়ই ভয়ঙ্কর। তিনি আরও বুঝিলেন, আমার অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যই এই অবরোধের কারণ। কাজেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ও কম্প হইয়া দেহকে দুর্ব্বল ও অবশ করিয়া ফেলিল। সুতরাং জেদ ছাড়িয়া বিনয় ধরিলেন। তখন চারু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আপনারা আমাকে এখানে রাখিয়া কি করিতে চাহেন?

ক। তোমাকে সৎপথে আনিতে চাই। তোমার মানব জনম ধন্য করিতে চাই। তোমার কেশ মুড়াইয়া বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করাইতে চাই।

কেশ মুণ্ডন করিতে চারুর আপত্তি ছিল না। বিশেষতঃ আজ কেশ মুড়াইলে সৌন্দর্য্য কতক কমিতে পারে। সে আশায় চারু তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন। স্বীকার করিবা মাত্র বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ প্রেমধ্বনি দিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কেশ মুণ্ডন করান হইল। মুণ্ডনের পর চারু কাঁদিতে কাঁদিতে যোড়হস্তে বলিলেন—বৈষ্ণবী হইলে'ত বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্য আনিতে হইলে ত দৈহিক সৌন্দর্য্য নষ্ট করা দরকার। এই কথা বলিতে বলিতে চারু নিজের দুই হাত দ্বারা নিজের অধরোষ্ঠ ধরিলেন। ধরিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ সেই ঠোঁট খানাকে টানিয়া ছিঁড়িয়া দুই ভাগ করিয়া ফেলিলেন। ঠোঁট হইতে অনর্গল রক্ত পড়িতে লাগিল। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ ভয়ে দৌড় দিল। এই অবসরে চারু দৌড়িয়া পথে বাহির হইলেন। চারুর রক্তমাখা ঠোঁট দেখিয়া লোকের ভিড় বাঁধিয়া গেল। ক্রমে পুলিশ আসিল। ক্রমে দারোগা বাবু আসিলেন। দারোগা বাবু তৎক্ষণাৎ তদন্ত আরম্ভ করিলেন। সেই তদন্তের ফলে ৬ জন বৈষ্ণব ও ১৮ জন বৈষ্ণবীসহ কমলদাসকে গ্রেপ্তার করিয়া চালান দেওয়া হইল। যথাসময়ে বিচার আরম্ভ হইল। চারুর জবানবন্দী হইল। চারু আমূল প্রকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ সকলেই একবাক্যে

হয়। এমন সুবিধা ছাড়িবেন না। ডাক্তারগণ এতদিনে এসেন্স গুলঞ্চ, এসেন্স নিম ও কালমেঘ প্রভৃতি দেশীয় পিত্ত-নাশক ঔষধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌-সন্‌ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের আবিষ্কৃত বহু ব্যবহৃত

বলিল—চারুবালা অতিশয় ভক্তিমতী নিরাশ্রয়া কন্যা। আমরা তাহার হিতের জন্য, জীবন ধন্য করাইবার জন্য বৈষ্ণবী হইতে বলিয়াছিলাম। কৃষ্ণ-প্রেম ব্যতীত যে কলির জীবের উদ্ধার নাই, তাহাও বুঝাইয়াছিলাম। যুবতী পূর্ব্ব হইতেই অর্দ্ধ বৈষ্ণবী। এই দেখুন—অবিবাহিতাবস্থায় ইনি সাদা কাপড় পড়েন। ইনি নিজেচ্ছায় মাথা মুড়াইয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমাদের মনে রাধার ভাব উদয় হইয়াছিল। তাই আমরা কাণাকাণি ও হাসাহাসি করিয়াছি। সেই হাসি দেখিলে ঐহিক ভাবের বালিকার মনে সন্দেহ হইতে পারে। তাই আমরা গোপনে কাণাকাণি ও হাসাহাসি করিয়াছি। আমরা অন্য কিছু জানি না। অন্য কোন অপরাধ আমাদের নাই। আমরা ধর্ম্মের জন্য যথা-সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া ভিখারী হইয়াছি। পুলিশ অনর্থক আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বাঁধিয়া আনিয়াছে। হা কৃষ্ণ! রক্ষা কর। হা রাধারমণ! তোমার রাধার দোহাই, আমাদিগকে রক্ষা কর।

হাকিম। তোমরা উপদেশের জন্য এত ব্যস্ত কেন?

বৈ। জীব উদ্ধারের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উন্মত্ত হইয়াছিলেন। জীবের উদ্ধারই আমাদের ধর্ম্ম জানিবেন।

হা। কৈ? গৌরাঙ্গ দেব'ত কোন স্ত্রীলোককে বৈষ্ণবী করেন নাই?

বৈ। সে সব নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আপনার কাজ কি? আপনি প্রস্তাবিত মোকদ্দমার কথা বলুন।

হা। ভাল, তোমরা বলিলে—"রাধার ভাব" মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু রাধার ভাব কি? তাহাত বুঝিলাম না।

বৈ। হুজুর! ঐটি ক্ষমা করুন্। ঐটি অতি নিগূঢ় ধর্ম্মের কথা। সে কথা কি ঐহিক লোকের নিকট বলা যায়। তাহা প্রাণান্তেও বলিব না। ধর্ম্ম হইতে আর প্রাণ বড় নয়।

হা। ওহে! ঐহিক শব্দের অর্থ কি?

পিত্তম্ন এই ঔষধের দিকে দেখেন না কেন, এই রহস্য বুঝি না। বিশেষ দ্রষ্টব্য—রক্ত-পরিষ্কারক ঔষধ খাইতে হইলে কোষ্ঠ-পরিষ্কারের উপর তীব্র লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নতুবা সহজে সুফল হয় না। তাই

বৈ। সাংসারিক মায়াতে যাহারা বিচরণ করে, তাহারা ঐহিক। আর রাধাকৃষ্ণ প্রেমে যাঁহারা বিচরণ করেন. তাঁহারা পারমার্থিক।

হা। পরমার্থিক লোকের কার্য্য কি? কিরূপে তাঁহাদিগকে চেনা যায়? কিরূপে রাধাকৃষ্ণ প্রেমে বিচরণ করিতে হয়?

বৈষ্ণবীগণ। হাকিমের রূপ-লাবণ্য, রসিকতা ও প্রশ্নের মধুরতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ দলে আনিবার প্রত্যাশায় বলিলেন—"আপনি মহা পুণ্যবান্। নতুবা এত নিগূঢ় তত্ত্ব কেন জানিতে চাহিবেন? এমন অনেক পাষণ্ড আছে, যাহারা এসব কথা উঠিবার পূর্ব্বেই কাণে হাত দেয়। মহাশয়! যদি আমাদিগকে অধমাধম বলিয়া ঘৃণা না করেন. তবে একটি কথা বলি। অদ্য, কল্য ও পরশ্বঃ এই তিন দিন রাত্রেই আমাদের আখড়ায় সাধুর সেবা হইবে। গেলেই পারমার্থিক লোকের কার্য্য দেখিতে পারিবেন।" বৈষ্ণবীদের মুখে এই আকস্মিক নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া বৈরাগিগণ মনে মনে অত্যন্ত ক্রোধ করিলেন। কারণ তাহারা ভুলোভের বশে অনেক সময়ে অনেক অনর্থ ঘটাইয়াছিল। তাই প্রকাশ্যে হাকিমকে বলিল—"হুজুর! বৈষ্ণবীগণ কতক অজ্ঞ। তাই সমস্ত নিয়ম জানে না। শিক্ষা-গুরুর উপদেশ ঠিক্‌মত ধরিতে না পারিলে সাধুর মেলা দর্শন নিষেধ। একজন ধূর্ত্ত লোক গোপনে দেখিয়াছিল। তাই তাহার চক্ষু অন্ধ হয়"। বৈষ্ণবদের আপত্তি শুনিয়া বৈষ্ণবীগণ মনে মনে দুঃখিত হইল। তাই হাকিমবাবুকে বলিল—"হুজুর! বৈরাগিগণ কতক স্বার্থপর। তাই সকলকে অধিকার দেয় না। শিক্ষা-গুরুর উপদেশ লইতে এক ঘণ্টার বেশী সময়ের দরকার হয় না। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার। ধর্ম্মকার্য্যে ধর্ম্মাবতারের বাধা হওয়া অসম্ভব"। বৈষ্ণবীদের তীব্র প্রতিবাদের উত্তর দিবার পক্ষে বৈরাগিগণ কোন যুক্তি-যুক্ত কথা ঠিক্ করিতে পারিল না। পরিশেষে বৈষ্ণবীদের অনুকূল সিদ্ধান্ত সমর্থনার্থ নিম্নোক্ত শ্লোক মনে করিয়া নীরব হইল।

রাত্রিতে "কোষ্ঠ-শুদ্ধি মোদক" খাইলে ভাল হয়। নবকার্ষিক পাচন বা অন্য রক্ত-পরিষ্কারক পাচন সেবন দ্বারা কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখিলেও চলে। মোট কথা—প্রত্যহ দুইবার কোষ্ঠ পরিষ্কার চাই। তৈলের

"লোভের দুয়ারে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
পশু পক্ষী সাপ বাঘ কে কবে এড়ায়?"

হাকিমবাবু অনেক দিন হইতেই কিশোরী-ভজনের কথা শুনিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন করিবার সুবিধা ঘটে নাই। যাহারা এই দলের লোক, তাহারা প্রাণান্তেও বাহিরের লোকের নিকট প্রকাশ করে না। বরঞ্চ গোপন রাখিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করে। তাই এত অসংখ্য গল্প মুদ্রাঙ্কনের যুগেও ইহার প্রকাশ ঘটিতে পারে নাই। আজ সেই বহুদিনের বাসনা সফল হইবার উপক্রম হইতেছে, বলিয়া তিনি মনে মনে বিশেষ আহ্লাদিত হইলেন। সুতরাং আজ এই মোকদ্দমা হাতে পাইয়া বড় কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। তাই এত মধুর ব্যবহার করিয়া জবানবন্দী লইতেছেন। তাই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের মত-ভেদের কথা কাণ পাতিয়া শুনিতেছেন। তিনি এই মোকদ্দমার উপলক্ষে স্বয়ং কিশোরী-ভজন দেখিবার ইচ্ছা জানাইলেন। পরে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের বিবাদ বন্ধ করাইয়া দিলেন। হাকিমবাবুকে মেলা দেখিতে ইচ্ছুক দেখিয়া বৈষ্ণবীগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। পরিশেষে বৈষ্ণবগণও কম আনন্দিত হইল না। কারণ হাকিমের মত লোককে নিজের দলে আনিতে পারিলে বহু সাহায্য হইবে; এবং বর্ত্তমান মোকদ্দমারও জয় হইবে। সুতরাং বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণ উভয় দলেই হাকিমকে মেলা দেখাইবার জন্য আগ্রহ জানাইল। হাকিমবাবুও আনন্দে স্বীকৃত হইলেন। মোকদ্দমার তারিখ চারিদিন পর ফেলিলেন। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদিগকে জামিনাবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। চারুলতাকে সরকারী ডাক্তারখানায় পাঠাইলেন। কাছারী ভঙ্গের পর গুরু কমলদাস মহান্ত সমাগত হইল। হাকিমবাবুও গুরূপদেশ শুনিতে প্রস্তুত হইলেন। গুরুদেব প্রথমতঃ উপদেশ দিলেন—"পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে" অর্থাৎ সংসারে যে জাতি, কুল, মান, ভাল. মন্দ, আত্ম ও পর প্রভৃতি ভাব আছে, উহা ছাড়িয়া ব্রজের ভাব গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উপদেশ দিলেন—

সন্তার, মৎস্য ও বেশী গরম দ্রব্য সেবন নিষেধ। স্ত্রী সঙ্গ নিষেধ। নিরামিষ ও ঘৃতের পাক খাইলে ভাল হয়। কলিকাতায় /১—১৬৲ টাকা। পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু ৬৲ টাকা সের। দুষ্টরক্ত বহুকাল

"সমস্ত পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; আর সমস্ত স্ত্রীলোকই রাধা। অতএব কাহারও নিকটে কেহ সঙ্কোচ, আশঙ্কা, পর-বোধ, ভেদবুদ্ধি, অসূয়া, ঘৃণা ও লজ্জা করিবে না। সকলই আপন, সকলই একপ্রাণ, সকলই স্বাধীন, সকলই সরল, সকলই হাস্যময় ও সকলই আনন্দময় হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এখানে স্ত্রী ও পুরুষ বলিয়া কোন ভেদ নাই। জাতি ভেদের দৌরাত্ম্য নাই। হিংসা বিদ্বেষের খেলা নাই। কোনপ্রকার বন্ধন নাই। সকলেই অষ্টপাশ মুক্ত।

হাকিমবাবু এই একাচারের উপদেশ শুনিবা মাত্র পরম সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুদের জাতিভেদ ও প্রাচীন নিয়মাদির বিরুদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইত্যবস্থায় এই হিন্দু সমাজেই জাতিভেদের বিরুদ্ধ-বাদী সম্প্রদায় পাইলে পুলকিত না হইবেন কেন? বিশেষতঃ এই সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সমান ও স্বাধীন হয় বলিয়া এই মেলাকে মনে মনে আরও প্রশংসা করিলেন। পরিশেষে এই সম্প্রদায়কে নিজ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কারণ অশিক্ষিত লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে না, বলিয়া, ব্রাহ্মদের চাকর ও চাকরাণীর বড়ই অভাব। সুতরাং এই সম্প্রদায়টিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করাইতে পারিলে সেই চাকর-চাকরাণীর অভাব বিদূরিত হইতে পারে। যাহা হউক, হাকিমবাবু সেই গুরুদেবকে বাকি উপদেশটুকু দিবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন। গুরুদেবও আত্ম-তত্ত্ব পঞ্চ-তত্ত্ব ও গুরু-প্রণালিকা প্রভৃতি বাঁধা গদগুলি শুনাইতে লাগিলেন। শিষ্য কিন্তু তাহার কিছুই শুনিলেন না। কেবল মুখ নাড়িয়া বাহবা দিতে লাগিলেন। হাকিম-শিষ্যের মুখে এইরূপ প্রশংসার ভাব দেখিয়া গুরুদেব উপদেশ কার্য্য সমাপ্ত করিলেন; এবং গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ ৪টি রৌপাখণ্ড আদায় পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। শিষ্যও মেলার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সূর্য্যদেব যেন অস্তাচলে যাই যাই করিয়াও যাইতেছেন না। কাজেই হাকিমবাবু সূর্য্যের উপর যেন চটিয়া গেলেন। তদ্দর্শনে সূর্য্যদেবও যেন বাধ্য হইলেন। যাহা

দেহে বর্ত্তমান থাকিলে বাতের দোষ ঘটায়। তৎস্থলে "পঞ্চতিক্ত ঘৃত" অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া বেশী। আবার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ—কৈশোরক-গুগ্‌গুলু ও অমৃতা-গুগ্‌গুলু। কোষ্ঠ বেশ পরিষ্কার না

হউক, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তিনি রওনা হইয়া সেই আখড়ার পথে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাঁড়াইয়া দেখেন—দলে দলে বহু বহু স্ত্রী-পুরুষের দল মহানন্দে স্বাধীন-চিত্তে, ঢুলিতে ঢুলিতে ও হাসিতে, হাসিতে আখড়ায় প্রবেশ করিতেছে। কাজেই তিনি নিজ ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর ভাব মিলাইতে লাগিলেন। আর মনে মনে এই মেলার সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তবে ইহাদের বেশ ভূষার পারিপাট্য বা পরিষ্কার ভাব নাই বলিয়া কতক অনুতাপও করিলেন। সেই অনুতাপ বেশীক্ষণ রহিল না। কারণ—ব্রাহ্ম-সমাজের চাকর-চাকরাণী সংগ্রহের জন্যই তিনি আসিয়াছেন। তাই বিপুল আনন্দে উৎকট উৎসাহে ও অসীম কৌতুহলে আখড়ার দিকে দুই এক পা বাড়াইতে লাগিলেন, এবং চক্ষুকে চতুর্দ্দিক্ দর্শনার্থ সাবধান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা অতিক্রম হইতে চলিল। আখড়ার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ হাকিমবাবুকে হাতে ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ দরজা বন্ধ হইল।

চমৎকার বটিকা—এই মহৌষধ সেবনে যাবতীয় নূতন জ্বর, যাবতীয় পুরাতন জ্বর, এবং যাবতীয় প্লীহা ও যকৃত অতি সত্বর আরোগ্য হয়। তাই নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, ম্যালেরিয়া জ্বর, কালাজ্বর, বেদনা জ্বর, সর্দ্দি জ্বর, মেহজ্বর, নূতন জ্বর, পুরাতন জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, প্লীহা জ্বর, যকৃৎ জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, জীর্ণ জ্বর, প্লীহা,যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, অজীর্ণ ও দুর্ব্বলতাদি দূর করিয়া শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করায়। ব্যবস্থাপত্রে বিস্তৃত দ্রষ্টব্য। ছোট কৌটায় ১০ বটী থাকে। তার মূল্য ॥৵০ আনা। বড় কৌটায় ৪০ বটী থাকে। তার মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র। নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিবেন। শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র সুশীল কাব্যরঞ্জন কবিরাজ, ২৭নং আসকলেন—ঢাকা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

(বিদ্যারত্নের স্ত্রীর মোকদ্দমা নিষ্পত্তির তারিখ ১২৭২। ১০ই ভাদ্র।
ভবানীর সঙ্গে শিবশঙ্করের কলহ। শিবশঙ্করের
দেশত্যাগের তারিখ ১২৭৩। ২৫ বৈশাখ)।

আজ মোকদ্দমা। এইরূপ অদ্ভুত কাণ্ড আর কখনও ঘটে নাই। কাজেই কাছারীতে আজ লোকারণ্য। বিশ্বেশ্বর বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আজ ফরিয়াদি। কাজেই বহু ব্রাহ্মণ আসিয়াছেন। সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জমিদার ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আজ আসামী। কাজেই উকিল মোক্তারের আজ মহোৎসব। বিষয়,—বলপূর্ব্বক পর-স্ত্রীর অপহরণ; এবং পরস্ত্রীর বিবাহ। কাজেই কৌতুকে সমস্ত কাছারীর লোক যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। যথাসময় বিচার আরম্ভ হইল। উকিল বিদ্যারত্নকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার স্ত্রীর নাম কি? এই প্রশ্নে বিদ্যারত্ন বড় গোলযোগে পড়িলেন। তিনি এপর্য্যন্ত সাক্ষ্য দেওয়া ত দূরের কথা, কাছারী পর্য্যন্তও দেখেন নাই। স্ত্রীর নাম জানা যে স্বামীর দরকার, তাহা তাঁর জানা ছিল না। কাজেই সে দিকে মন দেন নাই। কেবল শাস্ত্রীয় তর্কেই তার মন নিমগ্ন ছিল। তবে মোকদ্দমা উপস্থিতের পূর্ব্ব দিন মোক্তারবাবু একটা কাগজ লিখিয়া মুখস্থ করিতে বলিয়াছিলেন। এতক্ষণে সেই কাগজের দিকে তার মন গেল। তিনি পরিহিত কাপড়ের কাছা ও কোঁচা তালাস করিলেন। পরিশেষে কাপড় খুলিয়া ঝাড়িয়া দেখিলেন। তবু

হইলে রক্ত পরিষ্কারে বিলম্ব ঘটে। ইহাতে কোষ্ঠ-পরিষ্কার না হইলে পাচন বা কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক খাইবেন। বায়ুর দোষ থাকিলে বায়ুর তৈল ও বটি সঙ্গে চাই। চর্ম্মরোগে চুলকান থাকিলে নিম্নোক্ত চনা ঘটিত

সেই বিপদভঞ্জন কাগজ দেখিলেন না। পরে চাদর খানা খুলিয়া ঝাড়িয়া দেখিলেন; তবু তার দর্শন ঘটিল না। কাজেই কোন উত্তর হইল না। উকিল আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার বিবাহ কবে হইয়াছে? উত্তর হইল—মনে নাই। আবার প্রশ্ন হইল—বিবাহে কে কে সাক্ষী ছিল? বিদ্যারত্ন সাক্ষীর কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—এইটিত দলিল নয়। সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ কে কবে করে? আমার বিবাহে কেহ সাক্ষী ছিলেন না। আবার প্রশ্ন হইল—আপনার পিতার নাম কি? এ প্রশ্নে তিনি বড়ই তুষ্ট হইলেন। সুতরাং এক শ্বাসে পিতা ও পিতামহাদি ৭ পুরুষের নাম বলিয়া ফেলিলেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে গোত্র ও প্রবর পর্য্যন্ত বলিলেন। আবার প্রশ্ন হইল—আপনার স্ত্রীকে যখন বলপূর্ব্বক আনা হয়, তখন আপনি দেখিয়াছিলেন কি না? উত্তর হইল—দেখিয়াছি বটে। কিন্তু মনঃসংযোগ হয় নাই। ন্যায় শাস্ত্রে বলে—মনঃসংযোগ না হইলে, কেবল ইন্দ্রিয়ে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কাজেই তখনকার ঘটনা আমার চক্ষুগত হইয়াও আমার জ্ঞান-গম্য হয় নাই। তখন আমার মন ভয়ে ভীত হইয়া চীৎকার দিবার জন্য জিহ্বার নিকট ছিল; এবং কম্পের জন্য দেহের নিকট ছিল। লোক মুখে শুনিলাম—তখন নাকি আমার মূর্চ্ছা জন্মিয়াছিল। তখন হাকিম বাহাদুর চারুবালাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—ইনি আপনার স্ত্রী কি না? উত্তর হইল—কাপড় না উঠাইলে ঠিক্ বলিতে পারি না। এই উত্তরে কাছারীর চতুর্দ্দিক্ হাস্যময় হইয়া উঠিল। এমন কি স্বয়ং হাকিমও না হাসিয়া পারিলেন না। এত হাস্যে বিদ্যারত্নের বিদ্যাময় চিত্তে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি লজ্জায় ও দুঃখে অভিভূত হইয়া, মনে মনে নিজোক্তির নির্দ্দোষ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আর মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই হাস্য যদি কোন নিমন্ত্রণ সভায় উঠিত, তবে ইহার প্রতিশোধ তৎক্ষণাৎ লইতাম। এই অসংস্কৃতজ্ঞ মূর্খের সমাজে পাণ্ডিত্যের আদর অসম্ভব। সুতরাং অতঃপর যত প্রশ্ন হইল, তাহার

তৈল মালিশ করিবেন। (১) মরিচাদি, (২) চনা পাকের বাসারুদ্র, (৩) মহারুদ্র, (৪) বৃহৎ সোমরাজী (৫) কন্দর্পসার তৈল। চর্ম্মরোগে কণ্ডুর পরিবর্ত্তে জ্বালা থাকিলে নিম্নোক্ত দুগ্ধ-পক্ক তৈল মালিশ করিবে।

কোন উত্তরই দিলেন না। কেবল মনে মনে আত্ম-পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়া ফুলিতে লাগিলেন।

বিদ্যারত্নের পক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষী লওয়া হইল। এটিও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁর নাম— দুর্গাশঙ্কর ন্যায়বাগীশ। বয়স ৭২ বৎসর। নিবাস হরকুমার হালদারের এক গ্রামে। উকিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি এই ঘটনার কি কি জানেন? উত্তর হইল—আমি আবার নূতন কি জান্‌ব? দেশ শুদ্ধ লোক যা জানে, আমিও তাই জানি। আবার প্রশ্ন হইল—দেশের লোক কি কি জানে? উত্তর হইল—তাহা দেশের লোককে জিজ্ঞাসা করুন না কেন? একের কথা অন্যকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রশ্ন হইল—তবে আপনাকে তাঁহারা সাক্ষী মানে কেন? উত্তর হইল—এ উত্তর আমার নিকট চাহেন কেন? যে কর্ত্তা তাকে জিজ্ঞাসা করুন। আবার প্রশ্ন হইল—তবে কাছারীতে কেন আসিয়াছেন? উত্তর হইল—শমনে আনিয়াছে। না আসিলে নাকি কারাবাস ভোগিতে হয়।

বিদ্যারত্নের পক্ষে আরও একটী সাক্ষী উঠিল। ইহার নাম—গণেশচন্দ্র রায়। ইনি টর্নি মোক্তার। ইনি জমিদারের পক্ষ হইতে গোপনে ঘুষ আদায় করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার কথায় লবণের সত্ত্ব সম্পূর্ণ বর্ত্তমান। তাঁহার সাক্ষ্য এই—নৌকা ডুবির একটী স্ত্রীলোক আমাদের গ্রামে উঠিয়াছিল, শুনিয়াছি। তবে সেই স্ত্রীলোকটি বর্ত্তমান চারু কি না, তাহা জানি না। তবে হরকুমারের স্ত্রীকে মাসী ডাকিতে শুনিয়াছি। চারুকে নিবার সময় আমি নিকটে ছিলাম না। স্ত্রীলোকেরা স্বামী বাড়ী যাইবার সময় যেমন কাঁদে, সেইরূপ ক্রন্দনের কথা লোক মুখে শুনিয়াছি। চারুকে নিবার সময় বহু জনতা হইয়াছিল, শুনিয়াছি। আমি যখন নিকটস্থ হইলাম, তখন কিন্তু বেশী লোক ছিল না, এবং তেমন কোন সন্দেহের কারণ বোধ হয় নাই।

জমিদার পক্ষের প্রধান সাক্ষী—শিবশঙ্কর মজুমদার। তিনি সাক্ষ্য দিলেন— এই যে কন্যাটি দাঁড়াইয়া আছে, এইটি আমার কন্যা। ইহার নাম চারুলতা।

---

(১) গুড়ূচ্যাদি (২) বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদি (৩) দুগ্ধ-পক্ব বাসারুদ্র (৪) মহাপিণ্ড। এই সমস্ত তৈল ডাক্তারী মালিশের মত কেবল চর্ম্মের পরিবর্ত্তক নহে। রক্ত-শুদ্ধিরও নিরাপদ মহৌষধ। অনন্তাত্মঘৃত—৮৲ টাকা সের। ইহা

বয়স ১৬ বৎসর ৭ মাস ৯ দিন। বিবাহ কোষ নৌকায় হইয়াছে। বিবাহের পর মল-মূত্র ত্যাগের জন্য একটা ছোট নৌকায় উঠান হয়। ঘটনাক্রমে সেই নৌকাখানা ডুবিয়া যায়। বহু অনুসন্ধানের পর হরকুমার হালদারের বাড়ীতে চারুলতাকে পাওয়া যায়। আমি স্বয়ং যাইয়া তাহাকে লইয়া আসি। আনিবার সময় জানি যে, কয়েক দিন যাবৎ তাহার দ্বিতীয় বিবাহ উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং গত ১০ই আষাঢ় দিনে ইহার শুভ দ্বিতীয় বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় সাক্ষী নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তাঁহার সাক্ষ্য এই—মজুমদার মহাশয়ের অতি নিকটে আমার বাড়ী। তাই চারুলতাকে বাল্য কাল হইতেই চিনি। আমার কথায়ই জমিদার এই বিবাহে সম্মত হইয়াছিলেন। হরকুমার হালদারের বাটী হইতে যখন চারুকে আনা হয়, তখন আমিও ছিলাম। চারুলতাকে আনিবার সময়, হরকুমারকে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পুরস্কারও দিয়াছি। কারণ তিনি নৌকা ডুবির চারুকে নদী হইতে উঠাইয়া সযত্নে রাখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিবাহের সময় হালদারের স্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য ক্রমাগত কয়েক জনই দিলেন। বিস্তারত্নের মোকদ্দমা নিষ্ফল হইবার উপক্রম হইল। এদিকে হাকিম কন্যাটিকে নিজের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কন্যা নীরব। কারণ জমিদারের পক্ষ হইতে কন্যাকে নীরব থাকিবার জন্য বলা হইয়াছিল। এই অনুরোধ রক্ষা না করিলে জীবন নাশের সম্ভব, এইরূপ ভয়ও যথেষ্ট দেখান হইয়াছিল। সুতরাং কন্যা কিছুই বলিলেন না। বিশেষতঃ এত শত্রুর মধ্যে থাকিয়া এত নূতন স্থানে ও এত লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা বলা কন্যার'ত দূরের কথা, কন্যার মাতার এবং মাতামহীরও সাধ্যাতীত। তাই কন্যা ভয়ে দুঃখে, লজ্জায় ও চিন্তায় তখন একপ্রকার অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা। কাজেই উত্তর অসম্ভব হইল। চারুকে নীরব দেখিয়া বিস্তারত্নের উকিল আরও বিস্মিত হইলেন। তিনি কৃত্রিম ক্রোধে উচ্চ চীৎকার দিয়া চারুকে আবার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। এ চীৎকারে চারুবালার কর্ণ বধির হইল।

উপদংশ রোগের শাস্ত্রীয় ঔষধ। প্রাতে ১ তোলা ও বৈকালে ১ তোলা সেব্য। কোষ্ঠপরিষ্কারার্থ রাত্রে "কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক" খাইলে সুফল সত্বর পাইবেন। মহাশারিবাদ্যাসব ৩৲ টাকা সের। (মেহ ও উপদংশ

হৃৎপিণ্ড যেন কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহার মনে উঠিল, উত্তর না দিলে বুঝি এখনই শূলে চড়াইবে। তাই অতি কষ্টে কম্পিত স্বরে উত্তর হইল—চারু। পিতার নাম জিজ্ঞাসা করা হইল। উত্তর হইল—শিবশঙ্কর।

এই কথা শুনিবা মাত্র জমিদারের উকিল সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিলেন। আর হাকিমকে বুঝাইতে লাগিলেন—"আমার মক্কেল সম্ভ্রান্ত নির্দ্দোষ জমিদার, এবং সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কুলীন-ব্রাহ্মণ। তাঁহার স্ত্রীর অভাব কি? কি অভাবে ১৭ বৎসরের অপরের স্ত্রী আনিয়া বিবাহ করিবেন। কুলীন সমাজে ১৫।২০।২৫।৩০ বৎসরের বহু বহু অবিবাহিতা সুন্দরী কন্যা আছেন। সকলেই ঈদৃশ কুলীন জমিদার জামাতা পাইতে ইচ্ছুক। এমন কি, আমাকে পর্য্যন্ত এজন্য অনেকে বিরক্ত করিয়াছেন। কন্যা নিজমুখে নিজের নাম—"চারু" বলিয়া পরিচয় দিল। আবার নিজমুখে পিতার নাম—"শিবশঙ্কর" বলিয়া উল্লেখ করিল। স্বয়ং পিতা শিবশঙ্করও কন্যার পরিচয় দিল। গ্রামের নিরপেক্ষ ভদ্রলোক দ্বারাও প্রমাণিত হইল; তবে আর বাকী কি? ইত্যবস্থায় অনর্থক পর্দ্দানিস্ একটি কুলবালাকে এত লোকের সম্মুখে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করার আবশ্যকতা কি? বিশেষতঃ তিনি লজ্জায় ও ভয়ে কাঁপিতেছেন। মুখ হইতে সহজে কথা সরিতেছে না। তবে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইয়া এইরূপ কুৎসিত মোকদ্দমা কেন করেন? তাহার বিশেষ কারণ আছে। বিদ্যারত্ন একদা নিজের বিদ্যার বৃদ্ধি করিতে গিয়া, জমিদারের সঙ্গে অযথা তর্ক আরম্ভ করেন; তজ্জন্য জমিদার তাঁহাকে ঘাড়ে ধরিয়া বাহির করিয়া দেন। সেই ক্রোধে মোক্তারবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মোক্তারবাবুগণ জমিদারকে লজ্জিত করিবার জন্য এই মিথ্যা মোকদ্দমার পরামর্শ দিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি নিবৃত্ত হইলেন।

বিদ্যারত্নের ভাগ্য কতক প্রসন্ন। তাই এত প্রমাণ সত্ত্বেও হাকিমের সন্দেহ

জনিত রক্তদুষ্টির মহৌষধ।) পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতিক্ত-ঘৃতাদি যাবতীয় রক্ত-পরিষ্কারের মহৌষধ বটে। কিন্তু ইহা সাক্ষাৎরূপে প্রমেহ ও উপদংশের বিষ নাশে ধন্বন্তরি। ইহা পিত্ত-দুষ্টি নাশ করতঃ স্ত্রীলোকদের শ্বেত-

গেল না। তিনি মনে করিলেন—যে ব্যক্তি কাছারীতে আসিয়া সামান্য কথা টুকু পর্য্যন্ত গুছাইয়া বলিতে পারে না, সে ব্যক্তি দ্বারা এইরূপ মিথ্যা মোকদ্দমা কিরূপে সম্ভবে? বিশেষতঃ বিদ্যারত্ন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। দেশে মোকদ্দমার বহু প্রচলন হইলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে অদ্যাপি সেই পাপ প্রবেশ করে নাই। বিশেষতঃ মিথ্যা মোকদ্দমা। তদুপরি এমন কুৎসিত মিথ্যা নিজের স্ত্রী ঘটিত বিষয় লইয়া। বর্ত্তমান কাল-স্বভাবে কৃত্রিমতা. মিথ্যা ব্যবহার, বঞ্চনা, অসরলতা, ইন্দ্রিয় দোষ ও রসিকতা প্রভৃতি পাপ সকলের মধ্যেই বাড়িতেছে। কিন্তু সে পাপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজকে অদ্যাপি স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহারা গিরি-গহ্বর-স্থিত মুনিদের মত সর্ব্বদা উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন। শাস্ত্রের গভীর চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতেই তাঁহারা ভালবাসেন। তাই অন্যান্যের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান লাভের অবসর ঘটে না। নতুবা ঈদৃশ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কি তুচ্ছ বাহ্য জ্ঞানে বঞ্চিত থাকিতে পারে? হিন্দুধর্ম্মের নিজস্ব ও আদর্শ ইহাঁরা। জ্ঞানের বলে দরিদ্রতাকে কত তুচ্ছ করিতে পারে, তার আদর্শ ইহাঁরা। ইহাঁরা ছাত্রদের আহার ও জ্ঞান দিতে যত কষ্ট স্বীকার করেন, এখন নিঃস্বার্থ আদর্শ কোথায়? যদি নররূপে কোন দেবতা থাকেন, তবে উহারা। ঈদৃশ দেবতার পক্ষে মোকদ্দমা-প্রিয় জমিদার-রূপ অসুরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা চলিতে পারে না। বিশেষতঃ এই মোকদ্দমা যদি সত্য সত্যই মিথ্যা হইবে, তবে জবানবন্দীর সময় রীতিমত উত্তর দিতে পারে না কেন? সুতরাং বিদ্যারত্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার শশুর বাড়ীর কেহ উপস্থিত আছেন? উত্তর হইল—না। তাঁহারা কেহই জীবিত নাই। গ্রাম পর্য্যন্তও নাই। নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উত্তর শুনিয়া হাকিম বাহাদুর আরও চিন্তিত হইলেন। পরে তিনি সন্দেহ ভঞ্জনার্থ শিবশঙ্কর মজুমদারের গ্রামে যাইয়া. অনুসন্ধান করিতে প্রস্তুত হইলেন। যথা সময়ে তথায় উপস্থিত হইলেন। এ দিকে বলিয়া রাখা উচিত যে, শিবশঙ্কর নিজবাড়ীতে ও প্রতিবাসীদের বাড়ীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, চারুলতা অবশ্য

প্রদর নাশেও সক্ষম। ইহা যেমন রক্ত-পরিষ্কারক, তেমন পিত্ত-নাশক। বিশেষতঃ পরিপাক যন্ত্রের রোগ নিবন্ধন পঞ্চতিক্ত-ঘৃতাদি অসহ্য হইলে ইহা লঘুপাক বলিয়া প্রশস্ত। ইহাতে যাহার কোষ্ঠ-পরিষ্কার না হইবে,

বিবাহের পর নৌকা ডুবিতে পড়িয়াছিল সত্য। কিন্তু কতক তালাশের পরই চারুকে পাইয়া কোষ নৌকায় উঠান হয়, এবং তাহাকে দেখিয়া বাড়ীর সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। চারুর দ্বিতীয় বিবাহ উপস্থিত বলিয়া বর সহ কন্যাকে এখানে আনিতে পারি নাই। দ্বিতীয় বিবাহের পর বর ও কন্যা উভয়কে আনিব। উক্ত উক্তি যে ভাবে যুক্তি ও তর্কদ্বারা শিবশঙ্কর সকলকে বুঝাইয়াছিলেন, তাতে কাহারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না। ইত্যবস্থায় হাকিম বিদ্যারত্নের স্ত্রী চারুবালাকে লইয়া, শিবশঙ্করের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে চারুলতার মাতা দৌড়িয়া আসিয়া, কন্যাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া বাড়ীর ভিতর নিতে লাগিলেন। এদিকে চারুলতার পিসী কন্যার মুখের ঘুমটা খুলিয়া দিবা মাত্রই সকলে আছাড় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। চারুলতার মাতা বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন "এই মেয়ে আমার না, আমার না। আমার মেয়ে এখনই আনিতে বল, নতুবা এখনই আমি খুন হব"। এই ক্রন্দনের পর বিদ্যারত্নের স্ত্রীকে বাহির বাটীতে আনিয়া একে একে সকলকে দেখান হইল। প্রতিবাসী সকলেই এক বাক্যে বলিল—এই কন্যা শিবশঙ্কর মজুমদারের কন্যা নহে; এবং এই গ্রামের কাহারও নহে। ইহাকে আমরা কখনও দেখি নাই। কাজেই হাকিমের আর কোন সন্দেহই রহিল না। সে শিবশঙ্করকে প্রবঞ্চক বলিয়া তিরস্কার করতঃ রওনা হইলেন। যথাসময়ে কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। হাকিম ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া রায় লিখিতে বসিলেন। জমিদারের মুখ হইতে অনবরত ঘর্ম্ম পড়িতে লাগিল। এমন সময় জমিদারের পক্ষ হইতে একজন বিদ্যারত্নকে, নানাপ্রকার ভয় দেখাইতে লাগিল। বিদ্যারত্ন ভয়ে হাকিমের পদদ্বয় জড়াইয়া আপোষের জন্য প্রার্থনা করিলেন। হাকিম অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া বিদ্যারত্নের হিতার্থে আপোষে সম্মত হইলেন; এবং নিম্নলিখিত মত আপোষ করিয়া দিলেন। ১ম সর্ত্ত এই—যখন দ্বিতীয় বিবাহ হইয়াছে, তখন আর সেই স্ত্রী বিদ্যারত্নের গ্রাহ্য হইবে না। তবে আর একটি বিবাহ করিতে যে ব্যয়

তিনি রাত্রিতে আহারের পূর্ব্বে কোষ্ঠ-শুদ্ধি মোদক মধ্যে মধ্যে খাইবেন। চতুর্দ্দিকে হঠকারী প্যাটেণ্ট সালসা চীৎকার করিতেছে। সাধু সাবধান! কলিকাতায় /১—৮৲। অমৃতাঙ্কুর লৌহ—॥০ সপ্তাহ। অমৃত ভল্লাতক

লাগিবে, তৎসমস্তই জমিদারকে দিতে হইবে। ২য় সর্ত্ত এই—এই মোকদ্দমায় যাহা খরচ লাগিয়াছে, তাহাও জমিদার দিবেন। ৩য় সর্ত্ত এই—বিদ্যারত্নের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী ২৫ বিঘা জমি বিদ্যারত্নকে দিতে হইবে। ৪র্থ সর্ত্ত এই—বিদ্যারত্নের স্ত্রীকে কাশীবাসে রাখিতে হইবে। ইহার আজীবন মাসিক ১৫৲ পনর টাকা করিয়া দিতে হইবে।

মোকদ্দমা আপোষ হইবার পর, হাকিমবাবু সর্ব্বজন সমক্ষে জমিদারকে বহু ভৎর্সনা করিলেন। মিথ্যা সাক্ষীর জন্য বহু ভয়ও দেখাইলেন। তাহাতে জমিদার কোন উত্তর করিলেন না। কেবল মাটীর দিকে তাকাইয়া, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। মনে মনে শিবশঙ্করের উপর ভয়ঙ্কর কোপান্বিত হইলেন। ভবানীর ঈদৃশ অবস্থায় কাছারী ভঙ্গ হইল। সকলে চলিয়া গেল। সুতরাং ভবানীও সদলে বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। ভবানী পথে শিবশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি বিদ্যারত্নকে বাধ্য করিবার জন্য টাকা নিলেন। পরে আবার হরকুমারের জন্যও টাকা নেওয়া হইল। এই দুই জনকে বাধ্য করিয়া, পরে আবার গ্রামের পদস্থ বহু লোক বাধ্যের জন্যও টাকা দেওয়া হইল। আপনার কথা মত বহু টাকা দিলাম। তথাপি ইহারা মোকদ্দমা করিল কেন? এত টাকা কোথায় গেল?

শিবশঙ্কর। ইহাদিগকে টাকা দিয়া বাধ্য করিয়াছি, সত্য। কিন্তু ইহারা আরও বেশী টাকা চাহিয়াছিল। আপনি অর্থের তেমন স্বচ্ছল ব্যবহার করিলেন কোথায়?

জমিদার। ইহারা যে আরও বেশী টাকা চাহিয়াছিল, তাহা আমাকে জানান নাই কেন?

শিব। আপনি টাকা বাহির করিবার সময় যে রূপ মুখের ভঙ্গি করিতেন, তাহা দেখিয়া আমার আত্মা কাঁপিত। তাই সমস্ত কথা জানান্ হয় নাই।

জমিদার। আপনি মিথ্যুক। এ টাকা কখনই তাঁহাদের হাতে দেন নাই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লোক কি এত প্রবঞ্চক হয়?

১০৲ টাকা সের। মহাভল্লাতক গুড়—১৪৲ টাকা সের। কুষ্ঠ রোগে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উক্ত ঔষধত্রয় সেবন করাইলে নিশ্চয় উপকার হইবে। মালিশার্থ মহাভীমরুদ্র তৈল বা কন্দর্পসার তৈল

শিব। তবে কি আমি প্রবঞ্চক ?

জমি। শত সহস্রবার। আপনার অর্থ-লোভ দেশ বিখ্যাত। আমি এত জানিতাম না। তাই আমার আজ এত দুর্গতি। হাকিম যে ভাবে প্রকাশ্য কাছারিতে আমাকে তিরস্কার করিলেন, এমন তিরস্কার আমার চৌদ্দ পুরুষও শোনেন নাই। আজ আপনার প্রতাপে শুনিলাম। আমি এ জীবনে অর্থদ্বারা কত মোকদ্দমা উড়াইয়া দিয়াছি. তাহার ইয়ত্তা নাই। এ'ত সামান্য মোকদ্দমা।

শিব। চৌদ্দ পুরুষের কথা উঠাইবেন না। দরিদ্র কুলীন বংশে এত লম্বা কথা সাজে না। আপনাকে জামাই করিয়াছি, তাই রক্ষা। নতুবা আমাকে প্রবঞ্চক বলে কোন্ বেটার সাধ্য ?

জমি। কি ? আমি কি তোমার জামাই ? তোমার কন্যা কোথায় ? তোমার মত প্রবঞ্চকের মুখ দেখিলেও শরীর জ্বলে। সাবধান ! সাবধান মত কথা ব'ল। নতুবা এখনই প্রতিশোধ পাবে।

শিব। কি ! এত বড় কথা ? কালই তোমার নামে নালিশ কর্ব্ব। তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমাকে কুলীন ভেড়া পাও নাই যে, চুপ্ ক'রে থাক্‌ব।

এই কথা শুনিবা মাত্র ভবানী ক্রোধান্বিত হইয়া শিবশঙ্করকে চপেটাঘাত ও পদাঘাত করিতে গেলেন। কিন্তু সঙ্গীয় লোক সম্মুখীন হওয়ায় তাহা ঘটিয়াও ঘটিল না। তবে গালি বর্ষণ যতদূর হওয়ার, তাহা বাকি রহিল না। শিবশঙ্করও তৎসঙ্গে সঙ্গে কম বলিলেন না। সঙ্গীয় লোকগণ সেই দুইজনকে বহু কষ্টে ভিন্ন ভিন্ন পথে লইয়া গেলেন। কাজেই আপাততঃ কলহ নিবৃত্ত হইল। কিন্তু ভবানীর ক্রোধ সহজ নহে। তিনি বাটীতে আসিয়াও শান্ত হইতে পারিলেন না। তিনি শিবশঙ্করের উচ্চবাক্য স্মরণ করিয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। কেন যে তৎক্ষণাৎ প্রতিফল দেন নাই, তজ্জন্যও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শিবশঙ্করকে দেশ ছাড়া করার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। ক্রমে এই প্রতিজ্ঞা শিবশঙ্করের কর্ণে উপস্থিত হইল। শিবশঙ্করও আত্মরক্ষার

আবশ্যক। কলিকাতায় ২৲ ।০।০। প্রমেহ—প্রমেহ বিংশতি প্রকার। বহু প্রচলিত বলিয়া নিম্নে তিন প্রকার প্রমেহের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ লিখিতেছি। (১) ব্রণমেহ—মেহ-দুষ্টা বেশ্যা সংসর্গের সপ্তাহ মধ্যে লিঙ্গে

জন্য অনেক লোক সংগ্রহ করিলেন। এক দিন দুইপ্রহর রাত্রির সময় ভবানীর প্রেরিত লাইঠালগণ তাঁহার বাড়ীর চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া ফেলিল। ক্রমে দুইদলে মল্লযুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। প্রতিবাসীরা ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইল। যুদ্ধে শিবশঙ্করের বহুলোক আহত হইল। শিবশঙ্কর পুলিশ আনিলেন। মোকদ্দমা করিলেন। কিন্তু প্রমাণাভাবে কোন সুফল পাইলেন না। সেই অবধি কোন লোকই শিবশঙ্করের বাটীতে রহিল না। একা শিবশঙ্করই শুষ্ক সিংহ-গর্জ্জন করতঃ বাড়ীর লোকদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। কিন্তু শুষ্ক গর্জ্জন আর কত কাল থাকে? জমিদারের লোক সর্ব্বদা পথে পথে যাতায়াত করিতেছে, দেখিয়া তিনি বিষম ভয় পাইলেন। কাজেই একদিন প্রাতে নৌকা ভাড়া করিলেন। সমস্ত গৃহবস্তু এবং গৃহ লোকসহ তিনি স্বদেশ ছাড়িয়া কাশী যাত্রা করিলেন। কিন্তু জমিদারের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

শিবশঙ্করের কাশী যাত্রার কয়েক দিন পূর্ব্বে নবকুমার রায় হঠাৎ আসিয়া তাঁহার পায়ে কাঁদিয়া পড়িল। তদ্দর্শনে শিবশঙ্কর নবকুমারের গাত্রে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করতঃ গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তথাপি নবকুমার নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িতে লাগিলেন। পরিশেষে শিবশঙ্কর কতক শান্ত হইলে পর নবকুমার একটী পত্র শিবশঙ্করের হাতে দিয়া উন্মত্তের মত দৌড়িয়া চলিয়া গেল। সেই পত্রে নিম্নোক্ত লেখা ছিল,—

আমি আপনার নিকট যে মহাপাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। চারুলতার বিবাহ ভঙ্গ করার জন্য আমি ও ধাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। সেই জন্য মিথ্যা কথার বলে চারুকে নৌকায় উঠাইয়া পলাতক হই। সেই দুষ্কার্য্যের ফলে চারুকে জন্মের মত হারাইয়াছি; এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের অন্য উপায় না দেখিয়া এত দিন আত্মহত্যার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু গৃহ লোকের জ্বালায় সে চেষ্টা সফল করিতে পারি নাই। অদ্য আপনি পদাঘাত করিতে করিতে এই পাপীর পাপ ক্ষয় করুন। এইরূপ

বিষাক্ত ক্ষত জন্মিয়া লিঙ্গস্ফীতি, প্রস্রাবে জ্বালা, পূযস্রাব, সময়ে রক্ত-স্রাব, শরীর-বেদনা ও জ্বর জন্মে। ১৪ আইন না থাকায় বেশ্যার প্রমেহ ও উপদংশ বাবুদের গুণে নিজ নিজ কুলবধূকে পর্য্যন্ত ধরিয়া

ক্ষমা প্রার্থনার পত্র জমিদার ভবানী বাবুর নিকটও পাঠাইয়াছিলাম। তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়া অভয় বানী জানাইয়াছেন। সমাজ সংস্কার করার জন্য যে প্রতিজ্ঞায় এতদিন আবদ্ধ ছিলাম, তৎসমস্তের সাধ পূর্ণ হইয়াছে। এখন আমি বেশ বুঝিতেছি,—যাঁর সংসার, সেই জগৎকর্ত্তা যদি সংস্কার না করেন, তবে সাধারণ লোকের ইচ্ছায় কিছুই হইতে পারে না। তত্ত্ব-বিহীন লোক হিত করিতে গিয়া অহিত করিয়া বসে। এক অন্ধ অপর অন্ধের মঙ্গল কদাপি করিতে পারে না। "স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি"। যদি দেশের সংস্কার করার ইচ্ছা কাহারও প্রাণে জাগ্রত থাকে, তবে নিজকে নিষ্কলঙ্ক, একনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞ করিতে হইবে। সেই সৎসঙ্গের গুণে জীব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভাল হইবার জন্য প্রয়াস পাইবে। যাঁর কপালে সেই সৎসঙ্গ না ঘটিবে, সে ব্যক্তি সেই পবিত্র কাহিনী শ্রবণের গুণেও উদ্ধার পাইবে। এই পথ ব্যতীত সমাজ-সংস্কারের অন্য কোন পথ নাই বা হইতে পারে না। এই জন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া জীবকে দেখাইয়াছিলেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত যত প্রচলিত, তাঁহার সার উপদেশ অর্থাৎ ভগবদ্গীতার লিখিত অভ্রান্ত কথা গুলির তত বেশী প্রচলন দেখা যায় না। তাই আমি এত দিনের, এত সাধের ও এত তর্কের নাস্তিক্য বুদ্ধিকে পদাঘাত করিয়া দূর করিয়াছি; এবং সমাজ সংস্কারের বুদ্ধিকে জন্মের মত তাড়াইয়া দিয়াছি। তৎস্থলে চারুলতার লিখিত শ্লোক সমূহকে হৃদয়ে বসাইতে চেষ্টা করিতেছি। সেই শ্লোকে "কাচ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে" এই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের সুন্দর ধর্ম্ম সঙ্গত নূতন উত্তর মাষ্টারবাবু কর্ত্তৃক রচিত। যদি সেই শ্লোকের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব গুলিকে হৃদয়ে বসাইতে পারি, তবে লোকের নিকট মুখ দেখাইব। নতুবা না।

বংশ নষ্ট করিতেছে। এই রোগে গ্রাম্য শৈত্যকর ঔষধ খাইয়া অনেকে আমবাতে শয্যাশায়ী হন। অনেকে ডাক্তারী পিচ্‌কারীর গুণে আজীবন শুক্র-সঙ্কোচনের অভাবে কষ্ট ভোগেন। এই রোগে উপদংশের ন্যায়

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(আবার মোকদ্দমা। ভবানীর উপর কারাদণ্ডের আদেশ, ২০।৮।১২৭৩। দুশ্চিন্তাত্যাগার্থ নিজ কর্ত্তৃত্বের সঙ্কোচ। কারাবাস হইতে অব্যাহতি, ২২।৯।১২৭৩। লক্ষ্মীর আসনের পূর্ণ সার্থকতা।)

জমিদারবাবু! তুমি ভাবিতেছ কেন? তোমার মত লোকের মুখে ভাবনা শোভা পায় না। একে তুমি বর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; তদুপরি কুলীন, তার উপর জমিদার; তদুপরি আবার ধর্ম্ম ছাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছ। তোমার আবার চিন্তা কিসের? তবে কি সংসারে নিশ্চিন্তা নাই? ছিঃ! লোকে দেখ্‌লে কি বল্‌বে। উঠ, সুখের ভাণ্ডার হাতে পাইয়াছ, সুখ কর না কেন? তোমার মদ্যমাংসাদি পঞ্চ মকার আছে। গীত, বাদ্য, নর্ত্তক ও নর্ত্তকী আছে; হাস্যরসের বয়স্য আছে। তোমার নাই কি? কিসের জন্য তোমার এত চিন্তা? তবে কি সংসারে সুখ নাই?

বাস্তবিক ভবানীপ্রসাদ আজ আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন। তাঁহার ভাবনা এই—কেন আমি জমিদার হইয়াছিলাম? দরিদ্রের পুত্র হওয়া ভালই ছিল। মাতামহ সম্পত্তির যে এত দোষ, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এই সম্পত্তি পাওয়া মাত্রই আমার স্বভাব বিকৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি টোলে সংস্কৃত পড়িতাম, নামাবলী গায়ে দিতাম, পায়ে কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার করিতাম। তখন আমার বিনয় ছিল, পবিত্রতা ছিল। সমস্ত লোকেও ভালবাসিত। জমিদার হইবার পর লোকে ভয়ে তোষামোদ করে। কিন্তু ভালবাসে না।

রক্ত-দুষ্টি ঘটায় বলিয়া "মহাশারিবাদ্যাসব" প্রভৃতি মেহঘ্ন-রক্ত-পরিষ্কারক ঔষধ খাইবে। নতুবা পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তনের আশঙ্কা থাকে। এই ব্রণমেহ হইতে ক্রমে শুক্রমেহ ও বহুমূত্রাদি দোষ, অজীর্ণ, বায়ু, বাত-

পাঠক! জমিদারবাবুর এই তত্ত্ব-জ্ঞান কে উপস্থিত করাইয়াছে, তাহা কি বুঝিলেন? এই তত্ত্ব-জ্ঞান জীবনদাস দ্বারা বা অন্য সাধু সজ্জন দ্বারা উপস্থিত হয় নাই। এই তত্ত্ব-জ্ঞানকে শিবশঙ্কর মজুমদার কাছারী সহযোগে ঘটাইয়াছেন। জমিদারের আজ ৬ মাসের জেল হইয়াছে। মঙ্গলময় ভগবান্ জীবকে দুইপ্রকারে শিক্ষা দেন। প্রথমটির নাম—উপদেশ বাক্য। দ্বিতীয়টির নাম—ঘটনা। ভাগ্যবান্ জীব প্রথমটির বলেই সাবধান হন। তাই তাঁহাদের বিপদ আসে না। দুর্ভাগ্য জীব তাতে সাবধান হয় না। সুতরাং ভগবান্ তাহাকে বিপদ্‌রূপ ঘটনার মধ্যে ফেলিতে বাধ্য হন। জমিদার ভবানী যখন জীবনদাসের উপদেশ বাক্যে ও কীর্ত্তনে সাবধান হইতে পারিলেন না, তখন ভগবান্ ভবানীকে কারা-বাসরূপ বিপদের মধ্যে ফেলিতে বাধ্য হইলেন। পিতা যেমন পুত্রকে প্রথমতঃ বাক্যদ্বারা শাসন করেন, সেই শাসন না মানিলে যেমন পিতা পাদুকা দ্বারা প্রহার করিতে বাধ্য হন। ভগবানেরও সেইরূপ স্বভাব। আমরা ভগবানের এই অসীম দয়া বুঝি না, বা বুঝিতে চেষ্টাও করি না। আমরা যদি দৈনিক ঘটনা লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রত্যহ গভীর রাত্রিতে নীরবে চিন্তা করিতাম, তবে প্রতি কার্য্যের মধ্যে ভগবানের অসীম দয়া দেখিতে পারিতাম। প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা পাঠকদিগকে জানাইতেছি যে, কোন বিপৎ হইতে উদ্ধার হইবার বাসনা থাকিলে চিন্তা ছাড়িয়া উচিত কার্য্য চালাইয়া নির্ভর করিয়া দেখুন; নিশ্চয় সন্তুষ্ট হইবেন। দুই দিন অগ্রে হউক, পশ্চাৎ হউক, নিশ্চয় আশাতীত সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন। কোন সময়ে কার্য্য-সিদ্ধি না ঘটিতেও পারে; কিন্তু কেন সিদ্ধি ঘটিল না, তাহার কারণ ভগবান্ প্রাণে প্রাণে নিশ্চয় বুঝাইয়া দিবেন। তবে আত্ম-কর্ত্তৃত্বের চিন্তা না ছাড়িলে বুঝিবার সম্যক্ সুবিধা ঘটিবে না, নিশ্চয় কথা। কারণ আত্ম-কর্ত্তৃত্ব কেবল সন্দেহ, কেবল তর্ক ও কেবল গোল-যোগ জন্মায়। তাই ভগবদনুগ্রহ বুঝিতে দেয় না। যাহা হউক, জমিদার আজ ৬ মাসের কারাদণ্ড ভোগের আদেশ পাইয়াছেন; তাই তাঁর এত তত্ত্ব-

---

বেদনা ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি জন্মে। কাজেই মহাসাবধানতা আবশ্যক। (২) শুক্রমেহ—ইহাতে নানারূপে শুক্রপাত ঘটে। কখন প্রস্রাবের সঙ্গে সূতার আকারে, কখন চূণের জলের আকারে, কখনও

চিন্তা। এত দিন তিনি যত পাপ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অর্থ দিয়াই ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত-কাল উপস্থিত। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

ত্রিভির্বর্ষৈ স্ত্রিভির্মাসৈ স্ত্রিভিঃ পক্ষৈ স্ত্রিভির্দিনৈঃ।
অত্যুৎকটৈঃ পাপ-পুণ্যৈ রিহৈব ফল মশ্নুতে॥

অর্থ—"ইহ সংসারে অতিশয় উৎকট পাপ ও উৎকট পুণ্য করিলে, তাহার ফলাফল ইহ জীবনেই সংঘটিত হয়। তিন দিনে হউক, তিন পক্ষে হউক, তিন মাসে হউক, তিন বৎসরে হউক, যখনই হউক, ইহ লোকেই তার প্রতিফল পাইতে হইবে। তজ্জন্য আর পরকাল প্রতীক্ষা করা আবশ্যক হয় না। সমস্ত কাজেরই একটা জের আছে। নদীতে তরঙ্গ আরম্ভ হইলে যেমন একটি তরঙ্গ উঠিয়া ক্ষান্ত হয় না, পাপস্পৃহা আরম্ভ হইলেও সেইরূপ। কাজেই ভবানীর জীবনে ক্রমাগত বহুপাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তবে অর্থের বলে ও জমিদারীর বলে, তাহা চাপা দেওয়া ছিল। আজ আর চাপায় কুলাইল না।

নবীন চক্রবর্ত্তাকে সেই চড়াভূমিতে যে নব বধূ করা হইয়াছিল, এবং তার সঙ্গে যে ভবানীর বাসি বিবাহ হইয়াছিল, তাহা পাঠক জানেন। দ্বিতীয় বিবাহ উপস্থিত বলিয়া যে সেই নূতন বধূকে ১৫ দিন গৃহে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, তাহাও পাঠকের অবশ্য মনে আছে। সেই নূতন বধূকে দেখিয়া যে নবীনের মাতা "রাম, রাম" বলিয়াছিল, তাহাও অবশ্য মনে আছে। এই "রাম-রাম" শব্দ ভবানীর কর্ণে ও পরম্পরাক্রমে অন্তঃপুরের সকলের কর্ণেই পৌঁছিয়াছিল। তাই গোপনে গোপনে হাসাহাসি করিতে কেহই বাকী রাখেন নাই। তাই ভবানী অন্তঃপুরে গেলে সকলেই কর্ত্তার দিকে নূতম ধরাণের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই দৃষ্টিটা একপ্রকার নীরব তিরস্কার। দাস-দাসীরা পর্য্যন্ত এই তিরস্কার করিবার অধিকারী। এই অসহ্য নূতন দৃষ্টির একমাত্র কারণ—নবীনের মাতা। তাই নবীনের মাতাকে নিজ অন্তঃপুরে

মল-ত্যাগার্থ কুন্থন দিলে আঠার আকারে, কখন স্বপ্নদোষরূপে পতিত হয়, এবং কখন বা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন ও স্মরণে শুক্রস্রাব হয়। ইহার প্রতিবিধানের অভাবে গৃহে গৃহে অকালবার্দ্ধক্য দেখিতেছি। (৩) বহু-

ডাকিয়া আনিয়া, রাম নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করা হয়; তদুত্তরে নবীনের মাতাকে গুপ্ত কথা বলিবার উপক্রম দেখিয়া ভবানী এক চপেটাঘাত করেন। নবীনের মাতা এই অপমানে চটিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে ভবানীর সমস্ত গুপ্ত কুকীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিতে করিতে দৌড় দেয়। ইহার ফলে পাড়ার লোক, এই সমস্ত কথার শাখা প্রশাখা সমস্তই জানিয়া ফেলে। অধিকন্তু মুখে মুখে নূতন নূতন শাখা-প্রশাখা যোগ করে। তাতে অদ্ভুতের উপর একটা নূতন অদ্ভুত ভাব ধারণ করে। সেই অদ্ভুত মূর্ত্তি পাড়ায় পাড়ায় গৃহে গৃহে যাইয়া কাণাকাণি ও হাসাহাসির সৃষ্টি করে। তাই জমিদার পথে বেড়াইতে বাহির হইলে প্রতিবাসীর নূতন ধরণের দৃষ্টি বাহির হইতে থাকে। এমন কি, কুলবধূগণও দৌড়াদৌড়ি করিয়া গোপনে গোপনে নূতন দৃষ্টি আরম্ভ করিতে লাগিল। এই নীরব অপমানের কারণ নবীনের মাতা। তাই তৎক্ষণাৎ প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। এক দিন রাত্রে লাঠিয়াল পাঠাইয়া নবীনের মাতাকে ও স্ত্রীকে বাঁধিয়া আনিয়া অপমান করা হইল; এবং নবীনের বাড়ীর সমস্ত জিনিষগুলিকে জমিদার সরকারের মালগুদামে আনিয়া বন্ধ করা হইল। বিদ্যারত্নের মোকদ্দমার পর যখন ভবানী স্বয়ং শিবশঙ্করকে অপমান করেন, তখন নবীন সম্মুখে ছিল। তাই শিবশঙ্করকে গোপনে ডাকিয়া নিজ মাতার দুর্গতির কথা ও লুণ্ঠনের কথা জানায়। তৎ সঙ্গে সঙ্গে আরও জানায় যে, নিজের দরিদ্রতাবশতঃ এত অপমান নীরবে সহ্য করা হইয়াছে এবং জমিদারের হাতের পুতুল হইতে হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিবা মাত্র শিবশঙ্কর সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিল। তাই তিনি নবীনকে সপরিবারে নিজ পৈতৃক ছাড়া বাড়ীতে আনিলেন, এবং তাহাদের ভরণ পোষণের ভার স্বয়ং লইয়া মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে এই মোকদ্দমা উপস্থিত। সেই মোকদ্দমার ফলে জমিদারের ৬ ছয় মাস কারাবাসের আদেশ ঘটিল।

মূত্র—ইহা দুই প্রকার। নির্ম্মল প্রস্রাব বেশী হইলে এক প্রকার, এবং প্রস্রাবের আধিক্যাবস্থায় শর্করা থাকা নিবন্ধন প্রস্রাবের স্থানে পিপীলিকায় ধরিলে অন্য প্রকার। স্বপ্নলতিকা—।০ সপ্তাহ। ছাত্র-

এই মোকদ্দমায় ভবানীকে তখন যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল।

হাকিম। জমিদার বাবু! আজ আপনার বিরুদ্ধে একটী মাত্র মোকদ্দমা বটে। কিন্তু আমি আপনার বিরুদ্ধে বহু বহু অপবাদ শুনিতেছি।

ভবানী। হুজুর! দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়া হঠাৎ জমিদার হইয়াছি, তাই অনেকের চক্ষুঃশূল হইয়াছে।

উকিল। আপনি নাকি নৌকায় বিবাহের প্রচলন করিয়াছেন? সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে কোন দিনই নৌকায় বিবাহ দেখি নাই বা শুনি নাই। একমাত্র আপনার অধিকারে শুনিতেছি।

ভ। নিয়ম নাই বটে, কিন্তু দোষ কি? সকলেরই যখন ইচ্ছা হইল, তখন আমিও স্বীকার করিলাম। কাজেই নৌকায় বিবাহ হইয়াছে।

উ। শিবশঙ্কর বাবু'ত নৌকায় বিবাহের অনুমতি দেন নাই; বরঞ্চ তিনি নৌকায় বিবাহের কথা শুনিয়া লজ্জিত ও দুঃখিত। ঐ'ত মজুমদার দণ্ডায়মান। জিজ্ঞাসা করুন্ না কেন?

ভ। জিজ্ঞাসা করিব কি? কন্যা মরিলে কি জামাতার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে?

উ। নদীর চড়ায় নাকি আবার বাসি বিবাহ হইয়াছে? ইহার তাৎপর্য্য কি?

ভ। বিবাহের যা তাৎপর্য্য, বাসী বিবাহেরও সেই তাৎপর্য্য।

উ। না, বিভেদ আছে। তবে নবীন চক্রবর্ত্তীকে বধূ সাজাইবার তাৎপর্য্য কি?

ভ। সে সব মিথ্যা কথা।

উ। যদি সত্য সত্যই চারুলতার সঙ্গেই বাসি বিবাহ হইয়া থাকিবে, তবে বিদ্যারত্নের স্ত্রীর সঙ্গে দ্বিতীয় বিবাহ হয় কেন? ইহা'ত আর মিথ্যা নয়? ইহা'ত কাছারীর কাগজেই প্রকাশ।

জীবনের ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে রসিকতা করায় স্বপ্নদোষের সৃষ্টি হইয়া শুক্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য জন্মে। মস্তিষ্ক ও পেট স্নিগ্ধ রাখিয়া ইহা রাত্রে শুইবার কালে জল সহ খাইতে হইবে; এবং প্রাতে "বৃহচ্ছাগলাদ্য

ভ। আপনার এত কথার আবশ্যক কি? প্রস্তাবিত মোকদ্দমার কথা বলুন না কেন?

উ। তাহাই বলিব। তবে আপনার প্রকৃতি জানিয়া লইলাম মাত্র। ভাল নবীন চক্রবর্ত্তী আপনারই বয়স্য, আত্মীয় এবং প্রতিবাসী। তাঁহার সমস্ত জিনিষগুলি যে লুণ্ঠিত হইল, তাহা অবশ্য জানেন। সেই লুণ্ঠনের কোন অনুসন্ধানই হ'ল না। আপনি জমিদার নিকটে থাকিতে এত দুর্ঘটনা। বড়ই অসম্ভব।

ভ। তা আমি কি করিব? আজকাল আইনে জমিদারের কি কিছু বিশেষত্ব রাখিয়াছে?

উ। এই যে ৩২ জন লোক দণ্ডায়মান। ইহারা লাঠী খেলা জানে কি না? এবং আপনার বেতন-ভোগী কি না?

ভ। হাঁ, ইহারা আমার বেতন-ভোগী চাকর। আমি ইহাদের লাঠী খেলা দেখিতে বড় ভালবাসি।

উ। নবীন চক্রবর্ত্তী স্ত্রীসহ কেন দেশ ছাড়িয়াছেন, তাহা কি আপনি জানেন?

ভ। তাহা জানি না।

উ। গত আশ্বিন মাসের অষ্টমী পূজার দিন সন্ধ্যার সময় নবীনের বাড়ীতে ভয়ঙ্কর কোলাহল হইয়াছিল। তখন ঐ ৩২ জন লেঠেল তথায় দৌড়াদৌড়ি করিয়াছিল, বলিয়া গ্রামের অনেকেই সাক্ষ্য দিয়াছে; তাহা আপনি জানেন কি না?

ভ। তা জানি। নবীনের বাড়ীতে ডাকাত চড়া হইয়াছে, শুনিয়া আমি নিজেই লেঠেলদিগকে পাঠাই। তাহারা ডাকাত ধরিতে পারে নাই। ডাকাতগণ লুণ্ঠন করিবার পরক্ষণেই আমার লেঠালগণ তথায় উপস্থিত হয়। ঐ লেঠালদিগকে দেখিবামাত্র ডাকাতগণ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পালায়। তাই গ্রামের লোক আমার লেঠালদিগকে দেখিয়াছিল।

উ। আপনি দেখ্‌ছি মহাপুণ্যবান্। এত করিয়া ডাকাত তাড়ান হইল,

ঘৃত" খাইবে। কফাশ্রিত বায়ুর তৈল মাথায় দিলে ভাল হয়। শুক্রমেহ থাকিলে তাহার ঔষধ সঙ্গে খাইলে আরও ভাল হয়। কলিকাতায় ২৲। বৃহদ্‌বঙ্গেশ্বর ৮০ সপ্তাহ। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার মেহ নষ্ট হয়।

আর তাদের দেশ ছাড়িবার কালে কোন তত্ত্বই নাই। অথচ নবীন আপনার দৈনিক বয়স্ত ও প্রতিবাসী।

ভবানীপ্রসাদ এবার নীরব হইলেন। তিনি নিজের কথায় নিজেই ঠেকিলেম। তাই মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এত করিয়া অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করিলাম, তবু পাপ ঢাকা পরিল না। তবে কি পাপ কার্য্য ঢাকিবার কোন উপায়ের সৃষ্টি হয় নাই? পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি অবশ্যম্ভাবী? আবার ভাবিতেছেন—পাপ গোপন রাখিতে গিয়া আমি চিন্তায় চিন্তায় জ্বলিয়া মরিলাম। আর পারি না। ইহা হইতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক ভাল। তবে আমি সরল প্রাণে সত্য কথা বলি না কেন? আবার ভাবিতেছেন—আর জমিদারী করিব না। জীবনদাসের মত সুখে বেড়াইব। হাকিম বাবু! এবার ক্ষমা কর। আর পাপ করিব না। আবার ভাবিতেছেন—হে উকিল বাবু! যত চাও, তত টাকা লও, আমার সমস্ত জমিদারী লও, আমার স্ত্রী-পুত্রাদি যথাসর্ব্বস্ব লও, এবার আমায় রক্ষা কর। আবার ভাবিতেছেন—হে ঈশ্বর! তোমাকে না মানিয়া নাস্তিক হইয়াছিলাম। ইহার প্রায়শ্চিত্ত হাতে হাতে পাইলাম। আর কেন? দোহাই তোমার, ক্ষমা কর। এখন হইতে তোমার নামে মাতোয়ারা হইব। জীবনদাসের মত দ্বারে দ্বারে তোমার নাম করিব। আমায় রক্ষা কর। আবার ভাবিতেছেন—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না—জাগ্রত আছি? না—আকাশে আছি? না—কাছারীতে আছি?

ভবানীপ্রসাদ যাহাই ভাবুন্। হাকিম কিন্তু একরতিও ভাবিবার বিষয় পাইলেন না। তিনি এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সাক্ষী লইলেন, তৎসমস্তই জমিদারের বিরুদ্ধ। সুতরাং তিনি জমিদারকে ৬ মাসের জন্য কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। আর লেঠেলদিগকে ১ বৎসরের কারাবাসের হুকুম দিলেন। এই হুকুম প্রকাশ পাইবা মাত্র শিবশঙ্করের আস্ফালনে ও চিৎকারে ভবানীর চক্ষু ও কর্ণ অস্থির হইয়া উঠিল। শিবশঙ্কর যথায় তথায় নিজ বুদ্ধির ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

ব্রণ-মেহ হইলে চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ বা শ্রীমদনানন্দ মোদক সঙ্গে খাইলে আরও ভাল হয়। শুক্র-মেহ হইলে চন্দনাসব, পূর্ণচন্দ্র রস বা প্রমেহ গজসিংহ ঘৃতাদি সঙ্গে খাইলে ভাল হয়। বহুমূত্র হইলে তারকেশ্বর রস

পরে তিনি জমিদারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—এখন বাবু আমার সঙ্গে তর্ক কর না কেন? লেঠালই বা আমার বাড়ীতে পাঠাও না কেন? ক্রমে এই দণ্ডের বৃত্তান্ত দেশময় হইয়া গেল। কাজেই দেশের লোকেরা এখন মাথা তুলিয়া কথা বলিতে লাগিল। নবীন চক্রবর্ত্তীর মাতা বলিল—এখন বাবুর মুখে হাসি নাই কেন? সেই নবীনের প্রতিবাসীরা বলিল—যেমন কাজ তেমন সাজা। জমিদারের পত্নীগণ বলিলেন—গরিবের হাতে টাকা আসিলে এই দশাই হয়। জমিদারীর প্রজাগণ বলিল—এখন কয়েকদিন সুখে থাকিবার কারণ দাঁড়াইল। জমিদারের পরম শত্রুগণ বলিল—এখন তার মরণ উচিত। জমিদারের গোমস্তারা বলিল—ঈশ্বর কত আর সহিবেন। সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতং।

হুকুমের পর অনেকেই অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু ভবানী কোন কিছুই বলিলেন না। কারণ তিনি এখন বেশ বুঝিয়াছেন যে, মানুষ সময়ের বশবর্ত্তী। এক সময়ে মনুষ্য পায়ের কর্দ্দম, অন্য সময়ে মস্তকের উষ্ণীষ। তাই তিনি লোকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুসময় আনিবার চেষ্টায় রহিলেন। পরে তিনি হাকিমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—মহাশয়! পাপ গোপন করার জন্য এত দিন দিবারাত্র চিন্তিত ছিলাম। আজ হইতে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

যথাসময়ে জমিদারকে জেলে লইয়া গেল। তখন জমিদার ভাবিতে লাগিলেন—এত সম্মান, এত সম্পত্তি ও এত লোক থাকিতে আমি নিজেই জেলে আসিলাম! নিজের পাপ নিজকেই ভুগিতে হইল! এই কার্য্যের কি প্রতিনিধি নাই? আবার ভাবিতেছে—জেল হইতে যখন অব্যাহতি দিবে, তখন কিরূপে মুখ দেখাইব? আর লাঞ্ছিত জীবনে ফল কি? অদ্যই এখানে উহা বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত। ইত্যাদি বহু বহু দুশ্চিন্তা তাহার মনে যাতায়াত করিতে লাগিল। তাহার মনটি যেন বড় সহরের বড় পথের ন্যায় হইয়া উঠিল। এক যাইতেছে, আর এক আসিতেছে। তিলার্দ্ধও বিশ্রাম নাই। তাহাতে

ও হেমনাথ রসাদি সঙ্গে খাইবে। মোট কথা, প্রমেহ রোগের সর্ব্বাবস্থায় ইহা দেশ বিখ্যাত মহৌষধ। ঈদৃশ ঔষধ ডাক্তারীতে আছে কি? কলিকাতায় ২৲। বৃহৎ সোমনাথ রস—৮০ সপ্তাহ। বায়ু-পিত্ত-প্রধান

ভবানী আরও বিরক্ত হইলেন। একে কারাগারের কষ্ট, তদুপরি আবার এত দুশ্চিন্তা। এ যেন মরার উপর খাড়া। তাই তিনি মনকে অনেক তিরস্কার করিতে করিতে বলিলেন—কিসের চিন্তা? যা হবার তা'ত হয়েছে; তবে আবার চিন্তা কেন? এখন আমি নিশ্চিন্ত হইব। কিন্তু পারিলেন না। দুশ্চিন্তা আবার আসিল। আবার তাড়াইলেন। এইরূপ কত দুশ্চিন্তা আসিতেছে, আর কত তাড়াইতেছেন, তাহার অবধি নাই। তাই মনে করিলেন—দুশ্চিন্তা'ত বিড়াল, কুকুর, গরু ও ঘোড়া নয় যে, লাঠির আঘাতে তাড়াইব। জল নয় যে, বাঁধ দিব। আলো নয় যে, কপাট দিব। লোক নয় যে, তোষামোদে বাধ্য করিব। গাত্রের ময়লা নয় যে, জলে ধুইয়া ফেলিব। দুশ্চিন্তা করিব না, মনে করিতেছি, সেও এক চিন্তা। তবে কি মানুষ দুশ্চিন্তা ছাড়িতে পারে না? চিন্তা দ্বারাই কি মানুষের জীবন গঠিত? তবে জীবনদাস নিশ্চিন্ত কেন? এত দিন নিকটে রহিলাম। এক দিনও তাহার মলিন মুখ দেখি নাই। তিনি যেন সর্ব্বদাই হাস্যময়। এত হাসি তিনি কোথায় পাইলেন? আমি এবার কারাগার হইতে বাহির হইয়াই জীবনদাসের পায়ে লুটাইয়া পড়িব। প্রাণান্তেও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িব না। এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে পরিশেষে জীবনদাসের রচিত ও স্বকীর্ত্তিত একটি গান মনে পড়িল। গানটি এই—

গান (বাউলের সুর, তাল একতালা।)

যায় যাবে যাউক মান প্রাণ ক্ষতি নাই তাহায়।
তথাপি ছাড়িব নাহে (আমার) দয়াময়ের মহিমায় ॥
আসিয়াছি যাহা হ'তে, বসিয়াছি যার ক্ষেতে,
যাইব যাহার হাতে বল কেমনে ভুলিব তায় ॥১।
সম্পদে বিপদে যিনি, জীবন মরণে যিনি,
জাগ্রত স্বপনে যিনি, বল কেমনে ছাড়ি তাহায় ॥২।

যাবতীয় প্রমেহের মহৌষধ। শুক্রমেহ ও বহুমূত্রে বিশেষ প্রশস্ত। বর্ত্তমানকালের ফ্যাসন মতে যেমন জ্বর মাপিতে হয়, তেমন প্রমেহ রোগে মূত্র-পরীক্ষা না করিলে বাবুদের মনে সুখ হয় না। কিন্তু

এ জগৎ দেখিলে যাকে, এ দেহ ভাবিলে যাকে,
স্মরণ হয় হে থেকে থেকে, তাকে ভুলিয়া কি থাকা যায় ॥৩।
কর্ত্তার উপর কর্ত্তা যিনি, সুখ দুঃখের মূল যিনি,
প্রাণের শান্তি দাতা যিনি, তাকে ছেড়ে থাকা বড় দায় ॥৪।

উক্ত গানের প্রতি শব্দে শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতা ছিল বলিয়াই ইতিপূর্ব্বে ভবানীর মূর্চ্ছা ঘটিয়াছিল। বৈরাগী বৈষ্ণবীদের হাসাহাসির ফলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিলেও তিনি সেই সঙ্গীতের স্মৃতি সম্পূর্ণ ভুলিতে পারেন নাই। কাহারও মুখে কোন ধর্ম্মের গান শুনিলেই সেই স্মৃতি জাগিত। কাহাকে গোপনে হাসিতে দেখিলেই তিনি মনে করিতেন -সেই মূর্চ্ছার সমালোচনা চলিতেছে। শঙ্খ-ঘণ্টার বাদ্য, মদ্য-পানের নৃত্য, গৃহ-বধূদের হুলুধ্বনি ও সঙ্গোপাঙ্গের ধর্ম্ম-তর্ক উঠিলেই সেই গানের কথা, মূর্চ্ছার কথা ও সেই শক্তি-সঞ্চারের কথা মনে উঠিত। মোট কথা, শক্তি-সঞ্চারের অগ্নিকণা তাঁহার অন্তরে অন্তরে গুপ্তভাবে থাকিয়া সময় সময় ধূম উদ্গীরণ করিত। অদ্য কারাগারের দুশ্চিন্তারূপ ফুৎকারে উহা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তাই স্বধর্ম্ম ভুলিয়া সেই গানের শক্তিতে প্রমত্ত হইলেন। ভবানীর এত চিন্তা ও এত কষ্ট, তন্মুহূর্ত্তে পলাতক হইল। গৃহস্থ জাগ্রত হইলে যেমন চোর থাকেনা, বাড়ীর কর্ত্তা বাড়ীতে আসিলে যেমন কোন বিশৃঙ্খলতা থাকে না; সেইরূপ জগৎ-কর্ত্তা প্রাণে আসিলে দুশ্চিন্তা থাকিতে পারে না। এতক্ষণ যে চিন্তাকে তাড়াইবার জন্য কোন উপায় দেখেন নাই, সেই চিন্তা আপনা হইতেই পলাইল, দেখিয়া জমিদার সেই গানকে প্রাণের মত ভালবাসিতে লাগিলেন।

এই দুশ্চিন্তার আক্রমণে দেশের যত সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহার সংখ্যা বা পরিমাণ করা অসম্ভব। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ও মহাযুদ্ধের ক্ষতির পরিমাণ করা সম্ভব। কিন্তু ইহার পরিমাণ অসম্ভব। দুঃখ প্রতীকারের জন্য যে উপায় নির্দ্ধারণ, তাহার নাম - চিন্তা। তৎবিষয়ে অনর্থক পুনঃ পুনঃ

আয়ুর্ব্বেদের বাহাদুরী এই যে, অধিকাংশ ঔষধই বহু বিস্তৃত অবস্থায় উপকারী। কাজেই এত সূক্ষ্মভাবে রোগের বিভেদ করা আবশ্যক হয় না। কেবল ত্রিদোষেব প্রভেদ বুঝিলেই যথেষ্ট হয়। বর্ত্তমান

চিন্তা করার নাম—দুশ্চিন্তা। সর্ব্বদেশের সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে দুশ্চিন্তাকে নরক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অহং-কর্ত্তৃত্বের প্রাচুর্য্য যার যত বেশী, তার দুশ্চিন্তা তত বেশী। সেই সময় ভগবৎ-কর্ত্তৃত্বকে হৃদয়ে যত বেশী আনা যায়, ততই নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। পিতা থাকিলে যেমন পুত্র নিশ্চিন্ত, স্বামী থাকিলে যেমন স্ত্রী নিশ্চিন্ত, তেমন ভগবদ্‌বুদ্ধি থাকিলে গৃহস্থ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। উক্ত পিতা বা স্বামীকে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে অন্যের কর্ত্তৃত্বের তলে যাওয়া প্রয়োজন হয়। উৎসবে বৈবাহিককে আনিয়া কর্ত্তৃত্ব দিলে, যেমন গৃহস্থ নিশ্চিন্ত হইতে পারে, তেমন দুঃখের সময় ভগবান্‌কে সাধিয়া আনিয়া কর্ত্তৃত্ব দিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। উক্ত বৈবাহিককে কর্ত্তৃত্ব দিতে হইলে যেমন অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া এবং অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়া স্বীকার করাইতে হয়, সেইরূপ সাধনা এবং সেইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া ঈশ্বরকেও আনিতে হয়। ভগবান্ অন্যের কর্ত্তৃত্ব সহ্য করিতে পারেন না। তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব না পাইলে, প্রার্থীর গৃহে আসেন না তাঁহার না আসিবার প্রধান প্রতিবন্ধক, অহং-কর্ত্তৃত্ব। ভগবান্ বলেন—যে গৃহস্থের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য অহং-কর্ত্তৃত্বরূপ ম্যানেজার নিযুক্ত আছে, সে থাকিলে আমি ম্যানেজার হইয়া যাইতে পারি না। দুই ম্যানেজারের দুই বুদ্ধিতে প্রায়ই একরূপ কার্য্য হইতে দেখা যায় না। "এক ঘরে দুই রাঁধুনী, প'ড়ে মরে মাড় গালুনী"। ভগবান্ আবার বলেন—হয় পূর্ব্ব ম্যানেজার তাড়াইয়া দেও, না হয় আমার অধীনে চলিবার জন্য তাহাকে স্বীকার করাও; নতুবা আমি তোমার গৃহে যাইব না। তোমার ক্রন্দনে গেলেও কোন কাজ করিতে পারিব না। আমার দ্বারা তোমার কোন কাজ না হইলে, অনর্থক আমাকে নিয়া লাভ কি? লাভ পাইলে লোহার বোঝাও বহন করা উচিত। বিনা লাভে এক মুষ্টি তুলার ভারও বহন করা উচিত নহে। আমি কাহারও সঙ্গে ভাগাভাগী করিয়া কাজ করিতে ভালবাসি না বা করি না। হয় সমস্ত ভার দেও; না হয়

বাবুগণ এই বাহাদুরী স্বীকার করিবেন কি? "গৃহস্থ-চিকিৎসা" দেখুন। কলিকাতায় ৩৲। স্বর্ণবঙ্গ—।৵০ সপ্তাহ। এই যন্ত্র-পক্ক রসায়ন ঔষধটী এক প্রকার বঙ্গ-ভস্ম। ইহা শুক্রমেহাদি বিংশতি প্রকার মেহের

চলিয়া যাও। আমি পরিষ্কার কথা চাই। অপরিষ্কারের মধ্যে আমি নাই। বাস্তবিক ঈদৃশ দয়ালু ম্যানেজার বিনা টাকায় পাইলে যে দরিদ্র না নেয়, সে প্রকৃত দরিদ্র নহে; সে মহা দুর্ভাগ্য। তার মত দুর্ভাগ্য জগতে আর নাই। জীবের মারাত্মক রোগই দুশ্চিন্তা; অথবা মারাত্মক শত্রুই দুশ্চিন্তা। দুশ্চিন্তার মত শত্রু বা রোগ ত্রিভুবনে আর দ্বিতীয় নাই। ইহার নামই বিষ, ইহার নামই নরক, ইহার নামই পাপ। তাই কবি লিখিয়াছেন—

চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা চ সজীবং বপুঃ।

অর্থ—শ্মশানের চিতা ও জীবের দুশ্চিন্তা এতদুভয়ের মধ্যে দুশ্চিন্তা সর্ব্ব প্রধানা। কারণ চিতা প্রাণ-শূন্য মৃত ব্যক্তির দেহকে মাত্র দগ্ধ করে, কিন্তু দুশ্চিন্তা জীবন্ত প্রাণের জীবন্ত দেহকে দগ্ধ বিদগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব যে জীবন্ত মনুষ্য-দেহকে হস্তী, ব্যাঘ্র ও সিংহ প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু পর্য্যন্ত ভয় করে, যাহার প্রতিভায় ত্রিভুবন কম্পিত, শত্রু বিনাশার্থ যিনি আশ্চর্য্য অস্ত্র ও অসংখ্য উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই জীবন্ত মানবকে পাতিত করিতে যে সক্ষম, সে সহজ বস্তু নহে। দেশ হইতে ঈদৃশ হিংস্রক শত্রু যাহাতে উঠিয়া যায়, তদুচিত কার্য্য নির্ব্বাহার্থ চাঁদা সংগ্রহ ও সভা স্থাপন করা আমাদের একান্ত উচিত। আমরা সেই দিকে মন না দিয়া পুষ্টিকর আহার ও বিলাস-ভবন স্থাপনার্থ যত যত্ন করি না কেন, কিছুতেই দৈহিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করিতে পারিব না। ইহা ধ্রুব সত্য। এই দুশ্চিন্তার জ্বালায় মূল্যবান্ জীবনকে অঙ্গার-ময় করিয়া তোলে। ত্রিতল হর্ম্ম্য, দুগ্ধফেণনিভ শয্যা, টাকার স্তূপ, অসাধারণ বুদ্ধি, অলৌকিক সৌভাগ্য ও সুখ-সম্পদ যত কিছু বল না কেন, দুশ্চিন্তা আসিয়া সকলকে দগ্ধ-বিদগ্ধ করে। সুতরাং তার নাশার্থ আইন করা উচিত।

ভগবান্‌কে দয়ার সাগর ও চির মঙ্গলময় বলিয়া যাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস আছে,

---

মহৌষধ। কলিকাতায় ২৲। বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস—॥৵০ সপ্তাহ। শ্রীমন্মথাভ্র রস—॥০ সপ্তাহ। মকরধ্বজ রসায়ন ১॥০ সপ্তাহ। ইহা সেবনে শুক্র-মেহ, শুক্র-তারল্য, অজীর্ণ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য দূর করিয়া

তাঁহার নিকট দুশ্চিন্তা কখনই আসিতে পারে না। তিনি বিপদের মধ্যেও ভগবানের দয়া দেখিতে পান। তিনি দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে না করিয়া উহাকে ভগবৎ প্রদত্ত শিক্ষা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কাজেই দুঃখ তাড়াইবার জন্য তত ব্যাকুলতা আবশ্যক হয় না। কেবল করযোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে গদ্‌গদ ভাষায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতে পারিলেই জীবনকে ধন্য মনে করেন। বাস্তবিক সৃষ্টিকর্ত্তা কখনই সৃষ্টিনাশ করিতে পারেন না। তাঁহার এত সাধের, এত দিনের, এত বাহাদুরীর সন্তানকে তিনি রক্ষা না করিলে কে আর রক্ষা করিবে? জীবের মান ও সম্ভ্রম তিনি দিয়াছেন, নষ্ট করিতে হয়, তিনি করিবেন। আমাদের তাতে আপত্তি করা উচিত নহে। জীবের পুত্র-কন্যাদি পরিজন ও গৃহাদি তিনি দিয়াছেন। কেন দেন, কেন নেন, সে বিষয়ে বুঝিবার অধিকার আমাদের নাই। সেই অনধিকার কার্য্যে যাইতে গিয়াই দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হয়। তাই ভবানীর প্রাণ চিন্তায় চিন্তায় ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনদাসের উক্ত সঙ্গীতের বলে ভগবানে আত্ম-নির্ভর কতক ঘটিয়া কতক নিশ্চিন্ত হইলেন। বাস্তবিক দুশ্চিন্তা ছাড়াইবার পক্ষে এমন অমোঘ ও অব্যর্থ ঔষধ ত্রিভুবনে আর নাই। তিনি এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরকে আনিবার জন্য জীব এত ব্যস্ত কেন? আরও বুঝিয়াছিলেন—নাস্তিক্য-বুদ্ধি সর্ব্ব দুশ্চিন্তার আকর। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন—কোন ধর্ম্মে যাইবেন না বলিয়া যে বাড়ীতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা আমার মূর্খতা বা দুর্ভাগ্য। তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন—অহং-কর্তৃত্বরূপ দস্যু ভগবৎ-কর্তৃত্বরূপ সাধুকে তাড়াইয়া দিয়া দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে। তাই জমিদার অদ্য সেই সঙ্গীতের বলে অহং-কর্তৃত্ব সহ দুশ্চিন্তাকে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—আর বাকী জীবনে কর্তৃত্ব করিব না। যাবৎ বাঁচিব, তাবৎ মাতার কর্তৃত্বাধানে থাকিব। মাতার পৈত্রিক সম্পত্তি ব্যতীত আমার নিজের যখন কোন পৈত্রিক ধন নাই, তখন

শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। কিন্তু রোগের কারণ ও স্ত্রী-সংসর্গাদি দূর করা চাই। এই শুক্রমেহনাশক ঔষধগুলির সঙ্গে শ্রীমদনানন্দ মোদক খাইলে বা বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত খাইলে আরও ভাল হয়। যোগ-

মাতার কর্ত্তৃত্বকে সম্পূর্ণ লোপ করিয়া সম্পত্তি ভোগ করা অন্যায়। সুতরাং তাঁহার অনুমতি না লইয়া এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিব না। তাহা হইলে আমার অপব্যয় ও কুকীর্ত্তি বন্ধ হইবে।

পাঠক! এত দিনে লক্ষ্মীর আসনের ষোল আনা অংশের প্রত্যক্ষ ফল ভবানীর গৃহে প্রকাশিত হইতে চলিল। মাতা এত দিনে এত যত্ন করিয়া যে পুত্রকে স্ববশে আনিতে পারেন নাই, অদ্য সেই অসাধ্য সাধন ব্যাপার সংঘটিত হইতে চলিল।

"প্রবাহিকা-বিন্দু"—আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগকে ডাক্তারীমতে Dysentery ডিসেণ্টারী ও আয়ুর্ব্বেদমতে "প্রবাহিকা" রোগ বলে। ইহাতে সাদা আঠার মত আম ও রক্ত পুনঃ পুনঃ পড়ে। নাভিতে বেদনা, কুন্থন বেগ, জ্বর, নানাবর্ণের মলত্যাগ ও গুহ্যদ্বারে যন্ত্রণা জন্মে। উক্ত ঔষধের চমৎকার বাহাদুরী এই, ২।৩ দিনের মধ্যেই রোগ নির্ম্মূল করে। যদি ক্রিমি, আমগ্রহণী, অর্শ ও দূষিত ক্ষত জন্য প্রবাহিকা হয়, তবে ৭।১৪ বা ২৮ দিন ঔষধ খাওয়া আবশ্যক। ডাক্তারী, হেকিমী, কবিরাজী ও টোট্‌কা মতে যতপ্রকার ঔষধ আছে, তন্মধ্যে ইহার বিশেষত্ব কত, তাহা ঔষধ ব্যবহারেই বুঝিবেন। বংশ-পরম্পরা ক্রমে ইহার ব্যবহার চলিতেছে। কদাপি নিষ্ফলের সংবাদ পাই নাই। গর্ভিণী, সূতিকাগ্রস্থা, শিশু, দুর্ব্বল, মুমূর্ষু, ও প্লীহা-যকৃৎ ছোটার অবস্থার বা লুন্তি (হাম) বসার অবস্থার প্রবাহিকায় ইহা মহোপকারী।

৭ দিনের উপযোগী ঔষধের মূল্য ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা। এই ঔষধের অনুপান—টাট্‌কা কুটজের ছাল। ইহাকে দেশভেদে কুচি, কুটীশ্বর বা কুটরাজ বলে। যদি তাহা না ঘটে, তবে তাহা পাঠাইবার জন্য প্রতিসপ্তাহের মূল্য—।৵০ পাঁচ আনা। প্যাকিং ও মাশুল ।০ চারি আনা। মোট কথা ১৸৵ এক টাকা চৌদ্দ আনা দিতে স্বীকৃত হইয়া পত্র দিলে ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ ও অনুপান পাঠাইয়া থাকি। বয়স জানাইতে ভুলিবেন না। ব্যবস্থাপত্রে বিস্তৃত দ্রষ্টব্য। নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিবেন।

শ্রীধ্রুবপদসুশীল কবিরত্ন কবিরাজ
২৪নং আসকলেন, ঢাকা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(জমিদার-জননী কর্ত্তৃক লক্ষ্মীর আসনের পূজারম্ভ ২৬।৮।১২৭৩। পাদ্রী-সাহেব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত গণের পরাভব ও খ্রীষ্টধর্ম্মের বক্তৃতা, ৪।৯।১২৭৩ গুরুচরণ ধীবরের বাড়ীতে জমিদারের মাতা ও বধুগণের গমন। চারুদর্শনের সঙ্গীত শ্রবণ ও শক্তিসঞ্চার ২০।৯।১২৭৩)।

জমিদার ভবানীর কারাগারে যাইবার পর দেশব্যাপী একটা হাসাহাসির স্রোতঃ উঠিতে লাগিল। তৎশ্রবণে জমিদারের মাতা ও বধূগণ একান্ত মর্ম্মাহত হইলেন। কি উপায়ে লুপ্ত সম্মানের পুনরুদ্ধার হইতে পারে, তজ্জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এদিকে স্ত্রীলোক মহলে দেশব্যাপী একটি প্রবাদ উঠিল যে, স্বয়ং লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী বিদেশী ধর্ম্ম-নিয়মের আদর দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া এই দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার প্রত্যাশায় একটি জেলে ডিঙ্গিতে পার হন। তাতে ধীবর সেই লক্ষ্মার পায়ে পড়িয়া হত্যা দেয়। তাতে তিনি এই দেশে থাকিতে স্বীকৃত হন বটে। কিন্তু ঘরে ঘরে কথিত নিয়ম মত পূজা না করিলে তিনি এ দেশে থাকিবেন না, বলিয়া সতর্ক করিয়া অন্তর্হিত হন। এই প্রবাদের সঙ্গে সঙ্গে পূজার নিয়মও মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। গুরুচরণ ধীবরের বাড়ীতে চারুলতা লক্ষ্মীপূজার যেরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন, সেই নিয়মগুলি অবিকল-রূপে গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়াছিল। এমন কি, সেই পূজার জল আনিবার গান ও শক্তি-প্রার্থনার গানটি পর্য্যন্ত অবিকল রূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

শক্তির জয় হউক। কলিকাতায় ২৲। ১৷৷০। ৩৲। চন্দনাসব—২৲ টাকা সের। ডাক্তারীমতে প্রমেহ রোগে "সেণ্ডল অয়েল" সুবিখ্যাত। এই চন্দনাসব তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা শুক্র-মেহ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার

এত হঠাৎ এত বেশী প্রচারের কারণ - কৃষক ও রাখালগণ। কারণ তাহারা উক্ত গান দুইটিকে সহজ ও সুন্দর বলিয়া সর্ব্বদা গাইত।

উক্ত প্রবাদের সঙ্গে অতিরিক্ত কয়েকটি কথা টিপ্পনীরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। যথা—(ক) যে ধীবরের কথায় লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী দেশে রহিলেন, তার বাড়ীতে লক্ষ্মীর আসনের পূজা প্রত্যহ রীতিমত হওয়ায় ধন-দৌলতে রম্‌রমা-ঝম্‌ঝমা হইয়াছে।—(খ) কোন বৈষ্ণব মহান্ত বাবাজী ধনে দৌলতে বড় হইয়াও উক্ত আসন পাতেন নাই বলিয়া, এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন কি, স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকুরাণী দুঃখে নিজ মাথাকে নিজে ফাটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন। সে অবধি মহান্ত ছাড়ে থাড়ে গেল। -(গ) কোন দেশের কোন বধূ লক্ষ্মীর আসন পাতিয়াছিল। স্বামী সেই আসন ফেলিয়া দিল। তার ফলে তার যুবতী কন্যার বিবাহের দিন বিবাহ হইল না। বিবাহের সমস্ত জিনিষ-পূর্ণ নৌকা জলে ডুবিয়া গেল। কত বিপদ গেল। অবশেষে সেই গৃহস্থকে দেশ ছাড়িতে হইল।

এই প্রবাদানুসারে গৃহ-বধূগণ গৃহে গৃহে সেই লক্ষ্মীর আসন পাতিল। তৎসঙ্গে সঙ্গে সুফলের সংবাদ মুখে মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। ভবানীর মাতা সেই আসন পাতিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি এই জীবনে বহু দেবতার মানস করিয়াও আশানুরূপ ফল পান নাই। তাই পুত্রকে বাধ্য করিতে পারেন নাই। কাজেই তিনি ভবানীর কারাদণ্ডের পর আর কোন দেবতার নিকট কোন প্রার্থনা না করিয়া একমাত্র লক্ষ্মীর আসনের নিকটই প্রার্থনা করিবেন, বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাহার ফলে নিজগৃহে ও প্রতি-বধূর গৃহে এক একটি করিয়া আসন পাতিলেন। নিয়মের একটুকুও ব্যতিক্রম করিলেন না। তাঁহার বরে একে একে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার প্রধান বাসনাও পূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার বিশেষ প্রার্থনা ছিল—ভবানীর জন্য। কারণ সে এখন কারাগারে। কোন্ সময়ে কোন্ বিপদের

প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য-নাশক। কলিকাতায় /১—৪৲। প্রমেহ গজসিংহ ঘৃত—৮৲ টাকা সের। এই লৌহ-ঘটিত ঘৃতটীতে শুক্র-মেহাদি বিংশতি প্রকার মেহ ও স্ত্রীলোকদের শ্বেত-প্রদর নষ্ট করিয়া

সংবাদ আসে, ঠিক্ নাই। উক্ত আসনের বলে বিপদ ভঞ্জনের আশা তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে করিতেছেন। বিপদের মাত্রা কমিবার সঙ্গে সঙ্গে যে সেই পূজার আড়ম্বর বাড়াইবেন, তাহাও তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন। এত দিন পুত্রের জ্বালায় নিজ পিতার সম্পত্তিকেও ইচ্ছানুসারে ভোগ করিতে পারেন নাই। অদ্য সেই দুঃখ দূর হইবার সুবিধা ঘটিয়াছে। তাই ভবানীর স্বেচ্ছাচারের সাঙ্গোপাঙ্গ প্রভৃতিকে বিদায় করিয়া দিলেন ; এবং নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে সাংসারিক সমস্ত কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিশেষ আসক্তি দাঁড়াইল—সেই লক্ষ্মীর আসন ও সন্ধ্যাকালীন হরিসঙ্কীর্ত্তনে। তিনি যদিও আজীবন বৈষ্ণব-মতে ছিলেন, তথাপি শিবশঙ্করের মত নানা দেবতার উপর চঞ্চল মন থাকায়, হরি নামের উপর তাঁহার তাদৃশ দৃঢ়তা ছিল না। বিপদে পড়িলে যেমন গ্রাম্য স্ত্রালোকেরা নানা দেবতার ও বহু টোট্‌কার আশ্রয় গ্রহণ করে, তিনিও তাহাই করিতেন। কিন্তু অদ্য সেই সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র লক্ষ্মীর আসনের উপর দৃঢ়তা আনিলেন। উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে সেই এক চিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা রহিল না। তাহার ফলে সেই পূজার ফল হাতে হাতে পাইতে লাগিলেন। পূজার কয়েক দিন পরেই সংবাদ আসিল, ভবানীর জেলের খাটুনী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন জেলাধ্যক্ষ ও ডাক্তারবাবুর অনুগ্রহের বলে হস্‌পিটালে আছেন। তার কয়েক দিন পর সংবাদ আসিল—ভবানীকে বাড়ী হইতে ইচ্ছামত আহার ও ইচ্ছামত বিছানা প্রভৃতি দিবার সুবিধা ঘটিয়াছে। তাই ভবানীর মাতা, পুত্রের ইচ্ছামত খাদ্য ও জিনিষ পাঠাইতে লাগিলেন। সুতরাং মাতার মতে পুত্রের আর কোন বিশেষ কষ্ট নাই। অতএব লক্ষ্মীর আসনের মাহাত্ম্য অসম্ভবরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাই তিনি লক্ষ্মীর ভোগের দ্রব্য ও পূজার আয়োজন ক্রমে ক্রমে বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি পূর্ব্বে পুষ্করিণীর জল দ্বারা লক্ষ্মীর পূজা নির্ব্বাহ করিতেন। এখন হইতে পবিত্র নদার জল আনিবার বন্দোবস্ত করিলেন। বাড়ীতে যতটি

দেহে নূতন বল আনিয়া দেয়। সংযম মহৌষধ। চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ —৮০ সপ্তাহ। বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ — ১৷৷০ সপ্তাহ। প্রমেহ ঘটিত শুক্রতারল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য ও ধ্বজভঙ্গ নাশের জন্য পৃথিবীতে

লক্ষ্মীর আসন ছিল, ততটি কলস লইয়া. এক একটি দাসী প্রত্যহ নদীতে যাইত; যাইবার কালে সেই মধুর গানটি সমস্বরে গাইতে গাইতে এবং তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে চলিত। সেই গানের শব্দে কুলবধূগণের মধ্যে এক হুলুস্থুল বাঁধিয়া যাইত। কেহ ক্রন্দিত পুত্রকে ফেলিয়া, কেহ অর্দ্ধপাক ফেলিয়া, কেহ স্বামীর পাতে অর্দ্ধ ভাত দিয়া কলসী কক্ষে লইয়া ছুটিত। সমস্তের কক্ষেই কলস, সমস্তের মুখেই সেই গান, সমস্তের পদেই ভাব-মন্থর গতি। কাজেই এক দৃশ্য, এক ভাব, একস্বর ও এক গতি। পুষ্পমালার মত বা কলহংসের মত শ্রেণী-বদ্ধভাবে শস্যক্ষেত্রের এক পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে। চতুষ্পার্শ্বের গ্রাম হইতে সেই দৃশ্য সহ মিশিবার জন্য স্ত্রীলোকগণ শত বাধা পায়ে ঠেলিয়া কক্ষে কলসী লইয়া ছুটিতেছে। সকলের মুখেই সেই গান। সকলের প্রাণেই আনন্দ। সকলের গতিই একরূপ। এত লোকের মুখ হইতে সমস্বর উঠিয়া গ্রামগুলিকে যেন সজীব ও হাস্যময় করিয়া তুলিতেছে। মাঠের কৃষক, রাখাল ও পথিকগণ স্তম্ভের মত স্থির হইয়া শুনিতেছে ও দেখিতেছে। মাঠের পশুগুলি এই নূতন শব্দ ও নূতন দৃশ্যের প্রভাবে মুখ তুলিয়া চিত্র-পুত্তলিকা হইতেছে। গ্রাম্য বালকগণের আনন্দের দৌড়াদৌড়ির হুলুস্থুল বাড়িতেছে। স্ত্রীলোক সমাজের এই গ্রাম্য মধুর সমাগমে বোধ হইতেছে যেন, সমস্ত মাঠ শান্তি-লতায় ছড়াইয়া পড়িতেছে; যেন সমস্ত বনভূমিকে রসাল করিয়া তুলিতেছে; যেন গ্রাম হইতে আনন্দের স্রোত উথলিয়া উঠিয়া, মাঠ দিয়া নদীর দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। এই বিস্ময়কর অপূর্ব্ব দৃশ্য ভবানীর মাতা ও বধূগণ প্রত্যহ দেখিবার জন্য ত্রিতল কোঠার উপর অত্যুচ্চ একটি ঘর প্রস্তুত করিলেন। তথায় তাঁহারা প্রত্যহ যাইয়া. সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া বিহ্বল হইতে লাগিলেন. এবং নিজেরাও সেই গান গাইয়া ধন্য হইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে সেই সেই লক্ষ্মীর সেবিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লক্ষ্মীর প্রসাদ খাওয়াইতেন. এবং সেই গান শুনিতেন। তখন কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

যত প্রকার ঔষধ আছে, তন্মধ্যে ইহাদের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। শ্লেষ্মমেহ বা কফাধিক প্রমেহে অব্যর্থ। দীর্ঘকালীয় উদরাময় ও তজ্জন্য দুর্ব্বলতার পক্ষে এবং কফ-প্রধান কফাশ্রিত বায়ু ও শিরোবেদনায়

জমিদার বাড়ীতে লক্ষ্মীর আসনের এত সমাদর দেখিয়া দেশস্থ সমস্ত স্ত্রীলোক এক বাক্যে আসনের প্রশংসা ধরিল। তাহার ফলে সকল গৃহই লক্ষ্মীর গৃহ হইয়া উঠিল। অলক্ষ্মী যেন দেশ হইতে দূরে পলাইয়া গেল।

একদা একটি বড় পাদ্রী-সাহেব দলবল সহ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভবানীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পাদ্রী বড়ই আশা করিয়াছিলেন যে, ভবানীকে নিশ্চয় খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিবেন। কারণ ভবানীর কোন সংস্কারের বন্ধন ছিল না। ভারতের গৃহে গৃহে সংস্কারের বন্ধন দৃঢ়রূপে থাকায় কোন নূতন ধর্ম্ম ও নূতন জ্ঞান প্রবেশ করান যায় না। তাই সংস্কার-শূন্য লোক পাইলেই পাদ্রীদের ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা ঘটে। এদিকে ভবানীর মত জমিদার হস্তগত হইলে তাহার সমস্ত জমিদারীতে খ্রীষ্টধর্ম্ম অনায়াসে প্রচারিত হইতে পারিবে। সেই আশায় পাদ্রী কেল্লা দখল করিতে আসিয়াছেন।

ভবানীর মাতা এই বিধর্ম্মী দলের সমাগম দেখিয়া নিজ বাড়ীকে আবার নিতান্ত অপবিত্র মনে করিতে লাগিলেন। কি উপায়ে এই বিধর্ম্মীদের বিকৃত ধর্ম্ম-বুদ্ধি দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত করা যায়, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিধর্ম্মীদের উপর এত বিদ্বেষ জন্মিবার কারণ এই—নানাপ্রকার বিধর্ম্মীর ফলে পুত্রের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে, বলিয়া মাতার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই এই বিধর্ম্মীকে সম্পূর্ণ পরাভব করাইয়া দিতে পারিলে দেশে পুত্র-কৃত ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা কতক কমিবে, এবং তৎশ্রবণে পুত্রেরও পরিবর্ত্তন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এই আশায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তর্কের বলে পাদ্রীদের পরাজয় করাইবার জন্য মাতা প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে মনের ভাব পাদ্রীকে জানিতে না দিয়া প্রকাশ্যতঃ তাহাদিগকে বহু যত্ন করাইতে লাগিলেন। পরে তিনি পাদ্রীকে জানাইলেন যে, এই বাড়ীর মালিক জেলে গিয়াছেন সত্য। কিন্তু আপনাদের আগমন জনিত ক্লেশ নিরর্থক হইবে না। আপনাদের ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধার জন্য আগামী কল্য বৈকালে একটী

সুপ্রশস্ত। কলিকাতায় ২৲। ৩৲। বসন্তকুসুমাকর—২৷৷০ সপ্তাহ।
প্রমেহের কোন ঔষধে উপকার না হইলে এই মহৌষধে নিশ্চয় উপকার হইবে। ইহা একান্ত বলকর। বিশেষতঃ ইহা বহুমূত্রের মহৌষধ।

প্রকাণ্ড সভ করিয়া দেওয়া যাইবে। এই সংবাদ শ্রবণে এত সাধের ভবানীর জন্য তাঁহাদের দুঃখ হইয়াছিল বটে; কিন্তু সভার কথা শুনিয়া সেই দুঃখ অনেকটা দূর হইল। তাই সেই দিন থাকিতে তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। থাকিবার জন্য যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। চতুর্দ্দিকে নিমন্ত্রণ পত্র যাইতে লাগিল। এই নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইল। কারণ এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের তর্ক দ্বারা উক্ত পাদ্রীর দলকে পরাভব করিতে হইবে; এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এই সভার সৃষ্টি। তাই ২৫৲ টাকা সহচর হিসাবে বিদায় দেওয়া যাইবে, বলিয়া পত্রে লিখিয়া দেওয়া হইল; এবং এই সভার বিচারে যিনি জয় লাভ করিবেন, তাঁহাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে, বলিয়া পত্রে লিখিয়া দেওয়া হইল। কাজেই পণ্ডিত সমাজ আনন্দে বিভোর হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ফাকী-পত্র ঠিক্ করতঃ প্রাতে সেই দুর্লভ নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ যাত্রা করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে সভার উদ্দেশ্য জানাইয়া দেওয়া হইল। পণ্ডিতগণ সাহঙ্কারে ভবানীর মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে সভা বসিল। পাদ্রী সাহেবের নিকটেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বসিবার আসন দেওয়া হইল। উক্ত পাদ্রী উক্ত পণ্ডিতদিগকে সসম্মানে অভিবাদন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম্ম গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ গ্রন্থকে আপনারা অধ্যয়ন করিয়াছেন? এই প্রশ্ন শুনিবামাত্র বিদ্যারত্ন হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন—পৃথিবীতে কি কি আছে, কি কি নাই, তাহা জানিয়া আমাদের আবশ্যকতা কি?

পাদ্রী। তবে আপনাদের পক্ষে কোন্ কোন্ গ্রন্থের আবশ্যকতা আছে?

বিদ্যা। ব্যাকরণ, ন্যায় ও স্মৃতির গ্রন্থ সমস্ত।

পাদ্রী। উহাতে যে ধর্ম্মের বর্ণনা আছে, সেই ধর্ম্মোপদেশের সারাংশ কি?

বিদ্যা। সারাংশ—জ্ঞান লাভ।

পরীক্ষা করুন। কলিকাতায় ৭৲ সপ্তাহ। কফাশ্রিত বায়ু। মূল শ্লোকের অনুবাদ—"চর্ম্মের ফাটা ফাটা দৃশ্য, হস্ততলের জ্বালা, পদতলের জ্বালা, চক্ষুর জ্বালা, মুখের শুষ্কতা, শরীর বেদনা, শিরোবেদনা, হৃৎকম্প,

পাদ্রী। যাহা হউক—এই সমস্ত কথা ছে'ড়ে দিন। লোকের উদ্ধারের উপায় কি?

বিদ্যা। প্রায়শ্চিত্ত করা।

পাদ্রী। কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত, বিস্তৃত বলুন?

বিদ্যা। বিনা টাকায় তাহা জানাইবার নিয়ম নাই। কিরূপ পাপ, তাহা পূর্ব্বে জানাইতে হয়, তার পর টাকা দিতে হয়, তার পর পাতি লিখিতে হয়, তার পর পাতির লিখিত সংস্কৃতের অর্থ অর্থদাতাকে বুঝাইতে হয়, তার পর পাতিতে নিজ নাম দস্তখত করিতে হয়, তার পর মহাশ্রাদ্ধীকে ডাকিতে হয়, এবং কড়ি খরিদ করিতে হয়। ইত্যাদি অনেক কথা।

এক বিদ্যারত্নকে এত কথা বলিতে দেখিয়া অন্যান্য পণ্ডিতগণ হিংসায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। কারণ সকলেই এখানে বড় হইতে আসিয়াছেন। ইত্যবস্থায় একজনকে এত কথা বলিবার সুযোগ দিবেন কেন? বিশেষতঃ পাদ্রী সাহেবের এক এক প্রশ্ন সম্বন্ধে ১০।১৫ প্রকার উত্তর সকলেরই প্রাণে জাগিতেছে। সুতরাং এবার তর্কালঙ্কার মহাশয় পাদ্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—উদ্ধার পাইতে হইলে শ্রীগুরুর শরণাগত হইতে হয়। গুরু-মন্ত্রের জপ ব্যতীত উদ্ধার পাইবার কোন পথ নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই বাচস্পতি মহাশয় বলিতে লাগিলেন—জ্ঞানপ্রাপ্তি ব্যতীত উদ্ধার হওয়া অসম্ভব। অজ্ঞান জীব যত গুরু ভজনা করুক না কেন, যত গুরু-মন্ত্র জপ করুক না কেন, অজ্ঞানতা না গেলে কদাপি উদ্ধার হইতে পারে না, ইহা সত্য, সত্য ও ধ্রুব সত্য। এই কথা কেহই নাড়িতে পারিবেন না। বাচস্পতির টিকিনাড়া জেদের কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—

"নমস্যামো দেবান্ ননু হতবিধেস্তেঽপি বশগাঃ।
বিধির্বন্দ্যঃ সোঽপি প্রতিনিয়ত-কর্ম্মৈক-ফলদঃ।

দুর্ব্বলতা-বোধ, অতিশ্রান্তি-বোধ, স্মৃতিভ্রম, শিরোঘূর্ণন, বৃথা চিন্তার উদ্ভব ও জল্পনা, স্বরের বিকৃতি, আলস্য, অজীর্ণতা, উদাস চিন্তা, অরুচি, দেহভঙ্গবৎ বেদনা, নিদ্রাক্ষয়, মূত্রবদ্ধতা, মল-বদ্ধতা, হঠাৎ অন্ধকার

ফলং কর্ম্মায়ত্তং কি মমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা।
নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।

এই শ্লোক আবৃত্তি করিয়া সর্ব্বপ্রথম নিজের পাণ্ডিত্য ও ব্যাকরণ জ্ঞান জানাইবার জন্য অন্বয়, কারক, সমাস ও ক্রিয়াপদ নিষ্পত্তির সূত্রাদি উল্লেখের সূত্রপাত করিতে লাগিলেন। এত বাহাদুরীর আরম্ভ দেখিয়া পদে পদে অন্যান্য পণ্ডিতগণ বাধা দিতে লাগিলেন। সেই বাধা যত বাড়িতে লাগিল, সার্ব্বভৌমের ব্যাকরণ ব্যাখ্যায় ততই চীৎকার বাড়িতে লাগিল। সেই চীৎকারে প্রতিবাদ-কারীদের চীৎকার আরও বাড়িয়া গেল। কেহই কম নহেন। সুতরাং তুমুল তর্ক বাঁধিয়া গেল। কাজেই সভ্যগণ নিকটে আসিয়া সালিশে নিষ্পত্তির জন্য প্রার্থনা করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা তর্কাতর্কি ও সালিশের ফলে পরিশেষে স্থির হইল—সার্ব্বভৌম অন্য কিছুই বলিতে পারিবেন না; মাত্র বাঙ্গলা সরল অর্থ করিতে পারিবেন। তাই অর্থ হইতে চলিল। তবু বিপৎ ফুরায় না। এই অর্থেও চতুর্দ্দিক্ হইতে আপত্তি উঠিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া পাদ্রী সাহেব সেই সেই আপত্তির রব বন্ধ করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌমের জয় হইল। নিম্নে সেই ব্যাখ্যার ভাষা না দিয়া তাৎপর্য্য লিখিত হইল। কারণ সভাস্থ সকলেই ভাষা না বুঝিতে পারিয়া তাৎপর্য্য বুঝিয়াছিলেন। যথা—"আমি দেবতাদিগকে নমস্কার করিতে চাহিয়াও তাহা করিতে পারিলাম না। কারণ দেবতাগণ বিধাতার বশ। কাজেই বিধাতাকে নমস্কার করিতে গেলাম। তাহাও পারিলাম না। কারণ বিধাতাও নিজে কোন কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন না। জীবের কর্ম্মানুসারে ফল দিতে তিনি বাধ্য। অতএব জীবের কর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কর্ম্মকে নমস্কার করি।" এইরূপে শ্লোকের অর্থ বুঝাইয়া পরে সার্ব্বভৌম বলিলেন,—এইরূপ বহু শ্লোক আছে। সেই সমস্ত শ্লোকের বলে সাহঙ্কারে বলিতেছি যে, স্বয়ং বিধাতাও কর্ম্মের খণ্ডন করিতে পারেন

দর্শন ও গমনে অশক্তি এই সমস্ত লক্ষণ কফাশ্রিত বায়ুতে জন্মে"। উক্ত লক্ষণ বা লক্ষণাংশ ন্যূনাধিকরূপে বহু গৃহেই দেখি। কিন্তু তাহার প্রতিবিধান তৎক্ষণাৎ না করায় বংশ দোষ দাঁড়াইতেছে। কফাশ্রিত

না। পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ভোগ করার জন্যই জন্ম-গ্রহণ করা। সেই কর্ম্মভোগের ক্ষয়-প্রাপ্তি না হইলে কদাপি জীবের উদ্ধার হইতে পারে না।

সার্ব্বভৌমের উক্তি শুনিয়া ভক্তিবিনোদ বলিলেন—আপনারা যতই কথার কাটাকাটি করুন না কেন, বিনা ভক্তিতে মুক্তি নাই গো মুক্তি নাই। জগাই-মাধাইর উদ্ধার কি বিনা ভক্তিতে হইয়াছিল? শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এত নৈয়ায়িক ও এত বিদ্বান্ ছিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রের জগদীশী হইতেও অনেক ভাল টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সমপাঠী জগদীশ যখন বলিলেন, নিমাই! জগতে চিরস্মরণীয় অমর হইবার জন্যই এত করিয়া দীধিতি লিখিয়াছি। কিন্তু তোমার টীকা জগতে থাকিলে আমার দীধিতির আদর কদাপি হইতে পারে না। এই কথা শ্রবণ মাত্র নিমাই ন্যায়শাস্ত্রকে বৃথা শাস্ত্র বলিয়া নিজকৃত টীকা তৎক্ষণাৎ গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিলেন। সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই বলিয়াছেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

ভক্তিবিনোদের মুখে এত লম্বা চৌড়া কথা শুনিয়া অন্যান্য পণ্ডিতের গাত্র-দাহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা ভক্তিবিনোদের কথা বন্ধ হইবার অনেক পূর্ব্বেই কথা চালাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রোতা পাদ্রী সাহেব তাঁহার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিয়াছেন, বলিয়া এতক্ষণ সুবিধা পান নাই। এখন সুবিধা পাইয়া শিরোরত্ন চীৎকার পূর্ব্বক বলিলেন—গঙ্গা বিষ্ণু-পাদোদ্ভূতা। সেই গঙ্গায় স্নান ব্যতীত পাপ হইতে উদ্ধার অসম্ভব। গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন,—

"গঙ্গা-গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্ব-পাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।

শিরোরত্নের এত উচ্চ চীৎকার বিদ্যালঙ্কারের শুনিবার অভ্যাস ছিল না। তাই তিনি সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া একটু বক্তৃতার ধরাণে চলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে অন্যান্য পণ্ডিতগণের বাধা পাইয়া সংক্ষেপে

বায়ু দুই প্রকার; একান্ত কফ-প্রধান ও পিত্ত-প্রধান। ইহাই যাবতীয় বাতব্যাধি ও মুচ্ছ্র্াদি সর্ব্বপ্রকার মস্তিষ্ক বিকারের একমাত্র কারণ। ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল ৬৲ টাকা সের। এই দেশে বায়ু রোগের কথা

বলিতে বাধ্য হইলেন। তিনি বলিলেন—দান, পরোপকার, সত্যবাক্য, পিতৃ-মাতৃ সেবা, অহিংসা, সরলতা, তীর্থ-পর্য্যটন, সাধু-সঙ্গ, ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ, ইহারা উদ্ধারের কারণ। এখন শাস্ত্রী মহাশয়ের দুঃখ শুনুন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—আমি এত বৃদ্ধ হইয়াও ছেলে ছোক্‌ড়াদের পরে পড়িয়া রহিলাম। পরে নিজে পাদ্রী সাহেবের নিকটে যাইয়া তাঁকে সেলাম করতঃ বলিতে লাগিলেন—পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ একে একে যাহা যাহা বলিলেন, তৎসমস্তই শাস্ত্র-সম্মত মহাসত্য। কিন্তু কোন্ পাপীর পক্ষে কোন্ উপায়টি প্রশস্ত, তাহা নির্ব্বাচন করিতে হইলে লোক না দেখিলে ও প্রকৃতি না চিনিলে বলা যায় না।

বৃদ্ধের এই মরা কথার উপরে অনেক জীবন্ত পণ্ডিত জীবন্ত উত্তর দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পাদ্রী সাহেবের নিষেধে তাহা ঘটিল না। পণ্ডিত-গণের এত বিভিন্ন উক্তি শুনিয়া পাদ্রী সাহেব হাসিতে হাসিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—উদ্ধার পাইবার পক্ষে আপনারা এক এক জন পণ্ডিত এক এক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন; একের মতের সহিত অন্যের মতের মিলন দেখিতেছি না। নূতন নূতন মত প্রকাশ করিবার জন্য আরও ২৫।৩০ জন পণ্ডিত ইচ্ছুক আছেন। সেই ইচ্ছুক পণ্ডিতদিগকে আমি বলিতে না দিয়া অন্যায় করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে ক্ষমা করিবেন, আশা করি। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল, আপনারা সকলে একমত হইয়া সমস্তের অবিরোধী ও শাস্ত্রের অবিরোধী একটী মত প্রকাশ করিবেন। আমি সেই মহাসত্য একটী মতকে অবলম্বন করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। যাহা হউক, আমি এখানে নীরবে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিতেছি। আপনারা একমত হইয়া আমাকে জানাইলে ধন্য হইব।

সাহেবের উপদেশানুসারে সকলে মুখামুখী হইয়া বসিলেন। সকলের ইচ্ছা যে—একমত হন। কিন্তু এত তর্কের জিহ্বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কি সম্ভব পর? কেন একমত হইব না, এখনই হব; ইত্যাদি ভূমিকা লইয়াই

উঠিলেই এই তৈলের নাম মনে উঠে। উহা প্রাতে মস্তকে (পারিলে সর্ব্বাঙ্গে) মালিশ করিবে, এবং ৫।৬ ফোঁটা লইয়া নস্যরূপে দুই নাকে টানিবে। উক্ত কফাশ্রিত বায়ুর একান্ত কফ-প্রধান অবস্থায় ও পিত্ত-

এক হাটের গণ্ডগোল বাঁধিয়া গেল। পরে একে বলে, অন্যে দোষে। আবার অন্যে বলে, অপরে দোষে। এইরূপ দোষাদোষি, টিকি-নাড়ানাড়ি, চটাচটি, টানাটানি ও হুড়াহুড়ি এত আরম্ভ হইল যে, ফৌজদারী বাঁধিবার উপক্রম। তদ্দর্শনে পাদ্রী সাহেব হাসিতে হাসিতে চেয়ার হইতে মাটীতে পড়িয়া গেলেন। ভবানীর মাতা বেগতিক দেখিয়া সাহেবের টিপিন্ খাইবার যোগাড় করিয়া দিলেন। তাই পাদ্রী সাহেবকে সদলবলে অন্যত্র ডাকিয়া লইয়া গেলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে সভামণ্ডপ হইতে উঠাইয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। ভবানীর মাতা প্রত্যেকের হাতে ধরিয়া একমত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মুখে স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ একমত হইতে পারিলেন না। শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র, তর্কের উপর তর্ক ও যুক্তির উপর যুক্তি ক্রমাগত চলিতে লাগিল। এক একবার মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছেন; আবার নষ্ট হইতেছে। এইরূপ ক্রমাগত হইতে লাগিল। যেন আষাঢ় মাসের আকাশ। এক একবার পরিষ্কার হইতে চাহিয়াও পরিষ্কার হইতেছে না। ভবানীর মাতা এই দৃশ্য দেখিয়া নিজ কপালে করাঘাত করতঃ নীরবে পুনঃ পুনঃ চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। তবু সুফল না দেখিয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে শয়ন কক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সাহেব এই সভার পরই রওনা হইয়া যাওয়ার জন্য বিব্রত। সুতরাং পাদ্রীসাহেব টিপিন খাইবার পর সভায় আসিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিলেন। তবু পণ্ডিতগণ একমত হইয়া আসিতে পারিলেন না। সুতরাং পাদ্রী সাহেব দাঁড়াইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

"হে সভ্যগণ! আপনাদের হিন্দুমতে কিসে উদ্ধার হয়, তাহার নিশ্চয়তা নাই। যে বিষয় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিঃসন্দেহ রূপে নিশ্চিত হয় নাই, সেই অনিশ্চিত ব্যাপারের অন্ধকারে আপনারা আর যাইবেন না। ঐ দেখুন, আমাদের যিশুখ্রীষ্ট একমত ব্যতীত দ্বিতীয় মত বলেন নাই। তাই বলি—

প্রধান অবস্থায় এবং বাতব্যাধি, হিষ্টিরিয়া, মূর্চ্ছা, অপস্মার ও উন্মাদাদি যাবতীয় মস্তিষ্কবিকারে একান্ত প্রশস্ত। তবে প্যাটেণ্ট সুগন্ধী তৈল-বিক্রেতাদের মত "সর্ব্ব-বায়ু-হর" বলিয়া বলিতে পারি না। কারণ

যদি অভ্রান্তরূপে উদ্ধার পাইতে চাহেন, তবে তাঁর পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করুন।" পাদ্রী সাহেব এইরূপ বাহাদুরী করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে ভবানীর মাতা পণ্ডিতদিগকে তিরস্কার করতঃ বিদায় করিয়া দিলেন সভা ভঙ্গ হইল। কিন্তু ভবানীর মাতার চিন্তা ভঙ্গ না হইয়া বরঞ্চ বর্দ্ধিত হইল। তিনি পুত্রের সঙ্গে যে হিন্দুধর্ম্মের বড়াই করিয়া বেড়াইতেন, সেই হিন্দুধর্ম্মের উপর ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইল। তথাপি তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—অন্য ধর্ম্ম মানি কি না, সন্দেহ। কিন্তু এই যে মা লক্ষ্মীর আসন, ইহা কিছুতেই উঠাইব না। কারণ এই আসন পাতিবার পর হইতে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। তিনি জেল হইতে প্রতি মুহূর্ত্তেই পুত্রের বিপদাশঙ্কা করিতেছিলেন। আসন পাতিবার পর পুত্রের জেলে কামজারী বন্ধ হইয়াছিল। পুত্রের মতি-গতি পরিবর্ত্তনের সংবাদও তিনি পাইয়াছিলেন। জেলাধ্যক্ষ ও ডাক্তারবাবুর অনুগ্রহের বলে পুত্রের ইচ্ছানুরূপ খাদ্য ও দ্রব্য পাঠাইবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। কাজেই জেলের কষ্ট সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছিল। তাই তিনি লক্ষ্মীর আসনের প্রত্যক্ষ ফল পাইয়াছেন। এমন প্রত্যক্ষ সুফল জীবনেও পান নাই, বলিয়া প্রতিবাসীদের নিকট ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে সেই হুকুমের বিরুদ্ধে আফিল রুজু করিয়া লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে প্রতিমুহূর্ত্তে জয়ের আশা করিতে লাগিলেন। এদিকে তিনি লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর সর্ব্বপ্রথম পূজা কোথায় হইয়াছিল, এবং কোথা হইতে কিরূপে ইহার প্রচার ঘটে, তার অনুসন্ধানার্থ ব্রতী হইলেন। প্রবাদের মধ্যেই কোন জেলে বাড়ীর রমরমা ও ঝমঝমার কথা ছিল। সুতরাং জমিদারীর প্রত্যেক ডিহির নায়েবকে তাহার অনুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ দিলেন, এবং উচ্চ পুরস্কারের আশাও জানাইয়া দিলেন। তাহার ফলে নায়েবগণের মধ্যে জীবন্ত উৎসাহ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিনের দিন বাড়িতে লাগিল। সুতরাং দেশ-বিদেশের প্রত্যেক জেলে বাড়ীতে অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। সেই সেই অনুসন্ধানের ফলে গুরুচরণ ধীবর

এক জামা, এক খাদ্য ও এক মানুষ যেমন সকলের মনোমত হয় না, তেমন এক তৈলে সর্ব্বপ্রকার বায়ু সারিতে পারে না। এই তৈল মস্তকে মাখিলে যাহার পক্ষে শৈত্যকর হইয়া শ্লেষ্মার আধিক্য জন্মাইয়া

আসিয়া সর্ব্বপ্রথম পূজার সংবাদ জানাইল, এবং লক্ষ্মীর আসনের প্রত্যক্ষ ফল* বলিতে বলিতে কাঁদিয়া বিহ্বল হইতে লাগিল।

তৎশ্রবণে জমিদারের মাতা ও বধূগণ সেই ধীবরের বাড়ীতে যাইবার জন্য কোষ নৌকায় উঠিলেন। উক্ত ধীবর এই জমিদারেরই প্রজা। কাজেই যত্নের ক্রটী হইল না। এদিকে জমিদারের মাতা ও পত্নীগণ লক্ষ্মীর আসন দেখিতে আসিবেন শুনিয়া লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। যথাসময়ে তাঁহারা যাইয়া আসন দর্শন করিলেন; এবং সকলে প্রণাম করতঃ ভবানীর অব্যাহতির প্রার্থনা করিলেন। ভবানীর অব্যাহতি হইলে সকলে মিলিয়া এখানে আসিয়া হাজার মণ চাউলের মহোৎসব দিবেন. বলিয়া মানস করিলেন। বলা বাহুল্য, কারা-দণ্ডের আদেশের পরেই আফিল করা হইয়াছিল। সেই মানস করার উপর ভবানীর মাতা আরও মানস করিলেন যে, যদি পুত্রের মতি-গতি ফিরে, এবং সে আমার অনুগত হয়, তবে প্রতিবৎসর এই সময় আসিয়া মহোৎসব দিব। ইহার পর লক্ষ্মীর আসনের ইতিহাস জানিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসা করেন, সে এত আগন্তুক কথার অবতারণা করে যে, সেই সমস্ত আবর্জ্জনা ভেদ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা সুকঠিন। এইরূপ আবর্জ্জনা গুরুচরণের কথায় আরও বেশী ছিল। তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সে সারাংশ যাহা বলিয়াছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। লক্ষ্মী ঠাকুরাণী প্রথমতঃ নদীর জল ভেদ করিয়া উঠেন। আমি তাঁহাকে সূর্য্যের জ্যোতির মত দেখিয়া চীৎকার দেই। তাতে তিনি সহাস্য বদনে আমাকে সান্ত্বনা করেন, এবং আমার নৌকায় উঠেন। অন্য কেহ হইলে তৎক্ষণাৎ ভয়ে মারা যাইত। গুরু-মন্ত্রের বলে আমি তখন কতক সুস্থির ছিলাম। এই বলিয়া ভক্তিভরে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীগুরুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকে। তৎপর লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে বহু সময় নষ্ট করিয়া ফেলে। পরিশেষে বলে, সেই লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ফরিদপুরে চারুদর্শন হইয়াছেন। কেহ বলিল, এমন প্রত্যক্ষ দেবতা

মস্তক ভার, মস্তক বেদনা, শৈত্যানুভূতি ও দেহের স্ফীততা বাড়ায়, তাহার পক্ষে ত্রিশতী তৈলের পরিবর্ত্তে বাতব্যাধ্যুক্ত পুষ্পরাজ প্রসারিণী তৈল, সিদ্ধার্থক তৈল বা মহাবলা তৈলাদি আপেক্ষিক উষ্ণ-প্রধান তৈল

দেখি নাই। গুরুচরণের চালে খর ছিল না। তৎস্থলে দালান উঠিয়াছে; কপাল ফিরিয়াছে। কেহ বলিল, সেই লক্ষ্মী ঠাকুরাণী প্রাতে যে গান গাইয়াছিলেন, তাতে শত শত লোক মাটীতে পড়িয়া লোটালোটি করিয়াছিল। গুরুচরণ ধীবর আবার বলিল, সেই লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ফরিদপুরে চারুদর্শন হইয়াছেন। ভবানীর মাতা পূর্ব্বেও চারুদর্শনের প্রশংসা কতক শুনিয়াছিলেন। অদ্য আবার এই লক্ষ্মী চারুদর্শন হইয়াছেন শুনিয়া ফরিদপুর যাইবার জন্য উৎকট ব্যাকুল হইলেন। পরিশেষে এই যাত্রায়ই বাড়ীতে না গিয়া ফরিদপুরে যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। যাত্রার কালে প্রজাগণ ২।১ টাকা করিয়া নজর দিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক টাকা হইয়া গেল। উক্ত টাকাগুলি গুরুচরণের লক্ষ্মীর আসনের তহবিলে দান করিয়া তাঁহারা নৌকায় উঠিলেন। তথায় যাইয়া একটি বাড়ী ভাড়া করিলেন। পরে চারুদর্শনের তালাস করিয়া ঠিক্ করিলেন।

একদা অতি প্রত্যূষে তথায় গিয়া স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানে গেলেন। গিয়া দেখেন—চারুদর্শন ভাবোন্মত্তা হইয়া ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাইতেছেন; সেই গানের শক্তিতে মহিলাগণ ঢুলিতেছে। কাহারও দেহে যেন নিজস্ব নাই। সকলেই যেন নূতন শক্তিতে অভিভূতা। নদীর তরঙ্গের মধ্যে নৌকা গেলে যেমন মাঝির ইচ্ছামত নৌকার গতি রাখা যায় না, ভবানীর মাতা ও বধূগণের অদৃষ্টেও যেন সেইরূপ হইবার যোগাড় হইয়া উঠিল। তাঁহারা জীবনে অনেক গান শুনিয়াছেন, কিন্তু জীবনদাসের গান ব্যতীত এমন ভাবোদ্দীপক গান শোনেন নাই, বলিয়া প্রথমেই মনে উপস্থিত হইল। ক্রমে সেই ভাব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিল। তাহার ফলে ভবানীর মাতা উঠিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। বধূগণের মধ্যে কেহ ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কাঁপিতে লাগিল। কেহ উচ্চ চীৎকার পূর্ব্বক দৌড়াইয়া চারুর পায়ে লোটাইয়া পড়িল। কেহ "আমি নরাধম আমি নরাধম" বলিয়া লাফাইতে লাগিল। যেন সকলেই মদ্যাশক্ত। যেন সকলেই

ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও সেই শ্লেষ্মাধিক্য দোষ দাঁড়াইলে যক্ষ্মা-রোগোক্ত চন্দনাদি তৈল, তৎপর বৃহচ্চন্দনাদি তৈলাদির ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও সেই দোষ দাঁড়াইলে ক্রমান্বয় উষ্ণ-বীর্য্য নিম্নোক্ত শিরো-

ভূত গ্রস্ত। যেন সকলেই সংসার-বিস্মৃত। যেন সকলেই চারুর সূত্রাবদ্ধ। মন্ত্রশক্তিতে যেমন প্রথম লম্ফ-ঝম্প ঘটাইয়া পরে অজ্ঞান করিয়া রাখে, ভূত-গ্রস্ত হইলে যেমন প্রথম দৌড়াদৌড়ি বকাবকি ঘটাইয়া পরে অজ্ঞান করিয়া রাখে, এই গানের শক্তিও সেইরূপ ছিল। তাই বহুক্ষণ লম্ফ-ঝম্পের পর সকলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িল। চারু-দর্শন যথাসময়ে গীত বন্ধ করিয়া দিলেন। বহুক্ষণ পর ভবানীর মাতা ও বধূগণ আসিয়া চারুকে প্রণাম করিতে গেলেন। তিনি বলিলেন—আমি কাহারও প্রণাম গ্রহণের যোগ্য হই নাই। যদি প্রণাম করিতে হয়, তবে সেই ত্রিভুবনের কর্ত্তা, ইহ জন্মের ও পর জন্মের বন্ধু, বিপদ্ ভঞ্জন হরিকেই করা উচিত। সঙ্গে ১০০৲ টাকা ছিল, প্রণামী স্বরূপ উহা দিতে গেলেন, তাহাতেও আপত্তি হইল। যদি টাকা দিতে হয়, তবে দীনদুঃখীকে দেওয়া উচিত। গানের প্রশংসা করিতে গেলেন, তাতেও আপত্তি হইল। গান একটি শব্দ মাত্র। বাতাসে উদয়, বাতাসেই লয়; উহার স্থায়িত্ব নাই। ভাবেরই স্থায়িত্ব, ভাবেরই জয় ও ভাবেরই আদর। সেই ভাব যখন আপনার ভাণ্ডে উথলিতে দেখিলাম, তখন আপনাকে প্রণাম। ভগবান্ কার হৃদয়ে কোন্ সময়ে কোন্ ভাব আনিয়া দেন, তার নিশ্চয়তা নাই। আমি নৌকা ডুবিতে পড়িয়া গুরুচরণ ধীবরের বাড়ীতে যখন আশ্রয় গ্রহণ করি, তখন দৈববাণীরূপে যেন আমার কর্ণের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার আদেশ আসে। সেই আদেশ প্রাপ্তি মাত্র লক্ষ্মীর আসনের পূজার উপদেশ দিয়া আসি। সেই পূজার বলে দেশ-বিদেশের অনেকে কামনা সিদ্ধি করিয়া লইতেছেন। চারুদর্শনের এই উক্তি শেষ হইতে না হইতেই জমিদার-মাতা কৃতজ্ঞতা ভরে হঠাৎ কাঁদিয়া চারুর পায়ে লোটাইয়া ধরিলেন; এবং লক্ষ্মীর আসনের প্রত্যক্ষ শক্তির প্রশংসা শত মুখে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—আপনি নিজমুখে লক্ষ্মীর আসনের পূজা সম্বন্ধে আরও নূতন কিছু উপদেশ দিন; যাহা লইয়া জীবন ধন্য বোধ করিতে পারি। তৎশ্রবণে চারুদর্শন বলিলেন—

রোগোক্ত তৈল ক্রমান্বয়ে ব্যবস্থা করিবে। যথা (১) দশমূল তৈল (২) ষড়্‌বিন্দু তৈল, (৩) বৃহৎ দশমূল তৈল, (৪) মহাদশমূল তৈল (৫) মহা মহাদশমূল তৈল। ইহাতেও সেই দোষ দাঁড়াইলে কোন

"আপনি নিম্নোক্ত চারিটি শ্লোককে তালপত্রে লিখিয়া তুলসী-চন্দনে ভূষিত করিয়া আসনের উপর রাখিবেন, এবং পূজার কালে ভক্তিভরে উহা পাঠ করিবেন। যদি পারেন, তবে তার প্রতিপাদ্য তত্ত্ব অনুসারে নিজকে চালাইতে চেষ্টা করিবেন।" এই কথা বলিয়া সেই "কা চ বার্ত্তা কি মাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে" ইত্যাদি শ্লোকগুলি লিখিয়া দিলেন এবং অর্থ বুঝাইয়া দিলেন।

এই কথা শেষ হইবার অব্যবহিত পর সংবাদ আসিল যে, পাদ্রী সাহেবের মেম দুই ঘণ্টা যাবৎ অপেক্ষা করিতেছেন। তৎশ্রবণে চারুদর্শন আর অপেক্ষা না করিয়া সকলের অনুমতি লইয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। কাজেই বাধ্য হইয়া জমিদার-জননীও নিজ বাসায় আসিতে বাধ্য হইলেন। আসিবার কালে তিনি ও বধূগণ চারুর অপূর্ব্ব শক্তির কথা আলোচনা করিতে করিতে আসিলেন। তৎসঙ্গে সঙ্গে সকলেই চারুদর্শনের মন্ত্র-শিষ্য হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন। আগামী কল্য নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির সাহায্যে চারুদর্শনের পরিচয় জানিবার জন্যও উৎকট ইচ্ছুক হইলেন। (১) তাঁর পৈত্রিক বাড়ী কোথায়? (২) বিবাহ কোথায় হইয়াছিল? (৩) ধর্ম্মে ঈদৃশ আশক্তির কারণ কি? (৪) নৌকা ডুবিতে কেন পড়িয়াছিলেন? (৫) গুরুচরণ ধীবরের বাড়ীতে যাইবার কারণ কি? (৬) চারুদর্শন মন্দির পাইবার কারণ কি? (৭) কতদিন যাবৎ এই অবস্থা? (৮) চারুদর্শনের দৈনিক আহারাদি কিরূপ?

ইঁহারা বাসায় আসিয়াও কেহ স্নানাহার করিলেন না। সকলের প্রাণেই যেন সেই চারুদর্শন দেদীপ্যমান। কখন সঙ্গীতের ভাব, কখন কথার মাধুর্য্য ও কখন জ্যোতির প্রশংসা লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। সকলেই যেন বিস্মিত, নবজীবিত ও প্রমুগ্ধ অথবা মন্ত্রশক্তিতে বশীভূত। এইরূপে সমস্ত দিন গেল। সমস্ত রাত্রিও এইভাবে চলিবার যোগাড় হইল। কেহই বিছানায় গেলেন না। একাসনে একভাবে বসিয়া সেই চারুদর্শনের চিন্তা চলিতে লাগিল। তাঁহারা জীবনেও এইরূপ আকর্ষণে পড়েন নাই। এমন কি, এমন আকর্ষণ যে

প্রকার তৈলই মাথায় দিবে না। বরঞ্চ সেকের ব্যবস্থা করিবে। এখন পিত্ত-প্রধান কফাশ্রিত বায়ুর কথা লিখিতেছি,—ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল মালিশ করিলে যাহার পক্ষে শরীর জ্বালা, মাথা জ্বালা, মাথার শূন্যবোধ,

জগতে আছে, তাহাও শোনেন নাই। যাহা হউক, সেই দিন শেষ রাত্রিতে বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল- কর্ত্তা খালাস পাইয়াছেন। কাজেই তৎক্ষণাৎ সকলে বাড়ীর দিকে ছুটিলেন। কিন্তু মনে মনে সকলেই চারুর শিষ্য হইবার জন্য আবার প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং কর্ত্তাকে চারুর শিষ্য করাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। ভবানীর মাতা লক্ষ্মীর আসনের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিলেন—মা লক্ষ্মী! তুমি আমার সকল আশা একে একে পূর্ণ করিলা। কিন্তু প্রধান একটি বাকী রহিল। ভবানীকে চারুদর্শনের শিষ্য করিয়া দেও মা। আমি কয়েক দিন সোণার সংসার করি। বধূগণও এরূপ সোণার সংসার করিবার প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিলেন। সকলে বাড়ীতে আসিয়া দেখেন—জমিদার আর সে জমিদার নাই। সে বৈঠকখানা ছাড়িয়া অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী ঠাকুর মন্দিরের এক প্রকোষ্ঠে থাকার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কাজেই বাড়ীর সকলে একবাক্যে লক্ষ্মীর আসনের প্রশংসা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এদিকে চারুদর্শনের সঙ্গীতের নেশা কাহারও ছুটিতেছে না। উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে সেই শব্দ, সেই দৃশ্য, সেই স্পর্শ ও সেই ভাব যেন লাগিয়াই আছে। সংসার বলিয়া যেন কাহারও আকর্ষণ আসিতেছে না। চারুদর্শনের ভাবময় সংসারই যেন তাঁহাদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পত্তি। কাজেই জমিদার বাড়ীর বহির্ব্বাটী ও অন্তঃপুর সকল স্থানেই যেন যুগান্তর উপস্থিত। জমিদার-জননী এত সুখের সমাগম দেখিয়া লক্ষ্মীর আসনকে ও চারুদর্শনকে তুল্য ভাবে হৃদয়ে বসাইয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রুজলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। এতদিনে তাঁহার মানব জন্ম সার্থক হইতে চলিল।

মাতা ও বধূগণ যেমন চারুদর্শনের অনুগতা হইয়াছেন, জমিদারের অদৃষ্টেও তাহা ঘটিয়াছিল। জেলাধ্যক্ষ ও ডাক্তারবাবু চারুদর্শনের শিষ্য ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের মুখে চারুদর্শনের গান, শক্তিসঞ্চার ও প্রশংসার কথা সর্ব্বদা শুনিতে শুনিতে জমিদারের প্রাণে প্রথমতঃ ভক্তির উদ্রেক হয়। তৎপর ইহাঁদের ভাব-

---

অনিদ্রা, উষ্ণতার অনুভূতি না কমিবে, তাহাকে নিম্নোক্ত ক্রমান্বয়-শৈত্যাকর তৈলের ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে করিবে। (১) নারায়ণ তৈল (২) স্বল্পবিষ্ণু তৈল (৩) মধ্যমনারায়ণ তৈল (৪) মহা নারায়ণ তৈল (৫)

বিহ্বল সঙ্গীতের বলে ও সাধু ব্যবহারে সেই ভক্তি আরও বর্দ্ধিত হয়। পরে চারুদর্শনের বহু অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনিয়া সেই ভক্তি আরও বাড়িয়া উঠে। কথা প্রসঙ্গে শুনিলেন যে, চারুদর্শনের উদ্দেশ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করেন, তাহা অবশ্য পূর্ণ হয়। ইহা শুনিবামাত্র ভবানী চারুদর্শনের কল্পিত মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করতঃ প্রার্থনা করিলেন যে, যদি ১৫ দিনের মধ্যে আমার অব্যাহতি ঘটে, তবে আমি চারুদর্শনের শিষ্য হইব। এই প্রার্থনাকে ভবানী এত দৃঢ়ভাবে ধরিলেন যে, ক্রমাগত ৪ রাত্রি তার নিদ্রা আসিতে পারিল না। তার ফলে পঞ্চম রাত্রিতে স্বপ্নযোগে দেখিলেন, সত্য সত্যই যেন চারুদর্শন আসিয়া কারাগার হইতে অব্যাহতি দিয়া গেলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তার দুইদিন পরই আফিল ডিগ্রি হইয়া ভবানীর অব্যাহতি ঘটে। কাজেই ভবানী চারুদর্শনের দর্শনার্থ ব্যাকুল। সেই ব্যাকুলতার সঙ্গে মাতা ও বধূগণ মহানন্দে যোগদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ কোষ নৌকা আসিল। তৎক্ষণাৎ সকলে ফরিদপুর যাত্রা করিলেন।

"ক্ষতে চমৎকার"—ঘা শুকাইবার জন্য ডাক্তারী মতে ও দেশীয় মতে অনেক ঔষধ আছে। কিন্তু এই ঔষধের মত এমন বাহাদুরী কোন ঔষধেও নাই। (১) ঘায়ের মধ্যে ঔষধ দিতে হয় না, ঘায়ের উপরে বাঁধিতে হয়। (২) ঘা যত দূষিত ও পচা হউক না কেন, নালী যত প্রকাণ্ড হউক না কেন, বেশী কাটা ছেঁড়া করিতে হইবে না। সাধারণ মত মুখ থাকিলেই যথেষ্ট। (৩) কোন জ্বালা বা যন্ত্রণা নাই, এবং কোন ভয়ের কারণ নাই। (৪) ইহার ক্রিয়া এত বেশী সত্বর যে, দেখিলে অবাক্ হইবেন। (৫) এই ঔষধ রীতিমত ব্যবহার করিলে বাঘী, পৃষ্ঠাঘাত, উরুস্তম্ভ ও কর্ণমূল প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষতরোগ আশু আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়। নালী ঘায়ের উপর আরও সত্বর আশ্চর্য্যজনক উপকার দেখা যায়। (৬) এই ঔষধ ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ২।৪ দিন ক্ষত-পরিষ্কারক অন্য ঔষধ ক্ষতের মধ্যে দিয়া বা পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত। তৎপর এই ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

(কিশোরী ভজন দর্শনে হাকিম বাবুর আনন্দের বক্তৃতা এবং তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা, বিদ্বেষ ও অনুসন্ধান। পাঠকের মন্তব্য ও অনুসন্ধানের ফল। পায়খানার পথে হাকিম বাবুর পলায়ন)।

ফলাকাঙ্ক্ষা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যং কর্ম্ম-সাধনং।
মমাধীনং যতঃ কর্ম্ম দৈবাধীনং যতঃ ফলং।

কিশোরী-ভজনের মেলায় যাইয়া হাকিম চতুর্দ্দিক্ তাকাইয়া দেখিলেন—প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত। সেই লোকের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বার আনা। সেই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বিধবার সংখ্যাই দশ আনা। সেই বিধবাদের মধ্যে যুবতীর সংখ্যা আট আনা। কোন স্ত্রীলোকের কোলেই শিশু নাই। সকলেই শূন্যহস্তা। ৮।১০।১২।১৪ বৎসরের বালক একটীকেও দেখা গেল না। বৃদ্ধের সংখ্যাও বড় কম। যুবতী ও যুবকদের সংখ্যাই পনর আনা। সেই মেলায় কোন বিশিষ্ট লোক দেখিলেন না। হাকিম, উকিল, গ্রন্থকার, জমিদার, তালুকদার, প্রফেসার, হেড্ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি কোন সম্ভ্রান্ত লোক একটীও দেখিলেন না। কেবল কয়েকটী পাঠক, কয়েকটী মহন্ত, কয়েকটী গেঁয়ে পাটোয়ারী, কয়েকটী টর্নী মোক্তার, ও কয়েকটী মহাজন ইহারা এই মেলার সম্ভ্রান্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহাদের মলিন বেশ ও বসিবার ভঙ্গিতে অসভ্য বলিয়া হাকিমের মনে পুনঃ পুনঃ উঠিতে লাগিল। পদে পদে এত ত্রুটী দেখিলেও তিনি একটী প্রধান বিষয়ে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন।

মহাবিষ্ণু তৈল (৬) হিমসাগর তৈল। উক্ত ১৬টী তৈলই ত্রিশতী তৈলের মত বহু বিস্তৃত রোগে ও লক্ষণে মহোপকারী। বাবুদের জন্য বর্ত্তমান ফ্যাসনের সুগন্ধ চাহিলে প্রতিসেরে ৪৲ টাকা বেশী দিতে

তাদৃশ সন্তুষ্টি উন্নত ব্রাহ্ম সমাজেও জন্মিতে পারে নাই। ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-সাধীনতার ঘোর পক্ষপাতী হইলেও সভায় বসিবার কালে একত্র মিলিয়া মিশিয়া বসেন না। স্ত্রীলোকদের জন্ম স্বতন্ত্র আবরণ-যুক্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে। কিন্তু এখানে তাদৃশ সঙ্কীর্ণতা নাই। স্ত্রী ও পুরুষ যার যেখানে ইচ্ছা. সেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া বসিয়াছে। কাজেই ঈদৃশ স্ত্রী-স্বাধীনতা দর্শনে হাকিমবাবু সমস্ত অভাব ও সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। হাকিমের এই চিন্তা শেষ হইতে না হইতেই ভজন ক্রিয়া আরম্ভ হইল। সেই মোকদ্দমায় অভিযুক্ত বৈষ্ণবীগণ ও কৃষ্ণপুরের কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী হাকিম বাবুর অতি নিকটে আসিয়া গান ধরিল।

গান (বাউলের সুর, তাল খেম্‌টা)।

এই পাগলের দলে এই দলে কেউ এস নারে ভাই।
কেউ এস না কেউ ব'স না কেউ ঘে'ষ না গায়,
এই দলেতে এ'লে পরে জাতের বিচার নাই।১।
এক পাগল উড়িষ্যাতে জগন্নাথ গোসাই,
চণ্ডালেতে আনে অন্ন ব্রাহ্মণেতে খায়।২।
আর এক পাগল বৃন্দাবনে নন্দের কানাই,
আপনি কোটাল সাজিয়ে রাজা কল্লেন রাই।৩।
আর এক পাগল কৈলাসেতে মহাদেব গোসাই,
গুরুকে সর্ব্বস্ব দিয়ে অঙ্গে মাখে ছাই।৪।
এক পাগল চিতইলাতে শম্ভু চাঁদ গোসাই,
সে যে হিন্দুর গুরু ব্রাহ্মণের শিব মোসলমানের সাই।৫।

উক্ত গান সমাপনের অব্যবহিত পর কমলদাস আসিয়া ঘোষণা করিল—"সেবানন্দে প্রেমানন্দ বাধে"। অর্থাৎ ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে না পারিলে ভগবানের প্রেমানন্দ লাভ ঘটে না। সুতরাং ভোজন ক্রিয়া আরম্ভ হইবার

হইবে। কলিকাতায় ✓১—২৪৲। সবুজ নস্য, দুই রতির মূল্য ৵০। কফাশ্রিত বায়ু, উন্মাদ, অপস্মার, হিষ্টেরিয়া, মূর্চ্ছা, মাথাভার, মাথা বেদনা ও ঊর্দ্ধ সান্নিপাতিক প্রভৃতি যাবতীয় মস্তিষ্ক ঘটিত রোগে,

উপক্রম হইল। কতক গুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অন্ন ব্যঞ্জনের পাত্র সভার মধ্যস্থলে বিছানার উপর আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎসঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুরুষগণ সেই পাত্রের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বসিল ; এবং এক এক জনের মুখের লালাযুক্ত অন্নকে টানাটানি ও হাসাহাসি করিয়া অন্যে অন্যে খাইতে লাগিল। এই দৃশ্যে হাকিম বাবু মহাসন্তুষ্ট হইলেন। এত বিভিন্ন জাতির একত্র সম্মিলিত মেলার মধ্যস্থলে বিছানার উপর হিন্দুজাতির অন্ন ব্যঞ্জন আসিতে পারে, তাহা হাকিম স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই। তদুপরি আবার এক থালার খাদ্যকে টানাটানি করিয়া সকলে খাইতে পারে, ইহা অসম্ভব হইতেও মহা অসম্ভব। তাহার উপর আবার এক জনের মুখের লালাযুক্ত অন্নকে স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক টানাটানি করিয়া অপরে খাইতে পারে, ইহা'ত ত্রিভুবনের পক্ষে নূতন মহা অসম্ভব হইতেও মহা অসম্ভব। সুতরাং ঈদৃশ জাতিভেদ-বিরোধী আচরণ বিশুদ্ধ হিন্দু জাতির মধ্যে পাইয়া হাকিমবাবু আহ্লাদে গলিয়া গেলেন। তাঁহার জাতি-ভেদ-নাশক পুস্তক খানার যে নূতন অধ্যায় লিখিতে হইবে, তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। সেই আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদিগকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার আশাও জাগিয়া উঠিল। সেই আশা হঠাৎ বর্দ্ধিত হওয়ায় হাকিমবাবু স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাই তিনি হঠাৎ দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

হে প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ! আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিতে আমি দণ্ডায়মান হই নাই। এই মেলায় জাতি-ভেদ-নাশক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা দেখিয়া এত আনন্দিত হইয়াছি যে, তাহা হৃদয়ে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। তাই হঠাৎ দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনাদের মূল্যবান্ দায়িত্বপূর্ণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিলম্ব ঘটাইতে গিয়া মনে মনে উৎকট লজ্জিত হইয়াছি। সুতরাং বেশী বিলম্ব ঘটাইয়া বিরক্ত করিব না। অতীব সংক্ষেপে ২।৪টী কথা বলিয়া

এই নস্য সিকি রতি মাত্রায় লইয়া দুই নাকে টানিলে তৎক্ষণাৎ হাঁচি হইয়া শ্লেষ্মা নিঃসারণ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ করিবে। মূর্চ্ছার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই নস্য দিতে পারিলে মোহ আসিতে পারে না ; এবং

বক্তব্য শেষ করিতেছি। (ক) এই জাতি ভেদ-নিবারক ভোজন ক্রিয়া নির্ব্বাহ কালে সদর দরজা খুলিয়া দিয়া সকলকে ডাকিয়া দেখান উচিত। নতুবা এই মহাসত্য প্রচারের সুবিধা হইবে না। (খ) ব্রাহ্ম-সমাজের স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রকাশ্য দিবালোকে। তাই এই মহাসত্য প্রচারের মহাসুযোগ ঘটিতেছে। আপনাদের স্ত্রী-স্বাধীনতা রাত্রিতে অতীব গোপনে পাপ কার্য্যের মত সভয়ে সম্পন্ন হয় কেন? আপনারা যখন ধর্ম্মের বলে বলীয়ান, তখন আর ভয় করেন কাকে? ধর্ম্মের তেজঃ ও মহাসত্যের তেজঃকে কে রোধ করিতে পারে? দেখুন—যিশুখ্রীষ্ট মহাসত্যের জন্য প্রাণ দিলেন। তবু সত্য-ভ্রষ্ট হইলেন না। হিন্দু জাতির অধঃপতনের অন্যতর কারণ অবরোধ প্রথা। ঈদৃশ বর্ব্বরতা কোন সুসভ্য জাতির মধ্যেই নাই। দেশ জাগাইতে হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতা আবশ্যক। দেখুন. বৃক্ষের অর্দ্ধাংশে সূর্য্যের উত্তাপ পাইয়া যদি বাকী অর্দ্ধাংশে উহা না পায়, তবে সেই বৃক্ষ কখনই রীতিমত হৃষ্ট. পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। সেইরূপ পুরুষদের স্বাধীনতা ও শিক্ষা ঘটিয়া যদি স্ত্রীলোকদের পক্ষে তাদৃশ স্বাধীনতা ও শিক্ষা না ঘটে, তবে সেই সমাজ বা সেই দেশ কিছুতেই উন্নত হইতে পারে না। ইহা সত্য, সত্য ও মহাসত্য। এই জন্যই চিন্তাশীল কবি বজ্র নিনাদে ঘোষণা করিয়াছেন—

না জাগিলে ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।

(গ) আপনারা বোধ হয় অধিকাংশই উচ্চ শিক্ষা-দীক্ষার তত পক্ষপাতী নহেন। অথচ আপনাদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে সুশিক্ষিত উন্নত ব্রাহ্ম সমাজের বেশ মিলন আছে। তাই আপনাদিগকে আগামী রবিবার সেই পবিত্র ব্রাহ্ম সমাজে যাইতে অনুরোধ করি। তথায় আমি থাকিয়া আপনাদের বহু উন্নতির পথ দেখাইয়া দিব। যদি অপরিচিত স্থান বলিয়া বিনাযত্নে ও বিনা আহ্বানে যাইতে আপত্তি মনে করেন, তবে আমি স্বয়ং কয়েকখানা গাড়ী

মূর্চ্ছার সময় দিলে হাঁচি হইয়া মূর্চ্ছা ছুটিবে। বেশী হাঁচি হইলে নাকের ভিতর সর্ষপ তৈল লাগাইলে হাঁচি বন্ধ হইবে; জল লাগাইলে হাঁচি বাড়ে। বায়ুরোগে ২।৩ দিন পর পর প্রাতে এই নস্য লইবার নিয়ম।

সহ এই আখড়ায় আগামী রবিবার ১২টার সময় আসিতে প্রস্তুত আছি। আমার সঙ্গে আপনারা গেলে ব্রাহ্ম সমাজ ধন্য হইবেন।

হাকিমবাবুর এই বক্তৃতার মর্ম্ম কেহই বুঝিল না। তাহাদের পক্ষে যে বুঝিবার কোন আবশ্যকতা আছে, তাহাও তাহারা মনে করে না। শ্রীগুরুর শ্রীমুখের উপর যে হাকিমের মুখ বা অন্যের মুখ থাকিতে পারে, তাহা তাহারা জানিত না। তাহারা ত্রিভুবন মধ্যে একমাত্র নিভুল, এবং বাকী সমস্তই ভুল, ইহাই তাহাদের মজ্জাগত দৃঢ় ধারণা। তাহারা বিদ্যা ও বুদ্ধিকে কুপথের সহায় বলিয়া মনে করে। তাহারা বেদ বা শাস্ত্রকে ঐহিকের খেলা বলিয়া মনে করে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বৃথা মনুষ্য মনে করে। তাহারা সংসারে থাকিয়াও সাংসারিক নিয়মকে তুচ্ছ মনে করে। গুরু পুরোহিত, স্বামী ও গুরুজনকে তত গ্রাহ্য করে না। দেব-পূজা, উপবাস, শঙ্খ, ঘণ্টা, পবিত্রতা, নিয়ম ও নিষ্ঠা প্রভৃতিকে অসার মনে করে। আনন্দময় মেলার আনন্দময় ভজনকেই জীবনের সারাংশ মনে করে। তাই হাকিমের বক্তৃতার উত্তরে এই মেলার সাধু ও সাধ্বীরা নিম্নোক্ত গান ধরিল।

"মন বাদুড় সন্ধ্যার সময় উড়িস্ না।
কাল কাকে পেলে তোরে ছেড়ে দিবে না।
শোন বলিরে মূর্খ বাদুড়, দিনে থেক দিনকানার প্রায় রাত্রে হইও চতুর।
উপর দিকে দিয়ে লেঙ্গুড় ঝুলন স্বভাব গেল না।১।
হ'য়ে স্বকর্ম্মেরই বশ, মনের সাধে খেয়ে বেড়াও কামরাঙ্গার রস।
আনারসে যে রস আছে, রসনাতে চাক্‌লি না।২।
ব'লে দেই আনারসের গাছ, আট দিকে আট পাতা মধ্যে লালের কাজ।
তার মধ্যে আছে আনারস রসিক বই কেও জানে না।৩।
ব'লে দেই আনারসের খোজ, বাহিরে আছে চক্ষুর মত উপরে আছে ঝোপ।
তার মধ্যে আছে রসের মেওয়া, চণ্ডীর ভাগ্যে ঘটল না"।

---

(১) মকরধ্বজ—।০ সপ্তাহ। ২। কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ—॥০ সপ্তাহ। ৩। যোগেন্দ্র রস—১॥০ সপ্তাহ। ৪। বৃহদ্বাতচিন্তামণি—১॥০ সপ্তাহ। যাবতীয় বায়ু রোগে এই চারিটী ঔষধ দেশ-বিখ্যাত। তবে ত্রিশতী-প্রসারণী

এই গান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজন ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া, আচমনের সময় আসিল। তাই ১০।১২ জন স্ত্রীলোক হাকিম বাবুর মুখ ধোয়া জল খাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কাজেই এবার বিষম হুড়াহুড়ি বাঁধিয়া গেল। তাহার ফলে হাকিমকে রাত্রি ১০টার সময় স্নান করিতে বাধ্য হইতে হইল। এমন সময় কমলদাস মনে মনে স্থির করিল যে, এত যত্ন, এত গান, এত খাদ্য ও এত আমোদে হাকিমবাবু অবশ্য সন্তুষ্ট হইতেছেন। কিন্তু ব্যক্তিভেদে যে বৈষম্য ঘটে, তাহা সে জানিত না। যে উপাদানে অশিক্ষিত নীচ লোকের আনন্দ জন্মে, সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ধর্ম্মপ্রাণ লোকের তাতে আনন্দ না জন্মিবারই সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং হাকিমের সুখ আসিল না। বরঞ্চ স্ত্রীলোকদের এত নির্লজ্জতা ও অসভ্যতায় ক্রোধ জন্মিয়াছিল। তাই তিনি স্নানের পর কেহকে গাত্র মোছাইবার অধিকার দিলেন না। কমলদাস এই আমোদকে ধর্ম্ম-সঙ্গত বলিয়া প্রমাণের প্রত্যাশায় হাকিমকে লক্ষ্য করিয়া ঘোষণা করিলেন।—

পাশ-বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ; পাশ-মুক্তঃ সদা শিবঃ।

অর্থাৎ—ঘৃণা, লজ্জা ভয়, ক্রোধ, লোভ. হিংসা, নিন্দা ও আসক্তিকে অষ্ট পাশ (আট প্রকার বন্ধন) বলে। সাধন বলে সেই পাশমুক্ত হইতে হইবে। পাশমুক্ত না হইলে জীব বালকের ন্যায় সরল হয় না। সরল না হইলে ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে না। হাকিমবাবু স্ত্রীলোকদের নির্লজ্জতা ও কমলদাসের উক্তির সঙ্গে মিলাইতে গিয়াও মিলাইতে পারিলেন না। এমন সময় কমলদাস আবার ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল। যথা—ধর্ম্ম জগতের দেশ চারি প্রকার। (ক) স্থুল, (খ) প্রবর্ত্তক, (গ) সাধক (ঘ) সিদ্ধ। প্রত্যেক দেশের জন্য ছয়টী শিক্ষয়িতব্য বিষয় আছে। যথা—(১) দেশ, (২) কাল, (৩) আশ্রয়, (৪) পাত্র, (৫) অবলম্বন, (৬) উদ্দীপন।

(ক) স্থুলের দেশ (১) দেশ—মায়াময় জম্বুদ্বীপ, যমের অধিকার। (২)—কাল—অনিত্য (৩) আশ্রয়—মাতা-পিতার শ্রীচরণ, (৪) পাত্র—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা,

---

তৈলের লিখিত লক্ষণ দৃষ্টে পিত্ত-কফের ইতর বিশেষ বুঝিয়া অনুপানের ব্যতিক্রম করা চাই। একান্ত কফাধিক্যের অবস্থায় পানের রস বা আদার রস সহ। একান্ত পিত্তাধিক্যের অবস্থায় (১) গুড়ূচীর রস

(৫) অবলম্বন—বেদাদি ক্রিয়া, (৬) উদ্দীপন—পুরাণ শ্রবণাদি। (খ) প্রবর্ত্তকের দেশ (১) দেশ—নবদ্বীপ (২) কাল—নিত্য কলিকাল (৩) আশ্রয়—শিক্ষা গুরুর শ্রীচরণ (৪) পাত্র—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, (৫) অবলম্বন—সাধুসঙ্গ (৬) উদ্দীপন—হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন. (গ) সাধকের দেশ (১) দেশ—লীলা বৃন্দাবন (২) কাল—দ্বাপর, (৩) আশ্রয়—সখী ভাব, (৪) পাত্র—শ্রীনন্দনন্দন, (৫) অবলম্বন—গোপীপ্রেম, (৬) উদ্দীপন—বংশীধ্বনি, (ঘ) সিদ্ধের দেশ (১) দেশ—নিত্য বৃন্দাবন (২) কাল ১৮ দণ্ড মহানিশা, (৩) আশ্রয়—শ্রীরূপ মঞ্জরী, (৪) পাত্র—রাধিকাজী, (৫) অবলম্বন—গোপীভাব, (৬) উদ্দীপন—প্রেম সেবা।

তৎপর নিম্নোক্ত গান কেহ কেহ হাসাহাসি করিতে করিতে গাইতে লাগিল।

গান (বাউলের সুর, তাল ছক্কি)।

হায়, হায়, প্রেমের জাতি নাশ।
অমৃতে গরলের উদয় ইথে হয় না ত্রাস।

একটা ঠোঁটা একটা ঠোঁটী, কেবল কথার পরিপাটী,
কাজের বেলায় নয় সে খাঁটি মুখটী ভরা হাস।১।

ঘরে ব'সে করে কুন্ কুন্, ও মারে ওর মাথার উকুন,
কুন্ কুন্ কুন্ কুন্ ভুন ভুন্ ভুন্ ভুন্ নিলাজ ঘরে বাস।২।

কান্ত কয় ভ্রান্ত কথা, দণ্ডে মরে মাথা ব্যথা,
চেউয়া চেউয়া কথা, ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস।৩।

উক্ত দেশের অর্থ ও উক্ত গানের অর্থ হাকিমবাবু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তজ্জন্য হাসাহাসির সঙ্গে যোগ দিতে পারিলেন বলিয়া অনেকের মুখে হাসি আসিল। তাই তিনি প্রস্রাব করিবার জন্য বাহির হইলেন। যাতায়াতের কালে যাহা যাহা চক্ষে দেখিলেন বা মনে অনুমান করিলেন, তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে। তৎপর বস্ত্রহরণ ও রাসলীলা যে কোন কোন স্থানে অভিনীত হইতে লাগিল, তাহা আরও বর্ণনার অযোগ্য। যাহা বর্ণনার যোগ্য,

---

বা বেড়েলার রস (২) পটোল পাতার রস (৩) ত্রিফলা ভিজান জল (৪) ধনিয়া ভিজান জল বা চাউল ধোয়া জল সহ। পিত্ত-কফের মধ্যমাবস্থায় চালকোমর বীচির শাঁস দুই আনি অথবা বড় এলাচীর চূর্ণ

এমন, কৃষ্ণলীলা অর্থাৎ গোবর্দ্ধন ধারণ, পুতনা বধ, কালীয় দমন ও ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের গো-বৎসর হরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি তাহারা লীলা দেখাইত, তবে মনের সাধে হাকিমবাবু দেখিয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু ইহারা শ্রীকৃষ্ণ লীলার মধ্যে যাহা বিকট কুৎসিত, তাহা লইয়াই ব্যস্ত। কাজেই উহা দেখিবার বা শুনিবার যোগ্য নহে, এবং বর্ণনার যোগ্য নহে। এত অযোগ্য হইলেও হাকিমের কিন্তু উৎকট পরিবর্ত্তনের যোগ্য হইল। তিনি মেলার প্রারম্ভে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে যতটা পরিমাণ সন্তুষ্টি পাইয়াছিলেন, ততটা সন্তুষ্টি ১।১ মিনিটের বেশী রাখিতে পারেন নাই। পদ্মা নদীব ভাঙ্গার মত সেই সন্তুষ্টির অবস্থা ঘটিল। কাজেই উহা ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল। তাহার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখিলে এই পুস্তক "বিদ্যা সুন্দর" হইতে আরও কুৎসিত হইত। যাহা হউক, হাকিমবাবু এই মেলাকে গ্রাম্য বেশ্যা বৃত্তি বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। সহরে বেশ্যারা তবলা, সারঙ্গ ও খঞ্জনী বাজাইয়া কৃষ্ণের পীরিতির গান গায়। এই মেলায় তবলার পরিবর্ত্তে খোল, করতাল, গোপীযন্ত্র, খঞ্জনী ও বেহালা লইয়া বেশ্যাদেরও অসাধ্য কুকীর্ত্তি করিয়া থাকে। এত কামুক, এত নির্লজ্জ ও এত অবোধ লোক যে জগতে থাকিতে পারে, তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। ধর্ম্ম করিতে গিয়া যে এত অধর্ম্ম করিতে পারে, তাহাও এতদিন তিনি বুঝিতে অক্ষম ছিলেন। মাতা, ভগ্নী, খুড়ী, জেঠী, মাসী, পিসী, এমন কি, যুবতী কন্যা ও কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃ-বধূকে লইয়া সর্ব্বজন সমক্ষে এত এত কুৎসিত কার্য্যে যে মনুষ্যের প্রাণ ব্রতী হইতে পারে, ইহা কল্পনারও অযোগ্য। সুতরাং দ্বিজের পুস্তকের ভাবের উপর যে অনেক কুভাব আছে, তাহা এতদিনে হাকিম বুঝিয়া লইলেন। তাই তিনি এই কিশোরী ভজনের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন! ক্রোধে, লজ্জায় ও বিদ্বেষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ-বিদগ্ধ হইতে লাগিল। সুতরাং এই পাপ মেলার মূল-তত্ত্ব ও কারণ-তত্ত্ব জানিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ কমলদাস মহন্তকে জিজ্ঞাসা

এক আনি সহ।' কিন্তু মন্তের ন্যায় সহসা রক্তের সঙ্গে মিশিবার জন্য পুরাতন মধু সহ উত্তমরূপে মাড়িয়া পরে অনুপান যোগ করতঃ খাইবে। যোগেন্দ্র রসে "বঙ্গ" আছে বলিয়া মেহ-জনিত বায়ুতে সুপ্রশস্ত। বায়ু

করা হইল। সে বলিল—পাঠক মহাশয়গণই এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মের বীজ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়াছেন। সুতরাং কমলদাসকে ছাড়িয়া ৫।৭টী পাঠককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল,—

আপনারা বংশ পরম্পরা ক্রমে ঘোরতর শাক্ত। দুর্গা পূজা, কালী পূজা, চণ্ডীপাঠ ও পৌরহিত্যই আপনাদের ধর্ম্ম। তাহা ছাড়িয়া এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের খোল কর্ত্তালের মধ্যে এত লিপ্ত হইলেন কেন? এই প্রশ্ন শ্রবণে পাঠক ঠাকুরগণের বহু বহু তর্ক করিবার ইচ্ছা ছিল। হাকিম না হইয়া অন্য কেহ এই প্রশ্ন করিলে তাহাদের ব্যাকরণের নাড়ী, বাদার্থের নাড়ী ও তর্কের নাড়ী কতদূর, তাহা বুঝিয়া লইতেন। হাকিম বলিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া গেলেন। কাজেই প্রস্রাব করিবার ছলে হাকিমবাবুকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন,—বাবু মহাশয়! এমন ঘৃণিত স্থানে আপনাদের মত সম্ভ্রান্ত লোকের আসা উচিত হয় নাই। ঐ দেখুন—এই স্থানে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক কেহই নাই। কৃষকের মধ্যে বর্ব্বর জন্মিলে যেমন গরু চড়ানই তাহার একমাত্র কার্য্য হয়, তেমন আমরা পণ্ডিতের বংশে মূর্খ জন্মিয়া পাঠকতা করতঃ অর্থ উপার্জ্জন করিতেছি। পেটের জ্বালায় না করিয়া পারি না। স্ত্রী-পুত্রাদি ১০।১২ জন পোষ্য আছে। পৈত্রিক দোল-দুর্গোৎসবাদি আছে। উপায় কি করি, বলুন। এই দলে আসিলে পরস্পর এত আসক্তি ও এত বন্ধুতা তলে তলে জন্মে যে, এমনটি আর কিছুতেই হয় না। ইহারাই আমাদের দালাল। ইহারাই আমাদের পাঠকতার শ্রোতা। ইহারাই আমাদের অন্নদাতা। ইহাদের অধিকাংশই আমাদের শিষ্য। তাই ইহাদের মত সমর্থন করি। দোহাই ধর্ম্মাবতার! ফৌজদারীকে আমরা বড় ভয় করি। এই কথা বলিয়া পাঠক ঠাকুরগণ ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। উহাদের ভীতি দেখিয়া হাকিম মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ তিনি এতদিনে মেলার গুহ্যাতিগুহ্য প্রকৃত কথা জানিবার সুযোগ পাইলেন। তাই তিনি কৃত্রিম ক্রোধে চক্ষু লাল করিয়া সর্ব্বপ্রথম

রোগে স্বর্ণ-ভস্ম মহোপকারী বলিয়া বায়ুর প্রত্যেক ঔষধেই স্বর্ণ আছে। কলিকাতার ঔষধে স্বর্ণের অস্তিত্বে অনেকে সন্দেহ করেন। ডাক্তারী মতে বায়ু রোগ কমাইতে হইলে "ব্রোমাইড্ অব পটাস" চাই, এবং

ঠাকুরকে বলিলেন—"দেখ ঠাকুর! এখনই তোমাকে ফৌজদারী গারদে লইয়া যাইতাম। কিন্তু তোমার অপকট সরল উত্তরে, সেই ইচ্ছা করিতে সম্প্রতি চাই না। তবে তুমি যদি মনের কপাট খুলিয়া সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ না বল, তবে জানিবা, তোমার কপালে ফৌজদারী অনিবার্য্য। এই মেলায় বিধবা যুবতীর সংখ্যাই বেশী। কিরূপে তাহারা সংগৃহীত হয়, তাহার ইতিহাস আনু-পূর্ব্বিক প্রথমতঃ শুনিতে চাই। সাবধান!" হাকিম বাবুর এই তীব্র শাসনবাক্য শুনিয়া পাঠক ঠাকুর কাঁপিতে কাঁপিতে প্রকৃত সত্য ঘটনাকে ভূমিকা সহ বলিতে লাগিলেন। ভূমিকা বলিবার তাৎপর্য্য এই—কোন কথা গোপন করিয়াছি বলিয়া যেন হাকিম বাবুর মনে উদয় না হয়।

"বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের নিয়ম নাই। অথচ সেই বিধবার পিতা বা ভ্রাতার স্ত্রী মরিয়া গেলে পুনঃ পুনঃ বিবাহের নিয়ম বেশ আছে। সেই পিতা বা ভ্রাতার আবশ্যক হইলে, ব্যভিচার, মদ্যপান বা রসিকতাও চলে। তাতেও সমাজে তাকে আটকায় না। কিন্তু বিধবা বিবাহ কালে যত আপত্তি। শুনুন্—সেই পিতা বা ভ্রাতাকে বিধবা বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ক্রোধে অস্থির হয়; এবং তাহাদের বিধবা যে ব্রহ্মচর্য্যই চায়, তাহা প্রতিপন্ন করে। কোন কোন জাতির মধ্যে বিধবার সন্তানকে সমাজে চালাইতে হইলে কিছু অর্থ দিলেই চলে। তবু বিধবা বিবাহের প্রচলন নাই। এইরূপ বহু স্থানে বিধবার ব্যভিচার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে প্রচলিত আছে। তবু বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা বোঝে না। দায়ে ঠেকিয়া যে অনেক হিন্দু যুবতী বিধবাগণ ঈদৃশ ব্রহ্মচর্য্য ও ঈদৃশ দাসত্বে বাধ্য হইতেছেন, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। বিধবাগণ গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নিজ সততা রক্ষার উপযুক্ত কামশূন্য দৃষ্টান্ত, কামশূন্য উপদেশ, কামশূন্য স্থান ও কামশূন্য জনের সাক্ষাৎ প্রায়ই পান না। পাঠকতা, যাত্রা ও গানে রাধাকৃষ্ণের কামুকতা সম্বন্ধেই উপদেশ পাইয়া থাকে। আধুনিক নাটক নভেলেও কেবল কাম রসেরই আধিক্য! ১৬০০ শত বালখিল্য

জননেন্দ্রিয় সরলার্থ "ফস্ফরাস" চাই। কিন্তু ইহাদের ক্রিয়া কুলটা স্ত্রীর ন্যায় পরিণামে বিপরীত। এইরূপ পরিণাম-বিরোধী হঠকারী বহু ঔষধের উপর দেশ মজিয়াছে। তাই ঘরে ঘরে এত রোগ। আর না—উঠুন।

মুনিগণ যে কামাতীত গোপিনীরূপে জন্ম লইয়া কামাতীত শ্রীকৃষ্ণ সহ কামাতীত খেলা খেলিয়াছেন, সেই কামাতীত ভাব বর্ত্তমানে ধারণায় আনিতে পারে না, বলিয়া সমস্ত গান কামুকতার ভাবেই প্রস্তুত হইয়াছে, এবং গায়কেরাও কামুকতার ভাবেই উহা গাইয়া থাকে। সুতরাং ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই কামুকতার দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত অতিক্রম করিয়া কামশূন্য ভাবে থাকা বড় কঠিন। বিশেষতঃ নীচ শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক পশুর সমান। আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারিটীর হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া এবং উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া ইহাদের পক্ষে অসম্ভব। ঈত্যবস্থায় কিশোরী ভজনের কুৎসিত পাঠকতা ও কুৎসিত পরামর্শ কর্ণে সর্ব্বদা গেলে স্থির থাকা অসম্ভব। কামুকেরা এই দলে মিশিয়া যত সন্তুষ্ট হয়, তত সন্তুষ্টি ত্রিভুবনে আর নাই। এত সন্তুষ্টির মধ্যে একটী প্রধান দুঃখ আছে, তাহার নাম—সমাজ-নিন্দা বা পাষণ্ডের কুধারণা, অথবা ঐহিক লোকের কুসমালোচনা। সুতরাং সেই পাষণ্ড দলনার্থ নিজ দল বৃদ্ধির জন্য তাহারা প্রাণপণ করে। ছলে-বলে-কৌশলে যে প্রকারে হউক, প্রতিবাসী স্ত্রী-পুরুষদিগকে নিজ দলে আনিয়া ফেলে। পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, কোন ধর্ম্মেই আদি রসকে এমন প্রশ্রয় দেয় না। কাজেই এই ধর্ম্মকে দেশ হইতে উচ্ছেদ করা সম্ভবপর নহে। বাজারে যে জিনিষের কাট্‌তি বেশী, সেই জিনিষের দোকান উঠান অসম্ভব। তবে যদি পারেন, ক্ষতি কি? আমরা ব্রাহ্মণ জাতি। পাঠকতা না পাই, ভিক্ষা করিব। তবু দেশ ভাল হউক।"

পাঠক ঠাকুরের এই সবল উক্তিতে হাকিমবাবু কতক সন্তুষ্ট হইয়া আপাততঃ নীরব হইলেন। তাই পাঠক ঠাকুর অব্যাহতি পাইয়া নিজ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি জীবনেও এইরূপ বিপদে আর পড়েন নাই। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে গিয়া ও মিথ্যা পাতি দিতে গিয়া অনেককে অনেক বিপদে পড়িতে দেখিয়াছেন। কিন্তু কিশোরী ভজনের অনুকূল ভাবে শাস্ত্রের মিথ্যা ব্যাখ্যা করার জন্য কেহকে বিপন্ন হইতে দেখেন নাই বা শোনেন নাই।

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসুন। কলিকাতায় ২৲।১৲।২৲।৩৲। ১। কুব্জ প্রসারণী তৈল—৬৲ টাকা সের। ২। মাষ তৈল—৬৲ টাকা সের। ৩। মহামাষ তৈল (সপ্তপ্রস্থ) ২০৲ টাকা সের। ৪।

কারণ পাঠ শুনিবার জন্য যাহারা অগ্রবর্ত্তী, তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট জ্ঞান, সংস্কৃত-জ্ঞান বা তর্কাতর্কির জ্ঞান অতীব কম। সুতরাং এই নদীতে কুম্ভীর নাই বলিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে স্নান ও সন্তরণ করিতেন। অদ্য হঠাৎ হাকিমরূপ কুম্ভীর দেখিয়া পাঠক ঠাকুর অবাক্ হইলেন। তাই তিনি ভয়ে প্রকৃত সত্য কথা বলিয়া ফেলিলেন। যাহা হউক, হাকিমবাবু ইহাকে ছাড়িয়া পরে দ্বিতীয় পাঠককে ধরিলেন। তিনি আরও ভীরু। কাজেই তিনি আরও প্রাণ খুলিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই দলকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যায় না। ঘোর তান্ত্রিক অঘোরপন্থীরা যেমন ঘৃণিত পদার্থের সেবক, ইহারাও তদ্রূপ। অধিকাংশ লোক নিজ মূত্র প্রত্যহ পান করে, এবং সর্ব্বাঙ্গে মাখে। বড় বড় সাধুরা মল, শুক্র, শোণিত ও ঋতুরক্ত পর্য্যন্ত খায়। তাহারা ব্যাখ্যা করে,—শরীর হইতে যাহা যাহা বাহির হয়, তৎসমস্তকে খাইয়া আবার শরীরের মধ্যে রাখা উচিত। তাতে দেহ-ক্ষয় হইতে পারে না। এই দলের সমস্ত কুকীর্ত্তির তাৎপর্য্যকে আমরা বুঝি না। মহাপ্রভু বৈষ্ণব নিন্দাকে মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এমন কি, নিজ মাতার বৈষ্ণব নিন্দাকে পর্য্যন্ত ক্ষমা করেন নাই। এই সুবিধা পাইয়া যার যেরূপ ইচ্ছা, সেরূপ মত বাহির করিতেছে। একবার কোন গুরু কোন মতে ২।৪ জনকে সেই পথে আনিতে পারিলে আর ভাঙ্গিবার চিন্তা নাই। অক্ষয় বটের মত তার অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকে। তাই গাঁজার ঝোঁকেও অনেক কুকীর্ত্তি এদলের অঙ্গীয় হইয়াছে। তাই ৩০০ বৎসরের মধ্যে এত মত, এত সম্প্রদায়, এত কুকীর্ত্তি ও এইরূপ বৈরাগী-বৈষ্ণবীর দল প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা বলিতে গেলে মহাভারত হইতেও বড় হয়। ইহারা বলে—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই এই দলের আদি স্রষ্টা। তৎপর শ্রীরূপ, তৎপর ৫ গোস্বামী, তৎপর চণ্ডীদাস-রজকিনী ও তৎপর গুরু-প্রণালিকা। এই মন্তব্য যদি প্রকাশ্য সভায় প্রকাশ করিত, তবে সংশোধনের উপায় হইত। কিন্তু ইহারা পেচকের মত

মহারাজপ্রসারণী তৈল ১০০৲ টাকা সের। বাতব্যাধির যত প্রকার তৈল আছে, তম্মধ্যে উক্ত চারিটী তৈল ক্রমান্বয়ে প্রধান এবং বহু ব্যবহৃত। ইহাদের মালিশে শিরাগত ও মজ্জাগত বেদনা সারে।

গোপনের পক্ষপাতী বলিয়া কোন ভুল সংশোধনের উপায় রাখে না। ইহারা প্রণাম করিবার কালে জিহ্বাদ্বারা পদ লেহন করে। তাতে জিহ্বাকে এত বিদ্যুদ্বেগে বহির্গত ও সংযত করে যে, সর্পের জিহ্বাও এত শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারে না। বহু-ভক্তি, বহু-ভাষিতা ও হাস্য রসাত্মক ভাব ইহাদের অসাধারণ লক্ষণ। ইহারা গঙ্গাস্নান, অষ্টমী স্নান, সাধুদর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ প্রভৃতি উপলক্ষে সংসারের বাহিরে থাকিতে ভালবাসে। গুরু-সেবা ইহাদের একমাত্র ধর্ম্ম। দলবৃদ্ধির জন্য ইহারা লালায়িত। ইহাদের মধ্যে উপপত্নী বা উপপতি রাখার নিয়ম আছে। তাকে আশ্রয় বলে। ইহারা বড় সঙ্গীত-প্রিয়। কথায় কথায় দীর্ঘনিঃশ্বাস, ক্রন্দন ও হাসাহাসিকে ভালবাসে। গাঁজা ইহাদের প্রধান সহায়"।

এইরূপে দ্বিতীয় পাঠকের মন্তব্য শেষ হইল। পরে হাকিমবাবু বাকী পাঠকদের সঙ্গে এই সম্বন্ধে ক্রমাগত বহু আলোচনা করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন ও পুনঃ পুনঃ উত্তরের ফলে যে যে তত্ত্ব নির্ণীত হইল, নিম্নে তাহার কিয়দংশ বিবৃত হইল।

৮ প্রকার লোকদ্বারা এই মেলা গঠিত ও পরিচালিত। (১) অর্থার্থী পাঠক (২) ভোগাভিলাসী গুরু (৩) ব্যভিচারী পুরুষ (৪) ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক (৫) গীত-বাদ্যাদি প্রিয় রসিক (৬) নেশাসক্ত (৭) নীচ, মূর্খ, সরল ও অবোধ পুরুষ (৮) সরল স্ত্রীলোক।

(১) "অর্থার্থী পাঠক"—ইহারা অর্থলোভে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ মিথ্যা অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া এই দলের মৌলিকতার প্রমাণ করিয়া দেয়। এই দলের লোকগণ সেই ব্যাখ্যার বলে মনুষ্যত্বের বিসর্জ্জন করিতে শিখে। অনেক মূর্খ পাঠক এই ব্যাখ্যাকে প্রকৃত সঙ্গত বলিয়াই দাবী করে। এই দলের সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তক একটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকিলেও কামুকতা বৃত্তি বড়ই প্রবল ছিল। তাই তিনি কোন বিধবা যুবতীর উপর আসক্ত হইয়া

বিশেষতঃ কফাশ্রিত বায়ু, ঝিন্‌ঝিনি, স্পন্দন, ক্ষীণতা, শুষ্কতা, স্পর্শ-হীনতা, কম্প, বক্রতা, চক্ষুঃ-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের শক্তির স্বল্পতা, মানসিক দুর্ব্বলতা, জননেন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, মল-মূত্রাদি-রোধে অক্ষমতা,

উঠেন। তাহাতে উক্ত উপপত্নীকে ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রমাণ করার আবশ্যকতা ঘটে। বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত অন্যমতে উহার প্রমাণের সুবিধা নাই বলিয়া নিজ পৈতৃক শাক্ত-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন; এবং শাস্ত্রের বিরুদ্ধ মিথ্যা ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই ব্যাখ্যার বহুপ্রচারার্থ স্বয়ং পাঠকতা ও সঙ্গীত রচনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাতে মূর্খ-সমাজে তাঁহার প্রতিপত্তি ও অর্থ প্রাপ্তির মহাসুযোগ ঘটে। এই দৃষ্টান্তানুসারে এখন বহু পাঠকের সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকাংশ পাঠকের চরিত্র ব্যভিচার দোষে দুষ্ট। অধিকাংশ পাঠকই গুরু। বলা বাহুল্য, যত ভাল পাঠক, তাঁহারা সকলেই এই দলের বিরোধী।

(২) "ভোগাভিলাষী গুরু"—শাস্ত্রানুসারে গুরুর দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। গুরু শতগুণে গুণী হইলেও তাবৎ উদ্ধার পাইতে পারেন না, যাবৎ শিষ্যের উদ্ধার না ঘটে। এমন দায়িত্ব-পূর্ণ গুরুতা ব্যাপারটী ওকালতীর মত ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। তাই শাস্ত্রে লিখিত আছে "গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপ-হারকাঃ"। দুর্লভস্ত গুরু র্দেবী শিষ্য-সন্তাপ-হারকঃ"। অর্থ—শিষ্যের অর্থ-নাশক গুরুর সংখ্যাই বহু দেখা যায়। কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ-নাশক গুরু দুর্লভ। বর্ত্তমান কালানুসারে শিষ্য অপেক্ষা গুরুর লাভ অনেক বেশী। তাই সকলেই গুরু হইবার অভিলাষী। তন্মধ্যে কিশোরী ভজনের শিক্ষাগুরুর লাভ আরও বেশী। আধিপত্য, সুশ্রুষা-প্রাপ্তি, অর্থ-প্রাপ্তি ও ভাল ভাল আহার প্রভৃতি বহু সুবিধা আছে। গুরু-প্রসাদি রূপ মহাপাপ এই দলেরই অন্তর্গত। ইহার মধ্যে "অটল" বলিয়া সুখ্যাতি পড়িলেত সুখের অভাবই নাই। অনেক গুরু এই জন্য ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করিতেও বাকী রাখেন না। এই শ্রেণীর অধিকাংশ যেমন নেশাসক্ত, তেমন অলস, তেমন বিলাসী ও তেমন অকর্ম্মণ্য। বৈরাগী প্রায়ই গুরু। একটু গান-বাদ্য করিতে পারিলেই ২০।২৫ জনের গুরু হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ১।৪টী পয়ার সহ গাঁজা খাইতে, নাচিতে ও মাটীতে গড়াইতে পারিলেও গুরু হওয়া যায়। তাবিজ, কবচ, দিয়াও অনেকে

লিখনে অসামর্থ্য, গমনে অক্ষমতা ও অকালবার্দ্ধক্য দূর করতঃ দেহ হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। কলিকাতায় /১—২৪৲। ১৬৲। ৫০৲—২০০৲!
শ্রীগোপাল তৈল—২০৲ টাকা সের। ইহা পূর্ব্বোক্ত তৈলবৎ গুণকারক।

গুরু হইয়াছে। জ্যোতিষ কতক জানিলেও গুরু হওয়া যায়। সঙ্কীর্ত্তনে নাচিয়াও ১০।২০ জনের গুরু হওয়া যায়। পাঠকতা করিয়াত গুরু হওয়া যায়ই যায়। ২।৪ কল্কে গাঁজা খাইয়া মাতলামী করিতে পারিলেও ২।৪ জনের গুরু হওয়া যায়। গাঁজা খাইতে খাইতে "তোমার বাপের দেশের লোক আমি" বলিয়া পরিচয় দিয়াও কেহ গুরু হইয়াছিল। মোট কথা—কাক যেমন কোন্ ফাঁকে কোন্ জিনিষের উপর ঠোকর দেয়, তার ঠিক্ নাই। বর্ত্তমান বাজারে এই দলের গুরুকূলও কোন্ সময়ে কাকে শিষ্য করিয়া ফেলে, নিশ্চয়তা নাই। কোন গুরু স্বামীর অজ্ঞাতে স্ত্রীকে শিষ্যা করায় উত্তম-মধ্যম খাইয়াছিল। এই দলের লোকেরা দীক্ষা গুরুকে তত গ্রাহ্য করে না। শিক্ষা-গুরুকেই সম্মান ও সুখ-সুবিধা বেশী দেয়। তাহারা বলে—"দীক্ষা গুরুকে কেটে দিব শিক্ষা গুরুর পায়"। বলা বাহুল্য, যত ভাল গুরু, তাহারা সকলেই এই দলের বিরোধী।

(৩) ব্যভিচারী পুরুষ—সহরে ব্যভিচার করিতে হইলে বেশ্যাবৃত্তি নিরাপদ ও স্বাভাবিক। গ্রামে ব্যভিচার চালাইতে হইলে এই দলের আশ্রয় ব্যতীত নিরাপদ স্থান আর নাই। উপরে ঢাকনা থাকিলে যেমন মহাকুৎসিৎ জিনিষ নিলেও লোকনিন্দার সম্ভাবনা থাকে না, সেইরূপ উপরে ধর্ম্মের ভান করিয়া এখানে বহু কুৎসিত কার্য্য চলে। সকলেই এক পথের পথিক বলিয়া পরস্পরের মধ্যে লজ্জা আসে না। বিশেষতঃ লজ্জাকে ত্যাগ করাই ইহাদের প্রধান উপদেশ। পাপ আসিবার সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক লজ্জা। তাই ঈশ্বর লজ্জার সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘোর সংসারাশক্ত থাকিয়াও জীব যদি লজ্জাকে বলপূর্ব্বক ছাড়াইয়া দেয়, তবে কাম-রিপু উন্মুক্ত মত্ত হস্তির মত অপ্রতিহত হইবে না কেন? তাই এই দলে ব্যভিচার ছাড়াইবার উপায় নাই। ইহাদের দ্বিতীয় উপদেশ, মিথ্যা কথা। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে একবাক্যে মিথ্যা কথাকে মহা পাপ বলে, তাহা ইহারা বেশ জানে; এবং অসৎ, চোর, দস্যু ও পাপীর পক্ষে যে মিথ্যার

বিশেষতঃ ইহা জননেন্দ্রিয়ে মালিশ করিলে প্রমেহ দোষ দূর করতঃ জননেন্দ্রিয় সবল ও সক্ষম হয়, বলিয়া বহু ব্যবহৃত। কলিকাতায়/১—৪০৲। ১। ষড়বিন্দু তৈল—৬৲ টাকা সের। ২। মহাদশমূল তৈল—

আশ্রয় ব্যতীত উপায় নাই, তাহাও ইহারা বেশ জানে। তথাপি মিথ্যা ছাড়িতে পারে না। কারণ পদে পদে মিথ্যা না বলিলে এইধর্ম্ম চলিতে পারে না। (১) ঐহিক লোকের নিকট গোপন রাখার জন্য প্রথমতঃ মিথ্যার আশ্রয় লইতে হয়। (২) মুখে যে উচ্চভাবের প্রসঙ্গ শোনে বা বলে, প্রাণে তাহা ধারণা করিতে পারে না, বলিয়া মিথ্যা বলিতে হয়। (৩ এই পথে চলিয়া অনেকে কামাতীত উচ্চভাব পাইয়াছে, বলিয়া বহু গান রচিত ও গীত হয়। কিন্তু সেই বর্ণনার অনুরূপ সাধু এই দলে দেখা যায় না। কেবল মিথ্যা প্রলোভন মাত্র। (৪) অষ্ট পাশ-মুক্তি ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। ইহা যে কলির প্রবর্ত্তক জীবের পক্ষে ঘোর অসম্ভব; এবং ইহা যে সর্ব্ববিধ সাধনার সর্ব্বশেষ সম্পত্তি, তাহা অনেকে বেশ বোঝে। তথাপি কাম-রিপুর জ্বালায় এই দলের হাত ছাড়াইতে পারে না। কাজেই নিজের নীচ পৈশাচিক ভাব গোপন রাখিয়া উচ্চ ভাবের গান গাইয়া বাহাতুরী লইতে হয়। নতুবা এই দলে থাকা যায় না। মনে মনে সকলেই ভাসুরের নাম জানে। ধর্ম্মের ভান করিয়া অধর্ম্ম করাই ইহাদের নিত্যকর্ম্ম। এই দলের মুখ্য উপদেশই "কামাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয়, রসাশ্রয় হয়, স্থূল-প্রবর্ত্তক-সাধক-সিদ্ধি, চারিদেশে রয়। এই উপদেশের বলে উপপত্নী রাখার নিয়ম প্রচলিত। তাহারা বলে, কামভাবে উহাকে রাখা হয় না। তাহারা উপপত্নীকে আশ্রয় বলে। তার শাস্ত্র শুনুন, "আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে"। সন্ধ্যার কিছু পরই গ্রাম্য নিস্তব্ধতা আরম্ভ হয়। এই নিস্তব্ধতার অন্ধকার ভেদ করিয়া গভীর রাত্রে দূর হইতে যে খঞ্জনীর শব্দ শোনা যায়, তার অধিকাংশই আশ্রয় ঘটিত। নিরাশ্রয়ের নিশীথ খঞ্জনী দুর্ল'ভ।

(৪) "ব্যভিচারিণী স্ত্রী"—ত্রিভুবন মধ্যে কোন ধর্ম্মেই ইহাদের স্থান নাই। এই দলে ইহাদের আদর বেশ আছে। ইহারা এখানে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারে, হাসিতে পারে, গাইতে পারে, এবং নাচিতে পারে। ইহারাই এই

৮৲ টাকা সের! ৩। বৃহৎ দশমূল তৈল—৮৲ টাকা সের। কফাশ্রিত-বায়ুর বা শিরোরোগের একান্ত কফাধিক্য অবস্থায় অর্থাৎ যাহাতে মাথা ভার ও মাথা বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব থাকে, সেই অবস্থায় ইহাদের নস্য

দলের মেরুদণ্ড। এই মেলার উন্নতির জন্য ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রাণপণ করে। শ্রীগুরুর প্রতি ইহাদেরই ভক্তি বেশী। অতিভক্তি. দীর্ঘনিশ্বাস, ক্রন্দন, গুরুসেবা, তিলকের বাহাদুরী, নাম-জপের ছড়াছড়ি ও গান শ্রবণের হুড়াহুড়ি ইহাদের বেশী। গুরুর দোষ ঢাকিয়া মিথ্যা অলীক গুণের আরোপ করতঃ ইহারা দিবারাত্র শিষ্য-সংগ্রহার্থ ফিরে। প্রতিবাসী স্ত্রীলোকদিগকে ঘাটে বাসন মাজিতে দেখিলে বা পাঠকতা বা কীর্ত্তন-স্থানে পাইলে ভূমিকা আরম্ভ করে। পরে কলে কৌশলে নিজ গুরুর প্রশংসা আরম্ভ করে। কখন বলে—তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছেন। কখন বলে—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত তিনি বলিতে পারেন। কখন বলে—তাঁর গানে এত ভক্তি আসে, জীবনেও ভুলিতে পারা যায় না। কখন বলে—তিনি মরা বাঁচাইতে পারেন; এবং যত কঠিন রোগ হউক না কেন, ২।৪ দিন দেখিলেই আরোগ্য করিতে পারেন। কখন বলে—তিনি মহাদেবের মত অটল। কখন বলে—কলির জীব উদ্ধারের জন্য অদ্যাপি দেহ রাখিতেছেন। ইত্যাদি বহু মিথ্যা কথা বলিয়া নিজ দলে আনিবার জন্য দিবারাত্র ব্যস্ত থাকে। ক্ষিপ্ত কুকুর যেমন কামড়াইবার জন্য ব্যস্ত. ইহারাও সেইরূপ সতীকূলকে অসতী করার জন্য ব্যস্ত, এবং চরিত্রবান্ পুরুষের চরিত্র ভ্রষ্ট করার জন্য ব্যাকুল। দেশ হইতে এমন গুপ্ত শত্রুকে ক্ষিপ্ত কুকুরের মত তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। নতুবা কার কপালে কোন সময়ে কোন বিপৎ ঘটায়, নিশ্চয়তা নাই।

(৫) বাদ্য-গীতাদি প্রিয় রসিক।

বাদ্য-গীতাদি শিখিলে চুপ করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় নিজের গুণ প্রকাশ করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা জন্মে। জন সমাজে তাঁহাদের আদর গুরুদেব অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে। সেই লোভেই এই দলে ইহারা প্রথমতঃ যাতায়াত করে। পরে সঙ্গ-দোষে

লইলে এবং মাথায় মাখিলে তৎক্ষণাৎ উপকার দর্শিবে। প্রাতে মহালক্ষ্মীবিলাস ও বৈকালে মকরধ্বজ খাইলে সত্বর স্থায়ী উপকার হয়। কলিকাতায় /১—১৬৲। ২৬৲। ১৬৲। ১। বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল—

গাঁজা, ভাঙ্গ বা আফিং প্রভৃতি মাদক দ্রব্যে ইহাদের আসক্তি জন্মে। এই আসক্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যভিচার আসিয়া এই দলের পাণ্ডা করিয়া উঠায়।

(৬) নেশাশক্ত।

এই দলের সাধু হইতে হইলে এলোমেলো কথা চাই। তদুপরি রাত্রি জাগরণ, চীৎকার, লম্ফ-ঝম্প ও অঙ্গ-ভঙ্গি চাই। নেশা ব্যতীত এই সমস্ত আসে না। তাই বৈষ্ণব সাধুগণ অল্প পয়সায় বেশী লাভের দ্রব্য পতিত-পাবন গাঁজা, ভাঙ্গ ও আফিং প্রথমতঃ অভ্যাস করে। পরে সেই মাদকতা গীত-বাদ্যের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বন্ধুতা স্থাপন করে। কাজেই উভয়ের সঙ্গে উভয় দলের মিলনটী সোণায় সোহাগার মত সুন্দর হয়। সেই মিলন ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২।৩ বার না ঘটিলেও অগত্যা চলে। কিন্তু প্রত্যহ রাত্রিতে একবার না মিলিলে চলিতেই পারে না। গাঁজা নির্জ্জনে একাকী খাইলে সুখ হয় না। কাজেই দলে দলে মিশিবার দরকার হয়। রাত্রিতেই নেশার বাহার। নেশা করিলে প্রাণ খুলিয়া সঙ্গীত ও নানাপ্রকার আনন্দের কথা ও অঙ্গ-ভঙ্গি বাহির হয়। নেশার স্বভাবে অসুন্দরকেও সুন্দর দেখায়, এবং অনালোচ্য বিষয়েও আলোচনার ইচ্ছা জন্মে। শত নিরানন্দেও আনন্দ জন্মে। বহু লোকের নিকট গিয়া নানাপ্রকার কথার ভঙ্গি, অঙ্গ-ভঙ্গি ও গানের ভঙ্গি করিতে ইচ্ছা হয়। এই জন্য অর্থ-পিশাচিনী বেশ্যারা লম্পটকে বশীভূত করার জন্য নিজ বাক্সের টাকাদ্বারা মদ্য আনিয়া খাইতে দেয়। যাহা হউক, এই গায়ক, বাদক ও নেশাশক্ত সাধুদের সঙ্গীতের আনন্দ দেখিবার জন্য বহু স্ত্রী-পুরুষগণ সম্মিলিত হয়। ইহারাই এই মেলার দীর্ঘ জীবনের প্রধান সহায়; এবং পুনঃ পুনঃ সম্মিলনের কারণ। ইহাদের সঙ্গ-দোষে এই দলের পনর আনা লোকই নেশাশক্ত।

(৭) নীচ, মূর্খ, সরল ও অবোধ পুরুষ।

ইহাদের পক্ষে কোন উচ্চ-গ্রন্থ, উচ্চ-ভাব বা উচ্চ-সঙ্গ পাইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই পাঠক ঠাকুরই তাহাদের বেদ। গুরু মহাশয়ই তাহাদের বেদ-

৮৲ টাকা সের। ২। বাত রাক্ষসী তৈল—৮৲ টাকা সের। যে বেদনায় ফুলা থাকে, তাহাকে আমবাত বলিয়া স্থির করিবে। ঐ বেদনার স্থান একান্ত ফুলিয়া প্রবল জ্বর জন্মিলে তথায় উক্ত তৈল মালিশ

প্রতিপাদ্য ঈশ্বর। তাহাদের দুইজনের প্ররোচনায় ও দলবদ্ধ লোকের উৎসাহে নিজের জাতি, কুল ও মান বিসর্জ্জন করিতে অভ্যাস করে। পরে তাহারা দালাল হইয়া অন্য গ্রাহক সংগ্রহ করে। তাহারা গুরু-প্রণালিকা, ভাবশিক্ষা ও স্থুল-প্রবর্ত্তক-সাধক-সিদ্ধ নামক দেশ-শিক্ষা জানিয়া, তলে তলে নিজকে এত বড় বলিয়া মনে করে যে, এই গ্রামে এইরূপ আর যেন নাই। কেহ কিছু বলিলে বলে—"ডুব দিলে ত জান্‌তে পার"।

(৮) সরল স্ত্রীলোক।

উক্ত পুরুষের যে অবস্থা, এই শ্রেণীরও সেই অবস্থা। পতঙ্গ যেমন না জানিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়ে, ইহারাও সেইরূপ।

হাকিমবাবু মেলার এই সমস্ত কুকীর্ত্তি স্মরণ করতঃ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কি উপায়ে এই পাপাত্মাদের হাত ছাড়া হওয়া যায়, তার সুবিধা খুজিতে লাগিলেন। তজ্জন্য বহুযত্ন করিলেন। সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। কাজেই তিনি মেলায় যাইয়া বসিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ভোজনানন্দের অন্নবৃষ্টির বিপুল ভিজা চিহ্ন ও দুর্গন্ধে অসুবিধায় পড়িলেন। তদুপরি ছোট লোকদের মলিন কাপড়ের ঘর্ম্মাক্ত দুর্গন্ধ, তদুপরি ঘন ঘন গাঁজার ধূম উদ্গীরণের দুর্গন্ধ ও তদুপরি কেরাসিনের কুপীর ধূমের দুর্গন্ধ এই সমস্ত দুর্গন্ধ বদ্ধ বায়ুতে সমবেত হইয়া, এক নূতন প্রকারের শ্বাস রোধের সৃষ্টি করিল। হাকিম কপাট খুলিয়া দুর্গন্ধ নিবারণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু মেলার গোপনীয় নিয়মের অতিক্রম করা ঘটিল না। যেরূপ ঘরে যেরূপ বিছানায় যেরূপ ভাবে থাকা হাকিমের অভ্যাস, তাহা কেহই জানিত না। সকলেই মনে করিতেছে যে, এত আমোদে সন্তুষ্ট না হয় কে? হাকিম নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইতেছেন। তাই হাকিমকে শ্রীকৃষ্ণ রূপে সাজাইবার জন্য একদল লোক ধরা, চূড়া, চুয়া, চন্দন ও ফুলের মালা লইয়া উপস্থিত হইল। হাকিমের চৌদ্দপুরুষেও এরূপ সং সাজেন নাই। কাজেই প্রথম আপত্তি, তৎপর কথার কাটাকাটি চলিতে লাগিল। এদিকে

না দিয়া প্রথমতঃ সেক ও প্রলেপের বিধান করিবে। এই তৈলের স্থানিক মালিশে বেদনা দূর হইবে! তবে ইহার সঙ্গে "রাস্নাদশমূল" পাচন, বৃহদ্বাত গজাঙ্কুশ ও যোগরাজ গুগ্‌গুলু বা রসোনপিণ্ডাদি খাইলে

কীর্ত্তনের গান মাতিয়া মেলাকে তুফানের মত নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। ইহাদের উদ্দাম শুষ্ক নৃত্যে চক্ষু ও কর্ণ অস্থির করিয়া উঠাইল। তাহাদের নৃত্য দেখিলে মনে হয়, তাহারা যেন অদ্য গাঁজার পূর্ণ মাহাত্ম্য দেখাইবে; অথবা তাহারা যেন বল বীর্য্যের পরীক্ষা দিবার জন্য মহেন্দ্রক্ষণ পাইয়াছে; অথবা তাহারা যেন অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই যা হয় একটা করিয়া ফেলিবে। এই উদ্দাম কীর্ত্তনের মধ্যে কতক কতক লোক ঢলাঢলি করিয়া অন্যের গায় পড়িতেছে। একদল লোক উন্মাদের মত ছুটিয়া একটী স্ত্রীলোককে স্কন্ধে করিয়া নাচিতেছে। এক দল লোক হাকিমকে সেইরূপ স্কন্ধে উঠাইবার জন্য ছুটিয়াছে। তদ্দর্শনে হাকিমের চীৎকার উঠিল। এত মাৎলামির মধ্যে কে কার বাধা শোনে। কাজেই হাকিম বেগতিক দেখিয়া এক দৌড়ে পায়খানায় যাইয়া, কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। এতক্ষণে হাকিমবাবু কতক সময়ের জন্য নিশ্চিন্ত হইলেন। আর কি উপায়ে গাঁজাখোর মূর্খ মাতালদের হাত হইতে নিস্তার পাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দলে দলে স্ত্রীলোকগণ আসিতেছে, ডাকিতেছে, হাসিতেছে এবং কপাটে আঘাত দিতেছে। হাকিমবাবু কিন্তু নীরবে মলশূন্য বাহ্যি করিতেছেন, আর ভাবিতেছেন। বহু চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, পায়খানার মধ্যে পড়িয়া মেথরের রাস্তা দিয়া বাহির হইব। যেমন পরামর্শ, কার্য্যেও তাহাই হইল। পরে নদী স্নানপূর্ব্বক ভিজা কাপড়ে জামা-চাদর-জুতা-বর্জ্জিত দেহ লইয়া, রাত্রি ৪টার সময় সশরীরে নিজ বাসায় উপস্থিত হইলেন। হাকিমের স্ত্রী বিলম্বের কারণ, স্নানের কারণ, জুতা-মুজা-চাদর-জামা-বর্জ্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ফুলিতে লাগিলেন। স্ত্রীর প্রশ্নে হাকিম কি কি উত্তর দিলেন, তাহা আমি বলিতে বসি নাই।

বিচারের দিন কমলদাসের উপর ২৩ মাস ও বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের উপর ১১ মাসের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের হুকুম লিখিত হইল।

সত্বর স্থায়ী সুফল ঘটে। রক্ত-দুষ্টি জন্য বেদনায় ইহাদের মালিশ না করিয়া বাতরক্তোক্ত তৈল মালিশ করিবে। কলিকাতায় /১—১৬৲। বিষমজ্বরান্তক লৌহ (পুটপাক) ৸০ সপ্তাহ। বিষম জ্বরান্তক রস

নবম পরিচ্ছেদ।

চারুলতার সঙ্গীত শক্তিতে হাকিম বাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ।

চারুলতার চারু-দর্শন প্রাপ্তি।

সেবাশ্রম স্থাপন। শিষ্য হইবার নিয়ম।

মোকদ্দমায় বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের জেল হইবার পর হাকিমবাবু চারুলতাকে নিজ বাসায় লইয়া গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। হাকিমবাবুর স্ত্রীর নাম সরলা। তিনি চারুলতার মুখের আকৃতি দেখিবামাত্রেই দুঃখিত, বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইলেন। দুঃখের কারণ এই—যে বৈরাগীগুলিকে প্রত্যহ প্রতিগৃহ হইতে ধর্ম্মের আদর্শ মনে করিয়া সাদরে ভিক্ষা দেওয়া হয়, তাহারা এত নীচ, এত ঘৃণিত ও এত পাষণ্ড। বিস্ময়ের কারণ এই—মনুষ্যের মুখ ও চক্ষু যে এত ধীর-স্থির, এত সরলতা মাখা, এত কোমলতাযুক্ত ও এত লাবণ্যপূর্ণ, তাহা তিনি পূর্ব্বে কদাপি দেখেন নাই। আকর্ষণের কারণ এই—এই যৌবন বয়সে এত বিপদে এত নিশ্চিন্তার ভাব, এত প্রসন্নতার ভাব ও এত ভালবাসার ভাব তিনি কোথায়ও প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই বস্তু যেন আপন হইতেও আপন। নূতন হইতেও মহানূতন বস্তু। প্রাণের ভিতর হইতে যেন আপনা হইতেই ভালবাসা আসিতে চায়। যাহা হউক, উক্ত সরলা, চারুকে পাইয়া অতীব আপন বোধে সযত্নে রাখিলেন; এবং অধরোষ্ঠের চিকিৎসা করতঃ আরোগ্য করিয়া উঠাইলেন।

আরোগ্যের পর চারু প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া সন্ধ্যা-পূজা শেষ করতঃ যে গান গাইতেন, সেই গানে শক্তি-সঞ্চারের ক্ষমতা থাকিত। এই গুণ ধীবর বাড়ীতেই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বাড়ীর ভিতরেও সেই ক্ষমতা

(ভাবনায়) ১৲ সপ্তাহ। ইহা পুরাতন জ্বর ও যকৃৎ-প্লীহাশ্রিত জ্বরে রক্ত-জনক ও ক্ষুধাবর্দ্ধক হইয়া উপকার করে। বর্ত্তমান ফ্যাসন মতে জ্বর হইলেই কুইনাইন চাই। ইহার ফলে, জ্বরের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ,

ক্রমে বিকসিত হইতে লাগিল। বাড়ীর কর্ত্তা, কর্ত্রী ও পারিবারিক লোক প্রথম দিনের গান শুনিয়াই বিস্মিত হইলেন। সেই গানটী এই—

গান। বাউলের স্থর, তাল ছকির ঠেকা।

ভাবের জাহাজ ঘট্‌ল নারে মন্ তোর ইহ বার।
মনা রে মনা তোর দৌড়াদৌড়ি হ'ল সার॥
ভাবের জাহাজ বড় লাভের জাহাজ রে,
এ জাহাজ মানে না ঢেউ তুফান ধার।১।
ভবের নদী বড় বিষম নদী রে।
এতে জাহাজ বিনা নাই উদ্ধার।২।
মন তুই কয়বার আ'লি কয়বার গেলি রে।
এ জাহাজ ঘট্‌ল না তোর কোন বার।৩।
ভাবের জাহাজ প্রেমের জাহাজ রে।
উহা ন'দের চাঁদ করেছেন সার।৪।
ভাবের জাহাজ (বড়) সুখের জাহাজ রে।
এতে নাই রে রিপুর অধিকার।৫।

এই গানের পর আবার একটী গান গাইলেন। যথা—

গান। কীর্ত্তনের স্থর, তাল একতালা।

প্রভু, একি চমৎকার, বুঝি নাকো মর্ম্ম ইহার।
তোমার প্রদত্ত আঁখি, তোমারে না হেরে,
তোমার প্রদত্ত মনে, তোমারে না ভাবে,
প্রভু একি হ'ল, (হায়, হায়, কোন্ বিপাকে এই কি হ'ল)
অসম্ভব সম্ভব হ'ল, বৃথা জীবন গেল আমার।১।
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনে র'ল মন মগন,
পশুর অতীত ভাবে ডোবে না মোর মন,

প্লীহা, যকৃৎ, পরিপাকের বিকৃতি, মস্তিষ্কের বিকৃতি, শুক্রের বিকৃতি এবং আজীবন বিষ-জনিত নানাপ্রকার দুর্ভোগ দেখিয়াও দেশের চৈতন্য হইতেছে না। তাই পুরাতন জ্বরেও কুইনাইন ঘটিত প্যাটেণ্ট ঔষধের

(এভাবে) কত জনম যে গেল,
(কবার এলাম, কবার গেলাম, কত জনম যে গেল)
যাহার জন্য আসা যাওয়া তা করি না যাতে উদ্ধার।২।
বুঝিয়া না বুঝি আমি, শুনিয়া না শুনি,
দেখিয়া না দেখি আমি, মানিয়া না মানি,
প্রভু একি হ'ল (কোন পাপের কর্ম্ম ফলে, এই কি হ'ল)
(আজি) পাষাণে কুটিব মাথা, শুন্‌ব নাকো বাধা কাহার।৩।

ক্রমাগত দুইটী গান শুনিলেন। গানে যে এত বেশী শক্তি আছে, তাহা তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতেন না। তাঁহারা এত আনন্দিত হইয়াছেন যে, কোন সময়েই সেই আনন্দের বিরতি ঘটিতেছে না। ব্রাহ্ম সমাজের কত গান, কত বক্তৃতা, কত পুস্তক পাঠ, কত প্রার্থনা, কত উৎসব, কত সজ্জন ও কত কিছু দেখিয়াছেন, কিন্তু এমন আনন্দ, এমন তরঙ্গ ও এমন স্থায়িত্ব জীবনে কদাপি উপভোগ করেন নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শক্তি-সঞ্চারে পণ্ডিত ছিলেন, বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে পড়িয়াছিলেন বটে। কিন্তু সেইটী অলীক প্রশংসাবাদ সূচক গল্প বলিয়া হাকিম মনে করিতেন। কাজেই তজ্জন্য কোন অনুসন্ধানও করেন নাই; এবং সেই শক্তি কখনও দেখেন নাই। সুতরাং তিনি মনে করিলেন—এই শক্তি না থাকিলে প্রচাররূপ কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। ব্রাহ্ম সমাজে সেই শক্তি নাই; কেবল গলাবাজ্য আছে মাত্র। তাই আশানুরূপ প্রচার হইতেছে না। এই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া চারুলতার ধর্ম্মের প্রতি আস্থা স্থাপন করিলেন। যত দিন যাইতেছে, তত দিনই সেই গান শুনিতেছেন, তত দিনই আনন্দ ঘনীভূত হইতেছে। তাহার ফলে বাড়ীর সমস্ত একত্রিত হইয়া চারুবালার মন্ত্রশিষ্য হইলেন। হাকিমবাবু যে দিন শিষ্য হইলেন, সেই দিনই পেন্‌সনের জন্য দরখাস্ত করা হইল। যথা সময়ে মঞ্জুর হইয়া আসিল। এতদিনে হাকিমবাবুর মানব জন্ম ধন্য হইতে চলিল। এই বৃত্তান্ত যতই

বহু কাট্‌তি দেখি। এক কুইনাইন বহুরূপীর ন্যায় নানা ছলে নানা রূপে ঘরে ঘরে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে। ইত্যবস্থায় সর্ব্বদোষ-নিবারক নির্দ্দোষ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ খাইতে হইলে ২।১ মাস ধৈর্য্য চাই। নতুবা

প্রচারিত হইতে লাগিল. ততই শিষ্যের পরিমাণ বাড়িতে লাগিল। একে একে ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ লোক মন্ত্রশিষ্য হইয়া উঠিল। গুরুচরণ শীবরের বাড়ীতে যে ২।৩ হাজার লোক গানে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহারা কলা, দুগ্ধ, শশা. আনারস, চাউল ও দাইল যখন যাহা সম্ভব, তাহা আনিয়া চারুর শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া যাইতে লাগিল।

এই দিকে হাকিমবাবু কিশোরী ভজনের মেলার কুকীর্ত্তির কথাকে বিস্তৃতরূপে লিখিয়া এক পুস্তক ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে প্রতিগৃহে একটা হাসাহাসির স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। এই পুস্তককে পিতার অগোচরে পুত্র, ভ্রাতার অগোচরে ভগ্নী, গুরুর অগোচরে শিষ্য, স্বামীর অগোচরে স্ত্রী, সধবার অগোচরে বিধবা ও বৃদ্ধের অগোচরে বালক পড়িতে লাগিল। ইহার ফলে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের ভিক্ষা দেওয়ার নিয়মটা উঠাইয়া দিবার জন্য স্থানে স্থানে সভা হইতে লাগিল। ক্রমে চারুলতার প্রশংসা প্রবল বেগে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। ৪০০ শত বৎসরের পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে বহু প্রশংসা হইতে লাগিল। কেহ বলিলেন,—মহাপ্রভু সন্ন্যাস ধর্ম্মের নিয়মানুসারে অন্য স্ত্রীর মুখ দেখা'ত দূরের কথা, নিজ মাতার মুখ পর্য্যন্তও দেখেন নাই। কেহ বলিলেন,—ছোট হরিদাস ভিক্ষার বিভিন্ন প্রকার মোটা চাউল পরিবর্ত্তন করিয়া চিক্কণ পরিষ্কার চাউল কোন স্ত্রীলোক হইতে গ্রহণ করেন, এই অপরাধে সেই হরিদাসকে মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ বর্জ্জন করেন। কেহ বলিলেন,—শ্রীক্ষেত্রে একটী পরম সুন্দর বালক ভাল গান গাইতে পারিত বলিয়া, মহাপ্রভু তাহাকে আদর করিয়া নিকটে বসাইতেন। যখন শুনিলেন—ঐ বালকের মাতা পরমা সুন্দরী, যুবতী ও বিধবা, তখন হইতে সেই বালককে বর্জ্জন করিলেন। কেহ বলিলেন, প্রচলিত বৈরাগী-বৈষ্ণবীগুলির যখন একটু বৈরাগ্যের লেশও নাই, তখন তাহাদিগকে কৌপীন ছাড়াইয়া, তিলক মোছাইয়া ও মালা ছিঁড়িয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম

স্থায়ী সুন্দর কোন ফলই হইবে না। প্যাটেণ্ট ছুটিবে কি? কলিকাতায় —২৲।০। বৃহজ্জ্বর চূড়ামণি—১৷৷০ সপ্তাহ। জয়মঙ্গল রস—৩৲ টাকা সপ্তাহ। এই মহৌষধ দুইটী দীর্ঘকালীয় মজ্জাগত বহু চিকিৎসা-

হইতে বেশ্যা পাড়ায় রাখার বন্দোবস্ত করা উচিত। কেহ বলিলেন,--৪০০ শত বৎসরের মধ্যে এত অসম্ভব কুকীর্ত্তি আসার একমাত্র কারণ অশিক্ষা। শিক্ষিত না হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেওয়া উচিত নহে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা কল্পে চারুলতাকে নিযুক্ত করিয়া এক মহাসভার আহ্বান করা হইল। সেই সভায় দেশের বড় ও ছোট সকলকে সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করা হইল। কমলদাসের পঞ্চাতি আখড়ার সঙ্গে যাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহাদিগকে আরও বেশী আগ্রহ করিয়া নিমন্ত্রণ করা হইল। কাজেই কমলদাসের শিষ্য, শিষ্যানুশিষ্য. উপশিষ্য ও সাহায্যদাতা সকলকেই কর্ত্তব্য নির্দ্দেশার্থ নিমন্ত্রণ করা গেল। সেই নিমন্ত্রণ কালে উক্ত মহন্তের অপর একটী গুরুতর পাপ বাহির হইয়া পড়িল। যে আখড়ায় কমলদাসের এত বাহাদুরী, সেই আখড়াটীর প্রকৃত মালিক একটী বৃদ্ধা বৈষ্ণবী। কমলদাস, সম্পত্তির লোভে উক্ত বৈষ্ণবীর শিষ্য হয়। পরে বৈষ্ণবীর যথাসর্ব্বস্ব খাইয়া কোন ছলে ঝগড়া বাঁধাইয়া বৈষ্ণবীকে এক বেশ্যা বাড়ীতে রাখিয়া দেয়। সেই বেশ্যা কমলদাসের শিষ্যা। কাজেই উক্ত বৈষ্ণবীর দুঃখের পারাপার ছিল না। সেই বৃদ্ধা বৈষ্ণবীকে সযত্নে সভায় আনিয়া মন্তব্য জিজ্ঞাসা করা হয়। তদুত্তরে উক্ত বৈষ্ণবী কমলদাসকে অভিসম্পাত করিতে করিতে কাঁদিয়া মাটীতে লুণ্ঠিতা হয়। পরিশেষে সভাস্থিত সকলের মুখে চারুলতার আদর্শ ভক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার নামে এই আখড়াটী দান করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। আরও একটী কথা এই যে, এই আখড়াটী বহুদিনের পঞ্চাতি বলিয়া বিবাহাদি শুভ ক্রিয়া উপলক্ষে সকলেই যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। সেই সমস্ত লোক একবাক্যে উক্ত বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর দান সমর্থন করিলেন। কাজেই এই প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তাহার ফলে আখড়াকে চারুলতার নামে উৎসর্গ করা হইল। তৎক্ষণাৎ দলিল সম্পন্ন হইয়া রেজেষ্টরী হইয়া গেল। দেশের পাপ এতদিনে দূরীভূত হইতে চলিল। বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর কপাল ফিরিল। ধর্ম্মের জয় আরম্ভ হইল। চারুলতা শিক্ষাকালে যে শ্লোক-

ত্যক্ত জ্বরের পক্ষে মহৌষধ। পরীক্ষা পাব কি? কলিকাতায় ৩৲। ৪৲।
অমৃতারিষ্ট—২৲ টাকা সের। ইহা যাবতীয় পুরাতন জ্বরের মহৌষধ বটে।
অথচ যাবতীয় পিত্তবিকার দূর করিয়া প্লীহা, যকৃত, পাণ্ডু, কামলা, শোথ,

চতুষ্টয়কে নিজস্ব করিয়াছিলেন, তাহার শাসনেই এই আখড়ার কর্ত্তৃত্ব লইতে বাধ্য হইলেন। তাই তিনি তথায় গিয়া সমস্ত বুঝিয়া লইলেন। চারুর আদেশে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত সেই আখড়ার ওষ্ঠপৃষ্ঠ জলে বিধৌত হইয়া ধূপ গন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া রাখা হইল। কিশোরী ভজনের কুকীর্ত্তির চিহ্ন সমস্ত নষ্ট করা হইল। হোটেল গুলিকে উঠাইয়া দেওয়া হইল। অশ্লীল ছবিগুলিকে নীলামে বিক্রয় করা হইল। গৃহবস্তু, খোল, করতাল, সাজ ও সজ্জা প্রভৃতি সমস্ত নীলামে বিক্রয় করাইয়া চারুর ইচ্ছামত সমস্ত খরিদ করা হইল। দালানের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল। সাবেক চিহ্ন সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া আখড়াটী সম্পূর্ণ নূতন আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সভার উদ্‌যোগে ঐ বাড়ীর নূতন নাম করা হইল। নাম হইল—চারু-দর্শন। চারুদর্শন নাম হইবার তাৎপর্য্য এই,—ষড় দর্শনে ছয় প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন; তদতিরিক্ত শিক্ষা অর্থাৎ শক্তিসঞ্চার শিক্ষাকে চারুলতা সকলের প্রত্যক্ষীভূত করিতেছেন, বলিয়া এই শিক্ষাকে "চারুদর্শন" বলা যায়। কাজেই এই মন্দিরের নাম—"চারুদর্শন" করা হইল। চারু মাষ্টার বাবুর রচিত শ্লোক-চতুষ্টয়কে সাইনবোর্ডে লিখিয়া সিংহ-দরজার উপরে টানাইয়া দিলেন। পথের লোকগণ সেই শ্লোক-চতুষ্টয়কে পড়িয়া চারুদর্শনের শিক্ষার স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়া বুঝিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে সেই চারিটি শ্লোক প্রচারিত হইল।

চারুদর্শন, হোটেল উঠাইয়া তৎস্থলে একটী সেবাশ্রম খুলিলেন। তথায় নিম্নলিখিত মত কাজ চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। (১) যে সমস্ত লোক জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম, তাহাদিগকে শিল্পবিদ্যাদি শিখাইয়া উপার্জ্জনক্ষম করা। (২) নিরুপায় রুগ্নদিগকে আহার ও চিকিৎসা দান। (৩) সাধ্যানুসারে সর্ব্ববিধ বিপদের সাহায্য করা। (৪) একটী ধর্ম্ম-গ্রন্থের লাইব্রেরী করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে পড়িবার সুবিধা দেওয়া।

ক্রিমি ও দুর্ব্বলতাদি বিনাশ পূর্ব্বক নূতন দেহ আনিয়া দেয়। কুইনাইন সেবন কালে বা কুইনাইন সেবনান্তে দীর্ঘকাল ইহা খাইলে কোন দোষই আসিতে পারে না। কলিকাতায় ⁄১—৪৲। অভয়ালবণ—।৵০ সপ্তাহ।

এই সেবাশ্রমের পরিচালনার্থ—শিষ্য হাকিম বাবুকে ম্যানেজার করা হইল। আয়ানুসারে উহার পরিচালনার ভার তৎপ্রতি প্রদত্ত হইল। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে শিষ্যদিগকে চালাইবার জন্য স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইল।

নিম্নোক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকে শিষ্য করা হয় না। (ক) দুর্ব্বল, (খ) মিথ্যুক, (গ) ব্যভিচারী, (ঘ) সাংসারিক ধর্ম্ম রক্ষায় অমনোযোগী, (ঙ) মাদক দ্রব্য সেবী (চ) অলস, (ছ) বহুভাষী।

(ক) প্রথমতঃ কৃষ্ণমন্ত্র দেওয়া হইবে না। কারণ তিনি কামাতীত দেবতা বলিয়া তাঁর প্রকৃত মাহাত্ম্য সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। তাই নামজপ দাস্যভাব ও কীর্ত্তনের উপদেশ প্রথমতঃ পাবে। এই সাধনার দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ। ইহাতে সিদ্ধ হইলে কৃষ্ণমন্ত্র দেওয়া যাইবে। অহং-কর্তৃত্বটী পুরুষের স্বভাব। নির্ভর করা কার্য্যটী স্ত্রীর স্বভাব। জ্ঞান-পথ ও যোগ-পথকে অবলম্বন করা পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যিনি সেই সম্পত্তিতে বঞ্চিত, তাহার উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভু ভক্তি-ধর্ম্ম আনিয়াছেন। নির্ভরের পথে স্ত্রীলোকদের মত তাহাকে চলিতে হইবে। তৃণাদপি ভাবে ক্রন্দন করতঃ জগৎকর্ত্তার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। এই সাধনায় অহং-কর্ত্তৃত্বের বাহাদুরী সম্পূর্ণ ছাড়িতে না পারিলে সিদ্ধি লাভ অসম্ভব। (খ) ভক্তি-প্রার্থীকে সরল হইতে হইবে, অর্থাৎ মনে মুখে ও কার্য্যে একতা স্থাপন করিতে হইবে। মিথ্যার গন্ধও থাকিতে পারিবে না। (গ) প্রলোভনপূর্ণ সাংসারিক লোকদের মধ্যে থাকিয়া সততা রক্ষা করা সুকঠিন। তাই ব্রহ্মচর্য্যব্রতের বলে শুক্র রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। নতুবা সহন-ক্ষমতা ঘটিবে না। সাধারণ মৃত্তিকাকে জলে ভিজাইবা মাত্র গলে। কিন্তু সেই মৃত্তিকাকে পোড়াইবার পর জলে রাখিলে গলিবার সম্ভাবনা থাকে না। (ঘ) সংসার ধর্ম্মকে সুন্দর মত রক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কারণ সংসারটী ভগবানের প্রেরিত আদেশ। তজ্জন্য আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোদ্ধার ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করতঃ গৃহলোকের সুখ-বিধান করিতে হইবে। পরে তাঁহাদের

চিত্রকাদি লৌহ—৷৷০ সপ্তাহ। বৃহল্লোকনাথ রস—৷৵০ সপ্তাহ। পুরাতন জ্বরের প্লীহা-যকৃতের আধিক্যাবস্থায় বহু ব্যবহৃত দেশ-বিখ্যাত মহৌষধ। শিশুদের প্লীহা-যকৃতে বৃহদ্‌গুড়পিপ্পলী প্রশস্ত। আবার সাবেক দেশ

অনুমতি লইয়া অবসর মত নামজপাদি করিবে। (ঙ) বলবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে। প্রতিমাসে শরীরের ভারিত্ব বুঝিবার জন্য ওজন লইবে। তাহাতে অস্বাভাবিক ক্ষয় বুঝিলে ক্ষতিপুরণ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। কারণ দুর্ব্বলের ধর্ম্মলাভ অসম্ভব। (চ) প্রাতে বলবৃদ্ধির জন্য তীব্র পরিশ্রম আবশ্যক। যাহাদের শ্রমসাধ্য কার্য্য নাই, তাহারা ব্যায়াম করিবে। কারণ দুর্ব্বলতা সকল পাপের আকর। দুর্ব্বল ব্যক্তির পক্ষে সংযম ও স্থিরতা আসা অসম্ভব। (ছ) যাদৃশ আহার ও ব্যবহার করিলে দুর্ব্বলতা আসে, তাহা কদাপি করিবে না। মৎস্য ও মাংসাদি যদি কৌলিক আচার হয়, এবং তাহা ছাড়িলে যদি দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, তবে কদাপি তাহা ছাড়িবে না। মোট কথা, যাহাতে শক্তি ও স্বাস্থ্য বাড়ে, তদুচিত আহার ব্যবহার করিবে। (জ) শুক্র রক্ষা করা সর্ব্বপ্রধান উপদেশ। তজ্জন্য আদিরসাত্মক কথা কর্ণে ও জিহ্বায় আনিবে না। আদি রসাত্মক গ্রন্থকে কামবৃত্তির দালাল বা কুট্‌নি বলিতে হইবে। সুতরাং ভাগবতের আদি রসাত্মক শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা শুনিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তজ্জন্য সর্ব্বদা দৃঢ়ভাবে কৌপীন আবদ্ধ রাখিবে। দৈবাৎ সেই কৌপীন শিথিল হইলে একদিন নির্জ্জনে বদ্ধ থাকিয়া হরিনাম জপ করিবে। দৈবাৎ স্বপ্নে শুক্রচ্যুতি ঘটিলে তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া দুইদিন বাক্য বন্ধ করিয়া নির্জ্জনে হরিনাম জপ করিবে। (ঝ) নিজস্ত্রীর মাসিক ঋতুর ৪র্থ রাত্রি হইতে ১৬ রাত্রির মধ্যে প্রতিমাসে একদিন একবার মাত্র স্ত্রীসংসর্গ করিতে পারিবে। দৈবাৎ অতিরিক্ত সংসর্গ ঘটিলে স্বপ্নদোষের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। (ঞ) দম্পতির পক্ষে এক শয্যায় শয়ন নিষেধ। (ট) প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত বৃথা কথা কদাপি বলিবে না। (ঠ) প্রাতে উঠিয়া দশেন্দ্রিয় ব্যবহারের জন্য শ্রীহরির নিকট অনুমতি লইয়া দেহকে চালাইবে ; এবং নিদ্রা যাইবার কালে শ্রীহরির নিকট দেহকে বুঝাইয়া দিয়া নিদ্রা যাইবে। (ড) যখন যে কার্য্যে ব্রতী হইবে, তখন শ্রীহরির নিকট পূর্ব্বে জানাইয়া লইতে হইবে।

আসিবে কি ? কলিকাতায়—১৲ । ২৲ । ১৲ । অগ্নিতুণ্ডী রস—।০ সপ্তাহ । ক্রিমি-মুদ্গর—।০ সপ্তাহ । অজীর্ণ হইতে ক্রিমি জন্মে ; আবার ক্রিমি হইতেও অজীর্ণ বাড়ে। পেটে ক্রিমি জন্মিলে মুখে জল

(ঢ) যত লোক ও প্রাণী আছে, তৎসমস্তই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ। সেই বিরাট মূর্ত্তির সেবা করিতে হইলে নিজ সীমাবদ্ধ দেহদ্বারা কুলাইতে পারে না। তাই প্রথমতঃ নিজ পরিবারের লোকদিগকে ভগবৎ বোধে সেবা করিবে। সেই সেবা চালাইয়া প্রতিবাসী ও দেশবাসীকে সেইরূপ ভগবানের জীবন্ত মূর্ত্তিবোধে সেবা চালাইতে চেষ্টা করিবে। সেই চেষ্টা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও বৃক্ষাদিকে ভগবদ্‌বোধে সেবা করিতে চেষ্টা করিবে। নতুবা শতনাম জপেও ধর্ম্মবৃদ্ধি ঘটিবে না। ভগবানের পাষাণময়ী, ধাতুময়ী ও দারুময়ী মূর্ত্তি অপেক্ষা উক্ত মূর্ত্তির সেবায় ফল অনেক বেশী। (ণ) এই সেবাকার্য্য চালাইতে হইলে নিম্নোক্ত ভাব গ্রহণ অত্যাবশ্যক। তৃণের মত নীচ, তরুর মত সহিষ্ণু, অমানী ও পরের মান-দায়ক হইবে। উক্ত সাধনায় অনেকটা অগ্রসর হইলে চারুদর্শন কৃষ্ণমন্ত্র দিবেন। কিন্তু যে কৃষ্ণের সঙ্গে গোপিনীদের আদি রসাত্মক লীলা বর্ণিত, সেই শ্রীকৃষ্ণ কলির জীবের আরাধ্য নহে। কারণ কামাতীত মুনি ব্যতীত সংসারিক লোকের পক্ষে তাহার ধারণা করা অসম্ভব। (১) তার পক্ষে চারিটী উপদেশ সর্ব্বদা প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে। যথা—কা চ বার্ত্তা কি মাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।

এই প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তর, যাহা চারুদর্শন মন্দিরের সদর দরজার উপর লিখিত আছে। (২) পুরুষের স্বভাব অর্থাৎ অহংকর্ত্তৃত্বের স্বভাবকে সম্পূর্ণ ছাড়িতে হইবে। কারণ স্ত্রীলোকের মত আনুগত্য বুদ্ধি ব্যতীত ভালবাসার ধর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। প্রার্থনা, ক্রন্দন ও দাস্যভাবদ্বারা ভগবান্‌কে বশীভূত করিয়া পরে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবদ্বারা ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। কাজেই নিজের কোন বাসনা রাখিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণের বাসনা চরিতার্থের জন্য সর্ব্বদা বিব্রত থাকিবে ; এবং তার সুখে সুখী হইতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে—আমার ইচ্ছায় ছাই পড়ুক। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। গৃহলোকদিগকে ভগবানের অন্যতম মূর্ত্তি বলিয়া তৎসুখে সুখী হইতে

উঠা, বিবমিষা, বমি, পেটবেদনা, আহারে অনিচ্ছা, নিদ্রাবস্থায় দন্তঘর্ষণ, নাসিকাগ্রে চুলকান, কাহার কোষ্ঠবদ্ধ, কাহার দাস্ত, কাহার প্রবল জ্বর, কাহার ঘোকালীন জ্বর, কাহার জীর্ণ জ্বর, কাহার চর্ম্ম রোগ, কাহার

হইবে। (৩) স্ত্রী সংসর্গকে সম্পূর্ণ ছাড়িতে হইবে। (৪) ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে হইবে। (৫) জাতিভেদকে সর্ব্বসমক্ষে ছাড়িয়া চলিতে হইবে। (৬) পূর্ব্বে যে যে নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় পালন করিতে হইবে। (৭) শ্রীকৃষ্ণ শব্দের অর্থ আকর্ষণকারিণী শক্তি। বহিরাকর্ষণের পরিণাম দুঃখ। তাই উহা ছাড়িয়া অন্তরাকর্ষণে ব্রতী হইতে হইবে। কাজেই স্ত্রী-পুত্রকে স্ত্রী-পুত্র বোধে ভাল না বাসিয়া ভগবৎ বোধে ভাল বাসিবে। ইহার নামই প্রকৃত কৃষ্ণ সেবা। ইহার অতীত কৃষ্ণ সেবাকে আমরা বুঝি না।

চারুদর্শন উক্ত নিয়মগুলি সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবার জন্য একটী সভার আহ্বান করিলেন। তাতে একে একে সমস্ত নিয়মগুলি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। পরে সর্ব্ব সাধারণের সম্মতি পাইয়া মহানন্দে বক্তৃতা দিলেন। তাতে সর্ব্ব শাস্ত্রের ও সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয় সূচক বহু উপদেশ দিলেন। বিস্তার ভয়ে সম্প্রতি উল্লেখ করিলাম না। দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তৃত বলিবার বাসনা রহিল। এখানে মাত্র ২।১টী কথা লিখিত হইল।

পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রে এক বাক্যে বলেন—ঈশ্বর সমস্তের নিয়ন্তা। কাজেই মায়ামুগ্ধ মানবগণ মিথ্যা অহংকর্তৃত্বের বলে চলিতে গিয়া পদে পদে দুঃখ পাইতেছে। এই মহাসত্য মতকে অতিক্রম করা অসম্ভব। এই অহংকর্তৃত্বকে দুই প্রকারে বিনাশ করা যায়। (১) নিজকে অতি বড় অর্থাৎ ত্রিভুবনের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিলে। জ্ঞানী ও যোগিগণ এই পথের পথিক। (২) নিজকে অতি ছোট অর্থাৎ ত্রিভুবনের চাকর বলিয়া মনে করিলে। ভক্তগণ এই পথাবলম্বী। ভক্তগণ চতুর্দ্দিকে অনন্তের অনন্তত্ব দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া সমস্তের সেবাইৎ হইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করেন। এক মুহূর্ত্তও তাহার অবসর নাই। তার কর্ম্মনৈপুণ্য ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দেখিলে মনে হয়, ইহারা কর্ম্মরূপ ব্রহ্মের সেবাইৎ। জ্ঞানী ও যোগিগণ যেমন সংসারকে মায়াময় বলিয়া তৎপরিত্যাগে ইচ্ছুক। ভক্তগণের ভাব তাদৃশ নহে। তাহারা আত্মসুখে বিসর্জ্জন দিয়া

চক-খড়িগোলা জলের ন্যায় প্রস্রাব, কাহার অজীর্ণ, শিরোঘূর্ণন, হৃৎ-কম্প, বিবর্ণতা, অবসন্নতা ও দুর্ব্বলতাদি জন্মে। উক্ত ঔষধে তৎসমস্ত দূর হয়। উহা দীর্ঘকাল খাইলে ক্রমশঃ অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত ক্রিমিকে

কৃষ্ণ-সুখার্থ সংসার সেবা করেন। সুতরাং তাহাদের চক্ষে সংসার দূষণীয় নহে। বরঞ্চ কৃষ্ণ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়।

অনেকে বলিয়া থাকেন,—বৈষ্ণব ধর্ম্মের তৃণাদপি ভাব আসিয়া মনুষ্যকে অলস-হেয় ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে। বাস্তবিক যে বৈষ্ণব ধর্ম্মে ঈদৃশ দোষ সংঘটিত হয়, উহা বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে। উহাকে দেশ হইতে উঠাইয়া দেওয়া একান্ত উচিত। নতুবা দেশে ঐহিক বা পারত্রিক কোন কল্যাণই সাধিত হইবে না। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান সাধনা, তৃণাদপি ভাব বা সেবাইত ভাব। জগতের সমস্ত প্রাণী, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ। তাঁর সেবাইত বা চাকরের পক্ষে অলসতা বা অকর্ম্মণ্যতা থাকা কি সম্ভব? সেবা কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে নিজসুখে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে হয়; এবং অলসতা, রসিকতা, বাবুগিরি, চপলতা ও তর্ক প্রভৃতি দোষ বর্জ্জন করা অত্যাবশ্যক হয়। এইজন্য ধনী, মানী, জ্ঞানী ও বিলাসীর পক্ষে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। ইংলণ্ডের অবতার যিশুখ্রীষ্ট এই জন্যই বোধ হয় বলিয়াছেন—ধনীর ধর্ম্ম লাভ হইবে না। সেবাইতের প্রথম দৃষ্টান্ত কুকুর। কুকুর যেমন প্রভুভক্ত ও কার্য্যক্ষম, তেমন গুণ সেবাইতের দেহে থাকা উচিত।

"বহ্বাশী স্বল্পসন্তুষ্টঃ সুনিদ্রঃ শীঘ্রচেতনঃ।
প্রভুভক্তশ্চ শূরশ্চ ষড়েতে চ শুনোগুণাঃ!

বঙ্গার্থ—কুকুরের নিম্নলিখিত ছয়টী গুণ আছে। (১) বহুপরিমাণে খাইতে সক্ষম। কাজেই দুর্ব্বলতা জন্মিবার সম্ভাবনা কম। (২) এত খাইতে পারিলেও এই পরিমিত খাদ্য প্রত্যহ না হইলে দেহ চলে না বা মনের সন্তুষ্টি হয় না, এমন ভাবটী নাই। যখন যাহা প্রভু দেন, তার পরিমাণ যৎকিঞ্চিৎ হইলেও মহাসন্তোষে উহা গ্রহণ করে। অথচ তজ্জন্য কর্ত্তব্য কার্য্যে ত্রুটী করে না। প্রভুর দর্শনে ও উচ্ছিষ্ট ভোজনে লালায়িত। এই ভাবটী সেবকের পক্ষে অত্যাবশ্যক। (৩) অল্প সময়ে গভীর নিদ্রা জন্মে। (৪) অথচ সাধারণ

খাদ্যের মত হজম করিয়া ফেলে। সুতরাং ভবিষ্যতে পিত্ত-বিকৃতি ও অজীর্ণ জন্মিবার এবং ক্রিমি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। ক্রিমি জনিত জীর্ণজ্বর থাকিলে "বৃহৎ কিরাতাদি তৈল" সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবেন।

কারণে নিদ্রাভঙ্গ হয়। (৫) প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না। প্রভুর দর্শন মাত্র আনন্দে ডগমগ হইয়া উঠে। (৬) যোদ্ধার মত বল-বিক্রম-শালী। কর্ত্তার ইঙ্গিত বা আদেশ প্রাপ্তিমাত্র ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। তখন নিজ প্রাণের দিকে তাকায় না।

যাঁহারা সংসার ছাড়িয়াছেন, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহারা অলস হইলেও হইতে পারেন। কারণ তাঁহারা কেবল ভাবে মত্ত থাকিতে পারিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন। সাংসারিক লোককে কেবল ভাবে মত্ত থাকিলে চলিবে না। তাহাকে ভাব ও সাংসারিক কর্ম্ম দ্বিবিধ বিষয় নটীর মত সম্পাদন করিতে হইবে। নতুবা তাহার অপরাধ অনিবার্য্য।

পুঙ্খানুপুঙ্খ-বিষয়ানুপসেবমানো ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দ-পদারবিন্দম্।
সঙ্গীত-বাদ্যকতিতান-বশং গতাপি মৌলিস্থ-কুম্ভ-পরিরক্ষণ-ধী নটীব॥

বঙ্গার্থ —যেমন নটী সঙ্গীত, বাদ্য ও কতপ্রকার তানের বশবর্ত্তী হইয়া কত ভাব ভঙ্গীতে নৃত্য করিবার সময়েও মস্তকস্থিত কুম্ভকে স্থির ভাবে রক্ষা করে, তেমনি যে ব্যক্তি ধীর, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয় উপভোগ করিলেও মুকুন্দ পদারবিন্দ ত্যাগ করেন না। সর্ব্বদা সেই চরণে তার মতি স্থির থাকে।

বাস্তবিক গৃহস্থাশ্রম রক্ষা করিতে হইলে বুকভরা ভাব লইয়া কার্য্যের জন্য ছুটাছুটি করিতে হইবে।. অতএব যে তৃণাদপি ভাব কর্ম্মবুদ্ধির সহায়তা এবং সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছলতার সহায়তা না করে, সে ভাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করা উচিত। যে ভাব পিতা, মাতা, স্ত্রী ও পুত্রাদিতে ভগবদ্ বোধ না ঘটায়, এবং তদীয় আহার সংগ্রহের জন্য ও সুখ সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটি না ঘটায়; যে ভাব, শিশু পুত্রের পুতুল আনিবার জন্য রাত্রে স্বপ্ন না দেখায়। যে ভাব, স্ত্রীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করে এমন তৃণাদপি ভাব শত ভাল হইলেও সংসারীর পক্ষে বিষ-সদৃশ ও পরিত্যাজ্য। আমি যখন দেখিব,— শিষ্যগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্তর মূর্ত্তি বা কাষ্ঠমূর্ত্তি অতিক্রম করিয়া জগতের লোকদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বোধে সম্মান,সেবা

ক্রিমি জনিত চর্ম্মরোগ থাকিলে "হরিদ্রা খণ্ড" প্রশস্ত। ডাক্তারী মতের বনবন্ ও চাকৃতি প্রভৃতি বিষাক্ত সাণ্টোনিন ঘটিত ঔষধ দেওয়া উচিত নহে। কারণ উহাতে যেমন ক্রিমিরূপ জীব একদিনে মরিয়া যায়,

ও ভালবাসা দিতে বিব্রত, এবং সাংসারিক খাটনীতে যোদ্ধার মত বল-বিক্রমশালী হইয়াছে ; এবং সেবা-ধর্ম্মকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য আছাড় পড়িয়া কাঁদিতেছে, তখন আমি নিজ জীবনকে ধন্য বোধ করিব। আমি যখন দেখিব,—শিষ্যগণ হরিনাম জপ ও কীর্ত্তনে নৃত্য করার ফলে রুগ্ন শিশুকে স্কন্ধে করিয়া নিজের ও প্রতিবাসীর উৎকট অভাবের দ্রব্য আনিবার জন্য বাজারে বাজারে ঘুরিতেছে; তখন জীবন ধন্য মনে করিব। আমি যখন দেখিব,—নিজ পুত্রের মৃত দেহ লইয়া আহ্লাদে নাচিতে নাচিতে পুত্রের সৎকার করতঃ সারারাত্রি জাগিয়া দুঃখার্ত্ত পরিবারের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে, তখন আমি নিজ গুরুতা ব্যবসায়কে সার্থক মনে করিব।

এইরূপ শ্রম-সাধ্য সেবা কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে পুষ্টিকর আহার করা অত্যাবশ্যক। এমন কি, আবশ্যক হইলে রসায়ন ও বাজীকরণাধিকারের কবিরাজী ঔষধও খাওয়া উচিত। কারণ সেবাইতের পক্ষে দুর্ব্বলতার মত শত্রু আর নাই। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, রূপ, যৌবন, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সাধন, ভজন, সৎসঙ্গ ও তীর্থদর্শন প্রভৃতি যতই থাকুক, দুর্ব্বলতা থাকিলে সর্ব্বেব মিথ্যা। দুর্ব্বলতা সকল পাপের আকর। দুর্ব্বলতা সর্ব্ব ধর্ম্মের বিনাশক, এবং দুর্ব্বলতা একপ্রকার বারআনি মৃত্যু। দুর্ব্বল জীবের ধ্যান-ধারণা অসম্ভব। এই জন্য যৌবন কালই কৃষ্ণপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট সময় বলিয়া ভাগবতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদেও বলিয়াছেন—"নায় মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ," অর্থাৎ বলহীন দুর্ব্বল ব্যক্তি ঈশ্বরকে কখনই পাইতে পারে না। কারণ পরিপূর্ণ মস্তিষ্কই ভগবানের আসন। ক্ষীণ-মস্তিষ্কে কেবল সন্দেহ, চঞ্চলতা ও জল্পনা-কল্পনা প্রভৃতি দোষ বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং সেবাইতের পক্ষে একাহার, উপবাস, শুক্রক্ষয়, দুশ্চিন্তা ও জাগরণ প্রভৃতি ছাড়িয়া ব্যায়াম অভ্যাস করা উচিত। যদি মৎস্য ও মাংস কৌলিক দৈনিক অভ্যস্ত আহার হয়, এবং তাহা ছাড়িলে যদি দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির কারণ ঘটে, তবে তাহা বর্জ্জন করা কিছুতেই উচিত নহে। মোট কথা—

তেমন সেই বিষ-শক্তি মনুষ্যরূপ জীবের দেহেও কতক প্রকাশ পায়। তাহাতে পিত্ত-বিকৃতি, সময়ে পাণ্ডু, অজীর্ণ ও দৌর্ব্বল্যাদি ঘটিয়া আবার ক্রিমি জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে। অতএব ক্রিমি মারিয়া ফেলিবার উপদেশ

যাহাতে শরীর পুষ্টি ও আরোগ্য বিধানের সহয়তা করে, অথচ মনের অনুকুল হয়, এমন আহারে শত দোষ থাকিলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে। যে ধর্ম্ম কেবল খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়ে ও কেবল পাকগৃহে বর্ত্তমান, এমন ধর্ম্মকে, শত ভাল হইলেও আমি অনুমোদন করিতে পারি না।

শাস্ত্রে লিখিত আছে—সত্যযুগে লোকের পরমায়ু লক্ষ বৎসর ছিল, ত্রেতায় দশ হাজার বৎসর, ও কলিতে ১২০ বৎসর পরমায়ুর কথা লিখিত আছে। সত্যে মজ্জাগত প্রাণ ও ইচ্ছা মৃত্যু ছিল। ত্রেতায় অস্থিগত প্রাণ। দ্বাপরে রক্তগত প্রাণ। কলিতে অন্নগত প্রাণ, অর্থাৎ খাদ্য যতক্ষণ পেটে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ থাকার সম্ভাবনা। পেটে খাদ্য ফুরাইয়া গেলে তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রাণেরও অস্তিত্ব ফুরাইয়া যায়। সুতরাং সত্যযুগের শাস্ত্রের মত আহারের কঠোরতা করা কদাপি উচিত নহে। বরঞ্চ পুষ্টিকর আহার, পুষ্টিকর ঔষধ ও ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি করা উচিত। আরও একটী প্রধান কথা বলা প্রয়োজন যে, বহু যুগ পূর্ব্বে হিন্দু রাজত্ব কালে যে নিয়ম যে পবিত্রতা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট ছিল, বর্ত্তমান দেশ-কাল-পাত্রানুসারে তাহার বহু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। নতুবা উহা মুখে মুখে চলিলেও কার্য্যতঃ চলিবে না। এই জন্য কেহ কেহ বলে—মিথ্যুকের নাম হিন্দু। বাস্তবিক কোন বটবৃক্ষের মূল দেশকে পাকা বেদীরূপে বাঁধিলে যেমন ঠিক্ রাখা যায় না, মূল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেমন সেই পাকা বেদীর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়, সেইরূপ অবস্থানুসারে ধর্ম্মের নিয়মের পরিবর্ত্তন করা দরকার মনে করি।

কেশ-সুন্দর তৈল। ইহার মত কেশ-পোষক মহাসুগন্ধী মহাসুলভ তৈল জগতে আর নাই। চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য প্রশংসা আসিতেছে। ব্যবহারেই সত্যতা প্রমাণিত হইবে। মূল্য এক শিশি ১৲ এক টাকা মাত্র। নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। শ্রীস্নেহলতা দাসী। ২৪ নং আসক লেন, ঢাকা।

আয়ুর্ব্বেদে নাই। যেমন দুর্গন্ধ পচা জলে মশকাদি জন্মে, সেইরূপ পেটে অপাক জন্মিলে ক্রিমি জন্মে। অজীর্ণ ব্যতীত ক্রিমি জন্মে না। ডাক্তারগণ সত্বরতার বাহাদুরী লইবার জন্য যেন হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

(মাতা ও বধূগণ সহ ভবানীর চারুদর্শন মন্দিরে গমন। পাদ্রী সাহেবের নিকট চারুদর্শন কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মতভেদের মীমাংসা। তজ্জন্য পুরস্কার স্বরূপ সেবাশ্রমে দান। লক্ষ্মীর আসনের সমর্থন। ভবানীর মন্ত্রদান ও মহোৎসব উপলক্ষে ধীবর বাড়ীতে গমনার্থ চারুদর্শনের স্বীকারোক্তি ২২।৯।১২৭৩। এবং উপদেশে শক্তির সঞ্চার। জীবন দাস, ধাইমা ও শিবশঙ্করের অবস্থা।

জমিদার ভবানী, মাতা ও বধূগণ সহ নৌকা যোগে যাত্রা করিবার পর নিজ নিজ আত্ম-বৃত্তান্ত পরস্পর অকপট ভাবে বলাবলি করিতে লাগিলেন। কেহই কোন কথা গোপন রাখিলেন না। মাতা লক্ষ্মীর আসনের প্রত্যক্ষ শক্তি, পাদ্রীর বাহাদুরী, গুরুচরণ ধীবরের বাড়ীতে গমন ও চারু-দর্শনের শক্তি-সঞ্চারের ক্ষমতাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণন করিলেন। এদিকে ভবানী নিজ চিন্তা ত্যাগের কথা, মাতার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকার প্রতিজ্ঞা, চারুদর্শনের উদ্দেশ্যে অব্যাহতির প্রার্থনা, স্বপ্নযোগে অব্যাহতির আদেশ ও চারুদর্শনের শিষ্য হইবার প্রতিজ্ঞা একে একে সমস্ত বলিয়া ফেলিলেন। এতদিনে মাতার এত সাধের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ হইল! কাজেই মাতা ও পুত্রে একপ্রাণ হইয়া গেল। সুতরাং লক্ষ্মীর আসন ও চারুদর্শনের মাহাত্ম্য অসম্ভব-রূপে ও নির্ব্বিবাদে জমিদারের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইল। এত বুক ভরা সুখ লইয়া মাতা মহোৎসবের মানসের কথা আবার ভবানীর নিকট বলিলেন। গুরুচরণ ধীবরের বাড়ীতে যাইয়া মহোৎসব দিবার জন্য ১৫।১০।১২৭৩। তারিখ

তাই এক রোগ কমাইতে গিয়া বহু দোষ আনিয়া ফেলেন। সুতরাং ইহাদিগকে কেবল যুদ্ধের চিকিৎসক করিয়া রাখিলে ভাল হইত। কলিকাতায় ১\। ১\। আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানার নিয়মাবলী।

নির্ণীত হইল। চারুদর্শনকে গুরুচরণের বাড়ীতে নিয়া তদীয় আদেশ মত সেই মহোৎসব নির্ব্বাহের ইচ্ছা স্থিরীকৃত হইল। সেই দিনে সকলে মিলিয়া চারুদর্শন হইতে মন্ত্র গ্রহণ করার পরামর্শও সুস্থির হইল।

ক্রমে ভবানী ফরিদপুরে যাইয়া সেই ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্নানাহার সম্পন্ন করিলেন। পরে দিবা ১২ টার সময় সকলে মিলিয়া চারুদর্শন মন্দিরে গেলেন। স্ত্রীলোকদের বসিবার স্থানে মাতা ও বধূগণ যাইয়া বসিলেন।

ভবানী আসিবার পূর্ব্বেই সেই পাদ্রী সাহেব আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণ চারুদর্শনের গানে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু প্রাণ ছাড়াও একটা ঝগ্‌ড়েটে জিনিষ আছে। তাহার নাম বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিরূপ দস্যুটা এখানে পরাভূত হয় নাই। সুতরাং সেই দস্যু দমনার্থ অস্ত্র সংগ্রহ করিতে এখানে আসিয়াছেন। চারুদর্শন সেই অস্ত্র হাতে তুলিয়া দিতেছেন। হাকিমবাবু তাহার সমর্থন করিতেছেন; এবং ইংরেজী বিদ্যার সঙ্গে মিলাইয়া দিতেছেন। পরে পাদ্রী সাহেবকে একে একে বহু উপদেশ দিয়া পরিশেষে বলিলেন— মহাপুরুষগণ মিথ্যাবাদী নহেন। তাঁহারা কোন্ স্বার্থের জন্য মিথ্যা কথা বলিবেন? যিশুখ্রীষ্ট নিজকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজকে স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এখন দেখুন, পুত্রের দেশের ধর্ম্মদ্বারা পিতার দেশের ধর্ম্মকে পরিবর্ত্তন করান উচিত কি না! এই সমস্ত বহু উক্তি শুনিবার পর সেই পাদ্রী সাহেব ধন্যবাদ দিয়া তর্ক নিঃশেষ করিলেন। তথাপি জমিদার ভবানী প্রসাদের বাড়ীর সভায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কথা না উঠাইয়া পারিলেন না। তিনি উহাঁদের মতভেদের কথা ও পরস্পর তর্ক বিতর্কের কথা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া ফেলিলেন। এদিকে ভবানী ও ভবানীর মাতা কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। পাদ্রীর কথার উত্তরে চারুদর্শন বলিলেন,—"পাদ্রী সাহেব! আপনার প্রশ্নটী ঠিক ছিল না। এইরূপ প্রশ্নের উত্তর একরূপ হইতে পারে না। দেখুন, পাঠশালার ছাত্রের উদ্ধার ও কলেজের ছাত্রের উদ্ধার একরূপ নহে।

১। নগদ মূল্য না পাইলে ঔষধ দেওয়ার নিয়ম নাই। তথাপি কেহ বাকী মূল্যে ঔষধ নিলে তাহাকে দ্বিগুণ মূল্য দিতে হইবে। ২। মফঃস্বলের আদেশ-পত্র প্রাপ্তির পর দিনই ঔষধ পাঠাইবার নিয়ম। তবে কার্য্য-

আবার দেখুন, বিষয় ভেদেও উদ্ধারের ব্যতিক্রম ঘটে। আপনার জিজ্ঞাসিত উদ্ধারটী কোন বিষয়ক, তাহাও জানাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। উদ্ধারের প্রশ্ন ছাড়িয়া দিন। উদ্ধারের বিপরীত যে অধঃপতন, সেই অধঃপতন হয় কিসে? এই প্রশ্নের একপ্রকার উত্তর কি সম্ভবপর? কোনটীর কারণ, নাস্তিকতা; কোনটীর কারণ মূর্খতা; কোনটীর কারণ কুসঙ্গ; কোনটীর কারণ মদ্যাশক্তি। এইরূপ বহু কারণ অধঃপতনের। বৃদ্ধ শাস্ত্রী মহাশয় ঠিক্ উত্তর দিয়াছিলেন,—লোক না দেখিলে ও প্রকৃতি না চিনিলে বলা যায় না। দেখুন, আপনাদের ধর্ম্ম পুস্তকে অবস্থাভেদে ও প্রকৃতি ভেদে বিভিন্ন উপদেশ দিবার বিধান নাই। সকলের জন্যই এক উপদেশ। এক খাদ্য, এক পোষাক, এক পুস্তক ও একভাব কি সকলে ভালবাসিতে পারে? তাই হিন্দুমতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণের লোক ভেদে উপদেশের পার্থক্যের বিধান করিয়াছেন। আবার রুচি ভেদে জ্ঞান-যোগ, কর্ম্ম-যোগ ও ভক্তি-যোগ, এই ত্রিবিধ পন্থার বিধান আছে। উক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সেই বিভেদের এক একটী শাখার কথা উল্লেখ করায় এত অনৈক্য দেখিয়াছেন। বিশেষতঃ ইহারা পুরস্কারের লোভে নিজ মতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদানার্থ ব্রতী ছিলেন। সুতরাং এত অনৈক্য দেখিয়াছেন। যদি পুরস্কারের ঘোষণা না থাকিত, এবং শান্তভাবে প্রকৃত তত্ত্ব জানার বাসনা থাকিত, তবে মতভেদের এত কঠোরতা দেখিতেন না।

ভগবানের কার্য্যে জটিলতা নাই। যে পণ্ডিত বুদ্ধির বাহাদুরীর বলে ঈশ্বরকে পাইতে চাহেন, তাঁহার জন্য জ্ঞান-যোগ সৃষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি দৈহিক বল সম্পন্ন বলিয়া শ্রমসাধ্য কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরকে পাইতে চাহেন, তাঁহার জন্য প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া ও যজ্ঞাদির বিধান আছে। যে ব্যক্তি প্রাণের ব্যাকুলতা বা ভালবাসা দ্বারা ঈশ্বরকে পাইতে চাহেন, তাঁহার জন্য ভক্তিযোগের বিধান করিয়া দিয়াছেন। মোট কথা, যার যে পথে ইচ্ছা, সেই পথে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হইলেই ভগবানকে পাওয়া যাইতে পারে। স্বয়ং ভগবান্ এই

বাহুল্য বশতঃ ক্বচিৎ তৎপর দিনেও পাঠাই। ঔষধের মূল্য ও প্যাক করিবার খরচ ও ডাক মাশুল ধরিয়া ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠাইয়া থাকি। সিকি মূল্য অগ্রিম দিলে রেলওয়ে পার্শেলে ঔষধ পাঠাই।

প্রতিশ্রুতিকে নিজ মুখে বহুবার জানাইয়াছেন। বিভিন্ন সাধকের নিকট বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন মূর্ত্তিতে যাইতে তাঁর অনুমাত্রও আপত্তি নাই। কারণ সকল ভাবই তাঁহার প্রদত্ত। আপাততঃ দেখিতে গেলে বিভিন্ন পথ ও বিভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পরমার্থতঃ তিনি এক ও অদ্বিতীয়। যেমন একই সূর্য্য বিভিন্ন রঙ্গের কাচে নিপতিত হইয়া বিভিন্নের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ।

হিন্দু ধর্ম্ম-পুস্তক কেবল এক দেশের এক ভাবের জন কয়েক জনের জন্য রচিত হয় নাই। উহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের ধর্ম্ম এবং পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গের ধর্ম্ম লইয়া লিখিত হইয়াছে। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ এই জ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা। লক্ষ লক্ষ ধর্ম্ম-বিপ্লবেও ইহার বিনাশ অসম্ভব। বৃক্ষ যখন তরুণ থাকে, তখন একটী কাণ্ডই থাকে। কিন্তু যতই পুরাতন হইতে যায়, ততই শাখা ও প্রশাখার বিস্তার ঘটে। এদিকে দেখুন, আইন পুরাতন হইলে নজির বাড়ে। তাই বলি, এক না বলিলেই পরাজয় হয় না।" এই উত্তর শুনিয়া, পাদ্রী সাহেব নীরবে বসিয়া রহিলেন। এত দিনে ভবানীর মাতার দুঃখ দূর হইল। তিনি চারু-দর্শনকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মনে করিয়া নিজ প্রতিশ্রুতির ১০০০৲ এক হাজার টাকা দিতে ইচ্ছা জানাইলেন। তৎ শ্রবণে হাকিম বাবু বলিলেন—উক্ত টাকা চারু-দর্শন সেবাশ্রমে দিতে পারেন। উহা দ্বারা অনেক দুঃখীর দুঃখ দূর হইবে। তৎ শ্রবণে ভবানীর মাতা সেই হাজার টাকা চারু-দর্শনের সেবাশ্রমে দান করিলেন। সেই দান ক্রিয়াকে ভবানীও সমর্থন করিলেন। তৎ সঙ্গে সঙ্গে পাদ্রী সাহেবও এক শত টাকা সেবাশ্রমে দান করিলেন। হিন্দু শাস্ত্রের উপর যে একটা সন্দেহ জন্মিয়াছিল, তাহা অদ্য সকলের প্রাণ হইতে সমূলে উৎপাটিত হইল। চারু-দর্শনের বিদ্যা ও বহুদর্শিতার প্রশংসা আরও বাড়িয়া গেল। পরে চারু-দর্শন, ভবানীর কাতর প্রার্থনানুসারে সেই ১৫।১০।১২৭৩ দিনে ধীবর বাড়ীতে যাইয়া মহোৎসব সম্পাদন করিতে এবং মন্ত্র দিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তৎশ্রবণে ভবানীর মাতা ও বধূগণ হুলুধ্বনি দিয়া উঠিলেন। তৎপর করপুটে বিনীতভাবে জমিদার ভবানী ও পাদ্রী

টেলিগ্রাফের অর্ডার পাইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ঔষধ পাঠান হয়। ৩। উত্তরার্থ টিকেট না দিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। ৪। পত্র লিখিবার কালে নাম, গ্রাম, পোষ্টাফিস ও জিলা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

সাহেব উভয়ে মিলিয়া চারু-দর্শনকে বলিলেন,—ভক্তি ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আরও কিছু উপদেশ দিন; যাতে সন্দেহ সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়। তৎ শ্রবণে চারু-দর্শন বলিতে লাগিলেন,—জীবের বুদ্ধিকে চরিতার্থ করা বড় কঠিন। কিন্তু প্রাণকে চরিতার্থ করা তত কঠিন নহে। কারণ বুদ্ধিরূপ রাজার সৈন্য-সামন্তের অভাব নাই। একজন পরাভূত হইলে ক্রমাগত এক এক জন করিয়া যুদ্ধ করিতে আসে। তৎ সমস্তকে মানাইতে না পারিলে বুদ্ধিকে সন্তোষ করা যায় না। ইহা ছাড়া বুদ্ধির আরও একটী দোষ আছে। সেই দোষটী এই,—অদ্য সন্তুষ্ট করিয়া দেওয়া গেল, কল্য হয়'ত নূতন প্রশ্ন লইয়া নূতন সৈন্য লইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আসিল। এইরূপ ক্রমাগত আসিয়া বহু সময় নষ্ট করিয়া দিতে পারে। তন্মধ্যে আবার পণ্ডিতের কুপরামর্শ পাইলে তাহাকে কিছুতেই সন্তোষ করা যায় না। বুদ্ধির এই দোষ ব্যতীত আরও একটী দোষ আছে, তাহার নাম বিস্মৃতি। তাহার মত অকৃতজ্ঞ আর জগতে নাই। কারণ দিলেও বলে দেন নাই; পাইলেও বলে পাই নাই; বুঝাইলেও বলে বুঝি নাই; বলিলেও বলে বলেন নাই। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধির অপর দোষও আছে। তাহার নাম স্থূল-বুদ্ধি ও ভ্রান্তি। এইজন্য অনেকে অনেক তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয় না। তাহার একটী দৃষ্টান্ত শুনুন :—একজন বুদ্ধিমান্ লোক বুদ্ধির বলে বহু তর্কাতকি করিয়া ঈশ্বরকে বুঝিতে চাহিয়াছিল; এমন সময় একটী বেদেনী আসিয়া, গুটী খেলা দেখাইয়া, তাহার বুদ্ধিকে পরাস্ত করিয়া দিল। সেই খেলায় বুদ্ধিমান্ দেখিলেন,—বেদেনী এক স্থলে একটী গুটী রাখিয়া শরা দ্বারা চাপা দিল। পরে সেই শরা উঠাইবার পর, তৎস্থলে দশটী গুটী দেখা গেল। সেই দশটী গুটীকে আবার শরা দ্বারা চাপা দিবার পর উঠাইয়া দেখাইল, একটী গুটীও নাই। এইরূপ পুনঃ পুনঃ অসম্ভবরূপে গুটীর পরিবর্ত্তন ঘটাইতে লাগিল। অথচ বুদ্ধিমান তাহার কোন কারণ নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যে বুদ্ধি দ্বারা নীচ-জাতীয়া অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকটীর এক পয়সা মজুরির খেলাটীর

যথাসময়ে সেই উত্তর বা ঔষধ যদি না পান, তবে বুঝিবেন—তাহার পত্র পাওয়া যায় নাই, কিম্বা ঠিকানা পড়িতে পারা যায় নাই, অথবা উত্তরার্থ টিকেট দেওয়া হয় নাই। ৫। অপর ক্যাটালগে যে স হস্রাধিক ঔষধের

তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইলাম না সেই বুদ্ধি লইয়া ত্রিভুবন হইতে শ্রেষ্ঠ যে ঈশ্বর, তাঁহার তত্ত্ব কিরূপে বুঝিতে যাই? এই চিন্তার ফলে তিনি বুদ্ধির আশায় বিসর্জ্জন দিয়া অবোধ লোকের মত নির্ভর করা পথটী বাছিয়া লইলেন। এক পলকে সমস্ত গোল মিটিয়া গেল। সুতরাং পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "জীবের বুদ্ধিকে চরিতার্থ করা বড় কঠিন। কিন্তু প্রাণকে চরিতার্থ করা তত কঠিন নহে।" আবার আশ্চর্য্য দেখুন, বুদ্ধির নির্দ্দেশানুসারে প্রাণ সর্ব্বদা চলিতে চায় না। বুদ্ধি প্রাণকে আদেশ দিল, কুপথ্য করিও না। প্রাণ তাহা না মানিয়া নিজ ইচ্ছামত হয়'ত কুপথ্য খাইয়া ফেলিল। প্রাণ বুদ্ধি হইতে শত সহস্র গুণে সরল। তাহার নিকট জটিলতা ও কুটিলতা নাই। ভক্তি ধর্ম্ম পাইবার আশা থাকিলে, বুদ্ধির জটিলতা ছাড়িয়া সরল প্রাণ লইয়া ভক্ত বাক্যে নির্ভর করা উচিত। যেমন জিহ্বাকে জানাইয়া খাইলে তিক্ত-কষায়ের দুর্ভোগ ভুগিতে হয়; জিহ্বা অতিক্রম করিয়া গলায় ঢালিয়া দিলে যেমন সে আপত্তির সম্ভাবনা থাকে না; সেইরূপ বুদ্ধির অজ্ঞাতে নির্ভর করা উচিত। বুদ্ধি আসিলে নির্ভরকে তাড়াইয়া দিতে চায়। সুতরাং বুদ্ধিকে যতদূর দূরে রাখা যায়, ততই ভাল। দেখুন— এই দুর্লভ মনুষ্য জীবনের জীবিত কালের পরিমাণ অতীব অল্প। তন্মধ্যে সাংসারিক কার্য্যের গোলযোগ এড়াইয়া ধর্ম্ম চিন্তা করিবার কালের পরিমাণ আরও অল্প। এই দুর্লভ অল্প সময়টুকু যদি বিষয় নির্ব্বাচন করিতে গিয়াই ব্যয় করিয়া ফেলি, তবে মূল কার্য্য করিবার সময় কোথায় পাইব? এক গ্লাস জল পান করার জন্য কি সমুদ্র জরিপ করা উচিত? কোকিল পাখী নিজে বাসা করে না। কাকের বাসায় নিজের ডিম রাখে। সর্প থাকিবার জন্য নিজে গর্ত্ত করে না। ইন্দুরের গর্ত্তই তাহার বাসস্থান। তাই বলি শাস্ত্রীয় পথ ও সাধুর নির্দ্ধারিত পথকে বিনা তর্কে বিশ্বাস করতঃ অগ্রসর হওয়া উচিত। ভক্তের ভগবান কাঙ্গালের ঠাকুর সত্য-মিথ্যা দেখেন না। কেবল মনের একাগ্রতা দেখেন। যাঁহারা জ্ঞান পথে বিচরণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সত্যের নির্ব্বাচন

নাম দেওয়া হইল, ইহা ব্যতীত আরও অনেক ঔষধ আয়ুর্ব্বেদে আছে। যাহার যে কোন ঔষধের প্রয়োজন হয়, লিখিবেন। প্রার্থিত ঔষধ প্রস্তুত না থাকিলে অতি সত্বর সযত্নে উহা প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া থাকি।

অত্যাবশ্যক। কিন্তু পতিত-পাবন দীন-দয়ালের বিধানে প্রমাশ্রুর আদরই বেশী। তাঁহার দরবারে দুঃখী, তাপী, রোগী, শোকী, নীচ ও মূর্খের অনাদর নাই। যে প্রকারে হউক, যে স্থানে হউক, সত্যে হউক, মিথ্যায় হউক, যাহার উপরে হউক না কেন, ভগবদ্ বোধে নির্ভর করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কারণ সকলের মধ্যেই তিনি বর্ত্তমান। বহু জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্যের ফলে নির্ভর-শক্তি জন্মে। এই কলিকালের পক্ষে নির্ভরই ভব-ব্যাধি নিবারণের একমাত্র মহৌষধ। যিনি যতই এদিক সেদিক্ বিচরণ করুণ না কেন, নির্ভরের মত মহোপকারী ধন পাওয়া দুর্লভ। এই নির্ভরের শক্তিকে স্ত্রীলোকগণই বেশী পছন্দ করেন। তবে তাঁহারা ব্যাকুলতা বশতঃ সেই নির্ভরকে এক দেবতার উপর বেশী সময় রাখিতে পারেন না। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করায় সেই নির্ভর বিনষ্ট হয়। তাই তাঁহারা নির্ভরের সুফল সর্ব্বদা লাভ করিতে পারেন না। তবে বর্ত্তমানে দেশীয় স্ত্রীলোকগণ, সমস্ত ভুলিয়া লক্ষ্মীর আসনে বেশ নির্ভর দিয়াছেন। তাই এই নির্ভরের গুণেই সরল স্ত্রীলোকগণ, লক্ষ্মীর আসন হইতে ঘরে ঘরে বহু কামনা সিদ্ধি করিয়া লইতেছেন। তাই আমি নির্ভর বা বিশ্বাসকে জন্মে জন্মে নমস্কার করি। শাস্ত্র শুনুন—

বিশ্বাসায় নমস্তস্মৈ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনে।
যেন মৃদ্দারু-দৃষদঃ ফলন্ত্যবিফলং ফলং॥

অর্থ—"মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও প্রস্তর দ্বারা দেব-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। তাহারা অচেতন পদার্থ বলিয়া কোন ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না। কিন্তু ভক্তের বিশ্বাস স্থাপনের বলে সেই অচেতন মূর্ত্তির মধ্যে চেতন-শক্তি আসিয়া ভক্তের সর্ব্ব প্রকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়। সুতরাং যে বিশ্বাস বা নির্ভরের বলে ঈদৃশ অসাধ্য সাধন অসম্ভবরূপে সংসাধিত হয়; সেই বিশ্বাসকে নমস্কার।" শাস্ত্রীয় বাক্য, গুরু বাক্য ও ভক্ত বাক্যে আস্থা স্থাপনের নাম বিশ্বাস বা নির্ভর। সেই বিশ্বাস দ্বিবিধ। শিথিল ও দৃঢ়। দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে কার্য্য সিদ্ধি ঘটে

কিন্তু অর্দ্ধেক মূল্য অগ্রিম পাঠান চাই। ৬। মোদকাদি অল্প সময়ে নষ্ট হয়, বলিয়া কেহ কেহ সদ্যঃ-প্রস্তুত ঔষধ পাঠাইতে লিখেন। তাই লিখি—অর্দ্ধ মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে সদ্যঃ-প্রস্তুত করিয়া ঔষধ পাঠাইয়া

না। দৃঢ় বিশ্বাসে—"দিয়েছি তোমাতে ভার, কর বা না কর পার।" এইরূপ দৃঢ়তা চাই। দেখুন, ললিত-বিস্তারে দৃঢ়তার কেমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লিখিত আছে—

মেরুঃ পর্ব্বতরাজঃ স্থানাৎ চলেৎ সর্ব্বং জগন্নো ভবেৎ।
সর্ব্ব স্তারক-সজ্ঘো ভূমি-পতিতঃ সজ্যোতিষেন্দ্রো দিবঃ।
সর্ব্বে সত্বা ভবেয়ু রেকমতয়ঃ শুষ্যেন্মহাসাগরঃ।
নত্বেব দ্রুমরাজ-মূলোপগত শ্চাল্যেত অস্মদ্বিধঃ।

অর্থ—"বরং পর্ব্বত রাজ মেরু স্থানভ্রষ্ট হইবে; সমস্ত জগৎ শূন্যে মিশিয়া যাইবে; আকাশ হইতে সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতে পতিত হইবে; এই বিশ্বে যত জীব আছে, সকলে এক মত হইবে; মহাসাগর শুকাইয়া যাইবে; তথাপি আমি যে বৃক্ষমূলে বসিয়া আছি, এস্থল হইতে আমাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিবে না।' আবার দেখুন—ব্রহ্ম হরিদাসকে কৃষ্ণ নাম জপ ছাড়াইবার জন্য স্বয়ং বাদ্সা বেত্রাঘাত করিতে করিতে ২২ বাজার ঘুড়াইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল, তথাপি লক্ষ নাম জপের সংখ্যা পূর্ণ করিবার কোন ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিল না। এইরূপ দৃঢ়তা চাই। এইরূপ দৃঢ়তার ফলে ভগবান্ ভক্তের প্রার্থনার অনুরূপ মূর্ত্তি ধরিতে এবং কামনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হন। ভগবানের বাঞ্ছাকল্পতরু নামের সার্থকতা তখনই প্রমাণিত হয়। যদি কেহ সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত পাইতে চাহেন, তবে ঈদৃশ দৃঢ়তা আনিয়া দেখুন; কদাপি নিষ্ফল হইবেন না। বহু যুগ যুগান্তর ধরিয়া হিন্দু মুসলমানাদি বহু ধার্ম্মিকের সংবাদ শুনা যাইতেছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কেহই ঈদৃশ দৃঢ়তার কুফল দেখাইতে বা শুনাইতে পারেন নাই। এইজন্যই প্রবাদ আছে,—"বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।" অথবা "কৃষ্ণ কেমন, যার মন যেমন।" এইজন্য লক্ষ্মীর আসন পাতিয়া সরল স্ত্রীলোকগণ ঘরে ঘরে কামনা সিদ্ধি করিয়া লইতেছে। আরও শুনুন—এই মানব জন্মের ৭০।৮০ বৎসর ব্যাপী তুচ্ছ সময়ের জন্য যে সম্পত্তির সঙ্গে সম্বন্ধ; সেই সম্পত্তি উপার্জ্জন করিতে যতটুকু দৃঢ়তা আবশ্যক; জন্ম-জন্মান্তরের

থাকি। ৭। তৈল, ঘৃত ও মোদকাদি টিনের কৌটায় দেওয়া হয়। কাজেই প্যাকিং ও মাশুলের ব্যয় কম পড়ে। কিন্তু অরিষ্ট, আসব ও পাচনের আরকগুলি সেইরূপ টিনের কৌটায় দিলে গুণের ব্যতিক্রম ঘটে।

সম্পত্তি যে ঈশ্বর, তার লাভের জন্য কি অন্ততঃ দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ দৃঢ়তা আবশ্যক হইবে না ? আমরা সেইরূপ দৃঢ়তা দিতে পারিলে নিশ্চয়ই বিমুখ হইতাম না। তবে শুভকার্য্যে যতটুকু দিতে পারি, ততটুকুই ভাল এই কথা মনে করিয়া নির্ভরের দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত ! আরোগ্যের লোভে হউক, ধনের লোভে হউক, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার লোভে হউক, অজ্ঞতার বলে হউক. কুসংস্কারের বলে হউক, দৈব নির্ভরের দিকে যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, ততটুকুই মঙ্গল। মৃত্যুর পর সকলেই সঙ্গ ছাড়িবে বা শক্র হইবে। কিন্তু এই নির্ভর-শক্তি কদাপি তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে না বা শক্রতা করিবে না। সে তোমার মঙ্গলার্থ ভগবান্‌কে ডাকিয়া আনিতে দৌড়াদৌড়ি করিবে। তখন তুমি প্রাণে প্রাণে বুঝিবে, একমাত্র নির্ভর ব্যতীত প্রকৃত বন্ধু কেহ নাই। সাংসারিক আকর্ষণে ও অহং-কর্ত্তৃত্বের তাড়নায় তুমি শাস্ত্রের উপদিষ্ট এই নির্ভর-শক্তিকে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না ; জ্ঞান-পন্থীদের যুক্তিতে ও বুদ্ধির দৌরাত্ম্যে তুমি নির্ভরের উপর পুনঃ পুনঃ সন্দেহ করিতেছ। কিন্তু তুমি প্রাণে প্রাণে নিশ্চয় জানিয়া রাখিও, এই কলিকালে নির্ভর ব্যতীত উদ্ধারের আর কোন প্রশস্ত পথ নাই। এই নির্ভরের পরিমাণ যার যতটুকু বেশী, তার পক্ষে তত্ত পরিমাণে ভগবানের দয়া প্রাপ্তি ঘটিবে। জ্ঞান-পন্থীদের যুক্তি, তর্ক, প্রমাণ ও প্রয়োগকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে না পারিলে প্রকৃত নির্ভর আসিতে পারে না। তাই মহাপ্রভু এত নৈয়ায়িক ও এত জ্ঞানী হইয়াও জ্ঞানকে বর্জ্জন করিতে এত উপদেশ দিয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে সেই চারুদর্শন হঠাৎ এই গানটী মৃদুস্বরে গাইলেন—

গান। (বাউলের স্বর, তাল একতালা)।

ভয় কিরে ভাই পাছে দেখ চেয়ে।

ঐ দেখ কে আছে ঐ দাঁড়ায়ে।

বিশ্বাসরূপ চক্ষু আছে যার, সে জন্ দেখিতে পায়রে ঐ মধুররূপ অন্যের দেখা ভার,

---

সুতরাং শিশি ও বাক্সে দিতে হয় বলিয়া প্যাকিং ও মাশুল খরচ অনেক বেশী পড়ে। বিশেষতঃ উহা ফেরৎ আসিলে প্রায়ই ভাঙ্গে। অতএব পূর্ণ মূল্য বা অর্দ্ধ মূল্য অগ্রিম না দিলে উহা পাঠান হয় না। ৮।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগার
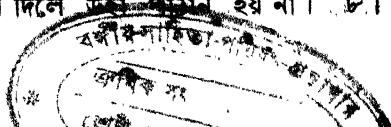
কত যোগী জ্ঞানী মুনি ঋষি, ঘুঁড়ে মরে ঐ ধন না পেয়ে। ১।
যার সেই নয়ন ফুটেছে, কিসের সংশয় কিসের বা ভয় সকল ছু'টেছে।
সে যে আপন বোধে যারে তারে, কোল দিতে চায় আপন হ'য়ে। ২।
অহং-বোধ তারই ছু'টেছে, সম্পদ্ বিপদ্ ভাল, মন্দ সকল গিয়াছে,
সে যে ভব নদী পার হয়েছে, আছে আনন্দে বিভোর হ'য়ে। ৩।
অনন্তের অনন্ত স্বরূপ, সমগ্র বিশ্বের রূপ তাহারই স্বরূপ।
সেই বিশ্বরূপের সেবক যে জন, তার কি শত্রু আছে সংসারে। ৪।

ভবানী ও পাদ্রী সাহেব জীবনে বহু গান, বহু কীর্ত্তন ও বহু ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছেন। কিন্তু এমন মর্ম্ম স্পর্শ কিছুতেই হয় নাই : উক্ত সঙ্গীতের প্রত্যেক শব্দগুলি যেন জীবন্ত মূর্ত্তি ধরিল। বন্দুকের গুলিকে হাতে লইয়া ঢিল ছুড়িলে যেমন হয়, উক্ত শব্দের অর্থ গুলি তেমন শিথিল বোধ হইল না। বন্দুকে উক্ত গুলি পুরিয়া ছুড়িলে যেমন তীব্র উৎকট আঘাত দায়ক হয়, উক্ত শব্দার্থগুলি সেইরূপ ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিল। সেই শব্দগুলি অন্তরে যাইয়া যেন অহং কর্ত্তৃত্বের বোঝাকে লণ্ড ভণ্ড করিতে লাগিল। কতক কতত যেন তৎক্ষণাৎ উড়িয়া দেহ ছাড়া হইয়া গেল। যাহারা রহিল, তাহারা যেন ছিন্ন ভিন্ন জীবন্মৃত হইয়া রহিল। সুবিধা পাইয়া তৎস্থলে নির্ভরের চিন্তা প্রবল বেগে হঠাৎ আসিয়া যেন সাংসারিক সুখ দুঃখে তুচ্ছ করিয়া তুলিল। প্রাণের চতুঃসীমা হইতে যেন পাপ খুদিয়া উঠাইতে লাগিল। অহং কর্ত্তৃত্ব, সংশয় ও তর্ক বুদ্ধিকে যেন জন্মের মত বিদায় দিল। সাংসারিক কার্য্যকে যেন সত্য সত্যই ছেলে খেলা বলিয়া মনে হইতে। লাগিল এতদিন সংসারের অনিত্য সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহার অর্থ শুনিয়াও যেন শোনেন নাই, বুঝিয়াও যেন বুঝেন নাই। এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। তখন বুদ্ধি থাকিয়াও যেন ছিল না। শব্দ থাকিয়াও যেন এমন অর্থ ছিল না। এই জগৎ দেখিয়াও যেন দেখেন নাই। তথ তিনি থাকিয়াও যেন ছিলেন না। এইরূপ অনুভূতি হইতে লাগিল। তাই পৃথিবীর দিকে ও আকাশের দিকে

কাহাকেও আমরা এজেণ্ট করি না। কেবল ব্যবসায়ী কবিরাজ মহোদয়দিগকে শত করা ১২৸০ টাকা হিসাবে কমিশন দিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন ডাক্তার, স্কুলের শিক্ষক ও পোষ্টমাষ্টারকে শত করা ৩৶০ হিসাবে

পুনঃ পুনঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই পৃথিবী যেন সেই পৃথিবী নহে। এই আকাশ যেন সেই আকাশ নহে। এই সঙ্গীতটী যেন সেই সঙ্গীত নহে। এই আমি যেন সেই আমি নহি। এইরূপ বোধ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে লাগিল। লোকের বুদ্ধিরূপ মঞ্চের উপর যখন ত্রিভুবনরূপ দ্রব্য সজ্জিত; সেই মঞ্চের রূপান্তর ও স্থানান্তর ঘটিলে, সেই সেই দ্রব্যগুলিকে অন্য দ্রব্য বলিয়া মনে হইবে না কেন? শব্দের অর্থ কেবল অক্ষরে প্রকাশিত হয় না। তাই অক্ষর লইয়া টানাটানি করিলে, তত লাভ দেখা যায় না। শব্দ হইতে অর্থ বাহির করিতে হইলে, বোধরূপ সাড়াশী দ্বারা টানিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। সেই সাড়াশীটীর পরিমাণ যার যতটুকু, ঠিক্ ততটুকু পরিমাণে অর্থ আসে। বাকী অর্থটুকু শব্দের মধ্যে ভাঙ্গিয়া টুক্‌ড়া হইয়া পড়িয়া থাকে। তাই শিশুশিক্ষার পুস্তককে বহুবার পড়িলেও অর্থ নিঃশেষিত হয় না। এইজন্য শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এখন অন্য কথা শুনুন। জীবন দাস সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইয়া জীবনের সমস্ত বাসনা ছাড়িয়াছিলেন। কিন্তু চারুলতাকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি বহু শিষ্য করিয়াছেন, এবং অন্যের বহু শিষ্য দেখিয়াছেন। কিন্তু চারুলতার মত আত্মা একটীও দেখেন নাই। তাঁহার অলৌকিক আনুগত্য ও অলৌকিক প্রতিভার কথা মনে উঠিলে জীবনদাসের চক্ষে হঠাৎ জল আসিত। চারু শিষ্য হইয়াও মাষ্টারের প্রাণকে ভক্তির দিকে এত টানিয়া লইয়াছিল যে, তজ্জন্য মাষ্টার, চারুকে গুরু বলিয়া মনে করিতেন। চারুর সেই উদাস প্রাণের নৃত্যের কথা মনে উঠিলে মাষ্টার অধীর হইতেন। তাই জীবনদাস সঙ্কীর্ত্তন উপলক্ষে চারুলতার তালাস করিতে বাকী রাখেন নাই। ক্রমে ধাইমার দর্শন এবং তদীয় অনুসন্ধানের নিষ্ফলতা জানিয়াছিলেন। পরিশেষে চারুলতার আশা ছাড়িয়া শ্রীক্ষেত্র, বৃন্দাবন ও কাশীধাম প্রভৃতি তীর্থস্থানে সঙ্কীর্ত্তন প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। ধাইমাও তার সঙ্গ ধরিয়া চারুলতার তালাস করিতেছিল।

কমিশন দিয়া থাকি। কিন্তু ৫৲ পাঁচ টাকার কম ঔষধ নিলে কাহাকেও কমিশন দেই না। ৯। উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে প্রকৃত ঔষধেও উপকার হয় না। এখানে বিনামূল্যে উপযুক্ত সুশিক্ষিত কবিরাজ দ্বারা

এখন শিবশঙ্করের কথা বলিতেছি—শিবশঙ্করের আজীবন বংশ পরম্পরাক্রমের ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও মনঃস্থির করিতে পারেন নাই। তাই তিনি বহু মহাপুরুষের উপদেশানুসারে ক্রমাগত বহু ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তার বিস্তৃত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিবেন। সেই অনুষ্ঠানেও আশানুরূপ ফল না হওয়ায় জীবনদাসের শরণাপন্ন হন। কিন্তু তাতেও মনস্তুষ্টি ক্রমাগত কয়েক বার ঘটিতে পারে নাই। পরিশেষে জীবনদাসের শিষ্য হইতে বাধ্য হন। শিবশঙ্কর জীবনদাসের শিষ্য হইবার পর ৺ কাশীধামে চারুদর্শনের শক্তি-সঞ্চারের প্রশংসা ক্রমাগত কয়েক জনের মুখে শোনেন। তাই জীবনদাস, শিবশঙ্কর ও ধাইমা সেই চারুদর্শনকে চারুলতা বলিয়া সন্দেহ করতঃ ফরিদপুর যাইবার মানসে ৺ কাশীধাম হইতে যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ধীবর বাড়ীতে প্রকাণ্ড মহোৎসব। চারুদর্শনের দর্শন, স্তব ও সঙ্গীতে অপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চার। মাতা ও বধূগণ সহ ভবানীর মন্ত্র গ্রহণ। ভবানীর সমস্ত সম্পত্তি সেবাশ্রমে দান। পাত্রী, কৃষ্ণদাসী, চন্দ্রকুমার ও শিবশঙ্করের দান। জীবনদাসের বক্তব্য। চারুদর্শনের গুরু ভক্তি।

আজ মহা হুলুস্থুল। আগামী-কল্য গুরুচরণ ধীবরের বাড়ীতে হাজার মণ চাউলের মহোৎসব জমিদার দিবেন। তাই জমিদার ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্ধু বান্ধবগণ সহ সপরিবারে উপস্থিত। প্রায় এক মাইল ব্যাপিয়া তাঁবু টানান হইয়াছে। প্রজাগণ মহোল্লাসে আয়োজন করিতেছেন। সমস্ত জমিদারীর সমস্ত স্ত্রী পুরুষ সকলের নিমন্ত্রণ; ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ভদ্র, অভদ্র, ছোট, বড়,

---

ব্যবস্থা দেওয়া যায়; কিন্তু আমাদের ঔষধ-পরীক্ষক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতী চরণ কবিশেখর কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা ব্যবস্থা করাইতে হইলে ২৲ দুই টাকা ফি দিতে হইবে। ১০। ব্যবস্থা করাইতে হইলে কাগজের

হিন্দু ও মুসলমান সকলের নিমন্ত্রণ। দেশে দেশে ঢোল পিটাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। কাজেই মহা হুলুস্থূল বাঁধিয়া গিয়াছে। চারু-দর্শন সশিষ্যে সদল বলে অগ্য গুরুচরণ ধীবরের বাড়ীতে পৌছিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছে যে, যে লক্ষ্মীর আসনের পূজা ঘরে ঘরে হইতেছে, সেই স্বয়ং লক্ষ্মী নিজে আসিয়া মহোৎসব সম্পাদন করিবেন। কাজেই দেশব্যাপী একটা রব পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই আসিতে ও দেখিতে মহাব্যগ্র। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ আরও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। কারণ তাহারাই লক্ষ্মীর আসন পাতিয়াছেন, বলিয়া এ ব্যাপারে তাহাদেরই দাবী বেশী। একটী স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,— আমরা পাড়ার সমস্ত স্ত্রীলোক যাইব। আমাদের সোণার সংসার হইবে। তুমি সকলের পুত্র ও গৃহাদি রক্ষা করিবা। দোহাই তোমার। তবে আমার নাক বজায় থাকে। আমরা জীবনে কোন প্রার্থনা করি নাই ও করিব না। দোহাই তোমার! এই প্রার্থনা রক্ষা করিবা, এই কথা বলিয়া ঐ স্ত্রী স্বামীর পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। স্বামী স্বীকৃত হইলেন। মহোৎসবের পূর্ব্ব দিন হইতেই দলে দলে লোক ছুটিয়াছে। সকলেরই মনের আশা স্বয়ং লক্ষ্মীর নিকট হইতে বর মাগিয়া লইবেন। কেহ কেহ রোগের জন্য, কেহ দরিদ্রতার জন্য, কেহ ধর্ম্মের জন্য এবং কেহ স্বামীকে স্ববশে আনিবার জন্য উৎসাহে রওনা হইয়াছেন। পথে পথে মহানন্দের আবেগে বহু বহু স্ত্রীলোকগণ গান গাইতে গাইতে চলিয়াছেন। তাঁহারা যেন নিশ্চয় সোণার সংসার করার উপায় পাইবেন। দুঃখ যেন দেশে থাকিবে না, বলিয়া তাহাদের মনে পুনঃ পুনঃ উঠিতেছে। সকলেই যেন সেই ভাবের আনন্দে মত্ত। কেহ কেহ বুক ভরা শ্বাস ফেলিতেছে। কেহ কেহ যেন জন্মের মত হাসিয়া লইতেছে। কেহ কেহ সময়ে গানে টান দিতেছে ও সময়ে তার ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছে। কেহ ক্রোড়ের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে অন্যের ক্রোড়ে দিয়া নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে। যেন তাহাদের আনন্দের পার কূল নাই। এইরূপ ভাবে ডগমগ হইয়া চলিতেছে। এদিকে দুপ্রহর রাত্রির

এক পৃষ্ঠে বড় বড় অক্ষরে রোগের বিস্তারিত বিবরণ লিখিবেন। রোগীর বয়স কত? স্ত্রী কি পুরুষ? সবল কি দুর্ব্বল? জীবিকার উপায় কি? রোগ কত দিনের? রোগের আরম্ভ কিরূপে হয়? কি কি

পর হইতেই শত শত চুলায় মহোৎসবের পাক আরম্ভ হইয়াছে। পাচকদের হরি ধ্বনি ঘন ঘন উঠিতেছে।

এদিকে ব্রাহ্ম্য মুহুর্ত্তের পূর্ব্বেই চারুদর্শন শয্যা ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে স্নান সমাপণ করতঃ প্রাতঃ সন্ধ্যা ও পূজা করিতে বসিলেন। জমিদার, মাতা ও বধূগণ সহ নিকটে বসিয়া সেই পূজা দেখিতে লাগিলেন। বসিবার পরই তাঁহাদের নাকে একটী অপূর্ব্ব সুগন্ধ আসিতে লাগিল। এই সুগন্ধের কারণ দর্শনার্থ চক্ষুকে পুনঃ পুনঃ চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়াও কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। পরে দেখিলেন—চারুদর্শনের শরীর যেন এক এক বার ভাবে গলিতেছে; আবার স্বাভাবিক হইতেছে। যতই সময় যাইতে লাগিল, ততই গলনের মাত্রা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দেখিতে লাগিলেন—চারুদর্শনের দেহ যেন ভবে গলিয়া অস্থি-গুলি পর্য্যন্ত কোমল করিয়া ফেলিতেছে; আবার যেন জলে পদ্ম ফোটার মত নূতন জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। চক্ষুর ভুল বলিয়া যতই চক্ষুর পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেছেন, ততই যেন সুন্দর পরিবর্ত্তন বাড়িয়া উঠিতেছে। এমন সময় চারু-দর্শন চক্ষু মেলিয়া গদ্‌গদ ভাবে বিভোর হইলেন।

সেই চক্ষুর ভাব দেখিয়া ভবানী বিস্মিত হইলেন। চক্ষুতে যে এত এত মধুর জ্যোতিঃ থাকিতে পারে, তাহা ভবানীর বিশ্বাস ছিলনা। বাক্যের শক্তি ও বুদ্ধির শক্তি অতিক্রম করিবার জন্য যে আবার একটা উপদেশার্থ চক্ষুঃ শক্তি আছে, তাহা তিনি জানিতেন না। এই চক্ষু যেন পরকাল স্মরণ করাইয়া দিতেছে; জীবনে যেন বৈরাগ্য আনিতেছে; প্রাণে যেন ভক্তি ঢালিয়া দিতেছে; দেহ যেন অবশ করিয়া ফেলিতেছে চারুদর্শনের চক্ষু যেন ধর্ম্মোপদেশ দিবার প্রধান গ্রন্থ। স্বয়ং বেদও যেন তাঁহার নিকট পরাজিত!

এই কথা কেবল একাকী ভবানী ভাবিতেছেন, তাহা নহে। সকলেরই এক ভাব। এমন সময় চারুদর্শন ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন—

সেই স্তবে যেন চক্ষুর আরও একটী নূতন শক্তি বাড়িল। সেই স্তবের

চিকিৎসা হইয়াছে? বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ? এইব্যাধি পিতা বা মাতার ছিল কিনা? ক্ষুধা কিরূপ? কোষ্ঠশুদ্ধি কিরূপ? নিদ্রা কিরূপ? রোগোৎপত্তির কারণ কি? রোগী কিরূপ আহার ব্যবহারে ভাল থাকেন?

প্রতি অক্ষরের আঘাতে যেন চারুর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তাহার ফলে চারুর সর্ব্বাঙ্গ মথিত হইয়া যেন জলরূপে পরিণত হইল। সেই জল যেন সমস্ত লোম কূপ দিয়া ঝড়িতে লাগিল এবং চক্ষু রূপ পয়ঃ প্রণালী দ্বারা অনর্গল পড়িতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলেই চারুর জীবনান্তের আশঙ্কা করিতে লাগিল। দর্শক মণ্ডলীর অন্তস্তল ভেদ করিয়া যেন কম্প আসিতে লাগিল। সেই কম্প থাকিয়া থাকিয়া যেন প্রাণকে অধীর করিয়া উঠাইতে লাগিল। যেন সমস্ত গলিয়া যাইবে; যেন কঠিনতা থাকিবে না; যেন পৃথিবী পাগল হইবে: এই শক্তি যেন জগতে ছিল না; জগৎকে গালাইবার জন্যই যেন ইহার সৃষ্টি। এই কথা মনে করিয়া ভবানী চিৎকার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—আর না! আর আর্ত্তি সহিতে পারি না। এত আর্ত্তি দেখিলে কে স্থির থাকিতে পারে? আর না! আর না! আর না! এই কথা বলিতে বলিতে ভবানী কাটা কুকুরের মত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। তাই তিনি আর চারুদর্শনের দিকে তাকাইতে না পারিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু এখন কেবল চক্ষু বন্ধ করিলে কি হইবে? সে আর্ত্তিযুক্ত কম্পিত স্বর ভবানীর কাণে ও প্রাণে গিয়া আরও আর্ত্তি বাড়াইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ভবানীর পাপের বোঝা যেন খুলিয়া দিল। চক্ষুঃ-শক্তির উপর আবার স্তবের যে এত শক্তি, তাহা দেখিয়া বলিলেন—এ যেন ক্ষরার উপর খাড়ার ধার। এই কথা বলিতে বলিতে ভবানী মূর্চ্ছিত হইলেন।

জীবনদাসের কীর্ত্তনে ভবানীর সর্ব্ব প্রথম মূর্চ্ছা ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয় বারে বিনা সঙ্কীর্ত্তনেই ইহার মূর্চ্ছা ঘটিল। ভক্ত সঙ্গের কত গুণ, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? পাষণ্ড দলনের জন্য ভক্তের দেহে কত অস্ত্র আছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে? স্বয়ং ভগবান্ যে দেহের চালক, সেই দেহের প্রতি পরমাণুতে প্রতি মুহূর্ত্তে কত নূতন শক্তি যাতায়াত করে, কে তাহার পরিমাণ করিতে পারে? আকাশের নক্ষত্র ও নদীর তরঙ্গ গণনা করা সম্ভব; কিন্তু ভাবের তরঙ্গ গণনা করা অসম্ভব। তবে নিজে কতক ভাবুক না হইলে সেই তরঙ্গ তত বুঝিতে পারা যায় না। ইতিপূর্ব্বে ভবানী অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন; তাই

কিসে রোগ বৃদ্ধি পায়? দিবা রাত্রির কোন্ সময় বা কোন্ ঋতুতে রোগের হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়? কোন মাদক দ্রব্য সেবন করেন কি না? ইত্যাদি জানাইবেন। ১১। টাকা ও পত্র নিম্নলিখিত ঠিকানায়

সামান্ত দর্শকাপেক্ষা ভবানীর এত বেশী মত্ততা ঘটিয়াছে। ভক্তগণ নিজ সাধনার গুণে যে কেবল নিজেই অনুগৃহীত হন, তাহা নহে; অপরকে তড়াইবার জন্য শক্তি সঞ্চারের ক্ষমতাও পাইয়া থাকেন। ইহা ভগবৎ-প্রদত্ত পুরস্কার। সেই ক্ষমতাকে কে কোন্ ভাবে বিতরণ করেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। কেহ দৃষ্টি দ্বারা; কেহ স্বর দ্বারা; কেহ আশীর্ব্বাদ দ্বারা এবং কেহ প্রসাদ প্রদান দ্বারা ইত্যাদি নানা-ভাবে বিতারিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু "চৈতন্য ভাগবত" প্রণেতা ভাবের জাহাজ বৃন্দাবন দাসকে দুগ্ধপোষ্য শৈশবকালে পায়ের অঙ্গুলী চুষিতে দিয়া শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। চর্ব্বিত তাম্বুল খাইতে দিয়া কবিরাজ মুরারি গুপ্তকে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর দৌড়িবার কালে একটী ধোপাকে স্পর্শ করিয়া শক্তি দিয়া গিয়াছিলেন। সেই শক্তির বলে নির্ব্বোধ ধোপা হরি নামে মাতিয়া ঘূর্ণী বায়ুর মত ঘুড়িতেছিল। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সেই ধোপাকে স্পর্শ করিয়া অনেকে শক্তি পাইয়াছিল।

স্তবের পর চারুদর্শন ভক্তির গান আরম্ভ করিলেন। ধীবরের কুলাঙ্গনাগণ হঠাৎ হুলুধ্বনি দিয়া দণ্ডায়মান হইল। তচ্ছ্রবণে চতুর্দ্দিকের অসংখ্য নারীপুঞ্জ হইতে পুনঃ পুনঃ হুলুধ্বনি আরব্ধ হইল। তাহা শুনিয়া লোকপুঞ্জের পক্ষ হইতেও পুনঃ পুনঃ হরি ধ্বনি উঠিতে লাগিল। ভবানীর মাতা ও বধূগণ "কর্ত্তার চৈতন্য হইল কি না।" তদ্বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলিল,—যে স্বয়ং পূর্ণ লক্ষ্মী এই ধীবরের বাড়ীতে গান গাইয়া, সকলকে জল করিয়া গিয়া ছিলেন; যিনি এই বাড়ীর কপাল ফিরাইয়া দিয়াছেন, সেই লক্ষ্মীর গান হইতেছে; শীঘ্রই দেখিবা. কলা গাছের মত ধুপ্‌ধাপ্ মাটিতে পড়িবে। কেহ কেহ বলিল, যে লক্ষ্মীর আসনের পূজা গৃহে গৃহে দেখিতেছ: সেই লক্ষ্মীর মূল উনি; ইহাঁর নিকট দুঃখ-দূরের প্রার্থনা করিলে, তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হয়। আমরা গত বারে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জিহ্বা কদাপিও চুপ থাকিবার যন্ত্র নহে; সর্ব্বদা নড়া চড়া করাই তাহার মজ্জাগত স্বভাব; তাই ইচ্ছানুরূপ বহু বলাবলি চতুর্দ্দিকে হইতে লাগিল। কিন্তু সেই বলাবলির শক্তি ও সাহস অতীব কম। তাই কর্ণে

পাঠাইতে হইবে। ১২। যে রোগী আমাদের ব্যবস্থামতে আমাদের চিকিৎসাধীন থাকিয়া আমাদের প্রস্তুতীকৃত ঔষধ খাইবেন, তিনি বুঝিবেন, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের শক্তি কিরূপ প্রবল এবং আমাদের যত্ন কিরূপ

চারুদর্শনের গান প্রবেশ করা মাত্র উহা বন্ধ হইয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ যেন ক্রমে নীরব নিস্তব্ধ হইতে লাগিল। বাতাসও যেন ক্ষণকালের জন্য ধীর স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পাখীকুলও যেন শুনিবার জন্য নীরব হইয়া গেল। একমাত্র সেই সঙ্গীতের শব্দই যেন পূর্ণাধিপত্য কাড়িয়া লইল। সেই শব্দ কেবল কাণে রহিল না। তীব্র বেগে সকলের প্রাণকে পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিল। এই কম্পের পর সকলের প্রাণ যেন গলিতে আরম্ভ করিল। এক কটাহে যেমন নানা প্রকার তরকারী পাক হয়, সেইরূপ সঙ্গীত স্বরূপ কটাহে সকলের প্রাণ উঠিয়া যেন পাক-ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইতে চলিল। পরিশেষে পাক হইতে হইতে ক্রমে যেন গলিয়া জলবৎ হইতে লাগিল। সুতরাং সকলের দেহেই ভক্তির লক্ষণ ফুটিয়া উঠিল। আত্মগ্লানি, অশ্রু, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম ও কম্প প্রভৃতি আরম্ভ হইল; যেন কদলী বনে মহা ঝড় বৃষ্টিব সূত্রপাত ঘটিল। ক্রমে সেই ঝড় বাড়িতে বাড়িতে পরিণামে সকলে কদলী বৃক্ষের ন্যায় ধুপ্‌ধাপ্ করিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। কে কার উপরে পড়িল, ঠিক্ রহিল না। একের গলা অপরের পা, একের হাত অপরের গা, একের স্ত্রী অন্যের পতি, একের পৃষ্ঠে অন্যের স্থিতি।

মহোৎসবের পাক ও কাজ যাহারা করিতেছিল, তাহারা প্রথম সঙ্গীত আরম্ভ কালে ৫।৭ মিনিট কাল একটু শুনিবার জন্য দৌড়িয়া আসিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, অতি শীঘ্রই ফিরিবে; কিন্তু পরিণামে উক্ত কলা গাছের দশা তাহাদিগকেও পাইতে হইয়াছিল। সুতরাং পাকের নিকট কেহ না থাকায়, অগ্নির জ্বাল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কে কার তালাস করে? এত লোকের নিমন্ত্রণ, কাজেই দলে দলে লোক আসিয়া প্রথম দেখিতে লাগিল—চুলার উপর হাঁড়ী বসান সত্ত্বেও জ্বাল নির্ব্বাপিত; অথচ নিকটে কোনও লোক নাই। সুতরাং ক্রমে তাহারা অগ্রসর হইল; তাহার ফলে গানের শব্দ কর্ণে আসিল, পরে সেই গানের শব্দে তথায় যাইয়া দেখে—সকলে দশা-গ্রস্ত ও ভূপতিত। ক্রমে ক্রমে সেই আগন্তুকদিগকেও সেইভাবে আক্রমণ করিল। ক্রমে অশ্রু, ক্রমে রোমাঞ্চ, ক্রমে কম্প এবং ক্রমে ঘর্ম্মাদি আসায় পরিশেষে তাহাদিগকেও কলা গাছের অবস্থা

সুন্দর। কিন্তু ঔষধ সেবন কালে পথ্যাপথ্যের নিয়ম না মানিলে এবং উপযুক্ত সময় না দিলে কিছুই হইবে না। ১৩। আমাদের প্রেরিত ভিঃ পিঃ পার্শেল কদাচ ফেরত দিবেন না। পার্শেল রাখিয়া ন্যায্য ত্রুটি

প্রাপ্ত হইতে হইল। এইরূপ যে আসে তাহারই এই দশা। ক্রমাগত লোক আসিতে লাগিল, ক্রমাগত এই দশা ঘটিতে লাগিল। যেন এখানকার বাতাসের মধ্যেই মূর্চ্ছার বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এত করিয়াও চারুদর্শনের ভাব ফুরাইতেছে না ; এ যেন এক অফুরন্ত ভাব। "কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়।" এই অফুরন্ত ভাবগুলি বিলাইবার জন্যই যেন এ নিমন্ত্রণ। এই মহোৎসবের খাদ্যের একটী পরিমাণ ছিল ; কিন্তু এই ভাবরূপ খাদ্যের যেন পরিমাণ নাই। যার যত ইচ্ছা, নিলেও যেন ফুরায় না। স্বয়ং অন্নপূর্ণা যেন এই ভাবরূপ খাদ্য পরিবেশন করিতে আসিয়াছেন। ত্রিভুবন যেন এই রসে অদ্য ডুবিয়া যাইবে। এদিকে ক্রমশঃ ক্রমশঃ বেলা চড়িতেছে। তবু কাহারও চৈতন্য হইল না। নিমন্ত্রিত লোক ক্রমাগত স্রোতের মত চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিতে লাগিল। ক্রমে বেলা দুই প্রহর হইয়া গেল। এত ক্ষণে সকলের দশা ভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। ক্রমে মহোৎসবের পাকের দিকে মন দিবার জন্য কর্ম্মকর্ত্তা ও পাচকদের স্মৃতি আসিযা দোড়াদৌড়ি ঘটাইতে লাগিল। সেই দৌড়াদৌড়িতে কাজ তত অগ্রসর হইতে পারিল না। সকলেরই চক্ষে ও মনে সেই ভাব সম্পূর্ণ ছোটে নাই কাষ্ঠ চাহিলে জল আনে ; অগ্নি চাহিলে চাউল আনে, এইরূপ বিশৃঙ্খলতা। পাচকগণও এক চাহিতে অন্য জিনিসের কথা বলে, অথবা বলিতে গিয়াও দ্রব্যের নাম স্মরণ করিতে পারে না · এই সমস্ত বিশৃঙ্খলতার ফলে ক্রমে কেবল হট্টগোল বাড়িতে লাগিল। এই গোলের মধ্যে নিমন্ত্রিত লোক জিহ্বা লইয়া প্রবেশ করায় আরও গোল বাড়াইয়া দিল। এক দল লোক সেই গোলমাল নিবারণ করিতে গিয়া উহা আরও বাড়াইয়া দিল। এইরূপ যত লোক আসিতে লাগিল, ততই গোলযোগ বাড়িতে লাগিল পরে কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ মহাবিরক্ত হইয়া উঠিল। একে অনেক বেলা হইয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ ভাবের নেশা না ছোটায় কোন কর্ম্মই তত অগ্রসর হইতেছে না। কাজেই তাহারা মহাবিরক্ত হইলেন। পরিশেষে চুলায় জল ঢালিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া রহিলেন। আপাততঃ সমস্ত গোল মিটিয়া গেল। এই পাক-বন্ধের সংবাদ জমিদারের কর্ণে আসিল।

জানাইবেন। সযত্নে তৎক্ষণাৎ সন্তোষ-জনক প্রতিবিধান করা যাইবে।
শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ কবিশেখর কবিরাজ, ঔষধ-পরীক্ষক।
আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানা, আসকলেন—ঢাকা।

জমিদার চারুদর্শনের কর্ণে দিলেন। চারুদর্শন এত বেলায় এত লোকের আহারের কি উপায় করিতে পারেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই চিন্তায় "চিড়া, গুড়, জল ও তেঁতুল" এই চারিটীকে কাঙ্গালের বন্ধু জানিয়া তদ্দ্বারা এই মহোৎসব দিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পাইবা মাত্র চতুর্দ্দিকে সেই মহাদ্রব্য চতুষ্টয় আনিবার জন্য লোক ছুটিল।

জমিদার ভবানী চারুদর্শনের শিষ্য হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলেন; পরে ভবানীর মাতাও মহানন্দে মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎপর ভবানীর পত্নীগণও একে একে মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎপরে জমিদার সর্ব্ব সমক্ষে দাঁড়াইয়া চারুদর্শনের সেবাশ্রমে সমস্ত জমিদারী দান করিলেন। ভবানীর মাতা পিতৃ-প্রদত্ত সমস্ত লগ্নী টাকা, অলঙ্কার ও গৃহদ্রব্য উক্ত সেবাশ্রমে দান করিলেন। বধূগণ তাঁহাদের নিজ নিজ অলঙ্কার ও পিতৃ-প্রদত্ত দ্রব্যাদি সমস্ত সেবাশ্রমে দান করিলেন।

সঙ্গে সেই হাকিম শিষ্য আসিয়াছিলেন। তিনি দলিল লিখিয়া সম্পাদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেবাশ্রমের বন্দোবস্ত হইয়া গেল। পূর্ব্বে হাকিম সেবাশ্রমের সর্ব্ব প্রধান ম্যানেজার ছিলেন। তৎস্থলে এখন জমিদার ম্যানেজার হইলেন। তাহার নীচে হাকিম সব্ ম্যানেজার হইলেন। "লক্ষ্মীর আসন ও চারুদর্শনের সেবাশ্রম" উভয়ে এক হইয়া গেল। এই গুরুচরণের বাড়ীতেই সর্ব্ব প্রধান আফিস বসিল। গুরুচরণকে বেতন-ভোগী সর্দ্দার করিয়া দেওয়া হইল। তৎক্ষণাৎ সেবাশ্রমের কার্য্য আরব্ধ হইল। অন্ধ, খোঁড়া, রুগ্ন ও দীন-দুঃখী ব্যক্তিদিগকে বাছিয়া বাছিয়া স্বতন্ত্র তাম্বুতে নেওয়া হইল। তাহারা আরোগ্য লাভ ও কর্ম্মক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত এবং সুন্দর মত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত শিক্ষা না পাওয়া পর্য্যন্ত অদ্য হইতে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা, খোরাক, পোষাক ও থাকিবার স্থান পাইবে. বলিয়া জানাইয়া দেওয়া হইল। সুতরাং আনন্দের রোল ও আশীর্ব্বাদের জয়ধ্বনি সর্ব্ব প্রথম এতৎ প্রদেশে আরব্ধ হইল। এই সংবাদ তীব্র বেগে গৃহে গৃহে প্রচারিত হইতে চলিল। লক্ষ্মীর আসনের সাক্ষাৎ সুফল দেখিবার সুবিধা হইল। তাই স্ত্রীলোকগণ দলে দলে সেবাশ্রমের দরজার সম্মুখে হুলুধ্বনি দিতে দিতে যাতায়াত করিতে লাগিল। সেই তাম্বুস্থিত লোকগণের

কলির অবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ ছয় প্রভুর পুণ্য জীবন কাহিনীকে সরল সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। আপাততঃ "হরিদাস-চরিতামৃতং" গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উহার মূল্য

মধ্যে কেহ কেহ বলিল—কাঙ্গালের বন্ধু পাইয়াছি। কেহ কেহ বলিল—সত্যযুগ উপস্থিত। কেহ কেহ বলিল—ইহা লক্ষ্মীর আসনের পূজার ফল।

পাদ্রী সাহেব সদল বলে পূর্ব্বেই চারুদর্শনের শিষ্য হইয়াছিলেন। তাই চারুদর্শনের সঙ্গে নিজ মেম সাহেব সহ এই নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন, এবং অন্যান্যের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবানীর দান ও তার পারিবারিক দান-পত্র দেখিয়া ও সেবাশ্রমের প্রশংসা ধ্বনি কর্ণগত করিয়া তিনিও দানে প্রবৃত্ত হইলেন। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের তহবিলে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল, তাহাকে এই সেবাশ্রমে তৎক্ষণাৎ দান করিলেন। তদ্দর্শনে পাদ্রীর মেম সাহেব নিজ হস্তের দশ হাজার টাকা দান-পত্রে লিখিয়া দিলেন। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণপুরের কৃষ্ণদাসী বৈষ্ণবী সর্ব্ব সমক্ষে দণ্ডায়মানা হইয়া আত্ম পাপ বৃত্তান্ত বর্ণন করতঃ সর্ব্বস্ব দান করিলেন। কৃষ্ণদাসীর উক্তি এই—আমি এই বৈষ্ণব জীবনে অনেক অপকর্ম্ম করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ফরিদপুরের সেই নরপশু কমলদাস মহান্ত আমার গুরু ছিল। তাহার সর্ব্ব প্রধান দালাল আমি ছিলাম। কিশোরী ভজনের কুকীর্ত্তি এতৎ প্রদেশে আমার দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমি গৃহে গৃহে ভিক্ষার ছলে যাইয়া কুলবধূদিগের সতীত্ব নাশের উপদেশ দিয়া নায়ক সহ মিলন করাইয়া দিতাম। চারুদর্শনকে গুরুচরণ ধীবরের বাড়ী হইতে লইবার জন্য কমলদাসের আদেশে আমিই আসিয়াছিলাম। আমার চক্ষের সম্মুখেই চারুদর্শন ঠোঁট টানিয়া দুই ভাগ করিয়াছিলেন। পোলিশ তদন্তের আরম্ভ দেখিবা মাত্র আমি কুকুরের মত দৌড়াইয়া পলাতক হই। তাতেই আসামীর মধ্যে আমার নাম ছিল না। হাকিম বাবু যখন মেলা স্থান হইতে পায়খানার দ্বার দিয়া যাত্রা করেন, তখন আমি উঁহাকে ধরিবার প্রত্যাশায় পাছে পাছে দৌড়াইয়া ছিলাম। শিবশঙ্কর মজুমদারের কন্যা চারুলতার সঙ্গে জমিদার ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ ভঙ্গ করিয়া চন্দ্রকুমার রায় যখন চারুলতা ও ধাইমাকে সঙ্গে করিয়া নৌকা যোগে পলাতক হয়, তখন সেই নৌকা জলমগ্ন হয়। ধাইমা জলে ভাসিতে ভাসিতে যখন তীরে উঠে, তখন তার কোমরে অনেক টাকা ঝাইলে বাঁধা দেখিয়া আত্মসাৎ করার অভিপ্রায়ে উক্ত ধাইমাকে সযত্নে নিজ আখড়ায় লইয়া যাই। ধাইমা কোন

৷৷০ মাত্র। "অদ্বৈত-চরিতামৃতং" অর্দ্ধেক ছাপা হইয়াছে। উহার মূল্য চারি আনা। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে, তদীয় সমস্ত পবিত্র জীবনী বর্ণন উপলক্ষে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও ভক্তবৃন্দের অপূর্ব্ব-লীলা ও ভক্তি-ধর্ম্ম সবিশেষ

সময়েই সেই ঝাইল কোমর হইতে খুলিয়া অন্য স্থানে রাখিত না। এমন কি, স্নান করার সময়েও বাঁধা রাখিত। সুতরাং আমি নিরুপায় হইয়া বহু লোক ডাকিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করাই। সেই সঙ্কীর্ত্তনে ধাইমার দশা উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা জন্মিলে আমি পাপাচারিণী সেই কোমর হইতে ঝাইল খুলিয়া স্থানান্তরে রাখি। ধাইমার জ্ঞান হইবার পর যখন সেই ঝাইলের অনুসন্ধান আরম্ভ হয়। তখন আমি পাপিনী সঙ্কীর্ত্তনের লোকদিগকে চোর বলিয়া তিরস্কার করিতে থাকি। সেই ঝাইলের ৪৫৯ সমস্ত টাকা ও আমার পাপার্জ্জিত ৫ হাজার সমস্ত টাকা এই সেবাশ্রমে দান করিলাম। যদি আমার আজন্মের পাপ ক্ষমা করিয়া চারুদর্শন আমাকে শিষ্য করিয়া এই সেবাশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করেন, তবে ধন্য হইব। পাপের অনুতাপ আর সহিতে পারি না, পারি না, পারি না, পারি না" এই কথা বলিয়া চারুদর্শনের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ইত্যবস্থায় চারুর মাতুল চন্দ্রকুমার রায় দণ্ডায়মান হইয়া বিবাহ ভঙ্গ করিবার কারণ, নিজের অনুতাপ, সমাজ সংস্কার কার্য্যে বিরতির কারণ ও লক্ষ্মীর আসন পাতিবার প্রত্যক্ষ ফল বর্ণন করিতে করিতে নিজের সর্ব্বস্ব সেবাশ্রমে দান করিলেন।

তদ্দর্শনে চারুলতার পিতা শিবশঙ্কর মজুমদার ক্ষিপ্তবৎ দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্ব প্রথম বলিলেন—অর্থ পিপাসা সর্ব্ব-ধর্ম্ম-নাশক। আমি অর্থ লোভে জমিদারের ম্যানেজারী প্রাপ্তির প্রত্যাশায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। তাই চারুলতার মত এমন ধর্ম্ম প্রতিভার কন্যাকে ভবানীর সঙ্গে বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম। এইরূপ বহু বহু আত্মদোষ প্রকাশ করতঃ নিজের যথাসর্ব্বস্ব চারুদর্শনের সেবাশ্রমে দান করিলেন। পরিশেষে বলিলেন— চারু আমার কন্যা হইলেও তাঁহার অপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চারের ক্ষমতাকে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। চারুর পূত আত্মা আমাদের পাপময় গৃহে জন্ম গ্রহণ করায় আমার চৌদ্দপুরুষের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। আমি আশা করি, চারুর শুভ আশীর্ব্বাদে আমার এই পাপ দেহ দ্বারা সেবাশ্রমের পুণ্য কার্য্য সুন্দর মত নির্ব্বাহিত হইবে।

তৎপরে ধাইমা ক্ষিপ্তবৎ দৌড়াইয়া চারুদর্শনকে কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জীবনদাস আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া

বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনার প্রাণ-মুগ্ধকর ভাবাবেশে পাঠকের হৃদয় আপ্লুত হয়। গ্রন্থদ্বয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইলেও লিখকের গুণে বহু বঙ্গভাষা হইতেও সরল ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষার্থীর পক্ষে এবং মুখস্থ রাখিবার পক্ষে এমন সুযোগ আর নাই। প্রশংসা-পত্র দেখুন।

বলিতে লাগিলেন—"এই পবিত্র সেবাশ্রমে দিবার উপযুক্ত আমার কিছুই নাই। এমন কি, নিজ দেহটী পর্য্যন্ত দিবার উপায় নাই। কারণ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করায় এই দেহের উপরও আমার অধিকার চলিয়া গিয়াছে। তবে আমার যতগুলি শিষ্য আছে, তৎসমস্তকে এই সেবাশ্রমের আদেশ মানিয়া চলিবার জন্য সেই শিষ্যদিগকে দান করিলাম। তাহাদের ম্যানেজাররূপে শিবশঙ্করকে নিজ পৌত্রিক বাড়ীতে রাখিয়া সেবাশ্রমের কার্য্য করাইলে আমি ধন্য হইব। আজ আমার আনন্দ বুকে আটে না। আমার শিক্ষায় আমার ছাত্রী চারুর যাদৃশ শক্তি জন্মিয়াছে, তাদৃশ ক্ষমতা পাইতে হইলে আমাকে কত জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে নিশ্চয়তা নাই। পাঠ্যাবস্থায় চারু কেবল আমার শিষ্য ছিল না, আমি চারুর উদাস নৃত্য দেখিয়া এত বৈরাগ্য পাইয়াছিলাম যে, তাহার ফলেই আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইতে সক্ষম হইয়াছি।

জীবনদাসের এই উক্তি শ্রবণ মাত্র ভবানী স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি জীবনদাসের পা ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—আপনার সঙ্কীর্ত্তনের ও উপদেশের বলেই আমি পাপের খেলা ছাড়িতে সক্ষম হইয়াছি। কারাগারে যাইয়া কেবল আপনার উপদেশের সেই গানটীই আমার একমাত্র সুখের কারণ হইয়াছিল। তাহার ফলেই আমার তর্ক ও অহংকর্ত্তৃত্ব বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আপনি এইরূপ জমি প্রস্তুত করিয়া না দিলে চারুদর্শনের মাহাত্ম্য আমি বুঝিতে পারিতাম না। অতএব আপনাকে আমার জন্ম-জন্মান্তরের গুরু বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। আপনি বহু পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন" এই কথা বলিয়া আত্ম-পাপ বর্ণন করতঃ পরিশেষে বলিলেন—বিধাতার শুভ ইচ্ছাকে আমরা বুঝিতে পারি না। চারুলতার সহিত আবার বিবাহ ভঙ্গ কেন ঘটিয়াছে, এত দিনে তাহার তাৎপর্য্য বুঝিলাম। এই কথা শেষ হইতে না হইতেই চারুদর্শন দৌড়িয়া জীবনদাসের পদদ্বয়ে মস্তক রাখিলেন এবং শ্রীগুরুর স্তব পড়িতে লাগিলেন—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

সম্পূর্ণ।

ঢাকা, মোসলেম-হিতৈষী প্রেসে—মহাম্মদ ইব্রাহিম কর্ত্তৃক মুদ্রিত ২৫।৬।১৩২৪

কোষ্ঠশুদ্ধি মোদক।

(কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু বা তাজীর্ণ ও কোষ্ঠ কাঠিন্যাদির মহৌষধ)

প্রত্যহ রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে কোন রোগই আসিতে পারে না। সুস্থতা ও স্ফূর্ত্তির প্রধান কারণ—কোষ্ঠ-পরিষ্কার। (১) ইহা কোষ্ঠ-বন্ধের মহৌষধ; অথচ পরিপাক-শক্তির বর্দ্ধক। এইরূপ দ্বিবিধ গুণ এক ঔষধে প্রায়ই দেখা যায় না। (২) ইহা পেট ফাঁপা, পেট বেদনা ও বাতাজীর্ণ (Dyspepsia) রোগের মহৌষধ। (৩) ইহা ক্রিমির মহৌষধ। (৪) ইহা আফিং-সেবীর কোষ্ঠবন্ধের মহৌষধ। ডুস বা পিচকারীর সাহায্য আর লইতে হইবে না। এতদিনে আফিঙ্গের দুর্গুণ নাশের ঔষধ আসিল। (৫) ইহা অম্লপিত্তের মহৌষধ; এবং পিত্তশূল বেদনার মহৌষধ। (৬) ইহা অর্শরোগের মহৌষধ। প্রত্যহ কোষ্ঠ-পরিষ্কার ঘটাইয়া অর্শের রক্তস্রাব বন্ধ করে; এবং বহির্ব্বলি ও অন্তর্ব্বলি ক্রমশঃ শুষ্ক করিয়া ফেলে। (৭) ইহা পাণ্ডু, কামলা, শোথ, উদরী, গাত্র-বেদনা, পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ নাশক। (৮) বাতরোগ, পিত্ত-রোগ, রক্তদোষ, মেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য নাশক ঔষধের প্রধান সহায়।

সেবন বিধি—প্রত্যহ ৷৹ বা ১ তোলা ঔষধকে রাত্রির আহারের ১ একঘণ্টা পূর্ব্বে চিবাইয়া বা জলে গুলিয়া খাইবেন। ইহাতে তরল দাস্ত বা কোন গ্লানি হয় না; অথচ পেটের সঞ্চিত সমস্ত মল প্রাতে নিরুদ্বেগে ২।১ বারে নির্গত হয়। তাই আহারের কোন ব্যতিক্রম করিতে হয় না। এমন বাহাদুরী, এমন সুস্বাদু ও এমন নির্দ্দোষ মহৌষধ দুর্লভ। প্রতি তোলার মূল্য ৵০ আনা। মধ্যম কৌটায় ১০ তোলা ঔষধ থাকে, তাহার মূল্য ১৵০ আনা। ২০ তোলার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

এজেণ্ট চাই।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ কবিশেখর কবিরাজ, ম্যানেজার,

আয়ুর্ব্বেদীয়-যৌথ-কারখানা, আসক লেন, ঢাকা।